বেগম-মহল।

[ঐতিহাসিক উপন্যাস।]

শ্রীবিনোদবিহারী শীল সম্পাদিত।

শ্রীনরেন্দ্রকুমার শীল কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

৫২ নং নিমুগোস্বামীর লেন, কলিকাতা।

সন ১৩১৭ সাল।

মূল্য ৩৲ তিন টাকা।

Printed by S. K. Seal at
SEAL PRESS
[illegible] No. Upper Circular Road, Calcutta

প্রথম খণ্ড।

প্রারম্ভ।

স্থানে সমবেত হইয়া, এই একই কথার আলোচনা করিতেছে;—কিন্তু কাহারই স্বর উচ্চে উঠিতেছে না,—সকলেই মৃদু স্বরে সভয়ে কথা কহিতেছে। এ সময়ে যে কেহ দিল্লি বা আগ্রায় উপস্থিত হইতেন, তিনিই বুঝিতেন যে কি একটা ভয়াবহ বিপর্য্যয় কাণ্ড নিশ্চয়ই ঘটিয়াছে,—নতুবা লোকে এত বিচলিত হইবে কেন?

একটী কাণ্ড যে ঘটিয়াছে,—তাহা নহে। তিনটী সহরে তিনটী ভয়াবহ কাণ্ড সংঘটিত হইয়াছে;—তাহাই লইয়া চারিদিকে হুলুস্থুল পড়িয়া গিয়াছে।

একটী কাণ্ড—যুদ্ধের সম্ভাবনা! রাজপ্রাসাদ হইতে রাজপুত্র পলায়ন করিয়াছেন;—সম্ভবতঃ পিতা পুত্রে, ভ্রাতায় ভ্রাতায়, মহা-সমরানল জ্বলিয়া উঠিবে;—তাহাতে সমস্ত ভারতবর্ষ টলমল করিবে,—চারিদিকে রক্তের নদী বহিবে। কে ভারতেশ্বর দিল্লিশ্বর হয়েন,—তাহার কোন স্থিরতা নাই। এ অবস্থায় লোকে যে নিতান্ত বিচলিত হইয়া পড়িবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কি?

দ্বিতীয়টী—একটীর পর একটী বহু হত্যাকাণ্ড। গত [illegible] হইতে দিল্লির সিংহদ্বারে প্রতি সপ্তাহের মঙ্গলবারে এক একটী সুন্দর সুপুরুষ যুবকের মৃতদেহ দেখা যাইতেছে;—কোথা হইতে সিংহদ্বারে এই সকল মৃতদেহ আসিতেছে,—তাহা কেহ বলিতে পারে না।

এই মৃতদেহ কাহাদের,—তাহারা কি জাতি,—তাহারা কোথাকার অধিবাসী,—কোথা হইতে আসিয়া হত হইয়াছে;—তাহা [illegible] হইবার কোন উপায় নাই। প্রত্যেক মৃতদেহের সম্পূর্ণ উলাঙ্গাবস্থা; সহজে মৃতদেহের জাতি নির্দ্দেষ করা যায় না। কতকগুলিকে হিন্দু বলিয়া মনে হয়,—আবার কতকগুলিকে মুসলমান বলিয়া [illegible] হয়! আরও আশ্চর্য্যের বিষয়, কোন মৃতদেহেই কোন

আঘাতের চিহ্ন নাই! কিসে যে এই সকল হতভাগ্যের মৃত্যু ঘটিয়াছে,—তাহা অবগত হইবার কোন সম্ভাবনা ছিল না;—সুতরাং উপর্য্যুপরি দিনের পর দিন প্রতি মঙ্গলবারে একই রূপ ভাবে উলঙ্গ মৃতদেহ দিল্লির সিংহদ্বারে দেখিয়া দিল্লিবাসিগণ যে নিতান্ত বিচলিত হইয়া উঠিবে,—তাহাতে আশ্চর্য্য কি?

তৃতীয়টী—একটী ভুতের কাণ্ড। এই ভয়াবহ ভৌতিক ব্যাপার এমনই গুরুতর হইয়া উঠিয়াছে যে, লোকে পরস্পরের সহিত পরস্পরের সাক্ষাৎ হইলেই সকলে বিস্মিতভাবে সভয়ে এই ভৌতিক ব্যাপারের আলোচনা করিতেছে! এই তিন ব্যাপার এত গুরুতর হইয়া উঠিবার আরও একটী কারণ ছিল। লোকে যত দূর শুনিতেছে, তাহাতে স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছে যে এই তিন ব্যাপার পরস্পরের সহিত পর[illegible]র বিশেষ ভাবে জড়িত। যে দিন হইতে রাজপুত্র প্রাসাদ হইতে প[illegible]ইয়াছেন,—ঠিক সেই দিন হইতে,—সেই কাল মঙ্গলবার হইতে,—দিল্লির দ্বারে মৃতদেহ দেখা যাইতেছে। ঠিক সেইদিন হইতেই আবার এই ভয়াবহ ভুতের কাণ্ড আরম্ভ হইয়াছে।

[illegible] তিনটী ঘটনা দূরে দূরে তিনটী সহরে ঘটিয়াছে। প্রথমটী আগ্রায়, [illegible]টী দিল্লিতে, এবং তৃতীয়টী ফতেপুর সিক্রিতে ঘটিয়াছে;—অথচ তিনটী ব্যাপার এত পরস্পরে সংশ্লিষ্ট যে লোকে তাহাতেই আ[illegible] ভীত, শঙ্কিত ও বিস্মিত হইয়াছে! দিল্লিতে যাহা ঘটিতেছে,—[illegible] সিক্রিতে যাহা ঘটিতেছে,—আগ্রার সহিত তাহার যে বিশেষ সম্বন্ধ আছে,—তাহা সকলেই বুঝিয়াছে;—কিন্তু ইহার ভিতর কি [illegible] রহস্য জড়িত আছে,—তাহা তাহারা কিছুই বুঝিতেছে না। তাহা[illegible] তাহাদের এত বিস্ময়,—এত ভয়,—এত শঙ্কা। লোকে [illegible] বুঝিতে পারে না,—তাহারই জন্যই বিশেষ ভীত ও বিচলিত [illegible] পড়ে। এই জন্যই দিল্লি ও আগ্রাবাসিগণ,—কেবল তাহার

কেন,—সমস্ত দিল্লি প্রদেশবাসিগণ, এই অভূতপূর্ব্ব ব্যাপারে অত্যধিক বিচলিত হইয়া উঠিয়াছিল। আমরা প্রথমে ফতেপুর সিকরির কথা বলিব।

আগ্রা হইতে প্রায় ১৫ ক্রোশ দূরে ফতেপুর সিকৃরি অবস্থিত সকলেই বোধ হয় অবগত আছেন,—বাদসাহ আকবরসাহ এই স্থানে এক বিস্তৃত উচ্চ পাহাড়ের উপর এক নূতন রাজধানী সংস্থাপন করিয়াছিলেন,—কিন্তু জলাভাবে তিনি এই নূতন সহর পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয়েন;—পরে যমুনার তীরে স্বর্গসম আগ্রা সহর স্থাপিত হয়। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময়ে পরিত্যক্ত ফতেপুর সিকৃরি দিন দিন ক্রমে ভগ্নস্তূপে পরিণত হইয়া আসিতেছিল। রাজ আজ্ঞায় যাহারা এই নূতন সহরে আসিয়া বাস করিয়াছিল,—তাহারাও বাদসাহের সঙ্গে সঙ্গে আগ্রায় চলিয়া গিয়াছে;—তাহাই আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময়ে ফতেপুর সিকরি জনশূন্য হইয়া গিয়াছিল।

ফতেপুর সিকৃরিতে নূতন সহর সংস্থাপনের আকবর বাদসাহের একটী বিশেষ কারণ ছিল। প্রায় বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত তিনি নিষ্পুত্রক ছিলেন। এক অতি তেজবান মুসলমান ফকির ফতেপুর সিকৃরির জনশূন্য পাহাড় জঙ্গলে বাস করিতেন;—ইঁহারই অনুগ্রহে বাদসাহ পুত্র মুখ সন্দর্শনে সক্ষম হয়েন। সেই জন্য তিনি ফকিরের নামে পুত্রের নাম "সেলিম" রাখিয়াছিলেন। ফকির সেলিমের মান্যার্থে তিনি ফতেপুর সিকৃরির পাহাড়ে মক্কার জগৎ বিখ্যাত মসজিদের অনুকরণে মর্ম্মর প্রস্তরে এক অতিসুন্দর মসজিদ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন;—তাঁহারই মান্যার্থে তিনি এক সময়ে এখানে ভারতের রাজধানী সংস্থাপনে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন। যতদিন বৃদ্ধ ফকির জীবিত ছিলেন,—ততদিন আকবর বাদসাহ সময় সময় নানাদেশ বিদেশ জয় করিয়া এখানে আসিয়া

াস করিতেন। ভারতের নানা প্রদেশ জয় করিয়া, তিনি নূতন হরে যে আকাশস্পর্শী সিংহদ্বার নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহা এখনও আকাশ ভেদ করিয়া দণ্ডায়মান আছে। কিন্তু আমরা যে সময়ের থা বলিতেছি,—জাহাঙ্গির বাদসাহের রাজত্বের প্রায় শেষ সময়ে ফতেপুর সিক্‌রিতে দুই ব্যক্তি ব্যতীত আর কেহ বাস করিতেন না।

একজন ফকির সেলিমের শিষ্য। আকবর গুরুর কবরের উপর মারবেলনির্ম্মিত মুক্তাখচিত সমাধি মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন; তিনি তাহারই পাহারায় ও সেবায় নিযুক্ত ছিলেন। অপর ব্যক্তি একজন অতিবৃদ্ধ মুসলমান ওমরাও, নাম সলাবত খাঁ। যখন বাদসাহের সহিত সকলে অভিশপ্ত নূতন রাজধানী ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল,—ফতেপুর সিক্‌রি বহু বৎসর যাবৎ জনশূন্য হইয়া পড়িয়া রহিল;—তখন বাদসাহের মৃত্যুর পর, জাহাঙ্গিরের রাজত্ব-কালে, বৃদ্ধ ওমরাও সলাবত খাঁ জাহাঙ্গিরকে বলিলেন, "হজরত,—ফতেপুর সিক্‌রিতে একজন লোকের পাহারা থাকা উচিত। হুকুম হয়তো, অধীন পরিত্যক্ত রাজধানীর পাহারায় থাকিবে।" মৃদু হাসিয়া বাদসাহ সম্মতি প্রদান করিলেন। তিনি জানিতেন, ধর্ম্মপ্রাণ, সরলপ্রকৃতি বৃদ্ধ সলাবত খাঁ রাজসভার গোলযোগ, বিলাসিতা, কুটচক্র, ভালবাসিতেন না,—তিনি নির্জ্জনে থাকিতে ইচ্ছুক।

সেই পর্য্যন্ত বৃদ্ধ সলাবত খাঁ অদ্ধ-ভগ্ন-প্রবণ বিস্তৃত রাজ-প্রাসাদে বাস করিতেছেন। এই প্রাসাদ প্রস্তুত হইতে হইতেই পরিত্যক্ত হইয়াছিল। ভারতের শ্রেষ্ঠ ও বিচক্ষণ শিল্পীগণ তাহাদের অনুপমেয় চাতুর্য্যে এই সুন্দর রাজপ্রাসাদ প্রস্তুত করিতেছিল;—কিন্তু তাহারা তাহাদের কার্য্য অসম্পূর্ণ রাখিয়াই আগ্রায় চলিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছিল,—সুতরাং বৃহৎ গ্রামসম রাজপ্রাসাদ এক্ষণে প্রায় ভগ্নস্তূপে দাঁড়াইয়াছে। এই বিস্তৃত প্রাসাদের কোনাংশে কি আছে

তাহা কেহই জানিত না ;—বৃদ্ধ সলাবত খাঁও জানিতেন না। তিনি বাহিরের দিকের কয়েকটী বাসোপযোগী গৃহ অধিকার করিয়া বাস করিতে-ছিলেন ;—প্রাসাদের অন্যান্যদিকে কখনও পদার্পণ করিতেন না।

তাঁহার পরিবার-মণ্ডলীও অধিক কেহ ছিল না। তাঁহার চিরসঙ্গী ভৃত্য মহম্মদজান বাল্যকাল হইতে তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে আছে। এখনও, যখন নির্জ্জন ফতেপুর সিক্রিতে প্রভু আগ্রার জাঁক জমক পরিত্যাগ করিয়া আগমন করিলেন,—তখন মহাম্মদজান প্রভুকে ত্যাগ করিল না ;—সে তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে রহিল।

বৃদ্ধ ওমরাওয়ের একটী প্রৌঢ়া দাসীও ছিল। হামিদা কতকাল সলাবত খাঁর সঙ্গে আছে, তাহা লোকে ভুলিয়া গিয়াছিল। যতদিন তাহারা সলাবত খাঁকে দেখিতেছে,—ততদিন তাহারা হামিদাকেও দেখিতেছে।

ওমরাও সলাবত বাদসাহের দরবার হইতে যৎসামান্য বাৎসরিক বৃত্তি পাইতেন। তাহাতেই তাঁহার একরূপ কষ্টেস্সৃষ্টে চলিয়া যাইত ;—তিনি তাহাতেই সন্তুষ্ট ছিলেন। প্রভুভক্ত মহম্মদজান আহারাদি সংগ্রহ করিয়া আনিত,—হামিদা রন্ধন করিত,—সলাবত খাঁ ঋষির ন্যায় জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। তাঁহার লম্বমান শ্বেত শ্মশ্রু, তাঁহার বিশাল কপাল, তাঁহার সমুজ্জ্বল চক্ষু, দেখিলে প্রকৃতই তাঁহাকে ঋষি বলিয়া মনে হইত!

আরও একজন বৃদ্ধ ওমরাওয়ের সংসার আলোকিত করিত। তিন বৃদ্ধের মধ্যে এই প্রস্ফুটিত কুসুম বনফুলের ন্যায় শোভা পাইত। এই বালিকার বয়স পঞ্চদশ,—সে পূর্ণ যৌবনা,—শত অপরূপ রূপে ভাসমানা! লুলিয়ার ন্যায় সুন্দরী সহজে দৃষ্টিপথে পতিত হয় না। সকলে লুলিয়াকে বৃদ্ধের নাতিনী বলিয়া জানিত,—কিন্তু হামিদা এ কথা শুনিলে মৃদু মৃদু ঘাড় নাড়িত।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

কে ইনি ?

সন্ধ্যা হয়! সূর্য্যদেব চারিদিক লোহিত রঙ্গে রঞ্জিত করিয়া ফতেপুর সিক্‌রির পশ্চিম প্রান্তস্থিত ক্ষুদ্র পাহাড়গুলিতে সোণা মাথাইয়া ধীরে ধীরে পশ্চিম গগণে অস্তমিত হইতেছেন। ক্রমে ধীরে ধীরে চারিদিক গোধূলি আলোকে আবরিত হইতেছে। বৃক্ষ শাখায় শাখায় বসিয়া পক্ষীগণ কলরব করিয়া, চারিদিক আলোড়িত করিতেছে। ভগ্ন বাদসাহ প্রাসাদের নির্জ্জন কক্ষে কক্ষে পক্ষীগণ একে একে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিতেছে। দূরে মসজিদে পরিত্যক্ত নগরীর একমাত্র মোল্লা গুরুগম্ভীর স্বরে নমাজ পাঠ করিতেছেন,—তাঁহার স্বর দূরে দূরে প্রতিধ্বনিত হইতেছে। এই সময়ে গাগরী মস্তকে লুলিয়া রাজপ্রাসাদের পশ্চাৎদিকস্থ ইন্দেরার পার্শ্বে জল লইতে আসিয়াছে। সে গাগরী কুয়ার পার্শ্বস্থ পাষাণ বেদীর উপর রাখিয়া, সূর্য্যের অপরূপ দৃশ্য দেখিতেছে। অস্তমিত সূর্য্যের সুবর্ণ কিরণ তাহার কমনীয় মুখে পতিত হইয়া তাহার রূপ শতগুণ বৃদ্ধি করিয়াছে! চারিদিক যেন তাহার বিমল রূপে হাসিতেছে! এ সোণার প্রতিমার পক্ষে কি কুয়া হইতে জল উত্তোলন সম্ভব! এ নবনীত বিনিন্দিত দেহ কি কঠোর পরিশ্রমের উপযুক্ত! কিন্তু লুলিয়া তাহার জন্য কখনও কিছু মনে করিত না। সে সাধারণ গৃহস্থ কন্যার ন্যায় সকল গৃহকার্য্যই করিত;—তাহাতে সে আনন্দ পাইত;—হামিদা তাহাকে কাজ করিতে না দিলে, সে বৃদ্ধার সহিত কোমর বাঁধিয়া ঝগড়া করিতে উদ্যতা হইত। "বাছা,-- তোমার যা ইচ্ছা কর,—তুমিতো বাপু কথা শোন্‌বার মেয়ে নও।" এই বলিয়া সে আর কোন কথা কহিত না। লুলিয়া কটিতে অঞ্চল বেষ্টন করিয়া গৃহ কার্য্যে লাগিত।

কিয়ংক্ষণ সূর্য্যাস্ত দেখিয়া লুলিয়া চমকিত হইয়া ফিরিল। তাহার বোধ হইল, যেন সে নিকটে কাহার পদশব্দ শুনিল! তবে কি হামিদা তাহার বিলম্ব দেখিয়া তাহার সন্ধানে আসিয়াছে? সে চারিদিকে তাহার বিলোল নয়নদ্বয় বিস্ফারিত করিয়া চাহিল, কিন্তু কোন দিকে কাহাকে দেখিতে পাইল না। তখন তাহার ভুল হইয়াছে ভাবিয়া, সে কুয়া হইতে জল তুলিতে উদ্যতা হইল;—এই সময়ে কে তাহার পশ্চাতে অতিমৃদু মধুরস্বরে বলিল, "আমাকে দিন,—আমি জল তুলিয়া দিই,—আপনার হাতে লাগিবে!"

চমকিত হইয়া লুলিয়া ফিরিল। এ শূন্য নগরে তাহার বৃদ্ধ দাদা সলাবত খাঁ,—তাহাদের বৃদ্ধ দাস দাসী মহম্মদজান ও হামিদা, এতদ্ব্যতীত আর জনপ্রাণী ছিল না। সেলিম-দরগার মোল্লা কখনও রাজ-প্রাসাদের দিকে আসিতেন না,—তবে ইনি কে? কে মধুর স্বরে তাহাকে সম্বোধন করিল? লুলিয়া চমকিতা,—কতকটা ভীতা,—হইয়া পশ্চাতে ফিরিল,—দেখিল একটী স্ত্রীলোক। পরম রূপবতী স্ত্রীলোক

এই স্ত্রীলোক এই নির্জ্জন জনশূন্য নগরে কিরূপে কোথা হইতে আসিল? লুলিয়া অতি বিস্মিত ভাবে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। দেখিল,—স্ত্রীলোকটী তাহাপেক্ষা আট দশ বৎসর অধিক বয়স্কা। তাহার বয়স অন্ততঃ পঞ্চবিংশের উর্দ্ধ নহে। তাহার পরিধান অতি মোটা কাপড়,—অঙ্গে কোনরূপ অলঙ্কারাদি নাই,—দেখিলেই অতি দরিদ্রের ঘরণী বলিয়া বুঝিতে বিলম্ব হয় না। অথচ রমণী অতি পরমা সুন্দরী। দরিদ্রের গৃহে যে এরূপ সুন্দরী জন্মিতে পারে, লুলিয়ার তাহা বিশ্বাস ছিল না। সে অতিবিস্মিতভাবে এই রমণীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

সে চিরকাল নির্জ্জনে লোকালয় হইতে দূরে লালিতাপালিতা;—কখনও জননী, পিতা বা অন্য কোন আত্মীয় স্বজন দেখে নাই।

সালাবত খাঁ কখনও তাহাকে জনসমাজে যাইতে দিতেন না ;— রাজপ্রাসাদের নিকটে আসিয়াও সে বনফুলের ন্যায় বনে প্রস্ফুটিত হইয়াছিল,—সংসারের কিছুই জানিত না। তাহার স্বাভাবিক সরল প্রাণ সরলতায় বিমণ্ডিত ছিল। সে সংসারের কিছুই বুঝিত না ;— সুতরাং এই রমণীর দেহে যে রহস্য জড়িত ছিল, তাহা সে লক্ষ্য করিল না। তাহার সরল প্রাণে কোন সন্দেহ জাগরূক হইল না ;— শত্রু মিত্র,—হলাহল,—অমৃতের প্রভেদ সে বুঝিত না।

রমণী মধুরস্বরে আবার বলিল, "এ কোমল হাতে দড়ি টানিয়া কুয়া হইতে যে জল তুলিতে দেয়,—তাহার ন্যায় নিষ্ঠুর কে ? দিন,—আপনার হইয়া আমি জল তুলিতেছি।"

লুলিয়া বলিল, "প্রত্যহই আমি জল তুলি,—আমার অভ্যাস আছে ;—আমার ইহাতে কোন কষ্ট হয় না ;—আপনি কে ? আপনাকে এখানেতো আর কখনও দেখি নাই।"

রমণী হাসিয়া বলিল, "দেখিতেছেন তো আমি বড়—বড় গরীবের মেয়ে,—আপনাদের আশ্রয়ে আসিয়াছি।"

লুলিয়া আবার কিয়ৎক্ষণ রমণীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল,— কি যেন তাহার মনে হইতেছে,—অথচ সে যে কি,—তাহা সে ঠিক বুঝিতে পারিতেছে না! এই রমণীর সহিত কথা কহিতে তাহার লজ্জা হইতেছে কেন! ইহার নিকট থাকিতে তাহার হৃদয় স্পন্দিত হইয়া উঠিতেছে কেন! সে হামিদা ব্যতীত আর বড় কোন স্ত্রীলোক কখনও দেখে নাই! এমন সুন্দরী সে আর কখনও দেখে নাই,— তাহাই কি তাহার মন উৎকণ্ঠিত হইতেছে! সে সাহস করিয়া রমণীর মুখের দিকে চাহিতে পারিতেছিল না ;—দুইবার তাহার চক্ষু এই রমণীর বিলোল আয়ত চক্ষের সহিত মিলিত হইয়াছে ;—দুই বারেই সে দৃষ্টিতে যেন কি এক বৈদ্যুতিক তেজ তাহার হৃদয়ে

অন্তস্তম প্রদেশে লীন হইয়া তাহার শিরায় শিরায় প্রবাহিত হইয়াছে! এ পর্য্যন্ত আর কখনও তাহার এ ভাব হয় নাই! এ রমণী কে? কোথা হইতে কেন এখানে আসিয়াছে? কখন আসিল,—তাহাদের অজ্ঞাতসারে কোথায় বাস করিতেছে? কিরূপে আহারাদি সংগ্রহ করিতেছে? কেনইবা এরূপ অপরূপ সুন্দরী একাকিনী এই জনশূন্য সহরে আসিয়াছে? ইহার আত্মীয় স্বজন কেহ কি নাই,—থাকিলে তাহারা ইহাকে এভাবে এখানে আসিতে দিয়াছে কেন? এইরূপ শত প্রশ্ন লুলিয়ার মনে উদিত হইতে লাগিল,—কিন্তু সে মুখ ফুটিয়া এই অজ্ঞাতকুলশীলা রমণীকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারিল না।

রমণীও তাহার সহিত আর কোন কথা না কহিয়া গাগরী কুয়ায় নিক্ষিপ্ত করিয়া, সুন্দর দুই সুগোল বাহুতে দড়ি টানিয়া, জলপূর্ণ গাগরী উপরে তুলিল;—হাসিয়া বলিল, "দেখ,—আমার হাতে জোর আছে। হামিদার বড় অন্যায় তোমায় জল তুলিতে পাঠায়?"

রমণীর মুখে হামিদার নাম শুনিয়া, তাঁহার স্বর ও ভাবের পরিবর্ত্তন দেখিয়া, লুলিয়া বিস্মিত হইল;—বলিল, "হামিদা আমায় জল তুলিতে পাঠায় না,—সে আমায় কত বারণ করে। আমরা বড় লোক নই,—ঘরকন্নার কাজকর্ম্ম না করিলে চলিবে কেন?"

রমণী ঈষৎ গম্ভীর হইয়া বলিল, "তোমার মত লক্ষ্মীমেয়ে দু দশটা থাকিলে, সংসারের অনেক দুঃখ ঘুচিয়া যাইত।"

সরলা লুলিয়া রমণীর এই দার্শনিক কথার ভাবার্থ বুঝিতে পারিল না;—সে বলিল, "আপনি হামিদাকে চিনিলেন কিরূপে?" রমণীর মুখ যে ঈষৎ গম্ভীর হইয়াছিল, তাহা নিমিষে দূর হইল। সে পূর্ব্বের ন্যায় মধুর হাসি হাসিয়া বলিল, "আমি তোমাদের সকলকেই চিনি,—তোমরাই আমাকে চেন না।"

"আপনি কে ? বলিলেন না যে !"

"আর কি বলিব ? বলিলাম না কি, আমি বড় গরীব—গরীবের মেয়ে ;—বাড়ী ঘর সব আততায়ীতে লুঠে লইয়াছে,—তাই ভিখারী হইয়া দ্বারে দ্বারে ঘুরিতেছি ?"

"আহা,—আপনার বড় কষ্ট হইয়াছে !"

রমণী গভীর দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিল ;—বলিল, "হয়তো তুমিই কেবল এই—এই হতভাগ—হতভাগিণীর—জন্য দুঃখিত ;—আর কাহাকেও দেখিতে পাই না ।"

লুলিয়া প্রকৃতপক্ষে এই রমণীর কোন কথা ভাল বুঝিতে পারিতেছিল না। তাহার মনে কিসের জন্য কি যেন সন্দেহ পাতলা কুয়াসার ন্যায় উদিত হইতেছিল ;—অথচ সে কিছুই বুঝিতে পারিতেছিল না। তাহার ভয় হইতেছিল ;—ক্রমে চারিদিক অন্ধকার হইয়া আসিতেছে,—এ সময়ে এই নির্জ্জন স্থানে এই অপরিচিতা স্ত্রীলোকের নিকট থাকিতে তাহার ভয় হইতেছিল ;- অথচ সে এখান হইতে নড়িতেও পারিতেছিল না ! কেন সে এই স্ত্রীলোকের সহিত এত কথা কহিতেছে,—তাহা সে জানে না !

রমণী কুয়ার বেদীর উপর বসিল ;—বলিল, "যদি উপায় থাকিত,—তাহা হইলে আমি এই গাগরী তোমাদের বাড়ী দিয়া আসিতাম ; কিন্তু উপায় নাই ;—তোমাকেই কষ্ট করিয়া লইয়া যাইতে হইবে,—তবে———"

রমণী কিয়ৎক্ষণ তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে লুলিয়ার দিকে চাহিয়া রহিল,—তাহার পর ধীরে ধীরে বিষণ্ণ স্বরে বলিল, "কত দিন,—কত দিন—লোকের সহিত কথা কহি নাই,—একটু এই খানে বসো,—দুটো মন খুলিয়া কথা কই।"

লুলিয়া নড়িল না ;—রমণী তাহার হাত ধরিয়া অতি আদরে পার্শ্বে

বসাইল;—লুলিয়া না বলিতে পারিল না;—কিন্তু তাহার কেশ হইতে পদাঙ্গুলি পর্য্যন্ত থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল,—তাহার কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল,—সে কোন কথা কহিতে পারিল না। এই সময়ে দূরে কে অতিবিরক্তস্বরে বলিল, "এমন মেয়ে বাপু কোন জীবনে দেখিনি,—হাড় ঝালাপালা কল্লে! ও লুলি,—ও লুলি,—কোনখানে দেখ্‌তেও তো পাইনে ছাই!—গেল কোন চুলোয়!"

রমণী সহসা তাহার মুখ লুলিয়ার কানের নিকট আনিয়া বলিল, "দেখো যেন কাহাকেও আমার কথা বলিও না;—তাহা হইলে আমি বিপদে পড়িব।"

তাহার পর নিমিষ মধ্যে সে দুই হস্তে লুলিয়ার চাঁদসম বদন উত্তোলিত করিয়া তাহার গোলাপ বিনিন্দিত ওষ্ঠে চুম্বন করিয়া তীর বেগে অন্ধকারে অন্তর্হিতা হইয়া গেল।

কি হইল—লুলিয়া সহসা তাহা বুঝিল না। এই মাত্র বুঝিল তাহার মুখ লাল হইয়া গিয়াছে;—তাহার শিরায় শিরায় এক অভূতপূর্ব্ব আগুন ছুটিতেছে!

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

দাই মা।

হামিদা বিরক্তভাবে বকিতে বকিতে ইন্দেরার পার্শ্বে আসিল। তখন ভীতা,—শশঙ্কিতা,—নিতান্ত বিচলিতা,—লুলিয়া লম্ফ দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। এতক্ষণ সে কোথায় ছিল,—তাহার জ্ঞান নাই। রাত্রের স্বপ্নের ন্যায় ধীরে ধীরে সকল কথা এক্ষণে তাহার হৃদয়ে একে একে উদিত হইতেছে। রমণীর কথা হৃদয়ে প্রদীপ্যমান হইয়া, স্মরণ হইয়াছে। এখনও তাহার ওষ্ঠের উপর নাতিউষ্ণ অমীয়মাখা চুম্বনচিহ্ন যেন জ্বলিতেছে!

বৃদ্ধা তাহাকে দেখিয়া বলিল, "ঢের ঢের মেয়ে দেখেছি বাপু,—তোমার মত দেখিনি! রাত হ'য়ে গেছে,—কিছু জ্ঞান নেই! তুই এই কুয়ার পাড়ে একলা রয়েছিস্! তোর আক্কেলটা কি?"

আজ প্রথম সরলা বালিকা অসরলতায় পদার্পণ করিল। আজ প্রথম লুলিয়া তাহার দাইমার সহিত প্রবঞ্চনা খেলিল;—আজ প্রথম সে এই মিথ্যা কথা কহিল! কেন যে সে ইহা করিল,—সে তাহা জানে না!

সে নিমিষে আত্মসংযম করিয়া,—বলে হৃদয়ের সমস্ত বিচলিত ভাব সংযত করিয়া,—হাসিয়া বলিল, "দাই মা! দেখিতেছিলাম,—তোমরা আমায় খুঁজ কি না।"

হামিদা মুখ অতি বিকৃতি করিয়া বলিল, "আর আধিক্ষ্যতায় কাজ নেই! সোমর্থ মেয়ে হ'য়েছ,—এখন এমন ক'রে সন্ধ্যার সময় কুয়াতলায় থাক্‌তে হবে না,—দশজনে দশ কথা রটাবে!"

লুলিয়া বলিল, "সে কি দাই মা?"

দাই মা লুলিয়ার এ কথায় কর্ণপাত না করিয়া বলিল, "বুড়ো কত ভাবচে। কি আক্কেল বাপু! এখন চল,—বাড়ীতে লোকজন এসেছে,—তাদের খাবার-দাবার যোগাড়যন্ত্র ক'রে দিতে হবে।"

অতি বিস্ময়ে লুলিয়া বলিয়া উঠিল, "লোকজন এসেছে? কারা তারা?"

লুলিয়াদের ভগ্নপ্রাসাদে কেহ কখনও আসিত না;—অন্ততঃ লুলিয়ার জ্ঞান হওয়া পর্য্যন্ত সে কাহাকেও তাহাদের ভগ্নবাড়ীতে পদার্পণ করিতে দেখে নাই। সে জানিত,—তাহাদের আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধব জগতে কেহ কোথায়ও নাই;—তাহাই আজ দাইমার মুখে এই নূতন সংবাদ পাইয়া, লুলিয়া অতিশয় বিস্মিত হইল! বৃদ্ধা তাহার কথার উত্তর না দিয়া, কেবল বিরক্তস্বরে

গোঁজ গোঁজ করিতেছে দেখিয়া,—সে আবার জিজ্ঞাসা করিল "কারা এসেছে,—দাই মা?"

হামিদা বলিল, "যারা জাহান্নমে যাবার পথ জানে না।"

লুলিয়া বলিল, "কে এসেছে দাই মা;—তাই বল না? আমাদের বাড়ী লোক এসেছে,—কে তারা?"

হামিদা বিকৃতমুখে অতি বিরক্তস্বরে বলিল, "বাদসার চর,—একটা রাজপুত;—সঙ্গে দশ বারটা সেপাই,—দেখদেখি আক্কেল! বাদসা যা দেন,—খুবতো দেন! আমাদের চারটা পেট তাতে চলে না;—তার ওপর আবার এই অত্যাচার! পৃথিবীতে তো এখন ধর্ম্ম নেই!"

লুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কে এই রাজপুত! তিনি কি জন্য আমাদের বাড়ী এসেছেন?"

বৃদ্ধা বলিল, "বলে নাকি সে জয়পুরের রাজকুমার।"

"এখানে কেন?"

"তা সেই জানে! কেবল গরীবমানুষের ওপর উৎপীড়ন!"

কখন কেহ তাহাদের বাড়ী আসিতেন না,—আজ সহসা এই রাজপুত বীর কি জন্য তাহাদের বাড়ী আসিলেন! লুলিয়া কৌতুহলে অতি উদ্‌গ্রীব হইল,—সে দ্রুতপদে গৃহাভিমুখে ছুটিল,—হামিদা গজর গজর করিতে করিতে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল।

লুলিয়ার এখান হইতে পলাইবার আরও এক বিশিষ্ট কারণ ছিল। রমণীর কথা হামিদা যে জানিতে পারে, তাহা তাহার ইচ্ছা নহে। এখানে অধিকক্ষণ বিলম্ব করিলে, হয়তো কোন রূপে বৃদ্ধা রমণীর কথা জানিতে পারিবে,—তাহাই সে সত্বর এখান হইতে পলাইল।

কেন সে এই অজ্ঞাত কুলশীলা স্ত্রীলোকের কথা গোপন

করিবার জন্য এত ব্যাকুলা হইয়াছে,—তাহা সে জানে না। কেন সে এরূপ করিতেছে,—তাহাও সে জানে না। কে যেন কলের পুতলির ন্যায় তাহাকে খেলাইতেছে,—সে যেন কি এক অব্যক্ত মন্ত্রে মুগ্ধ হইয়া গিয়াছে। তাহার আর কিছুই মনে নাই! তাহার এই পর্য্যন্ত মনে আছে যে, সেই রমণীর মূর্ত্তি তাহার হৃদয়ের অন্তস্তম প্রদেশে প্রবেশ করিয়া, গভীরে অঙ্কিত হইয়া গিয়াছে;—তাহার আয়ত নয়নদ্বয় যেন তাহার নয়নে নাচিতেছে;—তাহার সেই চুম্বনে তাহার ওষ্ঠে যেন অতি সুকোমল স্বর্গীয় কুসুমরাজি এখনও সিঞ্চিত হইতেছে! জীবনে তাহার কখনও এ ভাব হয় নাই;—যেন সে আজ উন্মাদিনী হইয়াছে!

সে একরূপ ছুটিতে ছুটিতে হর্ম্যমধ্যে প্রবেশ করিল। যাহাতে ধূর্ত্তা বৃদ্ধা তাহার মুখ দেখিয়া, তাহার হৃদয়ের ভাব বুঝিতে না পারে,—সেইজন্য সে প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া, বৃদ্ধার নিকট হইতে মুখ লুকাইতেছিল;—কিন্তু রাজপুতের আগমনে হামিদা এত বিরক্ত ও রাগত হইয়া উঠিয়াছিল যে, তাহার আর কিছুই লক্ষ্য করিবার ক্ষমতা ছিল না।

বৃদ্ধ সলাবত খাঁ তাকিয়া ঠেসান দিয়া, অর্দ্ধ উপবিষ্ট অবস্থায় "গোলেস্তান" পাঠ করিতেছিলেন;—এই সময়ে মহম্মদজান আসিয়া বলিল, "হুজুর! একজন রাজপুত যোদ্ধা আপনার সহিত দেখা করিতে চায়।"

বৃদ্ধ সত্বর উঠিয়া বসিয়া, বিস্মিতস্বরে বলিলেন, "রাজপুত যোদ্ধা! সে কি!"

"তা বলিতে পারি না;—বেশ-ভূষায় পদস্থ লোক বলিয়া বোধ হয়;—সঙ্গে দশ পনেরজন সৈনিক আছে।"

এই কথা শুনিয়া, সলাবত খাঁর মুখ গম্ভীরভাব ধারণ করিল;

তিনি ভ্রুকুটী করিলেন ;—তাহার পর ধীরে ধীরে বলিলেন, "এই খানে লইয়া আইস।"

অতি সাবধানে বৃদ্ধ, কেতাবখানি বন্ধ করিয়া একপার্শ্বে রাখিলেন। চসমা খুলিয়া বস্ত্র দিয়া সাবধানে পরিষ্কার করিয়া, আবার তাহা নাসিকায় স্থাপন করিলেন। দূরে,—প্রাচীরে, অসি লম্বিত ছিল,—একবার তাহার দিকে চাহিলেন ;—মুসলমান রাজত্বে কেহ কখনও আপনাকে নিরাপদ বলিয়া মনে করিতেন না। কখন কাহার শিরশ্চ্যুত হয়, তাহার কিছুই স্থিরতা ছিল না। বৃদ্ধ মনে মনে বলিলেন, "আমার প্রতি দৃষ্টি কেন! আমি গরীব,—আমার উপর অত্যাচার কেন! আমি সকল ছাড়িয়া এই ভগ্নস্তূপে পড়িয়া আছি ;—তবুও নিশ্চিন্ত হইবার যো নাই! দেখিতেছি, দৃষ্টি আমার জীবন সর্ব্বস্ব লুলিয়ার প্রতি পড়িয়াছে! তাহাকে রক্ষার উপায় কি? এতদিন এ রত্ন রক্ষা করিয়া, অবশেষে কি হারাইব? তাহা হইলে হয়তো প্রাণে বাঁচিব না!"

বৃদ্ধের চিন্তার প্রবাহ সহসা স্থগিত হইল। তিনি উঠিয়া দাঁড়াইয়া, অতি বিনয়স্বরে বলিলেন, "আসুন, রাজপুত বীর ;—অধীনের উপর আজ্ঞা কি?"

সম্মুখে এক পঞ্চবিংশ বর্ষীয় অতি বলবান সুপুরুষ রাজপুত যুবক ;—বুকে বাদসাহ নামাঙ্কিত হীরক-পদক ঝক্ ঝক্ করিয়া জ্বলিতেছে। বৃদ্ধ সলাবত খাঁ যুবককে দেখিয়াই বুঝিলেন যে, তিনি বাদসাহ দরবারের উচ্চপদস্থ মনসবদার। কোন রাজপুত রাজকুমার।

রাজপুত যোদ্ধা অতি বিনীতস্বরে বলিলেন, "মহানুভবের নাম বহুদিন হইতে শুনিয়া আসিতেছি,—কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ এতদিন আলাপ পরিচয় হয় নাই। অধীন জয়পুরের রাজকুমার অজিত সিংহ।"

বৃদ্ধ বলিলেন, "রাজকুমারের নাম শ্রুত আছি। বসুন, বীর;—কি আজ্ঞা অনুমতি করুন!"

যুবক বসিলেন; বলিলেন, "বাদসাহের পত্র আছে।"

কম্পিত হস্তে বৃদ্ধ পত্র লইলেন। সর্ব্বদাই তাঁহার লুলিয়ার জন্য ভয়;—প্রাণ থাকিতে তিনি লুলিয়াকে বাদশাহের "বেগম-মহলে" পাঠাইতে পারিবেন না! কে জানে, এই পত্রে সেই হুকুমই আসিয়াছে কি না!

বৃদ্ধ কষ্টে পত্রখানি খুলিয়া পাঠ করিলেন। পত্র এই,—

"প্রিয়বর মাননীয় সলাবত খাঁ ওমরাহ সাহেব,—

রাজকার্য্যের জন্য আমাদের বন্ধুপ্রবর কুমার অজিত সিংহকে কয়েক দিবস ফতেপুর সিক্রিতে থাকিতে হইবে। আশা করা যায়, আপনি তাঁহাকে বিশেষ যত্নে রাখিবেন। ইতি,—

অধীন

সেলিম—জাহাঙ্গির সা।"

বৃদ্ধের অতি উৎকণ্ঠা দূর হওয়ায়, তিনি দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। তবে লুলিয়া নহে,—অন্য রাজকার্য্য! এই পরিত্যক্ত জনশূন্য ভগ্নস্তুপ সহরে কি রাজকার্য্যের সম্ভব? এখানে লোকের মধ্যে তিনি ও লুলিয়া,—মহম্মদজান ও হামিদা;—আর দূরে মসজিদে বৃদ্ধ মোল্লা আছেন। এতদ্ব্যতীত পাঁচ সাত ক্রোশের মধ্যে জনমানব নাই;—তবে এখানে রাজকার্য্য কি? এমন কি রাজকার্য্য, যাহার জন্য এত বড় পদস্থ মনসবদার পাঠাইতে হইয়াছে! বৃদ্ধ সলাবত খাঁ মনে মনে এইরূপ নানা আলোচনা করিলেন,—কিন্তু ভাবিলেন, "আমি সংসার পরিত্যাগ করিয়া, আমার ক্ষুদ্র লুলিয়াকে লইয়া এই নির্জ্জনে বাস করিতেছি;—আমার রাজকার্য্যের সহিত সম্বন্ধ কি?"

তিনি প্রকাশ্যে বলিলেন, "রাজকুমার, আমাদের অবস্থা তত ভাল নহে। আপনার উপযুক্ত সমাদর করিতে পারি, এমন অবস্থা আমার নাই। তবে ত্রুটী মার্জ্জনা করিবেন; গরীবের যথাসাধ্য চেষ্টার কোনমতে ত্রুটী হইবে না।"

যুবক হাসিয়া বলিলেন, "আপনি যোদ্ধা হইয়া অন্যায় বলিতেছেন। যাহাদের যুদ্ধক্ষেত্র শয্যা,—তাহাদের কোথায়ও কোনরূপ কষ্ট হইবার সম্ভাবনা কি?"

বৃদ্ধ বলিলেন, "বীরের উপযুক্ত কথা! কোথায় কোন্ প্রাসাদে স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিব? আপনি নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে, এ পরিত্যক্ত সহরের সকলই ভগ্নস্তূপ।"

রাজকুমার হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "রাজকার্য্যে ঘাটে, মাঠে, পথে, সর্ব্বত্রই কাল কাটাইতে হয়। যেখানে স্থান দিবেন, তাহাই স্বর্গ বলিয়া মনে করিব।"

বৃদ্ধ চিন্তিতভাবে আপন মনে বলিলেন, "আমি এখন আপনাকে কোথায় স্থান দিই!"

যুবক বলিলেন, "মরিয়ম বেগমের কুঠী।"

সহসা মস্তকে বজ্রাঘাত হইলে, বোধ হয় লোকের এ অবস্থা হয় না! কিয়ৎক্ষণ সলাবত খাঁ বিস্ফারিতনেত্রে স্তম্ভিতভাবে কাষ্ঠ পুত্তলিকার ন্যায় বসিয়া রহিলেন! তাঁহার আর বাক্যস্ফূর্ত্তির ক্ষমতা ছিল না!

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

বেগম মরিয়মের কুঠী!

সৌভাগ্যের বিষয় গৃহে তত আলো ছিল না,—নতুবা অজিত সিংহ সলাবত খাঁর মুখ দেখিয়া নিশ্চয়ই বিস্মিত হইতেন,—কিন্তু মুহূর্ত্তের মধ্যে বৃদ্ধ ওমরাও আত্ম সংযম করিয়া লইলেন, অতিশয়—ধীরে ধীরে বলিলেন, "রাজপুত বীর,—ফতেপুর সিক্রির অবস্থা আপনি সমস্তই অবগত আছেন। মরিয়ম বিবির প্রাসাদ বহুদিন জনশূন্য পড়িয়া আছে,—একেবারে বাসোপযোগী নাই।"

অজিত সিংহ বলিলেন, "উপায় নাই,—বাদসাহের হুকুম,—আমাকে ঐ বাড়ীতেই বাসা লইতে হইবে।"

সলাবত খাঁ অতি বিস্ময়ে বলিতে যাইতেছিলেন, "বাদসাহের হুকুম!" কিন্তু তিনি কণ্ঠের শব্দ কণ্ঠেই রাখিলেন,—একটু নীরব থাকিয়া বলিলেন, "বাদসাহের হুকুম সহস্রবার শিরোধার্য্য;—আপনার কষ্ট হইবে বলিয়া বলিতেছিলাম।"

অজিত সিংহ আবার বলিলেন, "উপায় নাই।"

বৃদ্ধ বলিলেন, "তবে এই খানে একটু বিশ্রাম করুন;—আমি আমার লোককে ঘর খুলিয়া দিয়া একটু বাসোপযোগী করিতে বলি।"

অজিত সিংহ বলিলেন, "আপনাকে কষ্ট দিব না;—আমার সঙ্গে লোক আছে।—আমরাই ঘর ঠিকঠাক করিয়া লইব। যদি আমাদের কিছু প্রয়োজন হয়, আপনাকে সম্বাদ দিব।"

বৃদ্ধ একটু ভ্রুকুটী করিলেন,—কিন্তু তাহাও নিমিষের জন্য! সেই অল্প আলোকে অজিত সিংহ সলাবত খাঁর প্রতি বিশেষ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিতেছিলেন;—বৃদ্ধ বুঝিলেন এই রাজপুত যুবক বন্ধুভাবে তাঁহার

নিকট আইসে নাই,—সে তাঁহার মনোগত ভাব বুঝিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা পাইতেছে;—ইহার অভিসন্ধি কি? বাদসা ইহাকে এত স্থান থাকিতে এই ভগ্ন পরিত্যক্ত সহরে পাঠাইয়াছেন কেন?

যুবকও বেশ বুঝিয়াছিলেন যে সলাবত খাঁর ইচ্ছা নহে যে তিনি মরিয়ম বেগমের প্রাসাদে বাসভূমি গ্রহণ করেন। কেন,—বৃদ্ধের ইহাতে আপত্তি কি? মরিয়ম বিবির প্রাসাদে কি আছে যে তথায় তাঁহাকে পাঠাইতে এই বৃদ্ধ ওমরাও এত ইতস্ততঃ করিতেছেন! কিছু না থাকিলে, বৃদ্ধ কথনই এরূপ করিতেন না। বাদসাহই বা কেন তাঁহাকে এত স্থান থাকিতে এই গৃহে বাস করিতে হুকুম করিয়াছেন!

রাজপুত যুবক বৃদ্ধ ওমরাওর মনোভাব জানিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা পাইলেন;—কিন্তু বৃদ্ধের বাহ্যিকভাবে কিছুমাত্র জানিবার উপায় ছিল না। নিমিষের জন্য তাঁহার ভ্রুকুঞ্চিত ও মুখ বিস্ময়ভাবে বিচলিত হইয়াছিল সত্য, কিন্তু তাহা মুহূর্ত্তের জন্য।—তাঁহার ভাব অচল অটল,—তাঁহার মুখের একটী মাংস পেশীও বিচলিত হয় নাই;—চক্ষের সাম্যভাব নিমিষের জন্যও দূরীকৃত হয় নাই। যুবক বিস্মিত ও কৌতুহলাক্রান্ত হইয়াছিলেন বটে,—কিন্তু বৃদ্ধের ভাবে ও বাক্যে কিছুই অবগত হইতে পারিলেন না।

বৃদ্ধ নীরব রহিয়াছেন দেখিয়া তিনি বলিলেন, "আপনার কি ইহাতে কোন আপত্তি আছে?"

সলাবত খাঁ যুবকের মুখের দিকে বিস্মিতভাবে চাহিয়া বলিলেন, "কি সে?"

যুবক বলিলেন, "এই আমরা যদি মরিয়ম বিবির প্রাসাদে বাসা লই?"

"বিন্দুমাত্র না।—আমার ইহাতে আপত্তি হইবার কারণ কি? আপনার কষ্ট হইবে বলিয়া বলিতেছিলাম।"

রাজপুত বীর হাসিয়া বলিলেন, "ওমরাও সাহেব,—আমাদের আবার কষ্ট ও দুঃখ। বাদসাহ যাহা হুকুম করিবেন,— তাহাই করিতে হইবে।"

বৃদ্ধও মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "দেখিতেছি বাদসাহের দরবারে থাকিয়াও আপনারা সুখী নহেন।"

রাজপুত বীর একটু বিষণ্ণ স্বরে বলিলেন, "অন্যের কথা বলিতে পারি না;—নিজের কথা বলিতে পারি। মোগল সেনার দশহাজারি মনসবদার সেনাপতি হইলেও পরের চাকর বইতো নই।"

বৃদ্ধ হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "দেখিতেছি আপনি রাজ-বিদ্রোহী!"

যুবক অতি গম্ভীর হইলেন;—বলিলেন, "রাজপুত নিমকহারাম নহে;—কখনও হইবে না। যত দিন বাদসাহের আশ্রিত আছি,—তাঁহার অনুগ্রহ পাইতেছি,—তত দিন এ অসি তাঁহার সেবায় নিযুক্ত থাকিবে!"

সলাবত খাঁ বলিলেন, "রাজপুতের বীরত্ব—রাজপুতের অচল অটল বাক্য,—কে না অবগত আছে? এখন ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সকলেই অবগত হইয়াছে যে, মোগল সাম্রাজ্য রাজপুতের বাহুবলে ও বীরত্বেই দণ্ডায়মান রহিয়াছে।"

"এ কথা আপনারা অনুগ্রহ করিয়া বলেন মাত্র।"

এই বলিয়া যুবক সহসা বলিয়া উঠিলেন, "আপনার আর সময় নষ্ট করিব না;—মরিয়ম বেগমের প্রাসাদের চাবিটা দিন।"

"দিতেছি—ভিতরে আছে!"

এই বলিয়া সলাবত খাঁ ধীরে ধীরে উঠিলেন,—কিন্তু তিনি গমনে উদ্যত হইলে, রাজপুত বীর সত্বর তাঁহার সম্মুখে গিয়া তাঁহাকে প্রতিবন্ধক দিয়া বলিলেন, "আপনি নিজে কষ্ট পাইবেন কেন?—ভৃত্যকে ডাকুন"

সলাবত খাঁ দাঁড়াইলেন,—তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে রাজপুত বীরের মুখের দিকে চাহিয়া অতি ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমি কি বন্দী?"

যুবক উত্তর দিবার পূর্ব্বেই বৃদ্ধ অতি কাতরে বলিয়া উঠিলেন, "হা, ভগবান, এই বৃদ্ধ বয়সে এ দশা ঘটিল!"

তিনি বসিয়া পড়িলেন;—তাহার পর যুবক ভীত হইয়া চীৎকার করিয়া ডাকিলেন, "কে আছ,—শীঘ্র এই দিকে জল লইয়া আইস।"

যুবক ভাবিলেন বৃদ্ধের মুমূর্ষু দশা উপস্থিত হইয়াছে! বৃদ্ধ আকাট হইয়া পতিত হইয়াছেন,—তাঁহার হাত পা পাষাণের ন্যায় কঠিন হইয়া গিয়াছে,—চক্ষু কপালে উঠিয়াছে,—মুখে ফেন দেখা দিয়াছে,—নিশ্বাস প্রশ্বাস নাই বলিলে হয়!

অজিত সিংহ বৃদ্ধের অবস্থায় নিতান্ত দুঃখিত, ভীত ও উদ্‌গ্রীব হইয়া পড়িলেন;—ভাবিলেন, "বৃদ্ধকে অনর্থক সন্দেহ করা আমার উচিত হয় নাই। আমি ভাবিতেছিলাম, কোন কারণে বৃদ্ধ আমায় মরিয়মের গৃহে থাকিতে দিতে চাহে না,—অনর্থক বাজে কথা বলিয়া সময় নষ্ট করিতেছে,—ইত্যবসরে ইহার লোক মরিয়মের প্রাসাদে গিয়া যাহা সরাইবার আছে,—তাহা সরাইয়া ফেলিতেছে। এখন দেখিতেছি,—এটা আমার ভুল! আমি তাঁহাকে বন্দী করিতেছি ভাবিয়াই তাঁহার এ দশা হইয়াছে! আমিই তাঁহার মৃত্যুর কারণ হইলাম!"

পুনঃ পুনঃ যুবক চীৎকার করিয়া লোক ডাকিতে লাগিলেন। তাঁহার সমভিব্যাহারি সৈনিকগণ সিংহদ্বারে বিশ্রাম করিতেছে,—তাহারা নিকটে নাই যে তিনি তাহাদের ডাকিবেন। এখন উপায়! যেরূপ দেখা যাইতেছে, তাহাতে স্পষ্টই বোঝা যাইতেছে যে এ বাড়ীতে জনপ্রাণী নাই। তবে কি বৃদ্ধ এই বৃহৎ ভগ্নস্তূপে একাকী বাস করে? না তাহা কখনই হইতে পারে না। যে সন্দেহ যুবকের মনে শতবার

জাগুরুক হইতেছিল, সেই সন্দেহ আবার দেখা দিল। তিনি ভাবিলেন, এই ওমরায়ের লোকেরা নিশ্চয়ই সকলে মরিয়ম বেগমের প্রাসাদে গিয়াছে!

তিনি এক্ষণে কি করিবেন, কিছুই স্থির করিয়া উঠিতে পারিলেন না। এ অবস্থায় ইহাকে ফেলিয়া যাওয়া কোন মতেই সম্ভব নহে ;—অথচ তিনি এত চীৎকার করিতেছেন,—তাঁহার বিকট চীৎকার ধ্বনি দূরে দূরে প্রতিধ্বনিত হইতেছে,—তবুও কেহ আসিতেছে না! তবে কি লোকটা চক্ষের উপর মারা যাইবে! যুবক নিতান্ত উদ্‌গ্রীব ও চঞ্চল হইয়া উঠিলেন।

"নিকটে কোন স্থানে নিশ্চয়ই লোক-জন আছে।"

এই বলিয়া তিনি সম্মুখস্থ গৃহের দিকে ছুটিলেন। তিনি দৃষ্টির বহির্ভূত হইলে, সলাবত খাঁ ধীরে ধীরে অতি সাবধানে চক্ষু অর্দ্ধ উন্মীলিত করিয়া, যুবকের পশ্চাৎদিকে চাহিলেন ;—কিন্তু তৎক্ষণাৎ আবার আকাট শক্ত মড়ার মত পড়িয়া রহিলেন।

যুবক পার্শ্বের ঘরে জল পাইলেন না,—"কে আছ,—বাড়ীতে কে আছ?" বলিতে বলিতে তিনি ছুটিলেন। এক গৃহের জানালা দিয়া তিনি নিমিষের জন্য দেখিলেন,—কে যেন ছুটিয়া বাড়ীর দিকে আসিতেছে। তিনি জানালায় ছুটিয়া আসিলেন,—কিন্তু তখন বাহিরে বেশ অন্ধকার হইয়াছে,—কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। আবার চীৎকার করিয়া ডাকিলেন, কেহ উত্তর দিল না। তাঁহার চীৎকার ধ্বনি দূরে দূরে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল।

অজিত সিংহ কপালের ঘাম মুছিলেন! বলিলেন, "আমার জন্যই লোকটা মরিল! বাঁচাইবার জন্য কিছুই করিতে পারিলাম না!"

সহসা তিনি বলিয়া উঠিলেন, "ঐ যে দূরে আলো জ্বলিতেছে, নিশ্চয়ই ওখানে লোক আছে।"

দূরে একটী ক্ষুদ্র আলো জ্বলিতেছিল। অন্ধকারে তাহা একটী নক্ষত্রের মত বোধ হইতেছিল।—অজিত সিংহ সেই দিকে ছুটিলেন। এই বিস্তৃত অট্টালিকার কোন স্থানেই তিনি জনমানবের চিহ্ন দেখিতে পান নাই। ঘর গুলি ভাল করিয়া দেখিবার তাঁহার সময় হয় নাই; কোন ঘরেই আলো ছিল না,—তবে তিনি বুঝিলেন, অনেক ঘরে অনেক আসবাব আছে; তবে সকল গুলিই অতি পুরাতন; বোধ হয় আকবরের সময়ের। তিনি যখন এই নগর পরিত্যাগ করিয়া যান,—সম্ভবত এ সকল আসবাব এখান হইতে লইয়া যান নাই;—সেই পর্য্যন্ত আসবাব গুলি এই ভগ্ন সহরেই পড়িয়া আছে।

অজিত সিংহ আলোর নিকটে আসিয়া দেখিলেন যে আলোটী একটী ক্ষুদ্র গৃহমধ্যে জ্বলিতেছে;—দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় যে এটী পাকশালা। গৃহমধ্যে পাকের সমস্ত আয়োজনই আছে। উনান জ্বলিতেছে,—উনানে কি পাক হইতেছে। সম্মুখে বসিয়া আছে একটী মুসলমান স্ত্রীলোক।

অজিত সিংহ রাগত স্বরে বলিলেন, "আমি এত চেঁচাইতেছি,—আর তুমি এই খানে নিশ্চিন্ত বসিয়া আছ!"

হামিদা যুবকের দিকে চাহিল। যুবকের তখন কিছুই বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখিবার অবসর ছিল না,—নতুবা তিনি দেখিতেন যে হামিদা তখনও হাঁপাইতেছে;—সে কোন স্থান হইতে ছুটিয়া আসিয়াছে;—সে নিশ্চয়ই এখানে ছিল না। যুবক ইহা লক্ষ্য করিলেন না;—উদ্‌গ্রীব স্বরে বলিলেন, "শীঘ্র এস;—জল নিয়ে শীঘ্র এস;—ওমরাও সাহেব অজ্ঞান হইয়াছেন।"

হামিদা বলিল, "আমি কাণে একটু কম শুনি।"

যুবক হামিদার কাণের নিকট মুখ লইয়া ভয়াবহ চীৎকার করিয়া

বলিলেন, "শীঘ্র জল নিয়ে এস ;—শীঘ্র জল নিয়ে এস ;—ওমরাও সাহেব অজ্ঞান হইয়াছেন!"

হামিদা বলিল, "ও রকম হয়!"

এই বলিয়া, সে এক লোটা জল লইয়া, ধীরে ধীরে বাহিরের দিকে চলিল। অজিত সিংহ বিরক্ত ও অধৈর্য্য হইয়া, তাহার হাত হইতে লোটা কাড়িয়া লইয়া ছুটিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

সন্দেহে সন্দেহ।

কিছুদূর গিয়াই, অজিত সিংহ নিজ অধৈর্য্যতার ভুল বুঝিলেন। কোনদিকে কোথায় অন্ধকারে তিনি আসিয়াছিলেন,—তাহা তিনি দেখেন নাই ;—এখন দেখিলেন, তিনি গৃহের পর গৃহ উত্তীর্ণ হইতেছেন, অথচ বাহিরের ঘরে উপস্থিত হইতে পারিতেছেন না!

তিনি বিরক্ত ও রাগত হইয়া, আবার চীৎকার আরম্ভ করিলেন। তখন দেখিলেন, কে একজন আলোক হস্তে তাঁহার দিকে আসিতেছে। তিনি দাঁড়াইলেন; রাগতস্বরে বলিলেন, "আমি এত চীৎকার করিতেছি,—তোমরা কি সকলেই কালা!"

লোকটী নিকটে আসিলে, অজিত সিংহ বিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন, "আপনি! ভাল হইয়াছেন!"

সলাবত খাঁ বলিলেন, "আমার মৃগী রোগ আছে ;—মধ্যে মধ্যে এইরূপ হয়। আপনি কখনও পূর্ব্বে দেখেন নাই,—তাহাই ভীত হইয়াছিলেন।"

যুবক বলিয়া উঠিলেন, "ভীত হইয়াছিলাম! আমি ভাবিয়াছিলাম যে, আপনার মৃত্যু হইতেছে।"

সলাবত খাঁ মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "এ পাপীর মৃত্যু সহজে কি হইবে? আরও কত সহ্য করিতে হইবে!"

"তাহা হইলে আপনার এরূপ মধ্যে মধ্যে হয়?"

"প্রায়ই হয়।"

"চিকিৎসা করেন না কেন?"

"অনেক করিয়াছি। আমার দুঃখের আলোচনায় ফল কি? আপনার অনর্থক অনেক কষ্ট হইল। আসুন,—কিছু মনে করিবেন না।"

"আমার বিন্দুমাত্র কষ্ট হয় নাই। আপনি এই বৃহৎ অট্টালিকায় একাকী বাস করেন?"

"একরূপ একাকী। সকলেই এ অভাগাকে ত্যাগ করিয়া গিয়াছে,—থাকিবার মধ্যে আছে দাসী হামিদা,—গোলাম মহম্মদজান;—আর কেহ নাই,—আর কেহ নাই! বৃদ্ধের দুঃখের ইতিহাস শুনিয়া, কোনই লাভ নাই। আপনার অনেক কষ্ট হইল। আসুন,—বাহিরে মহম্মদজান চাবি লইয়া দাঁড়াইয়া আছে। সে আপনাদের বাড়ী দেখাইয়া দিবে। যখন যাহা প্রয়োজন হইবে, তাহাকে আজ্ঞা করিবেন;—সে তখনই তাহা তামিল করিবে।"

যুবক কোন কথা না কহিয়া, বৃদ্ধ ওমরাওর অনুসরণ করিলেন। বৃদ্ধ আলোক ধরিয়া, তাঁহার অগ্রে অগ্রে চলিলেন। যুবক যে সন্দেহ হৃদয় হইতে দূর করিয়াছিলেন,—আবার সন্দেহের উপর সেই সন্দেহ তাঁহার হৃদয়ে দেখা দিল! তবে কি বৃদ্ধ যাহা বলিতেছে, তাহার সকলই কি মিথ্যা! তবে কি বৃদ্ধের এই মৃগী পর্য্যন্ত জাল! যদি তাহাই হয়,—তবে কেনই বা বৃদ্ধ এইরূপ জাল

মিথ্যা প্রবঞ্চনা করিতেছে! সরলপ্রাণ অজিত সিংহ এ সকল রহস্যের কোনই কারণ অনুসন্ধান করিয়া পাইলেন না! ভাবিলেন, "আমিই অন্যায় ভাবিতেছি। এই অতি বৃদ্ধ সংসারত্যাগী লোক, এই নির্জ্জনে শান্তির জন্যই নিশ্চয় বাস করিতেছে;—সে জাল প্রবঞ্চনার মধ্যে যাইবে কেন?"

বৃদ্ধও যে রাজপুত যোদ্ধাকে সন্দেহ করিতেছিলেন না,—এমন নহে। তাঁহার সন্দেহ করিবার বিশেষ কারণ ছিল। তাঁহার ভয়, তাঁহার একমাত্র লুলিয়াকে লইয়া! কখন কোন দুরাত্মা তাহাকে বলে লইয়া যায়! এই যুবক সহসা এই নির্জ্জন জনশূন্য সহরে আসিল কেন? কেনই বা তাহাকে বাদসাহ পাঠাইলেন! তাহার উদ্দেশ্য কি,—এ পরিত্যক্ত সহরে তাহার কার্য্য কি,—তাহা স্পষ্ট বলিতেছে না! কেনই বা সে এত স্থান থাকিতে মরিয়ম বেগমের গৃহে বাসা লইতে চাহে? যতক্ষণ বৃদ্ধ এ সকল জানিতে না পারিতেছেন, ততক্ষণ তিনি যে বিশেষ সন্দিহান হইবেন, তাহাতে বিশেষ আশ্চর্য্যান্বিত হইবার কারণ নাই।

যুবক মনে মনে নানা কথা ভাবিতেছিলেন;—কিন্তু এটুকু বেশ বুঝিয়াছিলেন যে, এই কঠোরবুদ্ধি বৃদ্ধের নিকট হইতে কোন কথা জানিবার কোন সম্ভাবনা নাই। তাহাই ইহার সহিত বৃথা বাক্য-ব্যয়ে সময় নষ্ট করা তিনি যুক্তিসঙ্গত বিবেচনা করিলেন না। নীরবে তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে বাহিরে আসিলেন।

দেখিলেন, দ্বারে মহম্মদজান দণ্ডায়মান রহিয়াছে। সে অজিত সিংহকে দেখিয়া সসম্মানে অভিবাদন করিল। সলাবত খাঁ বলিলেন, "রাজকুমারকে মরিয়ম বেগমের প্রাসাদে লইয়া যাও;—ইঁহার সমস্ত হুকুম তামিল করিবে।"

তাহার পর অজিত সিংহের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া

বলিলেন, "কাল প্রাতঃকালে আবার আপনার দর্শন-সুখ লাভ করিব।"

কে যেন কোথা হইতে বলিল, "আজ রাত্রেই হবে।"

বাণবিদ্ধের ন্যায় অজিত সিংহ ফিরিলেন। নারী-কণ্ঠে এই কথা ধ্বনিত হইয়াছিল; কিন্তু তিনি সম্মুখে সলাবত খাঁ ও মহম্মদজান ব্যতীত আর কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। এ বিষয় লইয়া এখন একটা কোনরূপ গোলযোগ করা ভাল নহে বলিয়া, তিনি নীরবে ভৃত্যের সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলেন না। তিনি যতক্ষণ দৃষ্টিপথে রহিলেন, ততক্ষণ সলাবত খাঁ দ্বারে দণ্ডায়মান রহিলেন। তাহার পর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া, ভিতরে গিয়া দ্বাররুদ্ধ করিলেন।

দেখিলেন, গৃহমধ্যে হামিদা। সলাবত খাঁ বলিলেন, "ও কথা বলা তোমার ভাল হয় নাই।"

হামিদা কিয়ৎক্ষণ বৃদ্ধের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল; তাহার পর মুখ ঈষৎ বিকৃত করিয়া বলিল, "দেখ, বুড়ো হ'য়ে তোমার বুদ্ধিসুদ্ধি একেবারে গোল্লায় যাচ্চে!"

বৃদ্ধ ওমরাও মৃদু হাস্য করিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

বাদসাই সহর।

সলাবত খাঁর প্রাচীন ভৃত্যের সহিত অজিত সিংহ মরিয়ম বেগমের গৃহের দিকে চলিলেন। পরিত্যক্ত ফতেপুর সিক্‌রি,—নূতন সহর আগ্রা,—ও প্রাচীন সহর দিল্লি লইয়া, আমাদের এ পুস্তকে সর্ব্বদাই আলোচনা করিতে হইবে; সুতরাং আমাদিগকে এই তিন মুসলমানী

সহর,—বিশেষতঃ এই তিন সুবিখ্যাত সহরের "বেগম-মহলের" বর্ণনা করিতে হইবে;—নতুবা পাঠক পাঠিকাগণের মধ্যে যাঁহারা ফতেপুর সিকৃরি,—আগ্রা ও দিল্লী,—দেখেন নাই,—তাঁহাদের এই পুস্তক পাঠকালীন অনেক সময়ে অসুবিধা বোধ করিতে হইবে। এইজন্য যথাসম্ভব সংক্ষেপে সময়মত ও স্থানবিশেষে আমরা এই তিন সহরের বর্ণনা করিব।

মরিয়ম বেগম, আকবর বাদসাহের খ্রীষ্টান স্ত্রী ছিলেন বলিয়া বিখ্যাতা। ফতেপুর সিক্‌রিতে তাঁহার এক সুন্দর প্রস্তরনির্ম্মিত প্রাসাদ গঠিত হইয়াছিল। আজ পর্য্যন্ত তাঁহার সেই সুন্দর প্রাসাদ ভগ্ন, পরিত্যক্ত ফতেপুর সিক্‌রিতে বাদসাহ আমলের বিলাসিতা, গৌরব ও সৌন্দর্য্যের বিকাশ করিতেছে!

মরিয়ম প্রাসাদ প্রায় ফতেপুর সিকৃরির মধ্যস্থলে স্থাপিত। ইহা হইতে কিঞ্চিৎ দূরে দুর্গসম প্রাচীরে বেষ্টিত আকবরের অন্যতম স্ত্রী যোধবাঈর সৌধ। দূরে বীরবলের গৃহ,—তৎপশ্চাতে ফকির সেলিম সাহর মর্ম্মর-প্রস্তরে নির্ম্মিত অতুলনীয় কবর-মন্দির। সম্মুখে মক্কার মসজিদের ঠিক অনুকরণে মসজিদ,—নিজ অপরূপ সৌন্দর্য্যে বিভাসিত, নির্ম্মিত রহিয়াছে।

সহরের অন্যাংশে বিস্তৃত "দেওয়ানী আম",—প্রকাশ্য দরবার গৃহ, ও "দেওয়ানী খাস"; মন্ত্রীগণ সহ দরবারের গৃহ। তৎপার্শ্বে ও পশ্চাতে অসংখ্য ক্ষুদ্র বৃহৎ নানা প্রস্তর নির্ম্মিত সুন্দর সুন্দর সৌধ। বলা বাহুল্য, এই ক্ষুদ্র সহর চারিদিকেই সুউচ্চ, সুদৃঢ়, দীর্ঘ প্রস্তর-প্রাচীরে বেষ্টিত। এই সুদৃঢ় প্রাচীরের নিম্নে সারি সারি গৃহ,—কিন্তু সেই সকল গৃহ এক্ষণে শূন্য পড়িয়া আছে;—ফতেপুর সিক্‌রিতে [illegible]ার জনমানব নাই!

সমস্ত সহরময় চারিদিকে প্রশস্ত অপ্রশস্ত বহু পথ ছিল।

মহম্মদজান কয়েকটী ক্ষুদ্র পথ অতিক্রম করিয়া একটী প্রাচী বেষ্টিত অট্টালিকার সম্মুখে দাঁড়াইল; বলিল, "এই মরিয়ম বিবি বাস ঘর।"

অজিত সিংহ বলিলেন, "চাবি দেও,—আমরাই দেখিয়া শুনিয়া লইব।"

ভৃত্য রাজকুমারের হস্তে চাবি দিয়া বলিল, "যদি কিছু হুকুম থাকে——"

অজিত সিংহ বলিলেন, "আমার সঙ্গে লোক আছে;—তোমাদের কষ্ট দিব না। তবে তাহাদের ডাকিয়া আনিয়া এই বাড়ী একবার দেখাইয়া দেও। তাহারা সিংহদ্বারে অপেক্ষা করিতেছে।

মহম্মদজান কোন কথা না বলিয়া প্রস্থান করিল। তাহার পদশব্দ বাতাসে মিলিয়া গেলে, রাজকুমার অট্টালিকার দিকে চলিলেন। প্রাচীরে এক বৃহৎ দ্বার,—দ্বারে বড় কুলুপ ঝুলিতেছে! কুমার চাবি খুলিলেন,—সবলে দ্বার উদ্‌ঘাটিত করিয়া, ভিতরে প্রবেশ করিলেন। অন্ধকারে যতদূর সম্ভব, তাহাতে বুঝিলেন,—সম্মুখে বিস্তৃত খোলা স্থান;—এক সময়ে এইস্থানে যে সুন্দর উদ্যা ছিল, তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না।

অজিত সিংহ বলিলেন, "আলোক আসুক,—তখন দেখা যাইবে ব্যাপারটা কি! এই ইহারা আসিতেছে।"

কিয়ৎক্ষণ পরেই অজিত সিংহের বিংশ অশ্বারোহী ও অন্যান্য লোকজন, মাল-পত্র লইয়া সকলে তথায় আসিয়া উপস্থিত হই কয়েকজনে কয়েকটী মশাল জ্বালিল;—চারিদিক আলোকে আলোকি হইয়া গেল। তখন অজিত সিংহ দেখিলেন,—সম্মুখে একটী অ সুন্দর অট্টালিকা! চারিদিকেই গবাক্ষ,—চারিদিকেই দ্বার,—চারিদিকেই বারেন্দা! ইহার দ্বিতলে কেবলমাত্র একটী অতি সুন

ছবির ন্যায় প্রকোষ্ঠ আছে। প্রাচীরের গায় চারিদিকেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ।

অজিত সিংহ মনে মনে বলিলেন, "দেখিতেছি, উপরের ঘরে বেগম সাহেব থাকিতেন। নীচের ঘরে প্রধান সখিগণ থাকিত,—এই প্রাচীরের পার্শ্বের সারিবন্দী ঘরে নিশ্চয়ই বাঁদীরা বাস করিত।"

মনে মনে একটু মৃদু হাসিয়া, অজিত সিংহ বলিলেন, "আজ রাত্রে মরিয়ম বিবির গৃহে রাজপুত যোদ্ধার স্থান হইবে;—আর আমার সৈনিকগণ বাঁদীদের এই সকল ঘরে স্থান পাইবে।"

তিনি প্রকাশ্যে বলিলেন, "রঘুবীর সিংহ,—ইহাদের সব ঐ সব ছোট ছোট ঘরে আড্ডা নিতে বল। তুমি নীচের ঘরে থাকিও,—আমি উপরে থাকিব।"

এই সময়ে মহম্মদজান পার্শ্ব হইতে বলিল, "রাজপুত যোদ্ধা,—হুকুম হয়তো, উপরের ঘরটী পরিষ্কার করিয়া দিই।"

বৃদ্ধ মুসলমান যে পার্শ্বে উপস্থিত ছিল, অজিত সিংহ তাহা জানিতেন না। তিনি চমকিত হইয়া ফিরিলেন,—কি যেন বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু আত্মসংযম করিলেন; বলিলেন, "না,—তুমি যাও,—ওমরাও সাহেবের কার্য্যের ব্যাঘাত হইবে। আমার সঙ্গে অনেক লোকজন আছে,—যাও।"

বৃদ্ধ মহম্মদজান বুঝিল যে, রাজপুতের ভদ্রতাপূর্ণ অনুরোধ, শেষ আজ্ঞায় পরিণত হইল। সে আর একটী কথাও কহিল না, অভিবাদন করিয়া প্রস্থান করিল।

তখন অজিত সিংহ বলিলেন, "রঘুবীর সিংহ, বৃদ্ধ ওমরাওয়ের ইচ্ছা নয় যে, আমরা এই বাড়ীতে আড্ডা লই। দেখিলে না,—ঐ চাকরটা আমাদের সঙ্গ ছাড়িতে চাহে না;—আরও নানা

কারণে ইহাদের উপর আমার বিশেষরূপ সন্দেহের উপর সন্দেহ হইয়াছে।"

অন্যান্য সকলে দূরস্থ গৃহে গৃহে বাসভূমি স্থির করিয়াছিল;--সেই অট্টালিকার দ্বারে দাঁড়াইয়া, কেবল অজিত সিংহ ও রঘুবীর সিংহই কথোপকথন করিতেছিলেন। তিনি বলিলেন, "এখানে ইহারা ব্যতীত আর কেহ থাকে না। আমরা সংখ্যায় কম নই,--আর যেরূপ দুর্গে আশ্রয় লওয়া যাইতেছে,—তাহাতে স্বয়ং বাদসা সসৈন্যে আসিলে, সহজে পরাজিত করিতে পারিবেন না।"

অজিত সিংহ বলিলেন, "আমি তাহা বলিতেছি না;—রাজপুত বীর কাহাকে ডরায়? তবে এই বৃদ্ধ ওমরাও,—তাহার এই বৃদ্ধ চাকর,—আর এক কালা দাসী দেখিয়াছি;—ইহারা আমাদে আগমনে সন্তুষ্ট হয় নাই।"

রঘুবীর সিংহ বলিলেন, "ইহাদের অসন্তুষ্ট হইবার কারণ কি ইহাদের সঙ্গে আমাদের কোন সম্বন্ধই নাই।—আমরা যেরূপ বন্দোবস্ত করিয়া আসিয়াছি,—তাহাতে ইহাদের কোন সাহায্যই আমাদের লইতে হইবে না।"

"বৃদ্ধ ওমরাও তাহা জানে,—তবু যেন কেমন ——"

"তাহার এরূপ করিবার অর্থ কি?"

"ইহাতেই তো কেমন সন্দেহ হইতেছে।"

"কি বিষয়ে?"

"তাহা ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না। যাক্,—এখন এস, ঘরগুলি দেখা যাক।"

অজিত সিংহ দ্বার খুলিলেন,—রঘুবীর সিংহ আলোক লইয়া চলিলেন।

গৃহে প্রবেশ করিয়া অজিত সিংহ বলিলেন, "ওমরাও বলে এ

বাড়ী বাসের উপযোগী নাই;—আমার কষ্ট হইবে ইত্যাদি,—এখন দেখিতেছি এ বাড়ী বেশ বাসোপযোগী আছে!—বাহিরটা একটু বমেরামতি হইয়াছে সত্য,—কিন্তু বাড়ী ভগ্নস্তূপ হওয়া দূরে থাকুক, এখনও বেশ বেগমের বাসের উপযুক্ত আছে।”

গৃহে বিশেষ কোন আসবাব নাই,—কেবল গৃহের কোনে কোনে দুই একটা ফুলদানি রহিয়াছে। অজিত সিংহ বিস্মিতভাবে বলিয়া উঠিলেন, “রঘুবীর সিংহ, ইহারা বলে এই বাড়ী বাসোপযোগী নাই,—কিন্তু দেখিতেছ,—ইহারা নিয়মিত ঘর ঝাঁট দিয়া পরিষ্কার করিয়া রাখিয়াছে!”

রঘুবীর সিংহ গম্ভীর হইলেন;—বলিলেন, “সেনাপতি, ওমরাও মিথ্যা কথা আগাগোড়া বলিয়াছে,—এ বাড়ীতে লোক বাস করে।”

“কেমন করিয়া জানিলে?”

“কেহ এ ঘরে বাস না করিলে, ঘর এত পরিষ্কার কিছুতেই থাকিতে পারে না।”

“এস উপরটা দেখা যাক্।”

উভয়ে সিঁড়ি দিয়া চলিলেন;—সমস্তই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন।—গৃহটী আকবর বাদসাহের সময় যেরূপ চকচকে ধপধপে ছিল,—এখনও সেইরূপ সুন্দর মনোবিমোহন রহিয়াছে। রঘুবীর সিংহ বলিয়া উঠিলেন, “দেখিতেছেন,—আমি যাহা বলিলাম, তাহা মিথ্যা নহে। এ গৃহে কেহ নিশ্চয়ই বাস করে।”

গৃহপার্শ্বে সুন্দর পালঙ্ক;—তাহাতে সুন্দর মকমল নির্ম্মিত কোমল-শয্যা;—নিম্ন পারস্য দেশীয় কারপেটে মণ্ডিত। পার্শ্বে হস্তিদন্ত খচিত একখানি সুন্দর ক্ষুদ্র টেবিল;—উহার উপর একটী স্বর্ণ নির্ম্মিত পিয়ালা;—তখনও সুমিষ্ট সুরায় অর্দ্ধপূর্ণ রহিয়াছে।”

অজিত সিংহ অতি বিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন, “কে এখানে বাস

করে? বৃদ্ধ ওমরাও ইহার কথা গোপন করিতেছে কেন? সেই লোক সুরাপান করিতে করিতে সহসা কোথায় অন্তর্হত হইল? কোন দিকে গেল? বাহিরের দরজায় চাবি ছিল।"

রঘুবীর সিংহ বলিলেন, "রাজকুমার, যতদূর বুঝিতেছি, এই বৃদ্ধ ওমরাও কোন না কোন লোককে এই বাড়ীতে বাস করিতে দিয়াছে;—আমাদের তাহা জানিতে দিতে চাহে না।"

অজিত সিংহ বলিলেন, "খুব উচ্চপদস্থ না হইলে এরূপ বন্দোবস্ত থাকে না;—যে সে সুবর্ণ পাত্রে সুরা পান করে না।"

রঘুবীর সিংহ খটাঙ্গ নিম্ন হইতে একটী কিংখাপের কাঁচুলী টানিয়া বাহির করিয়া বলিলেন, "দেখিতেছি কোন বেগম সাহেব এ ঘরে বাস করিতেছেন!"

অজিত সিংহ বিস্মিতভাবে বলিয়া উঠিলেন, "কে তিনি! এখানে লুকাইয়া থাকিবার অর্থ কি!"

রঘুবীর সিংহ বলিলেন, "লুকান কেবল আমাদের কাছে! স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে আমাদের বৃদ্ধ ওমরাওয়ের এখনও প্রেমের লীলা শেষ হয় নাই! তিনি একটী বেগম এই মহলে স্থাপনা করিয়াছেন! আপনি এই বাড়ীতে আসিবার কথা বলায় বৃদ্ধ মহা-বিপদে পড়িয়া গিয়াছিল;—তাহাই আপনার সঙ্গে থতমত খাইয়া কথা কহিয়াছিল;—তাহাই আপনারও তাহার উপর সন্দেহ হইয়াছে!"

রঘুবীর সিংহের কথায় অজিত সিংহ সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না;—চিন্তিতভাবে বলিলেন, "তাহাই সম্ভব। যদি তাহাই হয়,—তবে আমাদের বেগম সাহেবকে তাড়ান উচিত হয় নাই!"

"আপনি তো এ ব্যাপার জানিতেন না,—বাদসাহের হুকুম।"

"আমি ইহাও ভাবি যে বাদসাহ এত স্থান থাকিতে আমায় এ বাড়ীতে থাকিতে আজ্ঞা করিলেন কেন!"

"তিনি শুনিয়াছিলেন যে এই বাড়ীটাই বাস করিবার মত আছে !"

"সম্ভব ;—তবুও রঘুবীর সিংহ, আমাদের সাবধান থাকা উচিত। তুমি যাহা যাহা বলিলে, খুব সম্ভব সে সব কথা ঠিক ;—কিন্তু সত্য কথা বলিতে কি,—আমার কেমন সন্দেহ হইতেছে। কে জানে এ সহরে ওমরাও ছাড়াও আরও লোক জন আছে।"

রঘুবীর সিংহ বলিলেন, "চিহ্ন তো দেখি না।"

অজিত সিংহ গম্ভীরভাবে বলিলেন, "তবুও সাবধান থাকা ভাল।"

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

শক্রপুরে।

উপর ও নিম্নের দুইটী গৃহই অতি সাবধানে দেখিয়া উভয়ে বাহিরে আসিলেন ;—তাহার পর আলো হস্তে অট্টালিকার চতুর্দ্দিক পরিভ্রমণ করিয়া আসিলেন। বাড়ীটার চারিদিকেই সুন্দর পুষ্পোদ্যান ছিল ;—এক্ষণে এই সুন্দর উদ্যান জঙ্গলে পরিণত হইয়া গিয়াছে ;—প্রস্তর মূর্ত্তি সকল ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে ;—ফুয়ারাগুলি ভগ্নস্তুপে পরিণত হইয়া গিয়াছে ! অজিত সিংহ বলিলেন, "রঘুবীর সিংহ, বৃদ্ধ ওমরাও যদি এখানে বেগম রাখিবে, তবে বাগানের এ দুর্দ্দশা হইবে কেন ?"

রঘুবীর সিংহ বলিলেন, "বাদসাহ আকবর সাহ যে বাগান নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহা সেই ভাবে রক্ষা করা এ ওমরাওয়ের কাজ কি ?"

"একটু পরিষ্কার পরিচ্ছন্নও রাখিতে পারিত না কি ?"

"লোক কোথায় যে বাগান সাফ রাখিবে ? এই বৃদ্ধ বয়সে

বিয়াকুব বেগম আনিয়া কেলেঙ্কারি করিয়াছে;—তাহা কাহাকেও জানাইয়া মুখে কালি দিতে চায় না;—তাই আর লোকজন বাঁদী দাস দাসী রাখে নাই;—আর তা ছাড়া পয়সাই বা পাইবে কোথায়?”

এবারও রঘুবীর সিংহের কথায় অজিত সিংহ সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না। রঘুবীর সিংহ যাহা বলিতেছেন, তাহা সত্য হইতে পারে, কিন্তু তাঁহার যেন মনে হইতেছে,—তাহা নয়;—তবে এই সকল রহস্যের ভিতর কি যে আছে,—তাহা তিনি অনেক ভাবিয়াও কিছু স্থির করিতে পারিলেন না!

তিনি নীরবে অট্টালিকার চারিদিক বিশেষ পর্য্যবেক্ষণ করিলেন; সৈনিকগণ যে যে স্থানে বাস করিতেছিল, তাহাদের নিকট গিয়া সকলকেই বলিলেন, “খুব সাবধান থাকিও,—তুরিধ্বনি হইবা মাত্র যেন প্রস্তুত দেখিতে পাই!”

অশ্বারোহী সকলেই বলিল, “সেনাপতি, কাহাকেই কর্ত্তব্যে অবহেলা করিতে দেখিতে পাইবেন না।”

অজিত সিংহ অট্টালিকায় ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, “রঘুবীর সিংহ,—তুমি এই ঘরে থাক,—আমি উপরে আছি।”

রাজপুত বীর উপরে আসিয়া শয্যার উপর উষ্ণিষ প্রভৃতি বেশ-ভূষা রাখিলেন;—শয্যার পার্শ্বেই অসি কটী হইতে উন্মুক্ত করিয়া প্রাচীরে ঝুলাইয়া দিলেন;—তৎপরে শয্যায় বসিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন;—ভাবিলেন, “রঘুবীর সিংহ যাহা বলিল, তাহার একটা কথাও ঠিক নহে। যদি বেগম এ বাড়ীতে থাকিবে,—তবে চাবি-বন্ধ ছিল কেন? রঘুবীর বলিবে,—আমাদের ইহারা কিছু জানিতে দিবে না বলিয়াই বেগমকে সরাইয়া এই বৃদ্ধ চাকর দরজায় চাবিবন্ধ করিয়া গিয়াছে! যাহাই হউক রাত্রিটা যে বিনা গোলমালে কাটিবে, ইহা আমার বোধ হয় না!”

ভৃত্য আহার লইয়া আসিল ;—অজিত সিংহ আহার করিলেন ;—তৎপরে উঠিয়া ভৃত্যকে বলিলেন, "সমস্ত রাত্রি যাহাতে ঘরে আলো জ্বলে, তাহারই বন্দোবস্ত কর।"

সে উত্তর করিল, "উপর নিচেয় দুই ঘরেই সেই বন্দোবস্ত করিয়াছি।"

"তবে যাও।"

বলিয়া অজিত সিংহ শয়ন করিলেন ;—অতি নবনিতসম শয্যায় শয়ন করিয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন, "এ বিছানায় যে কোন বেগম শয়ন করিয়াছে বলিয়া বোধ হয় না,—তবে আর কে হইবে!"

তিনি মনে মনে বলিলেন, "এ সব বৃথা চিন্তায় প্রয়োজন কি? এতদূর হইতে আসিয়াছি, একটু নিদ্রা দেওয়া যাক।"

তিনি প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা নীরবে পড়িয়া রহিলেন ;—তৎপরে উঠিয়া বসিলেন ;—বলিলেন, "এ অবস্থায় ঘুম হওয়া সহজ নহে। কেন যে আমার মনে এত সন্দেহ হইতেছে, তাহা বলা যায় না ;—কই রঘুবীর সিংহের তো কোন সন্দেহ হইতেছে না!"

তিনি শয্যা হইতে উঠিলেন ;—অসি খানি ঠিক মাথার নিকট রাখিলেন,—তৎপরে বলিলেন, "সাবধানের মার নাই। শুনিয়াছি বেগম মহলে নানা গুপ্তগৃহ আর গুপ্তদ্বার আছে। এ বেগম মহলে সেরূপ কিছু আছে কিনা দেখা ভাল।"

তিনি চারিদিকের প্রাচীরটা খুব ভাল করিয়া দেখিলেন ;—মাঝে মাঝে স্থানে স্থানে লাঠি দিয়া ঘা মারিলেন ;—সমস্ত দরজা জানালা গুলিও নাড়িয়া চাড়িয়া বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিলেন ;—কিন্তু এ গৃহমধ্যে কোথায়ও যে কোন গুপ্তদ্বার ও গুপ্তগৃহ আছে,—তাহা তাঁহার মনে হইল না। তিনি ফিরিলেন,—শয্যায় শয়ন করিতে গিয়া দাঁড়াইলেন,—তৎপরে ধীরে ধীরে চিন্তিত মনে নিম্নে চলিলেন।

নীচেয় গিয়া দেখিলেন, রঘুবীর সিংহ নাসিকা গর্জ্জন করিয়া নিদ্রা যাইতেছেন। তিনি বাহিরের গবাক্ষে কাণ পাতিয়া কিয়ৎক্ষণ শুনিতে লাগিলেন ;—চারিদিক ঘোর নিস্তব্ধ,—বুঝিলেন তাঁহার লোক জনেরা সকলেই নিদ্রিত হইয়াছে। তখন এ রাত্রে নীশাচরের ন্যায় ঘুরিয়া বেড়ানও ভাল নয় ভাবিয়া, তিনি আবার আসিয়া শয়ন করিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে মনে মনে বলিলেন, "বাদসাহ আমায় এ বাড়ীতে বাস করিবার জন্য পাঠাইলেন কেন ? আর আমাকে এখানে পাঠাইবার অর্থ কি কাজ তো কিছুই দেখিতেছি না,—কেবল হুকুম,—যাও,—ফতেপুর সিক্‌রিতে ১৫ দিন গিয়া বাস কর। মরিয়ম বেগমের প্রাসাদে বাসা লইবে। আমরা এতদুর অধঃপাতে গিয়াছি যে বিনা বাক্যব্যয়ে এইখানে আসিয়াছি,—কেন আসিয়াছি জানি না। এই মাত্র শুনিয়াছি ১৫ দিনের মধ্যে বাদসহের যাহা হয় একটা হুকুম আসিবে ! আমাদের কি অধঃপতনই হইয়াছে !"

তিনি কখন নিদ্রিত হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাহা তিনি জানেন না। অতি মধুর বাদ্যধ্বনিতে তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। প্রথম তিনি ভাল কিছুই বুঝিতে পারিলেন না ;—সকলই যেন স্বপ্ন,—ছায়ার ন্যায়—অস্পষ্ট স্বপ্ন বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

এখন তিনি বেশ বুঝিলেন, দূরে কোথায় অতি সুন্দর মনমোহন মধুর বাদ্যধ্বনি হইতেছে। এসরাজ বাজিতেছে,—সঙ্গে সঙ্গে নুপুরের মধুর নিক্কন তালে তালে মধুরে ধ্বনিত হইতেছে। অজিত সিংহ বুঝিলেন যে কোথায় যেন নৃত্য গীত হইতেছে।

বলা বাহুল্য তিনি নিতান্ত বিস্মিত হইলেন। এই পরিত্যক্ত সহরে, সকলে যাহা বলে তাহা বিশ্বাস করিতে হইলে, বৃদ্ধ ওমরাও ও তাঁহার বৃদ্ধ বৃদ্ধা দাস দাসী ব্যতীত আর কেহ নাই ;—তবে এমন সুন্দর নৃত্য

গীত হইতেছে কোথায়? অথচ বহুদূরে বলিয়া বোধ হয় না। মরিয়ম বিবির প্রাসাদের সন্নিকটে আর কোন অট্টালিকা নাই;—এ বাড়ীরও বাহিরে ভিতরে সর্ব্বত্র তাঁহারা বিশেষ করিয়া দেখিয়াছেন;—তবে এই মধুর ধ্বনি কোথা হইতে আসিতেছে?

অজিত সিংহ উঠিবার চেষ্টা পাইলেন,—কিন্তু দেখিলেন পালঙ্কের সহিত তিনি সুদৃঢ়রূপে কঠিন রজ্জুতে বদ্ধ! কে তাঁহার এ দশা করিল? কখন আসিয়া কে তাঁহাকে বাঁধিল! তিনি তো অধিকক্ষণ নিদ্রিত হয়েন নাই!

তিনি এই ব্যাপারে এতই বিস্মিত হইলেন যে কিয়ংক্ষণ স্পন্দিত প্রায় রহিলেন। এরূপ ব্যাপারে তিনি আর কখনও পতিত হন নাই! কাহারা তাঁহাকে এরূপে বাঁধিল,—অথচ তিনি তাহা বিন্দুমাত্র জানিতে পারিলেন না। বাহিরের দরজা ভিতর হইতে বন্ধ,—তবে সে কিরূপে এই অট্টালিকায় প্রবেশ করিল?

তিনি সবলে বন্ধন রজ্জু ছিন্ন করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা পাইলেন,—কিন্তু দেখিলেন, তিনি সম্পূর্ণ বন্দী;—তাঁহার মুক্তি লাভের উপায় নাই! এমন কি তাঁহার নড়িবার সামর্থ্য নাই। তিনি চীৎকার করিয়া, রঘুবীর সিংহকে আহ্বান করিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু সহসা সম্মুখে যে দৃশ্য দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার কণ্ঠরোধ হইয়া গেল! তাঁহার বাক্যশক্তি রহিল না,—তিনি দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া চাহিয়া রহিলেন!

তিনি কি স্বপ্ন দেখিতেছেন! এরূপ দৃশ্য জীবনে আর কখনও তিনি দর্শন করেন নাই।—তাঁহাকে কে যেন সহসা স্বর্গের অতুলনীয় সৌন্দর্য্য ও সুখের আগার নন্দন-কাননে ছাড়িয়া দিয়াছে!

সম্মুখে বিস্তৃত গৃহ;—উপরে নানা রঙ্গের বহু শাখাযুক্ত নানা ঝাড় ঝুলিতেছে;—তাহাদের কোমল মৃদু আলোকে গৃহটী আলোক

সৌন্দর্য্যে আপনি যেন বিভাসিত হইয়া রহিয়াছে! এক ঝাড় হইতে অপর ঝাড়ে সুগন্ধময়ী ফুলের হার বিলম্বিত হইয়া, চারিদিক অপরূপ সৌরভে বিভোর করিয়াছে! প্রাচীরে স্বর্ণখচিত বৃহৎ দর্পণ; আলোকে হীরকের ন্যায় জ্বলিতেছে!

একপার্শ্বে এক উচ্চ সিংহাসন;—কিংখাপে মণ্ডিত,—কিংখাপ ও মখমলমণ্ডিত ও স্বর্ণখচিত সারি সারি তাকিয়া। এক পরমাসুন্দরী রূপবতী যুবতী গৃহের সকল সৌন্দর্য্য সহস্রগুণ বৃদ্ধি করিয়া, চারিদিক আলোকিত করিয়া বসিয়া আছেন। তাঁহার অপূর্ব্ব বেশ,—সমস্ত দেহ হীরক অলঙ্কারে ভূষিত,—হীরকগুলি নক্ষত্রের ন্যায় জ্বলিতেছে। যুবতী তাকিয়ায় ঠেস দিয়া অর্দ্ধশায়িতাবস্থায় শায়িত রহিয়াছেন;—তাঁহার অঙ্গের ওড়না সরিয়া ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে;—তাহাতে তাঁহার দেহের শোভা সহস্রগুণ যেন প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার আয়ত লোচনদ্বয় আবেশে বিভোর;—প্রকৃতই এই রমণীকে দেখিলে, নন্দন-কাননের অপ্সরী বলিয়া বোধ হয়! প্রকৃতই ইহাঁকে দেখিলে, উন্মত্ত হইতে হয়। অজিত সিংহ মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় ব্যাকুল-ভাবে এই অতুলনীয় সুন্দরীর অতুলনীয় মুখের দিকে ব্যাকুলভাবে চাহিয়া রহিলেন! আতর প্রভৃতি সুগন্ধে তাঁহার প্রাণ আকুল করিয়া তুলিল। তিনি দেখিলেন, সিংহাসনের সম্মুখে একটী ক্ষুদ্র রজতফুয়ারা মুক্তাপাতির ন্যায় গোলাপজল সিঞ্চন করিতেছে!

সুন্দরীর সম্মুখে নৃত্য-গীত হইতেছে। দুইজন বাঁদী বসিয়া, অমিয়মাখা ঠুংরির ঝঙ্কার দিতেছে। তাহাদের অপ্সরা-বিনিন্দিত মধুর নিক্কনে চারিদিক মধুরতাময় হইয়া গিয়াছে। অজিত সিংহ বাদসাহের নন্দন-কাননিভ বেগম-মহলের কথা লোকের মুখেয় শুনিয়া-ছিলেন এইমাত্র,—কখনও স্বচক্ষে কিছুই দেখেন নাই। বাদসাহ ব্যতীত অপর কোন পুরুষেরই বেগম-মহলে প্রবেশের অধিকার

ছিল না। তবে কি তিনি কোনরূপে বেগম-মহলে নীত হইয়াছেন,—তিনি কোথায়?

তিনি দিল্লিতেও নহেন,—আগ্রায়ও নাই। তিনি যে ভগ্নস্তূপ ফতেপুর সিক্‌রিতে আসিয়াছেন,—তাহা তাঁহার বেশ স্মরণ আছে। তিনি যে মরিয়ম বিবির গৃহে শয়ন করিয়া আছেন, তাহাও তাঁহার বেশ স্মরণ হইতেছে। তবে কিরূপে তিনি বেগম-মহলে আসিলেন!

বৃদ্ধ ওমরাও যদি সত্য সত্য বেগম আনিয়া থাকে, তবে সে এ বেগম নিশ্চিতই নহে;—তাহা হইলে সেও নিশ্চয়ই উপস্থিত থাকিত। তিনি কিছুই বুঝিতে না পারায়, স্তম্ভিতপ্রায় পড়িয়া-রহিলেন,—তাঁহার কোন শব্দ করিবার ক্ষমতা ছিল না।

না,—তিনি নিশ্চয়ই স্বপ্ন দেখিতেছেন! অথচ তিনি যে জাগ্রত রহিয়াছেন,—তাহাতেও কোন সন্দেহ নাই। তিনি আবার চীৎকার করিয়া, রঘুবীর সিংহকে ডাকিতে চেষ্টা পাইলেন,—কিন্তু তাঁহার কণ্ঠে স্বর নাই,—তাঁহার যেন দমবন্ধ হইয়া আসিতেছে!

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

মৃত্যুমুখে।

প্রথমে তিনি ভাবিয়াছিলেন,—গৃহমধ্যে কোন পুরুষ নাই;—কিন্তু এক্ষণে দেখিলেন, সুন্দরীর পার্শ্বে এক মখমলমণ্ডিত আসনে একটী রাজপুত যোদ্ধা উপবিষ্ট। তাঁহার মুখ তিনি দেখিতে পাইতেছিলেন না,—তবে তাঁহার বেশে বুঝিলেন, তিনি রাজপুত। উষ্ণিষে রাজ-চক্র ঝক্ ঝক্ করিয়া জ্বলিতেছে। ইনি সাধারণ রাজপুত যোদ্ধা নহেন,—ইনি নিশ্চয়ই কোন রাজকুমার।

অজিত সিংহ দেখিলেন, সুন্দরী কুমারের হাত লইয়া ক্রীড়া করিতেছেন। রাজপুত যোদ্ধা সুন্দরীর রূপে বিভোর হইয়া আছেন,—বোধ হয়, তাঁহার আর কোন বাহ্যিক জ্ঞান নাই!

যুবতী স্বর্ণপিয়ালা তুলিয়া লইয়া, যুবকের মুখে ধরিলেন। রাজপুত নীরবে তাহা পান করিলেন! পরমুহূর্ত্তেই তিনি লম্ফ দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন,—তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল;—নিমিষ মধ্যে তিনি ভূপতিত হইলেন! তখন বাঁদীদ্বয় উঠিয়া একে একে তাঁহার বস্ত্র উন্মুক্ত করিয়া লইতে আরম্ভ করিল!

এই ভয়াবহ দৃশ্যে অজিত সিংহের সমস্ত শিরায় শিরায় রক্ত জল হইয়া গেল! এই দুর্ব্বৃত্তা শয়তানীগণ অনায়াসে অবিচলিত-ভাবে এই রাজপুত যোদ্ধাকে হত্যা করিল! কি ভয়ানক! এ যুবক কে! তাঁহার ভয়াবহ আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিবার জন্য ব্যাকুলতা জন্মিল,—কিন্তু তাঁহার কণ্ঠতালু সমস্তই আকাট শুষ্ক হইয়া গিয়াছে,—তিনি চীৎকার করিতে পারিলেন না!"

তখন বাঁদীদ্বয় ধরাধরি করিয়া, যুবককে প্রাচীরে ঠেস দিয়া দাঁড় করাইয়া দিল! সেই ভয়াবহ মৃতদেহ দেখিয়া, অজিত সিংহ ভয়ে মৃতপ্রায় হইলেন;—তাঁহার দেহ যেন পাষাণে পরিণত হইল! দিল্লির বিভীষিকার কথা সমস্তই স্মরণে পড়িল। দিল্লিতে প্রতি মঙ্গলবার লোকে সিংহদ্বারে ঠিক এইরূপ মৃতদেহ দেখিতেছে! সেই সুন্দর সুপুরুষ, যুবকমূর্ত্তি,—সেইরূপ উলঙ্গ! তিনি সে বিভীষিকা স্বয়ং স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন! সে ভয়াবহ দৃশ্য এখনও তাঁহার চক্ষের উপর দেদীপ্যমান রহিয়াছে! তিনি এক্ষণে যে ঠিক সেই লোমহর্ষণ দৃশ্য চক্ষের উপর দেখিতেছেন! প্রভেদের মধ্যে,—দিল্লির সিংহদ্বারের প্রাচীরে স্থাপিত,—আর এই দেহ এই গৃহপ্রাচীরে সংলগ্ন!

তবে ঐই পরিত্যক্ত সহরের নির্জ্জন জনশূন্য অট্টালিকা মধ্যে অপ্সরিবিনিন্দিতা রাক্ষসীগণ হতভাগ্যগণকে রূপের প্রলোভনে ভুলাইয়া আনিয়া, শেষ এইরূপে হত্যা করিতেছে! তাহার পর কিরূপে সকলের অজ্ঞাতসারে রাত্রে রাত্রে মৃতদেহ লইয়া দিল্লির দ্বারে রাখিয়া আসিতেছে! কি ভয়ানক! আর কেহই এ ভয়াবহ কাণ্ড জানিতে পারিতেছে না!

কোন্ রাজপুত বীরকে বিশ্বাসঘাতিনীগণ বিষ খাওয়াইয়া মারিল? তিনি এতক্ষণ রাজপুত যুবকের মুখ দেখিতে পান নাই,—এক্ষণে অতি বিস্ময়ে রুদ্ধ কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "কি সর্ব্বনাশ! এ যে উদয়পুরের জ্যেষ্ঠ রাজকুমার কুর্ম্ম সিংহ! মহারাজা পুত্রের এরূপ হত্যার কথা শুনিলে আর প্রাণে বাঁচিবেন না!"

সহসা সিংহাসনাসীনা স্ত্রীলোক বলিল, "রাজপুত বীর, কাল তোমারও ঐ দশা হইবে। আমরা কিরূপে ফতেপুর হইতে দুর্ব্বৃত্তদিগের দেহ দিল্লিতে লইয়া যাই,—তাহা তুমি ভাবিয়া কি আশ্চর্য্যান্বিত হইতেছ না?"

ক্রোধে, উত্তেজনায়, উদ্বেগে, ব্যাকুলতায়, অজিত সিংহ স্তম্ভিতপ্রায় হইয়াছিলেন;—তিনি তাঁহার হৃদয়ের বল সমস্ত হৃদয়ে একত্রিত করিয়া, চীৎকার করিয়া বলিতে যাইতেছিলেন, "শয়তানি,—রাক্ষসি——"

কিন্তু তাঁহার কণ্ঠ হইতে অস্পষ্ট অব্যক্ত শব্দমাত্র বহির্গত হইল! সহসা তাঁহার সম্মুখস্থ সমস্তই অন্ধকারে নিমগ্ন হইল। কি হইল, অজিত সিংহ তাহা কিছুই বুঝিতে পারিলেন না! নিমিষ মধ্যে সে গৃহ,—সে বেগম,—সে বাঁদী,—সে ভয়াবহ মৃতদেহ,—যেন বাতাসে মিলিয়া গেল! তিনি তখন দেখিলেন, তাঁহার সম্মুখে গৃহের প্রাচীর ব্যতীত আর কিছুই নাই! তাঁহার গৃহে আলোক

জ্বলিতেছে;—তিনি পালঙ্কের উপর শায়িত রহিয়াছেন। এরূপ ব্যাপারে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইতেন না, এরূপ লোক এ সংসারে কেহ ছিল না।

সহসা সড় সড় করিয়া তাঁহার অঙ্গ হইতে তাঁহার বন্ধন রজ্জু সকল সরিয়া গেল;—"তবে স্বপ্ন নয়!" বলিয়া অজিত সিংহ লম্ফ দিয়া শয্যা হইতে উঠিলেন! তবে স্বপ্ন নহে,—কেহ তাঁহাকে দড়ি দিয়া সুদৃঢ় ভাবে বাঁধিয়াছিল,—এখন দড়ি খুলিয়া দিতেছে! তিনি লম্ফ দিয়া ছুটিয়া গিয়া অসি লইলেন,—তাহার পর উন্মুক্ত অসিহস্তে পালঙ্কের নিম্নে কে আছে দেখিবার জন্য অবনত হইলেন।

কোথায়ও কেহ নাই;-গৃহ মধ্যে জনমানবের চিহ্ন নাই। যে রজ্জুতে তিনি আবদ্ধ ছিলেন,—তাহাও অন্তর্হিত হইয়াছে। তিনি স্তম্ভিত ও বিস্মিত হইয়া মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় দণ্ডায়মান রহিলেন;—পূর্ব্বরূপ মরিয়ম বিবির গৃহে আলো জ্বলিতেছে!

সহসা এক ভয়াবহ আর্ত্তনাদে চারিদিক প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল! আর্ত্তনাদের উপর আর্ত্তনাদ,—সে ভয়াবহ আর্ত্তনাদে শিরার রক্ত জল হইয়া যায়! নির্জ্জন জনশূন্য সহরে এই গভীর রাত্রে এই ভয়াবহ শব্দ আরও ভয়াবহ বিভীষিকা মূর্ত্তি ধারণ করিয়া চারিদিকে বিস্তৃত হইতে লাগিল। অজিত সিংহ কিয়ৎক্ষণ পাষাণ মূর্ত্তির ন্যায় দণ্ডায়মান থাকিয়া, পরে উন্মুক্ত অসি হস্তে নিম্নের দিকে ছুটিলেন।

নিম্নে ঘোর অন্ধকার,—কিছুই দেখিবার উপায় নাই! গৃহ মধ্যে কি হইয়াছে, অজিত সিংহ তাহা কিছুই বুঝিতে পারিলেন না;—কেবল আর্ত্তনাদের উপর বিকট ভয়াবহ আর্ত্তনাদ! অন্ধকারে কে বিকট চীৎকার করিতে করিতে বাহিরের দিকে ছুটিতেছে!

নিম্নের ঘরে যাহাতে আলো থাকে,—ভৃত্য সে বন্দোবস্ত করিয়াছিল; তবে এ ঘরের আলো কে নিবাইয়া দিল? উপরের ঘরের আলো ঠিক জ্বলিতেছে;—নীচের ঘরের আলো নাই কেন?

রঘুবীর সিংহ কোথায়? তিনিই কি আৰ্ত্তনাদ করিতে করিতে বাহিরে ছুটিলেন? এমন কি ভয়াবহ বিভীষিকা তিনি দেখিয়াছেন যে তাঁহার ন্যায় বীর ভয়ে এরূপ বিকট আৰ্ত্তনাদ করিতেছেন? তিনি এমন কি দেখিয়াছেন? অজিত সিংহ চারিদিকে চাহিতে লাগিলেন; তিনি অন্ধকারে কিছুই দেখিতে পাইলেন না;—তবে তাঁহার বেশ বোধ হইতে লাগিল যে গৃহ মধ্যে কে যেন আছে,—কাহার যেন গভীর দীর্ঘনিশ্বাস তাঁহার কর্ণে নিমিষের জন্য প্রবিষ্ট হইল;—সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার প্রাণে এক অভূতপূর্ব্ব ভয়ের উদ্রেক হইল! ভয় কাহাকে বলে; তাহা তিনি কখনও জানিতেন না,—কিন্তু আজ এক অব্যক্ত ভয়াবহ ভয়ে তাঁহার হৃদয় পূর্ণ হইল;—তাঁহার কেশ যেন মস্তকে উচ্চ হইয়া দণ্ডায়মান হইয়া উঠিল! তিনি বুঝিলেন, তিনি আর অধিকক্ষণ এ গৃহ মধ্যে থাকিলে রঘুবীর সিংহের ন্যায় আৰ্ত্তনাদ করিয়া উঠিবেন;—তিনি আর তিলার্দ্ধ বিলম্ব না করিয়া বাহিরের দিকে ছুটিলেন।

বাহিরে একটা মহামারি ব্যাপার ঘটিয়া উঠিয়াছিল! নিদ্রিতাবস্থায় সৈনিকগণ রঘুবীর সিংহের বিকট আৰ্ত্তনাদে চমকিত হইয়া লম্ফ দিয়া উঠিয়া অন্ধকারে যে যাহার বন্ধুর অনুসন্ধান করিতেছিল,—পরস্পরকে পরস্পরে চীৎকার করিয়া ডাকিতেছিল;—তাহাদের চীৎকারে ভীত হইয়া অশ্বগণ উচ্চৈঃস্বরে হ্রেস্বারব করিয়া উঠিতেছিল;—অন্ধকারে ঘুমের ঘোরে বিকট আৰ্ত্তনাদ শুনিয়া, সৈন্যগণ লম্ফ দিয়া উঠিল;—কি করিতেছে,—কি হইতেছে,—অন্ধকারে তাহার কেহই কিছুই জানিতে পারিল না;—রাজপুত সৈনিকগণও ভাবিল কোন শত্রু নিদ্রিতাবস্থায় তাহাদিগকে আক্রমন করিয়াছে;—তাহারা শত্রু মিত্র না দেখিয়া, অন্ধকারে অস্ত্র চালাইতে আরম্ভ করিল। তাহাদের চীৎকার ধ্বনিতে এই নির্জ্জন সহর আলোড়িত হইয়া গেল।

অজিত সিংহ চীৎকার করিয়া পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, "কি হইয়াছে,—কি হইয়াছে?" কে তাঁহার কথায় উত্তর দেয়?—তাহারা তাঁহার কথা আদৌ বোধ হয় শুনিতে পাইল না। এই সময়ে অজিত সিংহের বিশ্বস্ত বন্ধু বুদ্ধি করিয়া দুই হাতে দুইটা বড় মশাল জ্বালিয়া ছুটিয়া আসিল;—সেই আলোতে সৈনিকগণ পরস্পরকে দেখিয়া অনেকটা আশ্বস্ত হইল;—সেনাপতিকে সম্মুখে দেখিয়া বলিল, "রাজকুমার,—ব্যাপার কি?"

অজিত সিংহ বলিলেন, "আমিও সেই কথা তোমাদের জিজ্ঞাসা করিতে চাহি।"

আলোক দেখিয়া সৈনিকগণ আশ্বস্ত হইয়াছিল;—বলিল, "কে বিকট চীৎকার করিতেছিল,—তাহাতেই আমাদের ঘুম ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল, আমরা ভাবিয়াছিলাম যে শত্রু পড়িয়াছে।"

অজিত সিংহ বলিলেন, "বাহিরের দরজা তো ভিতর হইতে বন্ধই আছে;—কই,—উচ্চ প্রাচীর উল্লঙ্ঘন ব্যতীত কাহারও ভিতরে প্রবেশের উপায় নাই।"

একজন বলিল, "নিশ্চয়ই;—কেহ ভিতরে প্রবেশ করিলে সে কোথায় যাইবে?"

"রঘুবীর সিংহ কোথায়?"

"কই,—তাঁহাকে দেখিতে পাইতেছি না;—বোধ হয় ভিতরে আছেন।"

একজন সেনানী বলিল, "ভিতরে কেহ আসিয়াছে কি না, আমরা আলো ধরিয়া চারিদিক দেখিতেছি।"

এই বলিয়া তাহারা প্রত্যেকে এক একটা মশাল জ্বালিয়া অট্টালিকার চারিদিক অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে ছুটিল;—এই সময়ে অজিত সিংহের ভৃত্য বলিল, "রাজকুমার! এখানে এই কে পড়িয়া আছে!"

অজিত সিংহ ভৃত্যকে আলো উপরে তুলিয়া ধরিতে বলিলেন;—সে আলো ধরিলে, তিনি দেখিলেন, প্রাচীরের পারে কে এক ব্যক্তি পড়িয়া আছে। নিকটে গিয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন, "কি ভয়ানক! এ যে রঘুবীর সিংহ,—অজ্ঞান!—শীঘ্র জল লইয়া আইস।"

ভৃত্য জল আনিতে ছুটিল। অজিত সিংহ রঘুবীরের মস্তক তুলিয়া নিজ হাঁটুর উপর স্থাপিত করিলেন;—দেখিলেন, তিনি মূর্চ্ছা গিয়াছেন,—তাঁহার দাঁতকপাটী লাগিয়াছে;—প্রবল বেগে তাহার শ্বাস প্রশ্বাস বহিতেছে;—অতিশয় ভয়াবহ কিছু না দেখিলে, রঘুবীর সিংহের ন্যায় যোদ্ধার কখনও এ দশা ঘটিত না! যিনি রক্তে প্লাবিত যুদ্ধক্ষেত্রে আনন্দে শত্রুমধ্যে ধাবিত হইতেন,—তাঁহার আজ এই দশা!

ভৃত্য জল আনিলে, অজিত সিংহ পুনঃ পুনঃ তাঁহার চক্ষে মুখে জলের ঝাপটা দিতে লাগিলেন;—কিন্তু তবুও তাঁহার জ্ঞান হয় না, অজিত সিংহ নিতান্ত চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। বহুক্ষণ চেষ্টার পর রঘুবীর সিংহ গভীরতর নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন;—ধীরে ধীরে চক্ষু উন্মীলন করিলেন;—প্রায় অস্পষ্ট স্বরে বলিলেন, "আমি কোথায়?"

অজিত সিংহ বলিলেন, "ভয় নাই,—কি হইয়াছে?"

রঘুবীর সিংহ বিকৃত স্বরে বলিলেন, "আমায় এখান হইতে শীঘ্র লইয়া চলুন,——শীঘ্র——শীঘ্র।

নবম পরিচ্ছেদ।

প্রেতপুরী।

রঘুবীর সিংহ বালক নহেন,—রঘুবীর সিংহ স্ত্রীলোক নহেন,—তিনি রাজপুত যোদ্ধা, রাজপুত বীর,—তাঁহার যে সহজে সহসা এ ভাব হইয়াছে,—তাহা কখনই নহে! অজিত সিংহ জীবনে এরূপ ব্যাপার আর কখনও দৃষ্টিগোচর করেন নাই;—তবে কি তিনিও যাহা দেখিয়াছেন,—তাহা ভৌতিক কাণ্ড! ভূতেই কি তাঁহাকে তাঁহার শয্যায় বাঁধিয়া রাখিয়াছিল?—তিনি তাঁহার সম্মুখে যে অতি সুন্দর রমনীয় দৃশ্য দেখিয়াছিলেন,—তিনি যে অবশেষে ভয়াবহ হত্যাকাণ্ড দেখিয়াছিলেন,—এ সমস্তই কি ভূতের কাণ্ড! রাজপুতগণের মধ্যে ভূতের বিশ্বাস প্রবল ছিল;—কিন্তু অজিত সিংহ কখনও ভুত মানিতেন না, বিশ্বাস করিতেন না;—আজ তিনি স্বয়ং সচক্ষে যাহা দেখিয়াছেন,—আর আজ রঘুবীর সিংহের যে অবস্থা দেখিতেছেন,—তাহাতে ক্রমে তাঁহারও ভূতে বিশ্বাস জন্মিতেছে। তিনি যাহা দেখিয়াছেন, তাহা স্বপ্ন যে নহে, তাহা তিনি এক্ষণে বেশ বুঝিয়াছেন;—কিন্তু স্বপ্ন না হইলে সত্য কিরূপে সম্ভব?—তাঁহারা বিশেষ করিয়া দেখিয়াছেন যে এ বাড়ীতে কোন গুপ্ত গৃহ নাই;—তবে ভৌতিক কাণ্ড না হইলে তিনি যাহা দেখিয়াছেন,—তাহা সত্য হয় কিরূপে? রঘুবীর সিংহ কি ভয়াবহ বিভীষিকা দেখিয়াছেন, তাহাই অবগত হইবার জন্য তিনি নিতান্ত উদ্‌গ্রীব হইয়া পড়িলেন।

কিন্তু রঘুবীর সিংহ তখনও সুস্থির হইতে পারেন নাই;—তিনি বিকট অস্পষ্ট স্বরে ক্রমান্বয়ে বলিতেছিলেন, "আমায়—আমায়,—এখান হইতে শীঘ্র লইয়া যান।"

অজিত সিংহ পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিলেন, "ভয় কি? এখানে আমরা সকলই রহিয়াছি,—ভয় কি? রঘুবীর সিংহ, তোমার মত বীরের এ অবস্থা দুঃখের বিষয়!"

এই সময়ে সৈনিকগণ তথায় ফিরিয়া আসিয়া, রঘুবীর সিংহের অবস্থা দেখিয়া বিস্মিতভাবে অজিত সিংহের মুখের দিকে চাইতে লাগিল। তিনি বলিলেন, "রঘুবীর সিংহ পীড়িত হইয়াছেন;—আমরা ইঁহাকে বাহিরে হাওয়ায় লইয়া যাইতেছি;—তোমরা জন কয়েক মরিয়ম বিবির অট্টালিকায় যাও।—প্রত্যেকে অস্ত্রশস্ত্র লইয়া যাও,—প্রত্যেক ঘর তন্ন তন্ন করিয়া দেখ;—যদি কোন গুপ্ত দ্বার,—কোন গুপ্ত ঘর বা কোন লোককে দেখিতে পাও,—তখনই তাহাকে ধৃত করিয়া আমাদের কাছে আনিবে;—আমরা বাহিরে আছি।"

তাহারা দশ বার জন মশাল হস্তে মরিয়ম বেগমের প্রাসাদে প্রবেশ করিল;—কয়েক জন তথায় রহিল। অজিত সিংহ বলিলেন, "রাত্রি কত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়?"

এক ব্যক্তি আকাশের দিকে চাহিয়া বলিল, "আর রাত্রি অধিক নাই,—শীঘ্রই ভোর হইবে।"

অজিত সিংহের ইচ্ছা নহে যে তাঁহার রাজপুত সৈন্যগণ সকল কথা জানিতে পারে।—তিনি যাহা যাহা দেখিয়াছেন,—মনে মনে স্থির করিলেন, তিনি কাহাকেই অন্ততঃ এক্ষণে সে কথা বলিবেন না। রঘুবীর সিংহ কি বলিবেন, তাহা তিনি কিছুই জানিতেন না,—সুতরাং তাঁহার কথা প্রকাশ করা উচিত, কি অনুচিত, তাহা তিনি কিছুই স্থির করিতে পারেন নাই;—যাহাই হউক এ সকল কথা গোপন রাখাই যে আবশ্যক, তাহা তিনি বুঝিয়াছেন!

তিনি সৈনিকদিগকে বলিলেন, "তোমরা এই খানে পাহারায় থাক;—আমি রঘুবীর সিংহকে হাওয়ায় একটু বাহিরে লইয়া যাইতেছি।"

তিনি রঘুবীর সিংহের হাত ধরিয়া টানিয়া, তাঁহাকে দাঁড় করাইলেন। তখনও তাঁহার দেহ অবসন্ন!—অজিত সিংহ তাঁহাকে একরূপ বল-প্রয়োগে বহন করিয়া ধীরে ধীরে বাহিরে রাজপথে আনিলেন। চারিদিকে অন্ধকার;—উপরে কৃষ্ণ আকাশে সহস্র সহস্র নক্ষত্র জ্বলিতেছে,—প্রকৃতিসতী স্বর্ণখচিত সুন্দর বস্ত্রে জগতের উপর এক অনির্ব্বচনীয় চন্দ্রাতপ বিস্তৃত করিয়া রাখিয়াছেন,—সুন্দর দৃশ্য!

চারিদিক নীরব নিস্তব্ধ।—তাঁহার সৈনিকদিগের স্বর মধ্যে মধ্যে শ্রুত হইতেছে মাত্র,—আর কোন দিকে কোন শব্দ নাই! যেন পৃথিবী এক অভূতপূর্ব্ব গভীর নিস্তব্ধতা সাগরে নিমগ্ন হইয়াছে! মৃদু মৃদু সুশীতল বায়ু বহিতেছে;—বোধ হয় দূরস্থ বন্য কুসুমের সৌরভ আহরণ করিয়া এই পরিত্যক্ত নগরীর দুঃখের জীবনে একটু সৌরভ ঢালিয়া, তাহার হৃদয়ের যাতনার কথঞ্চিত উপসম করিতেছে! চারিদিক সুন্দর;—এক নৈশ সৌন্দর্য্যে বিভাসিত!

অজিত সিংহ মনে মনে ভাবিলেন, "রাজপুত সৈনিকগণ যেরূপ চীৎকার ও কোলাহল করিতেছে,—যদি এ সহরে লোক থাকিত, তবে নিশ্চয়ই তাহারা জাগরিত হইয়া ছুটিয়া আসিত। অথবা ইহাও সম্ভব যে তাহারা ইচ্ছা করিয়াই আসিতেছে না;—কোন গুপ্ত স্থানে লুক্কাইত থাকিয়া, আমাদের অবস্থা সমস্তই দেখিতেছে!"

বৃদ্ধ ওমরাও এই নগরীর উত্তর প্রান্তস্থিত অট্টালিকায় বাস করিতেছেন;—তাঁহার বাড়ী এখান হইতে বহুদূর নহে,—কিন্তু রাজপুতগণ যেরূপ চীৎকার করিতেছে,—তাঁহাতে তাহাদের স্বর এই গভীর নির্জ্জন রাত্রে নিশ্চয়ই তাঁহারা শুনিতে পাইয়াছেন।—তাহাদের বিকট শব্দে বৃদ্ধ ওমরাও ও তাঁহার বৃদ্ধ ভৃত্যের নিশ্চয়ই নিদ্রাভঙ্গ হইত! কিন্তু তাঁহাদের কোন চিহ্ন নাই!

নানা সন্দেহে অজিত সিংহ দোলায়মান হইতে লাগিলেন,-

কিন্তু তখন রঘুবীর সিংহকে বিরক্ত করা যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিলেন না। তিনি তাঁহার হাত ধরিয়া বহুক্ষণ সেই নির্জ্জন পথে,—নক্ষত্রমণ্ডিত নালআকাশের নিম্নে;—সুশীতল বায়ুতে পদচারণ করিতে লাগিলেন। ক্রমে মস্তকে সুশীতল বায়ু সঞ্চারণে রঘুবীর সিংহ অনেক প্রকৃতস্থ হইলেন;—বলিলেন, "সেনাপতি,—এইখানে বসুন!"

অজিত সিংহ পথিপার্শ্বস্থ এক ভগ্ন গৃহের প্রস্তর রোয়াকে উপবিষ্ট হইলেন;—রঘুবীর সিংহও বসিলেন।—বহুক্ষণ উভয়ে নীরবে বসিয়া রহিলেন,—তৎপরে অতি গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া, রঘুবীর সিংহ বলিলেন, "ভয়ানক! ভয়ানক!"

অজিত সিংহ বলিলেন, "কি ভয়ানক রঘুবীর সিংহ? নিতান্ত কিছু ভয়াবহ না হইলে, তোমার ন্যায় লোকে কখনও এত বিচলিত হয় না;—আমি তাহা বুঝিতেছি। কি ঘটিয়াছে,—আমায় সমস্ত খুলিয়া বল।"

রঘুবীর সিংহ একটু নীরব থাকিয়া বলিলেন, "ঠিক কি ঘটিয়াছে,—ঠিক কি দেখিয়াছি,—তাহা ভাল স্মরণ করিতে পারিতেছি না!"

অজিত সিংহ বলিলেন, "স্থির হও, তাড়াতাড়ির প্রয়োজন নাই!"

আবারও বহুক্ষণ উভয়ে সেই নির্জ্জন পথিপার্শ্বে বসিয়া রহিলেন। রঘুবীর সিংহ কি ভাবিতেছিলেন বলা যায় না;—অজিত সিংহ নানা চিন্তায়,—নানা সন্দেহে,—উৎপীড়িত হইয়া উঠিলেন। তিনি যুবক মাত্র,—তিনি রাজকুমার,—রাজপুত পার্ব্বতোপত্যকায় লালিত পালিত,—ছয়মাস মাত্র আগ্রার দরবারে আসিয়াছেন;—এখনও তাঁহার বাদসাহ, নবাব, ওমরাওদিগের রহস্য সকল দেখিতে অনেক বাঁকি আছে;—সুতরাং তিনি এই ফতেপুর সিকৃরি আসিয়া যাহা দেখিতেছেন, তাহাতে নিতান্তই বিস্মিত হইয়া পড়িয়াছেন।—মনে মনে তিনি নানা কথার আলোচনা করিতেছেন।—কেন বাদসাহ তাঁহাকে এ ভগ্ন সহরে

পাঠাইলেন ;—কেন তিনি তাঁহাকে এই মরিয়ম বিবির প্রাসাদে বাস করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন ?—তবে কি তিনি এই সকল ভৌতিক কাণ্ডের বিষয় সমস্তই অবগত আছেন ?—যদি তাহাই হয়,—তবে তিনি কি উদ্দেশ্যে তাঁহাকে এই ভয়াবহ স্থানে পাঠাইয়াছেন ? নিশ্চয়ই কোন উদ্দেশ্য আছে,—সে উদ্দেশ্য কি ?

এই সময়ে রঘুবীর সিংহ অতি বিষণ্ণ স্বরে বলিয়া উঠিলেন, "আঃ !"

অজিত সিংহ বলিলেন, "কেমন, এখন শরীরটা অনেক সুস্থ হইয়াছে ?"

রঘুবীর সিংহ বলিলেন, "অনেক ;—আমি নিজেই লজ্জিত হইতেছি।"

"ইহাতে লজ্জার কিছুই নাই।—কিছু ভয়াবহ না ঘটিলে, তুমি কখনই বিচলিত হইতে না।"

"প্রায় ভোর হয় !"

"হাঁ,—পূর্ব্ব গগণ পরিষ্কার হইয়া আসিয়াছে !"

"আঃ !"

"কি হইয়াছে,—কি দেখিয়াছ বল।"

"যতদূর স্মরণ হয়,—বলিতেছি। হয়ত লোকে শুনিলে হাসিবে।"

"মুর্খে হাসিতে পারে,—বিবেচকে হাসিবে না।"

অজিত সিংহ স্বয়ং অভূতপূর্ব্ব ব্যাপার না দেখিলে, তিনিও হাসিতেন কি না তাহা বলা যায় না।

রঘুবীর সিংহ ধীরে ধীরে বলিলেন, "যাহাই হউক,—এ বাড়ীটায় আর রাত্রি যাপন করিতে পারিব না।"

অজিত সিংহেরও এ বাড়ীতে আর রাত্রি বাস করিবার

ইচ্ছা ছিল না। তিনি বলিলেন, "এখানে থাকিবার স্থান অনেক আছে,—কাল অন্যত্র বাসা লইব।"

রঘুবীর সিংহ কোন উত্তর দিলেন না;—অনেকক্ষণ নীরবে বসিয়া রহিলেন; দেখিয়া অজিত সিংহ বলিলেন, "যদি এখন বলিতে কষ্ট হয়,—থাকুক,—ভোর হইয়া গিয়াছে,—পরে শুনিব।"

রঘুবীর সিংহ বলিলেন, "না,—রাজকুমার,—আপনার শোনা আবশ্যক। শুনিয়া যাহা ভাল বিবেচনা হয় করিবেন,—আমার বিবেচনা শক্তি আর কিছু মাত্র নাই!"

অজিত সিংহ গম্ভীরে বলিলেন, "রঘুবীর সিংহ, কি হইয়াছে আমি আগাগোড়া শুনিতে চাহি!"

"বলিতেছি, শুনুন।"

এই বলিয়া ধীরে ধীরে রঘুবীর সিংহ গত রাত্রের ঘটনাবলী বিবৃত করিতে লাগিলেন,—আমরা তাঁহার কথাই উদ্ধৃত করিতেছি।

দশম পরিচ্ছেদ।

ভয়াবহ বিভীষিকা।

"আমি ক্লান্ত হইয়াছিলাম,—আহারাদির পর শয়ন করিবামাত্র গাঢ় নিদ্রায় নিমগ্ন হইলাম;—ঘরে আলো জ্বলিতেছিল,—আমি সমস্ত দরজা জানালা অতি সাবধানে বন্ধ করিয়া শয়ন করিয়াছিলাম।—নূতন স্থানে একটু সাবধান থাকা ভাল বলিয়াই আপনার ভৃত্যকে সমস্ত রাত্রি যাহাতে গৃহে আলোক থাকে, তাহারই বন্দবস্ত করিতে বলিয়াছিলাম।

কতক্ষণ আমি নিদ্রিত ছিলাম,—তাহা আমি জানি না। সহসা আমার

নিদ্রাভঙ্গ হইল,—আমি দেখিলাম আমার গলদঘর্ম্ম ছুটিয়াছে ;—ঘর্ম্মে বিছানা ভিজিয়া গিয়াছে,—আমার সর্ব্বাঙ্গ থর থর করিয়া কাঁপিতেছে,—আমার মস্তকের কেশ উচ্চ হইয়া উঠিয়াছে,—আমার দম বন্ধ হইয়া আসিতেছে! কি হইয়াছে,—প্রথম কিছুই বুঝিতে পারিলাম না,—এই পর্য্যন্ত বুঝিলাম, কি এক ভয়াবহ ভয়ে আমি অভিভূত হইয়াছি,. জীবনে আমার এ ভাব আর কখনও হয় নাই!

দেখিলাম গৃহমধ্যে ঘোর অন্ধকার,—কে আলো নিবাইল? জানালা দরজা বন্ধ ছিল, সুতরাং বাতাসে নিবিতে পারে না।—আমি উঠিয়া বসিয়া আপনাকে চীৎকার করিয়া ডাকিতে প্রয়াস পাইলাম,—কিন্তু আমার কণ্ঠ হইতে বাক্যস্ফুরণ হইল না :—আমার বোধ হইল, আমার গলা শুষ্ক হইয়া গিয়াছে!

এই মাত্র বুঝিলাম,—এই অন্ধকার গৃহ মধ্যে কি এক অব্যক্ত বিভীষিকা প্রবেশ করিয়াছে! কি যে তাহা, স্থির করিতে পারিলাম না। যুদ্ধে মৃত্যুমুখে ঝাঁপ দিয়াছি, কখনও মুহূর্ত্তের জন্য ভয় হয় নাই,—প্রাণ কাঁপে নাই ;—কিন্তু আজ এই অন্ধকারে কিছু দেখিতে না পাইয়াও, আমার সমস্ত দেহের রক্ত ভয়ে যেন জল হইয়া গেল! গৃহ মধ্যে কি আসিয়াছে,—কি ঘুরিতেছে,—কিছুই দেখিতে পাইতেছি না, কিন্তু বেশ বুঝিতেছি,—কি এক বিভীষিকা আসিয়াছে,—সেই লোমহর্ষণ বিভীষিকা ধীরে ধীরে শনৈঃ শনৈঃ আমাকে নির্ম্মমভাবে হত্যা করিতে আসিতেছে ;—আমি কাষ্ঠখণ্ডের ন্যায় পড়িয়া আছি ;—আমার আত্মরক্ষা করিবার ক্ষমতা নাই!

কতক্ষণ আমার এ অবস্থা ছিল, তাহাও আমি বলিতে পারি না।—আমার বোধ হইতেছিল যেন সময় অচল হইয়া গিয়াছে,—এ কাল রাত্রির আর শেষ হইবে না,—আমার তিল তিল করিয়া জীবন বাহির হইয়া যাইবে!—দেহে শক্তি থাকিতে জীবন রক্ষার জন্য একবার

চেষ্টা মাত্রও করিতে পারিতেছি না!—রাজকুমার, সে কষ্টের বর্ণনা হয় না!”

দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া রঘুবীর সিংহ কিয়ৎক্ষণ নীরবে বসিয়া রহিলেন; তৎপরে ধীরে ধীরে শিহরিয়া উঠিয়া বলিতে লাগিলেন, “ভয়ানক!—অতি ভয়ানক! সহসা গৃহের এক কোনে একটা যেন অতি অস্পষ্ট নীল আলো জ্বলিয়া উঠিল! আমার অনিচ্ছা সত্বে আমি সেই দিকে চাহিলাম। দেখিলাম, দুইটা গন্ধকের আলোর ন্যায় গোল আলো যেন গড়াইয়া গড়াইয়া বেড়াইতেছে!—একবার উপরে উঠিতেছে,—আবার নামিয়া আসিতেছে;—দুইটা আলোতে যেন খেলা করিতেছে।—সহসা দুইটা আলো এক স্থানে স্থির হইয়া দাঁড়াইল;—ক্রমে আমি বুঝিলাম যে এ দুইটা আলো কোন ভয়াবহ জীবের জ্বলন্ত চক্ষু! সে ভয়াবহ চক্ষের বর্ণনা করিবার ক্ষমতা আমার নাই! অতি ভয়াবহ,—অতি ভয়াবহ!”

রঘুবীর সিংহ শিহরিয়া উঠিলেন,—কিয়ৎক্ষণ আর কিছুই বলিতে পারিলেন না। এ অবস্থায় তাঁহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করা উচিত নহে ভাবিয়া, অজিত সিংহও কোন কথা কহিলেন না।

কিয়ৎক্ষণ পরে রঘুবীর সিংহ বলিলেন, “কতকক্ষণ এই ভয়াবহ চক্ষুদ্বয় আমার চক্ষের দিকে চাহিয়াছিল,—জানি না!—আমার সমস্ত দেহ এই ভয়াবহ দৃষ্টিতে ধীরে ধীরে পাষাণে পরিণত হইয়া যাইতেছিল!—আমি কাহার চক্ষু তাহা অন্ধকারে দেখিতে পাইতেছি না;—অথচ বুঝিতেছি,—যেন কি এক বিভীষিকা,—তাহার বর্ণনা আমি করিতে পারিব না,—এ জীবনেও সে বিভীষিকা ভুলিব না!”

রঘুবীর সিংহ নীরব হইলেন,—অজিত সিংহ একটু বিরক্ত আগ্রহ রঞ্জিত স্বরে বলিলেন, “তাহারপর কি হইল,—তাহাই বল।”

রঘুবীর সিংহ মনে মনে লজ্জিত ও অপ্রস্তুত হইলেন; বলিলেন,

"তারপর—তারপর—সেই চক্ষু দুইটার আসে পাশে চারিদিকে যেন কি এক সাদা অস্পষ্ট আলোক দেখা দিল;—সেই আলোকে দেখিলাম একটা অতি দীর্ঘ মনুষ্যকঙ্কাল আমার সম্মুখে দণ্ডায়মান! সেই ভয়াবহ কঙ্কালের চক্ষু দুইটার দুই গহ্বর হইতে সেই চক্ষু দুইটা আগুণের মত জ্বলিতেছে! সেই আলোকে সেই কঙ্কালের অস্থিমস্তকের খোলা সাদা বড় বড় দাঁতগুলা আরও বিভীষিকা দেখাইতেছে!"

রঘুবীর সিংহের সর্ব্বাঙ্গ থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল,—তিনি আর কথা কহিতে পারিলেন না।

অজিত সিংহ নীরবে বসিয়া রহিলেন। তিনি গত রাত্রে যাহা দেখিয়াছিলেন,—ইহার নিকট সে দৃশ্য স্বর্গ! বোধ হয় তিনিও এ বিভীষিকা দেখিলে মূর্চ্ছিত হইতেন।

আবার বহুক্ষণ পরে রঘুবীর সিংহ প্রায় অস্পষ্ট স্বরে বলিতে লাগিলেন, "তারপর,—তারপর,—এই কঙ্কাল তাহার অস্থির দীর্ঘ হস্ত আমার দিকে বাড়াইল,—তাহার ভয়াবহ অঙ্গুলি তুলিয়া আমায় যেন কাহাকে দেখাইয়া দিতে লাগিল,—তাহার পর সে এক ভয়াবহ বিকট হাসি খিল খিল করিয়া হাসিতে লাগিল!"

অজিত সিংহ নিস্পন্দ, তাঁহার হৃদয় সবলে স্পন্দিত হইতেছিল! তাঁহার বীর হৃদয়ও প্রকম্পিত হইল,—তিনি প্রায় লম্ফ দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইতে উদ্যত হইয়াছিলেন,—কিন্তু ভীমবলে আত্মসংযম করিলেন।

রঘুবীর সিংহ অতি মৃদু ক্ষীণস্বরে বলিলেন, "তারপর—তারপর—সেইটা তাহার লম্বা লাল জীব হাড়ের মুখের ভিতর হইতে বাহির করিয়া, লক লক করিতে করিতে আমার দিকে আসিতে লাগিল!—সে তাহার হাড়ের লম্বা হাত দুইটা বিস্তৃত করিয়া আমায় জড়াইয়া ধরিতে উদ্যত হইল;—তাহার চোক দুইটা যেন দুইটা বড় সূর্য্যের মত জ্বলিতে

আরম্ভ করিল ;—তখন আমি আৰ্ত্তনাদ ও চীৎকার করিয়া উঠিলাম !—তাহার পর কি করিয়াছি মনে নাই ;—বোধ হয় প্রাণের মায়া আমার দেহে বল দেওয়ায়, আমি বিছানা হইতে উঠিয়া কোন গতিকে বাহিরে আসিয়া পড়িয়াছিলাম !—তাহার পর কি হইয়াছিল, আমার জ্ঞান নাই।—যখন জ্ঞান হইল, তখন দেখিলাম, আপনারা সকলে আমার আশে পাশে দাঁড়াইয়া আছেন।"

একাদশ পরিচ্ছেদ।

পরামর্শ।

অজিত সিংহ উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন,—তাঁহার সৰ্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছিল ;—তিনি নিশ্চল নিস্পন্দভাবে দণ্ডায়মান ছিলেন ;—বহুক্ষণ কোন কথাই বলিতে সক্ষম হইলেন না। এরূপ ভয়াবহ বিভীষিকার কথা তিনি পূৰ্ব্বে কখনও কাহারও নিকটে শ্রবণ করেন নাই। কি ভয়ানক,—কি ভয়ানক ! বর্ণনা শুনিয়াই প্রাণ শুখাইয়া যায়,—সৰ্ব্বাঙ্গে থরহরি কম্প জন্মে,—সত্য সত্য চক্ষের উপর তাহা দেখিলে বোধ হয় সকলেরই মৃত্যু ঘটে ! রঘুবীর সিংহের কঠিন প্রাণ, তাহাই তিনি এ বিভীষিকা দেখিয়া এখনও বাঁচিয়া আছেন ! অজিত সিংহ কেবল মাত্র বলিয়া উঠিলেন, "ভয়াবহ—ভয়ঙ্কর !"

রঘুবীর সিংহ বলিলেন, "সেনাপতি, আমার প্রাণে বড় ভয় বলিয়া যে কিছু নাই,—তাহা আপনি অনেক স্থলেই দেখিয়াছেন ;—সহজে রঘুবীর সিংহের এ অবস্থা হয় নাই !"

অজিত সিংহ যাহা রাত্রে দেখিয়াছিলেন, তাহা রঘুবীর সিংহকে বলা উচিত কিনা,—তাহাই তিনি মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন।

রঘুবীর সিংহ তাঁহার অধীনস্থ কেবল সৈনিক মাত্র তাহা নহে। তিনি তাঁহার পিতৃবয়স্ক,—বাল্যকাল হইতেই রঘুবীর সিংহ তাহার সেবা ও শিক্ষা উভয় কার্য্যেই নিযুক্ত আছেন ;—পুত্রকে আগ্রা প্রেরণ কালে, মহারাজা রঘুবীর সিংহকে সঙ্গে দিয়াছেন ;—সাক্ষাৎ পক্ষে অধীন থাকিয়া, তিনি প্রকৃত পক্ষে রাজকুমারের অভিভাবকতা করিতেছেন। এ পর্য্যন্ত কুমারও কখন কিছু রঘুবীর সিংহের নিকট গোপন করিতেন না,— তাঁহার পরামর্শ না লইয়া তিনি কোনও কাজই করিতেন না। আজ এই তিনি প্রথম রঘুবীর সিংহের নিকট প্রকৃত কথা গোপন করিলেন ;— তিনি কাল রাত্রে যাহা যাহা দেখিয়াছিলেন, সমস্তই গোপন করিলেন ;— বলিলেন, "হাঁ,—তুমি যাহা দেখিয়াছ,—তাহা আমি দেখিলে কি করিতাম জানি না! এখন কথা এই,—রঘুবীর সিংহ, তুমি কি মনে কর, তুমি যথার্থ ভূত দেখিয়াছ ?"

রঘুবীর সিংহ বলিয়া উঠিলেন, "ভূত ব্যতীত আর কি হইতে পারে!"

"কেন,—কেহ কি তোমায় ভয় দেখাইবার জন্য ইহা করিতে পারে না ?"

"অসম্ভব!"

"আরও একদিন এই বাড়ীটায় বাস করিয়া দেখা যাক না যে——"

তাঁহাকে প্রতিবন্ধক দিয়া রঘুবীর সিংহ ব্যগ্রভাবে বলিয়া উঠিলেন, "না,—রাজকুমার, এ ইচ্ছা করিবেন না। আর যদি এক রাত্রি সেই—সেইটাকে—দেখি,—তাহা হইলে আমি পাগল হইয়া যাইব!"

অজিত সিংহ বিষণ্ণ স্বরে বলিলেন, "তুমি যাহা বলিতেছ, তাহাই হইবে। এখন ভোর হইয়াছে,—চারিদিক পরিষ্কার হইয়া আসিয়াছে,—চল,—ভিতরটা আর একবার ভাল করিয়া দেখি!"

অতি অনিচ্ছা সহকারে রঘুবীর সিংহ উঠিয়া দাঁড়াইলেন,—তৎপরে

বলিলেন, "বড় দুর্ব্বলতা বোধ করিতেছি;—আমি এইখানে একটু বিশ্রাম করি,—আপনি যান।"

অজিত সিংহ কোন কথা বলিলেন না;—তিনি ধীরপদে আবার মরিয়ম বিবির প্রাসাদে প্রবেশ করিলেন; তখন সূর্য্যোদয় হইতেছে! চারিদিকে রাত্রের আর ঘোর অন্ধকার নাই! এখন ভয় পাইবার কিছুই কারণ ছিল না! "এখন যে ভীত হইবে সে নিতান্ত কাপুরুষ!" মনে মনে এ কথা অজিত সিংহ বারবার বলিলেন,—ইহাতেই স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে তিনিও বিশেষ বিচলিত হইয়াছেন,—কেবল নিজ দুর্দ্দমনীয় হৃদয় বলে তাহা উপসমিত করিয়া রাখিতেছেন।

তিনি সৈনিকদিগকে বলিলেন, "তোমরা সকলে যত শীঘ্র পার প্রস্তুত হও;—আমরা অন্য কোন বাড়ীতে বাসা লইব।" সৈনিকগণ গত রাত্রের বিভীষিকার বিষয় কিছুই জানিত না,—তাহারা বিস্মিত হইল,—কিন্তু এ পর্য্যন্ত মুখ তুলিয়া সেনাপতিকে কিছু জিজ্ঞাসা করিতে তাহারা কখনও সাহস করে নাই;—তাহারা কোন কথা না কহিয়া, এখান হইতে বিদায় হইবার জন্য চলিল।

অজিত সিংহ আবার প্রাসাদের চারিদিক প্রদক্ষিণ করিলেন।—প্রতি স্থান বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখিতে লাগিলেন,—কিন্তু বাড়ীতে গতরাত্রে তাঁহারা ভিন্ন আর কেহ যে আসিয়াছিল, তাহার কোন চিহ্ন দেখিতে পাইলেন না।

অজিত সিংহ ভৃত্যকে উপর ও নীচের ঘরের সমস্ত জানালা দরজা খুলিয়া দিতে বলিলেন।—সে তৎক্ষণাৎ ছুটিয়া গিয়া দরজা জানালা খুলিয়া ফেলিল।

দূরে উদ্যান মধ্যে দাঁড়াইয়া অজিত সিংহ সমস্ত অট্টালিকাটী পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। সুন্দর অট্টালিকা,—সুন্দর দৃশ্য,—যেন এক খানি ছবি। উপরে এক বৃহৎ গম্বুজ,—তাহার সুউচ্চ চুড়ে প্রাতঃ

সূর্য্যের রৌদ্র পতিত হওয়ায়, চূড়াগুলি ঝক্ ঝক্ করিয়া জ্বলিতেছে! অজিত সিংহ চিন্তিত ভাবে বলিতে লাগিলেন, "এ বাড়ীতে যে বাদসাহী ভাবে সাজান কোন গৃহ আছে, তাহা বলিয়া বোধ হয় না। এই দুই ঘর ছাড়া,—আছে ঐ এক গম্বুজ!—তাহার ভিতর কোন সুন্দর সুসজ্জিত গৃহ আছে, এ কথা বলিলে লোকে পাগল বলিবে। তবে আমরা যাহা দেখিয়াছি তাহা কি? ভৌতিক ব্যাপার ভিন্ন আর কি হইতে পারে?"

অজিত সিংহ উন্মুক্ত অসি হস্তে নিম্নস্থ গৃহ বিশেষ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিলেন,—কোথায়ও কোন গুপ্ত দ্বার নাই,—কোথায়ও কোন গুপ্ত গৃহ থাকিবার বিন্দুমাত্র সম্ভবনা নাই। তিনি দ্বিতলস্থ গৃহই বিশেষ পর্য্যবেক্ষন করিলেন,—কিন্তু কোথায়ও কিছু নাই। তখন অজিত সিংহ বলিলেন, "কোন জীবিত প্রাণীর এখানে আসিবার সম্ভাবনা নাই।—আমি কাল রাত্রে যাহা দেখিয়াছি,—তাহা ভৌতিক কাণ্ড ব্যতীত আর কিছুই হইতে পারে না!—অথবা আমি ও রঘুবীর সিংহ আমরা উভয়েই স্বপ্ন দেখিয়া, তাহাকেই সত্য বলিয়া বিবেচনা করিতেছি! যদি ভূতই হয়,—তবে উপরের ঘরে আমি বেগমমহল ও বেগমমহলের ভয়াবহ ব্যাপার আর প্রায় সেই একই সময়ে নীচের ঘরে রঘুবীর অন্য বিভীষিকা দেখিবে কেন? ভূতে হত্যাকাণ্ড দেখাইবে কেন? এখনও সেই রাক্ষসীর ভয়াবহ বাক্য আমার কর্ণে ধ্বনিত হইতেছে। "কাল তোমার পালা!" না—স্বপ্ন নয়,—স্পষ্টতঃ আমি সুদৃঢ় রজ্জুতে পালঙ্কে আবদ্ধ ছিলাম।—আর যদি স্বপ্ন না হয়, তাহা হইলে ভৌতিক ব্যাপার ভিন্ন আর কি হইবে! কিন্তু ভূত আমাদের দুই জনের সম্মুখে দুই ভাবে আবির্ভূত হইবে কেন?"

এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে অজিত সিংহ বাহিরে আসিলেন।—দেখিলেন দ্বারের পার্শ্বে প্রাচীরের ছায়ায় রঘুবীর সিংহ বসিয়া আছেন;

নিকটে মহম্মদজান দণ্ডায়মান। তাহাকে দেখিয়া অজিত সিংহ মনে মনে বলিলেন, "রঘুবীর ইহাকে রাত্রির কথা বলিয়াছে নাকি? বোধ হয় এখন ইহাদের নিকট কিছু না বলাই ভাল।"

তিনি রঘুবীর সিংহের মুখের দিকে চাহিলেন;—দেখিলেন তাহার মুখের পাঙ্গাস ভাব গিয়াছে,—তিনি প্রায় সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া পূর্ব্বভাব ধারণ করিয়াছেন। অজিত সিংহ নিকটে আসিলে, বৃদ্ধ মহম্মদজান সসম্মানে বলিল, "ওমরাও সাহেব পাঠাইলেন,—আপনার মেজাজ সরিফ?—গোলামের উপর কোন হুকুম হউক,—গোলাম হাজির আছে।"

রঘুবীর সিংহের ভাবে অজিত সিংহ বুঝিলেন,—তিনি কিছুই প্রকাশ করেন নাই,—তবুও নিশ্চিন্ত হইবার জন্য তিনি মহম্মদজানকে বলিলেন, "তুমি অগ্রসর হও,—আমি ওমরাও সাহেবের নিকট এখনই যাইতেছি।"

বৃদ্ধ ভৃত্য সেলাম করিয়া প্রস্থান করিল। তাহার মুখ দেখিয়া অজিত সিংহ বুঝিলেন যে সে তাঁহাদের রাত্রের অবস্থার বিষয় কিছুই অবগত নহে। যদি যথার্থই কোন লুক্কাইত লোকের কাজ হইত,—তাহা হইলে এই বৃদ্ধ ভৃত্যও তাহাদের ভিতরে আছে। ওমরাও বা ইহারা জানে না, অথচ এখানে লুকাইয়া আছে,—এরূপ কখনও সম্ভব নহে।—অজিত সিংহ ক্রমে স্থির করিতে ছিলেন যে তিনি যাহা দেখিয়াছেন,—তাহা স্বপ্ন ব্যতীত আর কিছুই নহে।—আর রঘুবীর যাহা দেখিয়াছে, তাহাও স্বপ্ন,—এ অবস্থায় এ বাড়ী ছাড়িয়া অন্যত্র যাওয়া উচিত কি? অথচ রঘুবীর সিংহ আর এক রাত্রিও এ বাড়ীতে বাস করিতে চাহে না। সত্য কথা বলিতে কি,—অনেক সময়েই অজিত সিংহের ইচ্ছা হইতেছিল যে তিনি আর এক রাত্রি মরিয়ম বিবির গৃহে বাস করিয়া দেখেন যে যথার্থই কিছু ঘটে কি না,—কিন্তু তাঁহার মন তখনই বলিয়া উঠিতেছে,—কি জানি যদি সত্যই হয়।—অজ্ঞানবস্থায় মদ বা ভয়াবহ বিষ খাইয়া মরিতে

চাহি না! না, সন্দেহে কোন কাজ করা উচিত নহে। রঘুবীর সিংহের কথায় কোন দিন অবাধ্য হই নাই—আজও হইব না।"

তিনি বৃদ্ধ ওমরাওর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। দেখিলেন তিনি ঠিক পূর্ব্বের ন্যায় তাঁহার ফরাসে তাকিয়া ঠেসান দিয়া অর্দ্ধ নিমি-লিত নয়নে বসিয়া আছেন। মুখ দেখিয়া এই বৃদ্ধ ওমরাওর মনের ভাব কাহারই বুঝিবার সামর্থ নাই ;—তাঁহার মুখ অচল অটল ভাব শূন্য। তিনি রাজকুমারকে দেখিয়া অতি সসম্ভ্রমে অর্দ্ধোত্থিত হইয়া বিনয়ে বলিলেন, "মেজাজ সরিফ্?"

কুমার বলিলেন, "আমরা সকলে ভাল আছি।—আপনার আদর যত্নের জন্য চিরঋণী রহিলাম,—তবে একটা কথা হইতেছে——"

বৃদ্ধ ব্যগ্রভাবে বলিয়া উঠিলেন, "কি ফরমাইস্!"

রাজকুমার বলিলেন, "আপনাকেআর কোন কষ্ট দিব না ;—আমার সৈনিকগণের মরিয়ম বিবির গৃহে থাকিবার সুবিধা জনক স্থান নাই ;—আর আপনি যাহা বলিয়াছিলেন,—বাড়ীটীও তত বাসোপযোগী নাই।"

বৃদ্ধ বলিলেন, "রাজকুমার যে স্থানে বাস করিতে ইচ্ছা করেন——"

কুমার বলিলেন, "সবই খালি পড়িয়া আছে,—যেটা হয় একটা দেখিয়া লইব ; আপনাকে কষ্ট দিব না।"

বৃদ্ধের মুখ মুহূর্ত্তের জন্য যেন কালমেঘে ঢাকিল,—কিন্তু তিনি নিমিষে মুখের সে ভাব পরিবর্ত্তন করিয়া বলিলেন, "তা রাজ-কুমারের————কিন্তু————"

কুমার বলিলেন, "আপনাকে সাধ্যপক্ষে কষ্ট দিব না ;—আমরা খুঁজিয়া লইব।"

বৃদ্ধ কোন উত্তর দিবার পূর্ব্বেই অজিত সিংহ সে স্থান ত্যা করিলেন। বৃদ্ধ ওমরাও সলাবত খাঁর মুখ কৃষ্ণ মূর্ত্তি ধারণ ক তিনি অতি গম্ভীর হইলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

নূতন আবাস।

অজিত সিংহ মনে মনে স্থির করিয়াছিলেন যে, তিনি বৃদ্ধ ওমরাওকে কোন কথা বলিবেন না;—তিনি স্বয়ংই একটা বাসস্থান স্থির করিয়া লইবেন;—তিনি মনে মনে বলিলেন, "রঘুবীর সিংহ, যাহাই বলুক,—এই ধূর্ত্ত বৃদ্ধ ওমরাও যে আমাদের নিকট একটা কি গোপন করিতেছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ইহাকে কিছুতেই বিশ্বাস করা যায় না। একটা ঘোরতর কোন রহস্য যে এই ফতেপুর সিক্‌রিতে আছে,—তাহাতে কোন সন্দেহ নাই;—সেটা কি, না জানিয়া, আমি এখান হইতে নড়িতেছি না।"

তিনি ফতেপুর সিক্‌রি পূর্ব্বে আর কখনও দেখেন নাই।—কাল রাত্রে কিছুই দেখিবার দরকার হয় নাই;—তাহাই তিনি সহরটী বিশেষরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিবেন, মনে মনে স্থির করিয়া, ওমরাওর গৃহ হইতে বাহির হইলেন। দেখিলেন, বৃদ্ধ সহরের প্রান্তসীমায় অবস্থিত একটী অট্টালিকায় বাস করিতেছেন,—তাঁহার বাটীর নিকট আর কোন অট্টালিকা নাই।

দূরে,—সহরের উত্তরপ্রান্তে,—বাদসাহের বিস্তৃত প্রাসাদ।—প্রথমে দেওয়ানী আম,—পরে দেওয়ানী খাস,—তৎপশ্চাতে সারি সারি পরে পরে প্রকোষ্ঠ। সাধারণতঃ আকবর বাদসাহ এই বিস্তৃত প্রাসাদে বাস করিতেন;—কেবল রাত্রিকালে তানজামে চড়িয়া, যে দিন যে বেগমের প্রাসাদে বাসের ইচ্ছা করিতেন,—সেইদিন তাঁহার আলয়ে উপস্থিত হইতেন। অজিত সিংহ গৃহের পর গৃহ উত্তীর্ণ হইলেন;—দেখিলেন, সমস্ত প্রকোষ্ঠই খোলা পড়িয়া আছে,—কোন গৃহেই কোন আসবাব নাই;—বহু বৎসরের ধূলিতে সুন্দর বিস্তৃত

দরবার গৃহ হইতে ক্ষুদ্র স্নানাগার পর্য্যন্ত সমস্তই ধূলি পূর্ণরহিয়াছে! এই সকল গৃহে দুই চারি বৎসরের মধ্যে যে কেহ কখনও বাস করিয়াছে,—তাহা বোধ হয় না। অজিত সিংহ এই বিস্তৃত জন-শূন্য প্রাসাদেই বাসস্থান লইবেন, স্থির করিলেন। মনে মনে বলিলেন, "মরিয়ম বিবির প্রাসাদ দেখিলেই স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে, তথায় কেহ বাস করুক আর নাই করুক,—বাড়ীটী কেহ ঝাঁটপাট দিয়া পরিষ্কার করিয়া রাখিয়াছে;—কিন্তু এ প্রাসাদের সে ভাব নাই;—বিশেষতঃ ইহার অসংখ্য ঘর খোলা আছে,—এই খানেই বাসা লওয়া স্থির।"

তিনি মরিয়ম বিবির প্রাসাদে ফিরিয়া, সৈনিকদিগকে বাদসাহের প্রাসাদে বাসা লইয়া, আহারাদির বন্দোবস্ত করিতে বলিলেন। রঘুবীর সিংহকে বলিলেন, "আমি সহরটা একবার ঘুরিয়া দেখিবার জন্য যাইতেছি,—সঙ্গে যাইবে কি?"

রঘুবীর সিংহ বলিলেন, "শরীরটা নিতান্ত খারাপ রহিয়াছে,—স্নান করিব।"

অজিত সিংহ কিছু না বলিয়া বহির্গত হইলেন। তিনি সহরের একপ্রান্ত হইতে অপরপ্রান্ত পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র গিয়া, সকল স্থান দেখিলেন,—কিন্তু কোথায়ও জনমানবের চিহ্ন দেখিতে পাইলেন না। বৃহৎ সহর জনশূন্য পরিত্যক্ত হইয়া পড়িয়া আছে! এক-স্থানে এক অট্টালিকার উপর দণ্ডায়মান হইয়া দেখিলেন, দূরে,—অতি দূরে,—একটী ক্ষুদ্র গ্রাম দেখা যাইতেছে! তদ্ব্যতীত যতদূর দৃষ্টি চলে,—ততদূর কেবল বৃক্ষশূন্য প্রান্তর ও মধ্যে মধ্যে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ পর্ব্বতশ্রেণী দেখা যাইতেছে! কোনদিকে জনমানবের কোন সম্পর্ক নাই!

তিনি ফিরিতেছিলেন,—এমন সময়ে পীরস্থানের বৃদ্ধ মোল্লা

তথায় আসিয়া, তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন; বলিলেন, "শুনিলাম রাজকুমার কাল রাত্রে এ সহরে শুভাগমন করিয়াছেন।"

অজিত সিংহ বলিলেন, "কাহার নিকট শুনিলেন?"

"ওমরাও সলাবত খাঁ, তাঁহার একজন ভৃত্য আমার নিকট পাঠাইয়াছিলেন। বাদসাহ পত্র লিখিয়াছেন,—তাঁহার পত্র সহস্রবার শিরোধার্য্য;—আমরা সকলেই আপনার যথোচিত অভ্যর্থনা করিতে বাধ্য।"

"এখানে আপনারা কি বড় নির্জ্জনতা অনুভব করেন না?"

"উপায় কি? সমস্তই খোদার মর্জ্জি।"

"আপনি ও ওমরাও ব্যতীত আর এই বিস্তৃত সহর মধ্যে জনমানব নাই?"

"আছে,—ওমরাও সাহেবের দাস মহম্মদজান আর তাঁহার দাসী হামিদা।"

"আপনার কোন ভৃত্যাদি নাই?"

"রাজকুমার! আমি ফকির-মানুষ,—আমার আবার ভৃত্যের প্রয়োজন কি?"

"আপনার আহারাদির বন্দোবস্ত কিরূপে হয়?"

"নিজেই যাহা হয় রন্ধন করিয়া লই। মহম্মদজান গ্রাম হইতে খাদ্যাদি সংগ্রহ করিয়া আনে,—আর মাসে একবার বাদসাহ আগ্রা হইতে অনুগ্রহ করিয়া, যথেষ্ট আহারাদি পাঠাইয়া থাকেন;—আমাদের কোন অভাব হয় না,—আমরা সুখে আছি।"

"ফকির সাহেব! আপনাকে একটী কথা জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করিতেছি।"

"সহস্রবার জিজ্ঞাসা করুন,—এ অধীন প্রকৃত উত্তর দানে প্রস্তুত আছে।"

"আমাকে সামান্য লোক বলিয়া জানিবেন,—আপনার অনুগ্রহ থাকিলেই যথেষ্ট।"

"কি জিজ্ঞাসা করিবেন বলিতেছিলেন——"

"জিজ্ঞাসা করিতেছিলাম,—এ সহর জনশূন্য পড়িয়া আছে,—এখানে কখনও কোন্ ভূতের অত্যাচার দেখিয়াছেন বা কখনও শুনিয়াছেন কি?"

ফকির অতি বিস্মিতভাবে রাজপুত বীরের মুখের দিকে চাহিলেন; বলিলেন, "সে কি! ভূত! সে কি! আপনারা কি কিছু দেখিয়াছেন?"

অজিত সিংহ বলিলেন, "কাল আমরা মরিয়ম বিবির প্রাসাদে বাসা লইয়াছিলাম,—বাদসাহের সেইরূপই আজ্ঞা ছিল।"

"আজ্ঞা ছিল,—কেন?"

"কেন তাহা জানি না,—সম্ভবমত কেবল বাদসাহী খেয়াল। যতদিন অন্য হুকুম না আইসে,—ততদিন আমাকে সেইখানেই বাস করিতে হইবে।"

"কি জন্য বাদসাহ আপনাকে এই ভগ্নস্তূপে পাঠাইয়াছেন? ইহা আপনার ন্যায় লোকের বাসের উপযুক্ত স্থান নহে। আমি বৃদ্ধ,—সামান্য ফকির,—নির্জ্জনে খোদার নাম লইতে চাহি,—সেইজন্য এ স্থান আমারই উপযুক্ত;—বৃদ্ধ সলাবত খাঁরও সেই অবস্থা। বাদসাহ আপনাকে এখানে পাঠাইয়াছেন কেন?"

"বিন্দুমাত্র তাহা জানি না।"

বৃদ্ধ মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "যাহা বলিয়াছেন,—ইহা বাদসাহী খেয়াল মাত্র। তাহার পর ভূতের সম্বন্ধে কি বলিতেছিলেন?"

অজিত সিংহ বলিলেন, "আমার একটা লোক রাত্রে ভয়ানক ভয় পাইয়া, ঘুম হইতে জাগিয়া উঠিয়াছিল। সে বলে, সে একটা ভূত

দেখিয়াছে;—কিন্তু আমার বোধ হয়, সে ভূতের একটা স্বপ্ন দেখিয়াছিল মাত্র।"

ফকির ব্যগ্রভাবে বলিলেন, "সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। বাল্যকাল হইতে এই সত্তর বৎসর আমি এ সহরে বাস করিতেছি,—কখনও এ কথা শুনি নাই! আপনি কি একটা মূর্খ লোকের কথায় বিশ্বাস করিয়া, সে বাড়ী হইতে বাসা তুলিয়া লইয়া অন্যত্র যাইতেছেন?"

এ প্রশ্নাপেক্ষা রাজপুতের পক্ষে লজ্জার বিষয় আর কি হইতে পারে! প্রকৃতই অজিত সিংহের মুখ রক্তিমাভ হইল,—তিনি কিয়ৎক্ষণ কিছুই উত্তর দিতে পারিলেন না;—তৎপরে ধীরে ধীরে বলিলেন, "এখনও কিছু স্থির করি নাই!"

ফকির বলিলেন, "বেলা হইল,—আর আপনাকে আটক করিয়া রাখিব না;—নিশ্চয়ই আবার দেখা হইবে।"

অজিত সিংহ বলিলেন, "নিশ্চয়ই হইবে।"

উভয়ে অভিবাদন করিয়া বিদায় হইলেন। অজিত সিংহ দেখিলেন, বৃদ্ধ ফকির তাঁহার ক্ষুদ্র কুটীরের দিকে চলিয়া গেলেন। ফকির সেলিমসাহের সুন্দর মর্ম্মর কবরমন্দিরের পার্শ্বেই এই ফকির বাস করিতেন।

অজিত সিংহ যাইতে যাইতে ভাবিলেন, "যদি এখানে কোন লুক্কায়িত রহস্য থাকে,—তাহা হইলে, এই বৃদ্ধ ফকির তাহা জানে না দেখিতেছি। ধূর্ত্ত সলাবত খাঁর মতলবের বিষয়ও দেখিতেছি এ কিছুই জানে না। এখানে যদি প্রকৃতই কোন লোক কোনস্থানে লুকাইয়া থাকে,—তবে তাহাও এই বৃদ্ধ অবগত নহে।"

অজিত সিংহ সুন্দর তুলনাতীত শ্বেতপ্রস্তরে নির্ম্মিত মসজিদের ভিতর গিয়া বহুক্ষণ তাহার সৌন্দর্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিলেন। বলিলেন,

"প্রজার কত রক্ত শোষণের ফলে এই মসজিদ নির্ম্মিত হইয়াছে তাহা কে বলিতে পারে! কত টাকাই না জানি ইহাতে ব্যয় হইয়াছে! আর হায়, এখন তাহাই জনশূন্য পড়িয়া আছে! এই বৃদ্ধ ফকির ব্যতীত এই বৃহৎ মসজিদে নমাজ পড়িবারও আর দ্বিতীয় লোক নাই!"

তিনি তথা হইতে সিংহদ্বারে আসিলেন। প্রস্তরনির্ম্মিত দ্বার স্তরে স্তরে বহু উচ্চে উঠিয়া গিয়াছে;—বিশ ক্রোশ দূর হইতে এই সিংহদ্বারের চূড়া পরিদৃশ্যমান হয়! দ্বারের উপর পার্শি ভাষায় লিখিত, "নানা দেশ বিদেশ জয় করিয়া, তাহারই কীর্ত্তিস্তম্ভস্বরূপ এই সিংহদ্বার আকবর বাদসাহ নির্ম্মাণ করিলেন।"

অজিত সিংহ বলিলেন, "আকবর কি মনে করিয়াছিলেন যে, তাঁহার কীর্ত্তি এই কীর্ত্তিস্তম্ভ বজায় রাখিবে? এখন যে জনপ্রাণী এদিকে পদার্পণ করে না!"

সহসা তিনি চমকিত হইয়া ফিরিলেন! কোথা হইতে অতি সুমিষ্ট মধুর সঙ্গীত তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল! অতি মধুর,—অতি মিষ্ট! প্রথমে নারীকণ্ঠ নিঃসৃত সঙ্গীতলহরী মনে হইয়াছিল,—কিন্তু অজিত সিংহ বিশেষ কাণ পাতিয়া শুনিয়া বুঝিলেন যে, নারী-কণ্ঠ নিঃসৃত সঙ্গীত নহে,—কোন সুমিষ্টস্বর গায়ক নিকটে কোন-স্থানে সঙ্গীত করিতেছে! তবে এ সহর একেবারে জনশূন্য নহে;—এখানে ওমরাও ও ফকির ব্যতীত অন্য লোকও আছে! ওমরাও ও ফকির,—এই দুই বৃদ্ধই আগাগোড়া তাঁহাকে মিথ্যা কথা বলিতেছে! ইহাতে তাহাদের স্বার্থ কি?"

কোন্ দিক হইতে সঙ্গীতধ্বনি আসিতেছে, প্রথম অজিত সিংহ তাহা স্থির করিতে পারিলেন না;—নির্জ্জন সহরে যেন চারিদিকেই সুন্দর সঙ্গীত লহরী নিকটে নিকটে প্রতিধ্বনিত হইতেছে!

বিশেষ কাণ পাতিয়া, কিয়ৎক্ষণ অজিত সিংহ তথায় দণ্ডায়মান

রহিলেন,—তৎপরে বুঝিলেন কে নিকটেই একতারা বাজাইয়া গান গাইতেছে।—তিনি সিংহদ্বার অতিক্রম করিয়া বাহিরে আসিলেন। পার্শ্বে একটু দূরে বৃহৎ ইন্দারা;—এই সহরে এইরূপ দুই তিনটী বড় ইন্দারা ব্যতীত আর কোথায়ও জল মিলিত না;—জলের অভাবের জন্যই আকবর এ সহর পরিত্যাগ করিয়া যমুনাতীরে আগ্রায় নূতন সহর স্থাপন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

অজিত সিংহ দেখিলেন, কুয়ার নিকট দুইটী লোক বসিয়া আছে। —তিনি তাহাদের নিকটস্থ হইলেন;—তখন দেখিলেন যে এক নবীন সন্ন্যাসী কুয়ার নিকট বসিয়া একতারা বাজাইয়া গান করিতেছেন। অতি সুন্দর মূর্ত্তি,—বয়স পঞ্চদশের ঊর্দ্ধ নহে, বরং আরও কম; পরিধান গৌরিক লম্বা আলখাল্লা;—কৃষ্ণ কেশ বাহুযুগল পর্য্যন্ত পৃষ্ঠে লুটাইতেছে। নিকটে একটী বয়স্থ লোক রন্ধন কার্য্যে নিযুক্ত আছে,—দেখিলেই তাহাকে এই অপরূপ নবীন সন্ন্যাসীর চেলা বলিয়া বুঝিতে বিলম্ব হয় না।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

নবীন সন্ন্যাসী।

তাহাকে দেখিয়া সন্ন্যাসী সঙ্গীত বন্ধ করিয়া ধীরে ধীরে একতারাটী পার্শ্বে রাখিলেন; অজিত সিংহ সসম্মানে বলিলেন, "গান বন্ধ করিলেন কেন? আমি কি বিরক্ত করিলাম?"

সন্ন্যাসী মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "রাজকুমার যদি গান শুনিতে চাহেন,—তবে আর একটা গাই।"

অজিত সিংহ কিছু বলিবার পূর্ব্বেই তিনি আবার একতারা

তুলিয়া গান ধরিলেন। কথা কহিয়া সে সুললিত মধুর সঙ্গীতের তাল ভঙ্গ করিতে অজিত সিংহ সাহস করিলেন না। নবীন সন্ন্যাসী একটী অতি ভাবপূর্ণ মধুর ভজন সঙ্গীত ধরিয়াছিলেন; সে অতি সুন্দর!—অজিত সিংহ বহু খ্যাতনামা গায়কের গান শুনিয়াছেন,—কিন্তু আজ তাঁহার এই সন্ন্যাসীর সঙ্গীত যত মধুর বলিয়া বোধ হইল,—তত আর কিছুই কখনও বোধ হয় নাই। তিনি মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া কাষ্ঠ পুত্তলিকার ন্যায় দণ্ডায়মান রহিলেন!

সন্ন্যাসী সঙ্গীত শেষ করিয়া বলিলেন, "রাজকুমার অজিত সিংহকে আর অধিক বিরক্ত করিব না।"

অজিত সিংহ অতি বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "আপনি আমায় চিনিলেন কিরূপে?"

সন্ন্যাসী মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "আম্বারের মহারাজকুমার অজিত সিংহকে চিনা বড় কঠিন নহে।"

অজিত সিংহ বলিলেন, "আপনাকে আমি কোথায়ও দেখিয়াছি বলিয়া স্মরণ পড়ে না।"

"রাজারাজড়া গরিব দুঃখী সন্ন্যাসী ভিখারিকে কবে নজর করিয়া দেখিয়া থাকেন? তবে তাহারা তাঁহাদের দেখিয়া থাকে,—লক্ষ্য করিতেও বাধ্য হয়।"

"উপহাস করিয়া লজ্জা দিতেছেন কেন?"

"উপহাস নহে,—যথার্থই কি পূর্ব্বে আপনাকে না দেখিলেও চেনা বড় কঠিন? আম্বারের কুমার অজিত সিংহ গত কল্য এই স্থানে আসিয়াছেন,—তাহা এখান হইতে আগ্রা পর্য্যন্ত আবাল বৃদ্ধ বণিতা জানে;—সুতরাং আপনাকে দেখিয়াই আম্বারের রাজকুমার অনুমান করা বোধ হয় বিশেষ কঠিন কার্য্য নহে;—তাহার পর একটু জ্যোতিষ শাস্ত্রেও দখল আছে।"

"অনুমতি হয়তো বসিতে পারি ;—আমার দুই একটী বিষয় জিজ্ঞাসার আছে।"

সন্ন্যাসী চেলার রন্ধনের দিকে বঙ্কিম দৃষ্টিপাত করিয়া বাঙ্গালা ভাষায় বলিলেন, "বিহারীচরণ,—দেরি কত ?"

সে উনানে ফুঁ দিতে দিতে বলিল, "এখনও পুরো দু ঘণ্টা !"

অজিত সিংহ অতি বিস্মিত স্বরে বলিয়া উঠিলেন, "আপনি বাঙ্গালী !"

সন্ন্যাসী মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "আমি সন্ন্যাসী,—নতুবা আমি বাঙ্গালী, বা কাশ্মীরী,—পাঞ্জাবী বা মোগল হই,—ইহাতে এখন আর কিছু আসে যায় না।—সন্ন্যাসীর কোন জাতি নাই, বোধ হয় রাজকুমারের তাহা অবিদিত নাই ;—তবে আমার বেহারীচরণ বাঙ্গালী !"

অজিত সিংহ ইতস্ততঃ ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি এত অল্পবয়সে বিবাগী হইয়াছেন কেন ?"

সন্ন্যাসী মৃদু হাসিলেন ;—বলিলেন, "আপনি আমার বয়স কত স্থির করিতেছেন ?"

"পঞ্চদশ বর্ষও বোধ হয় এখনও নিশ্চয়ই পূর্ণ হয় নাই ;—আরও কম বলিয়া বোধ হয়।"

সন্ন্যাসী কেবল মৃদু হাস্য করিলেন,—কোন উত্তর দিলেন না। অজিত সিংহ বলিলেন, "আমি আপনার ন্যায় এত অল্প বয়স্ক সন্ন্যাসী আর দেখি নাই।"

"এই দেখুন।"

"আপনার ন্যায় সুন্দর মূর্ত্তি———"

"সাবধান রাজকুমার,—দেখিবেন যেন আমার প্রেমে পড়িবেন না,—আমি পুরুষ মানুষ !"

অজিত সিংহ নিতান্ত অপ্রস্তুত হইলেন;—তিনি নিতান্ত লাজুক

প্রকৃতির লোক ছিলেন না,—তবুও এই নবীন সন্ন্যাসীর সহিত কথা কহিতে যেন কেমন কুণ্ঠিত ও লজ্জিত হইতে লাগিলেন। সন্ন্যাসীর মুখের দিকে চাহিবার জন্য তিনি দুই তিনবার তাঁহার দিকে চাহিলেন,—কিন্তু তখনই চক্ষু অবনত করিলেন; তিনি তাঁহার মুখের দিকে চাহিতে সাহস করিলেন না।

সন্ন্যাসী বলিলেন, "বিহারীচরণ বলিতেছে এখনও ভোজনের বিশেষ বিলম্ব,—সুতরাং রাজকুমার, আপনার অনুরোধ রক্ষা করিতে পারি। আসুন,—কি গণনা করিতে চাহেন বলুন।"

এরূপ সুন্দর মূর্ত্তির এমন বালক-সন্ন্যাসী অজিত সিংহ আর কখনও দেখেন নাই;—এই বালক কি যথার্থই জ্যোতিষশাস্ত্র জানে? এক কথায় ইহার সমস্ত বিদ্যাই জানিতে পারা যাইবে। কাল রাত্রে যাহা যাহা ঘটিয়াছে, তাহা তিনি ব্যতীত এ সংসারে আর দ্বিতীয় ব্যক্তি জানে না;—যদি এই সন্ন্যাসী কাল রাত্রের কথা বলিতে পারে,—তবেই বুঝিব,—ইহার ক্ষমতা কত দূর! মনে মনে এইরূপ ভাবিয়া অজিত সিংহ বলিলেন; "আপনি এখানে আসিয়াছেন কেন?"

সন্ন্যাসী বলিলেন, "বিরাগী লোকের এ স্থান বা সে স্থান কি? শ্রীবৃন্দাবন হইতে এই পথে যাইতেছি;—এই স্থানে জল আছে দেখিয়া আহারাদি করিয়া লইতেছি।"

"কোথায় যাইতেছেন?"

"সন্ন্যাসীর যাইবার স্থিরতা কি! আহারাদির পর যেখানে হয় চলিয়া যাইব।"

"কতকক্ষণ এখানে আসিয়াছেন?"

"এই কতক্ষণ আসিতেছি;—আগ্রা হইতে আসিতে আসিতে লোক মুখে আপনার এখানে আগমনের কথা শুনিলাম।"

"তবে অনুগ্রহ করিয়া ভিতরে আসিলেন না কেন? এখানে তো কত অসুবিধা হইতেছে।"

"কিছু মাত্র না। সন্ন্যাসীর আবার অসুবিধা কি?—এখন কার্য্য হউক,—কি জানিতে চাহেন বলুন।"

অজিত সিংহ ইতস্তত করিতে লাগিলেন;—তৎপরে বলিলেন, "কালরাত্রে এখানে আমারসম্বন্ধেযদি কিছু ঘটিয়াথাকে,তবে তাহাইবলুন।"

যুবক সন্ন্যাসী হাসিলেন,—বলিলেন, "গণনার প্রথমেই পরীক্ষা দেওয়া চির ব্যবস্থা,--নয় কি রাজকুমার?

অজিত সিংহ বলিলেন, "কতকটা যে ইহা ঠিক,—তাহা অস্বীকার করি না।"

"তাহাই হউক,—হাতটা একবার দিন।" এই বলিয়া সন্ন্যাসী আপনিই অজিত সিংহের হাত নিজ হাতে তুলিয়া লইলেন। রাজকুমার বিস্মিতভাবে মুহূর্ত্তের জন্য সন্ন্যাসীর মুখের দিকে চাহিলেন;—এ যে নবনিবিনিন্দিত কোমল হস্ত,—পুরুষের হাত এত কোমল হয় না!

সন্ন্যাসী তাঁহার হাত ছাড়িয়া দিয়া বলিলেন, "হইয়াছে,—যাহা দেখিবার দেখিয়া লইয়াছি।—যথার্থই কি কাল যাহা ঘটিয়াছিল, তাহাই আপনি জানিতে চাহেন?"

অজিত সিংহ অবনত মস্তকে বলিলেন, "বলুন।"

সন্ন্যাসী বহুক্ষণ নীরবে রহিলেন, তৎপরে ধীরে ধীরে বলিলেন, "কাল রাত্রে আপনি বেগম মহলের এক দৃশ্য দেখিয়াছেন।"

বিস্ময়ে অজিত সিংহ প্রায় লম্ফ দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন! জ্যোতিষঃ শাস্ত্রে এতদূর অবগত হওয়া সম্ভব কি? না,—এই সন্ন্যাসীও জাল! কাল যাহা ঘটিয়াছে,—তাহার ভিতর এই জাল সন্ন্যাসীও ছিল,—নতুবা ইহার কাল রাত্রের ব্যাপার জানিবার কোন সম্ভাবনা নাই। তিনি অতি বিস্ময়ে সন্ন্যাসীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

সন্ন্যাসী মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "দেখিতেছি রাজকুমার বিস্মিত হইতেছেন ;—জ্যোতিশষাস্ত্র কি কিছুই নয় ?"

অজিত সিংহ বলিলেন, "তাহা নহে,—তাহা বলি না ; আপনি যাহা বলিলেন, তাহা মিথ্যা নহে ;—তবে কি কি দেখিয়াছি বলিতে পারেন ?"

সন্ন্যাসী বলিলেন, "তাহাও যে বলা যায় না, এমন নহে। তবে পরিশ্রম আবশ্যক। এখন সামান্য গণনায় যেটুকু জানিতে পারিতেছি,—তাহাই বলিতেছি ;—আপনি এক খুনের দৃশ্য দেখিয়াছিলেন ;—বেগম মহলের খুনের দৃশ্য—নয় কি ?"

"অস্বীকার করিতে পারি না।"

"এখন এই পর্য্যন্ত।—আপনার সঙ্গী এই হতব্যক্তির প্রেতাত্মা দেখিয়াছিলেন—নয় কি ?"

অজিত সিংহ অতি বিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন, "আপনার অত্যাশ্চর্য্য ক্ষমতা !"

সন্ন্যাসী হাসিলেন ;—বলিলেন, "গুরুর কৃপায় জ্যোতিষশাস্ত্র কিছু পাঠ করিয়াছি,—এই মাত্র !"

অজিত সিংহ বলিলেন, "অদ্ভুত ক্ষমতা ! তাহা হইলে আমরা যাহা দেখিয়াছি তাহা সত্য—স্বপ্ন নয় !"

সন্ন্যাসী হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "এই দেখিতেছি আপনি গোল করিলেন !—হঠাৎ এ কথা বলা যায় না ;—বিশেষ গণনার আবশ্যক ;—আহারাদির পর আসিবেন,—গুণিয়া দেখিব।"

অজিত সিংহ বলিলেন, "ইহাতে কি কোন বিপদের আশঙ্কা আছে ?"

সন্ন্যাসী ঈষৎ ভ্রুকুটী করিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, "যতদূর দেখিতেছি,—সমূহ বিপদের আশঙ্কা আছে।"

"আপনি কি পরামর্শ দেন ?"

"আমার পরামর্শ কি গ্রহণ করিবেন ? আমার মতে আপনার এখনই এস্থান পরিত্যাগ করা উচিত। তবে এ সব গুরুতর বিষয়;—যদি আহারাদির পর আইসেন,—বিশেষ গণনা করিয়া দেখিব। এখন আহারাদি করিয়া লই;—দেখিতেছি, আমার বিহারীচরণ পাক শেষ করিয়াছে।"

অজিত সিংহ বলিলেন, "আমি এইখানেই আপনার জন্য অপেক্ষা করিতেছি——"

সন্ন্যাসী বলিলেন, "রাজকুমার! ক্ষমা করিবেন,—কাহারও সম্মুখে আহার করা আমাদের প্রথা নয়।"

অজিত সিংহ অপ্রস্তুত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন; বলিলেন, "তবে আর আপনাকে বিরক্ত করিব না; আমি আহারাদি করিয়া এখনই আসিব। আপনি বোধ হয়, রৌদ্র থাকিতে এখান হইতে প্রস্থান করিবেন না ?"

"নিশ্চয়ই নহে;—এ রৌদ্রে এ দেশে পথ চলা সম্ভব নহে!"

এই বলিয়া সন্ন্যাসী নিজ স্কন্ধে বিলম্বিত ঝুলি হইতে একটী সুপক্ক খরমুজা বাহির করিলেন; বলিলেন, "রাজকুমার! এইটী প্রসাদ পাইবেন কি ?"

অতি সসম্মানে অজিত সিংহ ফলটী লইলেন। তাঁহার হস্তে সন্ন্যাসীর হস্ত স্পর্শিত হইল;—তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল;—তাঁহার হৃদয় সবলে স্পন্দিত হইল! তিনি চমকিত হইয়া, নবীন সন্ন্যাসীর মুখের দিকে চাহিলেন,—কিন্তু এরূপভাবে কাহারও মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করা নিতান্ত অসভ্যতা বিবেচনা করিয়া, তিনি তৎক্ষণাৎ মুখ অবনত করিলেন;—আর কোন কথা না কহিয়া, ধীরে ধীরে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

আরও আছে।

কাল সন্ধ্যার সময় এই পরিত্যক্ত সহরে উপস্থিত হইয়া পর্য্যন্ত অজিত সিংহ যেরূপ নানা রহস্যে ওতোপ্রোত হইতেছেন,—জীবনে তিনি আর কখনও সেরূপ অবস্থায় পতিত হয়েন নাই। এই সন্ন্যাসীকে চক্ষুর অন্তরাল করিতে তাঁহার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা ছিল না;—কিন্তু তাঁহাকে পাহারা দেওয়া নিতান্ত শিষ্টতাবিরুদ্ধ। বিশেষতঃ তিনি দেখিলেন, সন্ন্যাসী উঠিয়া সিংহদ্বারের দিকে আসিতেছেন;—তাহাই তিনি বাধ্য হইয়া, নিজ বাসার দিকে চলিলেন। দুই একবার পশ্চাদ্দিকে চাহিলেন,—দেখিলেন, সন্ন্যাসী সিংহদ্বারের সম্মুখে দাঁড়াইয়া, হস্ত মুখ প্রক্ষালন করিতেছেন। বিহারীচরণ তাঁহার হস্তে জল ঢালিয়া দিতেছে।

অজিত সিংহ দ্রুতপদে প্রাসাদের দিকে ছুটিলেন। তিনি মনে মনে স্থির করিয়াছিলেন, তিনি মুহূর্ত্তের জন্যও কালবিলম্ব করিবেন না;—স্নান ও আহার করিয়া, তৎক্ষণাৎ ফিরিবেন;—ততক্ষণে নিশ্চয়ই বালক-সন্ন্যাসীর আহারাদি শেষ হইবে!

নানা প্রশ্ন তাঁহার মনে উদিত হইতেছিল! এই সুন্দর বালক, সন্ন্যাসী হইয়াছে কেন? যথার্থই কি এ বালক?—দুই তিনবার তাঁহার মনে হইয়াছিল,—এই সন্ন্যাসী কখনই পুরুষ নহে,—স্ত্রীলোক;—কিন্তু এই অসম্ভব কথা তিনি মন হইতে তৎক্ষণাৎ দূর করিয়া দিয়াছিলেন;—অথচ এই সন্ন্যাসীর জন্য তাঁহার হৃদয় ব্যাকুল হইয়া উঠিতেছে! এরূপ কখনও তো তাঁহার হয় নাই।—সন্ন্যাসীর হস্ত তাঁহার হস্তে যে স্থানে স্পর্শিত হইয়াছিল, তথায় যেন এখনও কি এক বিমল অপরূপ সুধা সিঞ্চিত হইতেছে! অজিত সিংহ মনকে

প্রবোধ দিলেন; বলিলেন, "যোগবলে কি না হয়? দেখিতেছি, এই সন্ন্যাসী বালক হইলেও মহাযোগী। যোগবলেই তিনি গত রাত্রের ঘটনার উল্লেখ করিতে সক্ষম হইয়াছেন!"

রঘুবীর সিংহকে এই অত্যাশ্চর্য্য সন্ন্যাসীর কথা বলা কি উচিত? অজিত সিংহ প্রাসাদের দিকে ফিরিতে ফিরিতে বোধ হয় শতবার মনে মনে এই প্রশ্ন করিলেন;—অবশেষে স্থির করিলেন, "আমি যাহা দেখিতেছি বা ভাবিতেছি,—তাহা আমার কাহাকেই বলা উচিত নহে;—পরে যাহা হয়, করা যাইবে।"

তিনি সহজ পথ হইবে ভাবিয়া, একটা গলির ভিতর দিয়া সত্বরপদে যাইতেছিলেন;—সহসা তিনি স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলেন! বিস্মিত হইয়া চারিদিকে চাহিতে লাগিলেন,—কিন্তু কোথায়ও কাহাকে দেখিতে পাইলেন না! পথের দুইপার্শ্বে জনশূন্য ভগ্ন গৃহ খোলা পড়িয়া রহিয়াছে;—তাহাতে যে জনমানব আছে, তাহা বলিয়া বোধ হয় না;—অথচ তিনি স্পষ্ট শুনিয়াছেন, কে যেন বলিল, "রাজকুমার! মঙ্গল চান তো, এখান হইতে অতি শীঘ্র চলিয়া যান!"

তাঁহার কখনই ভুল হইতে পারে না! তিনি স্পষ্ট এ কথাটা শুনিতে পাইয়াছেন,—স্পষ্ট শুনিয়াছেন, কে তাঁহাকে চলিয়া যাইতে বলিতেছে! আরও বেশ বুঝিয়াছেন যে, সে নারীকণ্ঠের স্বর,—অতি মিষ্ট স্বর,—বালিকার স্বর! না,—তাঁহার কখনই ভুল হয় নাই;—তিনি নিশ্চয়ই এ কথা স্বকর্ণে শুনিয়াছেন! ইহাতে তাঁহার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই!

তিনি কিয়ৎক্ষণ সেই স্থানে দণ্ডায়মান থাকিয়া, কাণ পাতিয়া শুনিতে লাগিলেন;—কিন্তু কোনদিকে কোন শব্দ আর শুনিতে পাইলেন না। তখন তিনি স্বর উচ্চে তুলিয়া বলিলেন, "কে কথা

কহিলে?—কি বলিতে ইচ্ছা কর,—শীঘ্র আমাকে স্পষ্ট করিয়া উত্তর দাও!”

তাঁহার স্বর ভগ্নস্তূপে প্রতিধ্বনিত হইল;—কিন্তু কেহ কোন উত্তর দিল না;—তখন তিনি বলিলেন, “না,—আমায় দেখিতে হইল,—আর নিশ্চিন্ত থাকা উচিত নহে। এখানে কোন লোক নিশ্চয়ই লুক্কাইত আছে,—তাহাদের মধ্যে স্ত্রীলোকও আছে।”

তিনি আসে পাশের সমস্ত বাড়ী বিশেষরূপ তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিলেন। সবই অৰ্দ্ধ ভগ্নস্তূপ,—সকলই অযত্নে খোলা পতিত রহিয়াছে;—কোথায়ও জনমানবের চিহ্ন নাই!

অজিত সিংহ চিন্তিতভাবে বলিলেন, “তবে কি আমার ভুল হইল! ভুলই বা বলি কিরূপে? আমি স্পষ্ট শুনিয়াছি।”

সহসা সন্ন্যাসীর কথা তাঁহার স্মরণ হইল। তিনি বলিয়া উঠিলেন, “আমি নিশ্চয়ই গাধা,—নিশ্চয়ই কাহারা আমাকে প্রতি পদে গাধা বানাইতেছে! এখানে অনর্থক বিলম্ব করাইবার জন্যই কেহ ভগ্নস্তূপের ভিতর লুকাইয়া থাকিয়া, আমাকে এই কথা বলিয়াছিল। এ সকলের উদ্দেশ্য কি? তবে কি এই সন্ন্যাসীও জাল?—দেখিতে হইল।”

এই বলিয়া, অজিত সিংহ ফিরিলেন। উৰ্দ্ধশ্বাসে সিংহদ্বারের দিকে ছুটিলেন;—কিন্তু তথায় আসিয়া স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলেন! সন্ন্যাসী আর তথায় নাই!

তিনি যে সময়ের মধ্যে ফিরিয়াছিলেন, তাহাতে কাহারই আহার শেষ হইতে পারে না! বিশেষতঃ সন্ন্যাসীর আহার শেষ না হইলে, কখনই তাঁহার চেলা আহার করিতে পারে না;—কিন্তু তিনি আসিয়া দেখিলেন, সিংহদ্বারে কেহ নাই;—সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসীর চেলা উভয়েই অন্তর্ধান হইয়াছেন,—উঠানে তখনও হু হু করিয়া

আগুন জ্বলিতেছে,—নিকটে গিয়া অজিত সিংহ দেখিলেন, এক মৃত্তিকাপাত্রে কেবল জল টগ্ বক করিয়া ফুটিতেছে!

তিনি দৃষ্টির বহির্ভূত হইবামাত্র সন্ন্যাসী যে চেলার সহিত নিরুদ্দেশ হইয়াছেন তাহা বুঝিতে অজিত সিংহের বিশেষ ক্লেশ পাইতে হইল না। মৃত্তিকা পাত্রে কেবল জল দেখিয়া বুঝিলেন,—রন্ধন কেবল তাঁহার চক্ষে ধূলি প্রদানের জন্য। এ অবস্থায় অজিত সিংহ যে নিতান্ত বিস্মিত হইবেন,—তাহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই। তিনি কিয়ৎক্ষণ স্তম্ভিত প্রায় দণ্ডায়মান রহিলেন;—তৎপরে ধীরে ধীরে বলিলেন, "আমি বা রঘুবীর সিংহ কাল রাত্রে যাহা দেখিয়াছি,—তাহা সত্যই হউক,—আর মিথ্যাই হউক,—এই ভগ্নস্তূপ সহরে যে একটা কি ঘোর রহস্য আছে,—তাহাতে কোন সন্দেহ নাই!"

তিনি চিন্তিত মনে ধীরে ধীরে প্রাসাদের দিকে ফিরিলেন;—দেখিলেন, সকলেরই আহার শেষ হইয়া গিয়াছে,—তাঁহার ভৃত্য তাঁহার আহারাদি লইয়া বসিয়া আছে। তাঁহাকে দেখিয়া সৈনিকগণ বলিল, "সেনাপতি,—এ স্থানটা সে বাড়ীটা অপেক্ষা অনেক ভাল;—আমরা যে কয়দিন এখানে থাকিব,—এই বাড়ীতেই থাকিব।"

অজিত সিংহ চিন্তিতভাবে বলিলেন, "তাহাই হইবে।" তাহার পর তিনি স্নানে নিযুক্ত হইলেন; স্নান হইলে আহারাদি করিলেন। তিনি প্রথম স্থির করিয়াছিলেন,—কোন কথাই কাহাকে বলিবেন না। কিন্তু এখন দেখিলেন ব্যাপার গুরুতর হইয়াছে; সুতরাং কাহারও সহিত পরামর্শ না করিয়া তাঁহার কিছুই করা উচিত নহে। মুসলমান রাজত্ব চির-ষড়যন্ত্রে-পূর্ণ;—বাদসাহের দরবারে বিভিন্ন দল দিন রাত্রি ষড়যন্ত্রে নিযুক্ত আছে;—একদল অন্যদলকে পরাভূত করিয়া নিজেদের আধিপত্য বিস্তারের জন্য ভিতরে ভিতরে গুপ্তভাবে অহরহ চেষ্টা করিয়া থাকে;—ইহাতে কেহই কখনও নিরাপদ নয়;—এমন কি বাদ-

সাহও নিমিষের জন্য নিরাপদ নহেন। তাঁহার নিজের স্ত্রী পুত্রকেও বিশ্বাস করিবার উপায় নাই।—বাদসাহের দরবার একদিকে যেমন বিলাসিতার আকর স্থল;—অন্যদিকে তেমনই সন্দেহ,—বিপদ,—আশঙ্কার পূর্ণ লীলাক্ষেত্র। কঠোর হলাহল,—অতি শাণিত ছোরা,—সর্ব্বদাই ব্যবহার হইতেছে!—কেহ্ কাহাকে বিশ্বাস করিতে পারে না,—সকলেই স্ব স্ব প্রাণের জন্য সর্ব্বদা আশঙ্কিত। কোথায় যে কি রহস্য ঘটিতেছে,—কাহার নিকট যে নিঃশব্দে শনৈঃ শনৈঃ কালকুট ভরা কাল সাপ ধীরে ধীরে আসিয়া দংশনের জন্য মস্তক তুলিতেছে,—তাহা কেহই জানে না! বাহিরে গোলাপ আতরের ফুয়ারা,—অপরূপ রূপ লাবণ্যবতী পৃথিবীর নানা স্থান হইতে সংগৃহীত অপ্সরা বিনিন্দিতা কামিনীকুলের হাব ভাব,—রঙ্গরস,—মধুর ঠুংরির ঝঙ্কার!—সকলেই অবগত আছেন, জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে বিলাসিতায় বাদসাহ দরবারও বাদসাহ বেগম মহল শীর্ষস্থানে উঠিয়াছিল;—কিন্তু এই বাহ্যিক সুখ, বাহ্যিক বাহার,—বাহ্যিক চাকচিক্য,—বাহ্যিক বিলাসিতার অভ্যন্তরে সর্ব্বদাই ভয়াবহ বিষের নদী প্রবাহিত হইত!—মৃত্যুকে হাতে রাখিয়া বাদসাহ, বেগম, ওমরাও রাজপুতযোদ্ধাগণ, আমোদ প্রমোদে মত্ত হইতেন! অজিত সিংহ বাদসাহের দরবারে নূতন আগত;—তিনি দরবারের সকল রহস্য অবগত না হইলেও, আসল ব্যাপার অবগত হইতে বঞ্চিত নহেন; তাহাই ফতেপুর-সিক্‌রিতে আসিয়া তিনি যাহা যাহা দেখিতেছেন,—তাহাতে বিশেষ শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন।

তিনি আম্বারের রাজকুমার,—দরবারে তাঁহার যথেষ্ঠ প্রতিপত্তি! তাঁহাদের বংশের কন্যাই প্রথম দিল্লি দরবারে মোগল অঙ্কশায়িনী হইয়াছেন;—তাঁহার পিতামহ মানসিংহের ভগিনী প্রথম দিল্লির বেগম হইয়াছিলেন।—জাহাঙ্গীর ও তাঁহার পুত্র ক্ষুরম,—উভয়েই রাজপুত ললনার সন্তান,—সুতরাং তাঁহার নিকট কুটুম্ব।—সেই জন্যই বাসসাহ

দরবারে আম্বারের এত মান!—এক সময়ে মানসিংহ বাদসাহের দক্ষিণ হস্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু এক্ষণে আরও নানা উচ্চ রাজপুত রাজবংশের কন্যা বাদসাহের বেগম মহলে নীতা হইয়াছেন।—রাজপুতে রাজপুতে সদ্ভাব নাই;—সকলেই পরস্পরে নিজ নিজ আধিপত্য বিস্তারের জন্য ভিতরে ভিতরে নানা ষড়যন্ত্র,—নানা চেষ্টা, পাইয়া থাকেন;—কাহারই এক মুহূর্ত্তের জন্য শান্তি নাই?—এমন কি দুর্দ্দমনীয় প্রতাপ সিংহের পৌত্র কুর্ম্ম সিংহও দরবারের পার্শ্বচর হইয়াছেন;—বাদসাহের গোলামত্বে জীবনাতিবাহিত করিতেছেন!—এমন কি তিনিও ষড়-যন্ত্রে যোগদান করিতেও ক্রটী করেন না!—এ অবস্থায় অজিত সিংহ এই ফতেপুরের ব্যাপারে যে নিতান্ত চিন্তিত ও শঙ্কিত হইবেন, তাহাতে অশ্চর্য্য কি? কে জানে কে তাঁহার প্রাণ সংহারে কৃত সংকল্প হয় নাই!—কে জানে কে আম্বারের সর্ব্বনাশে নিযুক্ত হয় নাই! একটু অসাবধান,—একটু অসতর্ক হইলে আম্বারের সর্ব্ব-নাশ সংসাধিত হইবার সম্ভবনা আছে; সুতরাং তাঁহার কোন মতেই নিশ্চিন্ত বসিয়া থাকা উচিত নহে। কে জানে এই নির্জ্জন পরিত্যক্ত সহরে গুপ্তভাবে হত্যা করিবার জন্য বাদসাহ তাঁহাকে প্রেরণ করেন নাই! রঘুবীর সিংহ বিচক্ষণ লোক,—তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া তাঁহাকে পরামর্শ দিবার জন্যই আম্বাররাজ রঘুবীর সিংহকে তাঁহার সঙ্গে দিয়াছেন;—এরূপ গুরুতর ব্যাপারে, তাঁহার কখনই বিচক্ষণ রঘুবীর সিংহের নিকট কিছুমাত্র গোপন করা উচিত নহে।

আহার করিতে করিতে অজিত সিংহ মনে মনে এই সকল আলোচনা করিতে লাগিলেন।—তাঁহার মনের যে অবস্থা হইয়াছিল, তাহাতে তাঁহার আহারের অবস্থা ছিল না।—তিনি যথা সম্ভব শীঘ্র আহার শেষ করিয়া, রঘুবীর সিংহের অনুসন্ধানে বাহির হইলেন।—

শুনিলেন, তিনি দেওয়ানি খাস গৃহে বিশ্রাম করিতেছেন। কুমার সেই দিকে চলিলেন।

রঘুবীর সিংহ একখানি পুস্তক পাঠ করিতেছিলেন ;—রাজকুমারকে দেখিয়া উঠিয়া বসিলেন।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

আলোচনা।

অজিত সিংহ বসিলেন ;—বলিলেন, "রঘুবীর সিংহ, আমি এই ভগ্ন-স্তূপ সহরে এ পর্য্যন্ত যাহা যাহা দেখিয়াছি, তাহাতে আমার বিশেষ সন্দেহ জন্মিয়াছে যে, এখানে কোন লোক লুক্কাইত আছে ;—আর এই ধূর্ত্ত বৃদ্ধ ওমরাও ও তাঁহার লোক জনেরা তাহা অবগত আছে।"

রঘুবীর সিংহ বিস্মিতভাবে কুমারের মুখের দিকে চাহিলেন ; কিন্তু কোন কথা কহিলেন না।

অজিত সিংহ বলিলেন, "আরও জানিতে পারিয়াছি, আমরা এখানে নিরাপদ নই!"

রঘুবীর সিংহ বলিয়া উঠিলেন, "কেন?"

"সকল বলিতেছি ; শুনিলে বুঝিতে পারিবে।"

এই বলিয়া তিনি রাত্রে যাহা যাহা দেখিয়াছিলেন, আনুপূর্ব্বিক সমস্ত রঘুবীর সিংহকে বলিলেন। তাহার পর সন্ন্যাসীর বিষয়ও সমস্ত বলিলেন। পথে আসিতে আসিতে কোন স্ত্রীলোক যে তাঁহাকে এখান হইতে চলিয়া যাইতে বলিয়াছিল,—তাহাও বলিলেন। ওমরাও ও তাঁহার বৃদ্ধ ভৃত্যের উপর যে যে কারণে তাঁহার সন্দেহ হইয়াছিল, তাহাও সমস্ত বলিলেন। রঘুবীর সিংহ নীরবে সমস্ত শুনিলেন ;—একটী কথাও কহিলেন না।

অজিত সিংহ বলিলেন, "একটা যে কোন ভয়াবহ ষড়যন্ত্র চলিতেছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।—আপনার এই ভূতও বোধ হয় সত্য নহে!"

রঘুবীর সিংহ চিন্তিতভাবে বলিলেন, "অবধ্য প্রেতাত্মার সহিত যুদ্ধ করা সম্ভব নহে;—নতুবা অমন মানুষ এ পৃথিবীতে কে আছে,—যাহার জন্য রাজপুত ভীত হইবে?"

অজিত সিংহ বলিলেন, "সম্মুখ যুদ্ধে কোন রাজপুত পিচপাও হয় না,—কিন্তু গুপ্ত শত্রু ভয়ঙ্কর। ব্যাঘ্রের সহিত সম্মুখ লড়াই চলে;—লুকাইয়া যে সাপ দংশন করিতে আইসে, তাহাকে কিরূপে দমন করা সম্ভব?"

রঘুবীর বলিলেন, "রাজকুমার, আপনি কি স্থির করিয়াছেন যে বাদসাহ আপনাকেও আমাদের গুপ্তভাবে এই পরিত্যক্ত জনশূন্য সহরে হত্যা করিতে পাঠাইয়াছেন?—এখানে যাহা যাহা ঘটিয়াছে,—যাহা—যাহা ঘটিতেছে, তিনি সমস্তই অবগত আছেন?—এই বৃদ্ধ ওমরাও তাঁহারই হুকুম পালন করিতেছে——?"

"আমার তো তাহাই মনে হইতেছে!"

"আম্বার রাজ বাদসাহের দক্ষিণ হস্ত;—আম্বারের অনিষ্ঠ সাধনে তাঁহার স্বার্থ কি?"

"জাহাঙ্গির এক্ষণে সম্পূর্ণ নুরজাহানের হাতের কলের পুতুল;—নুরজাহানের অসাধ্য কি আছে?"

"নুরজাহান বুদ্ধিমতী;—সে আম্বার হারাইয়া মোগল সিংহাসনের সর্ব্বনাশের চেষ্টা করিবে না।"

"যাহা হউক,—আমি ইহার কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। এখন আমাদের কি করা উচিত?"

"প্রথমে এই সকল ব্যাপার আলোচনা করিয়া দেখা উচিত।

এটা স্থির,—একটা কিছু রহস্য আছে,—কিন্তু কি সে রহস্য, তাহা জানিবার উপায় নাই।"

"যাহাতে এ রহস্য জানা যায়, তাহারই চেষ্টা করা উচিত।"

"আমি যাহা দেখিয়াছি,—তাহা ভূত ভিন্ন যে আর কিছু, তাহা আমার বোধ হয় না। এরূপভাবে কেহ যদি আমায় ভয় দেখাইতে আসিত, তাহা হইলে সে ধরা পড়িত।—তখনই সৈনিকগণ বাড়ী তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়াছে,—কাহারই পালাইবার কোন উপায় ছিল না।"

"নিশ্চয়ই কোন গুপ্তদ্বার,—গুপ্তগৃহ,—আছে।"

"তাহারও তো অনেক অনুসন্ধান করা হইয়াছে। আরও কথা, আমায় না হয়, একজনে ভয় দেখাইতে পারে;—আপনি যাহা দেখিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ বেগম মহলের একটা ব্যাপার।—এত বেগম বাঁদী,—তাহার উপর একটা মৃতদেহ,—এ সকল নিমিষ মধ্যে লুকাইত করা কখনই সম্ভবপর নহে।"

"তবে কি তুমি বলিতে চাহ আমি স্বপ্ন দেখিয়াছি?"

"স্বপ্ন নয়,—ভৌতিক কাণ্ড!—ভূতে কি না করিতে পারে?—কি না দেখাইতে পারে?—তাহাদের নিকট সকলই সম্ভব!"

অজিত সিংহ রঘুবীর সিংহের কথায় বিরক্ত হইলেন; কিন্তু মনভাব প্রকাশ করিলেন না। বলিলেন, "তুমি এই সন্ন্যাসীর বিষয় কি মনে কর? আমি পথে স্ত্রীলোকের স্বর শুনিয়াছিলাম,—তাহাও কি আমার ভুল?"

"রাজকুমার, সহজে এই সকল ব্যাপারের কোন কথায় উত্তর দেওয়া কি সম্ভব? আমিও এ বিষয়ে বিশেষ চিন্তা করিয়া দেখিয়াছি;—কিন্তু এখনও কিছুই স্থির করিয়া উঠিতে পারি নাই। নিশ্চয়ই কোন গুরুতর রাজকার্য্যে বাদসাহ আপনাকে এ জনশূন্য সহরে পাঠাইয়াছেন। আপনি স্বীকৃত হইয়া এ ভার লইয়া আসিয়াছেন;—

এখন সহস্র বিপদ হইলেও,—এখানে প্রাণ গেলেও,—আপনি একপদও এখান হইতে নড়িতে পারেন না। রাজপুতের কথা অচল অটল।"

রাজকুমার সবেগে বলিলেন, "নিশ্চয়ই! আমি কোনরূপ ভয়ে এখান হইতে চলিয়া যাইবার ইচ্ছা করিয়াছি, ইহা তুমি একবারও মনে স্থান দিও না।"

রঘুবীর সিংহ বলিলেন, "তাহা কে না অবগত আছে? আমি সে কথা বলিতেছি না। সহস্র প্রেতাত্মা আমার রক্ত শোষণ করিলেও যতক্ষণ আমার দেহে প্রাণ থাকিবে, ততক্ষণ আমি এখান হইতে নড়িব না,—রাজকুমারের পার্শ্ব হইতে এক পদও সরিব না।"

"এখন তুমি কি পরামর্শ দেও?"

"যতদূর শুনিলাম,—আর যতদূর এখন বিবেচনায় আইসে,—তাহাতে বোধ হয় বাদসাহ জানিতে পারিয়াছেন, যে তাঁহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র হইতেছে।—তিনি সন্দেহ করিতেছেন, এই জনশূন্য পাতত সহরে ষড়যন্ত্রীগণ আড্ডা লইয়াছে।—তাহাই তাহাদিগের উপর নজর রাখিবার জন্য তাঁহার পরম বিশ্বস্ত আম্বার রাজকুমারকে এখানে পাঠাইয়াছেন। যতদূর আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে আইসে,—এইটুকু স্থির। যাহা আপনার নিকট শুনিলাম,—তাহাতে এ সম্বন্ধে আমার আর কোন সন্দেহ নাই।"

"তাহা হইলে তুমি মনে করিতেছ যে এই বৃদ্ধ ওমরাও সলাবত খাঁ কাহাকে এই ভগ্ন সহরে কোন স্থানে লুকাইয়া রাখিয়াছে?"

"সম্ভব;—অনুসন্ধান করিতে হইবে।"

"ইহাদের সহিত স্ত্রীলোকও আছে।"

"আপনার নিকট যাহা শুনিলাম, তাহাতে তাহাই মনে হয়।"

"এই সন্ন্যাসীও কি তাহাদের দলের?"

"সম্ভব!"

"যদি আমি যাহা দেখিয়াছি,—তুমি যাহা দেখিয়াছ,—তাহা ইহাদের দ্বারা সংঘটিত না হইয়া থাকে,—তবে এই জাল সন্ন্যাসী কিরূপে তাহা জানিল?"

"রাজকুমার, এখন্ এসমস্তই দুর্ভেদ্য রহস্য জালে জড়িত;—সহসা আপনাকে কিরূপে উত্তর দি?"

কিয়ৎক্ষণ অজিত সিংহ কোন কথা কহিলেন না,—তৎপরে সতেজে বলিলেন, "যদি কেহ আম্বারের অনিষ্ট সাধনের চেষ্টা পায়, তাহা হইলে সে দেখিতে পাইবে অজিত সিংহের বাহুতে বল আছে,—হৃদয়ে তেজ আছে—মস্তিষ্কে বুদ্ধি আছে!"

রঘুবীর সিংহ সানন্দ স্বরে বলিলেন, "তাহা কে না অবগত আছে?"

এই সময় একজন সৈনিক আসিয়া বলিল, "একজন বৃদ্ধা স্ত্রীলোক আপনার সঙ্গে দেখা করিতে চায়।"

অজিত সিংহ বলিলেন, "কে সে?"

"বোধ হয় কোন ভিখিরী,—দেখিলে পাগ্‌লি বলিয়া বোধ হয়।"

"কি চায়?"

"তা কিছু বলে না।—তাড়াইয়া দিতে চেষ্টা পাইয়াছিলাম,—কিছুতেই যায় না।—বলে আম্বার রাজকুমারের সঙ্গে দেখা না করিয়া সে একপাও নড়িবে না।—অতি বুড়ো—পাগল—গরিব———"

অজিত সিংহ রঘুবীর সিংহের দিকে চাহিলেন;—রঘুবীর সিংহ সৈনিককে বলিলেন, "যাও,—তাহাকে এইখানে লইয়া আইস।"

সৈনিক অভিবাদন করিয়া প্রস্থান করিল। তখন অজিত সিংহ বলিলেন, "এ আবার কে? আমার সঙ্গে কি প্রয়োজন?"

রঘুবীর সিংহ বলিলেন, "দেখুন,—কি চায়। আমাদের এখানে এখন বিশেষ সাবধানে থাকা আবশ্যক,—ইহা নিশ্চয়।"

অজিত সিংহ বলিয়া উঠিলেন, "নিশ্চয়ই।" এই সময়ে এক ক্ষুদ্র যষ্টিতে ভর করিয়া এক অতি বৃদ্ধা কাঁপিতে কাঁপিতে কষ্টে চলিতে চলিতে ধীরে ধীরে তথায় আসিয়া দাঁড়াইল। পরিধান শত গ্রন্থি-যুক্ত অতি মলিন বস্ত্র;—কেশ তৈল বিনা জটা পাকাইয়া তাহার পৃষ্ঠে অযত্নে লুটাইতেছে;—গাল বসিয়া গিয়াছে;—চক্ষু কোটরে বসিয়াছে, দেখিলে প্রকৃতই ইহাকে পাগল বলিয়া মনে হয়; - অভাগিনী দুর্দ্দশার শেষ সীমায় উপনীতা হইয়াছে! ইহাকে দেখিলে পাষাণ হৃদয়েরও হৃদয় দুঃখে বিগলিত হয়!

বৃদ্ধা ধীরে ধীরে যষ্ঠিখানি ভূমে রাখিয়া, হাতে ভর দিয়া বসিয়া পড়িল;—তাহার পর রঘুবীর সিংহের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "তুমি নও!" তাহার পর ধীরে ধীরে অজিত সিংহের মুখের দিকে চাহিয়া স্পন্দিত স্বরে বলিল, "তুমি!"

অজিত সিংহ বলিলেন, "তুমি কি চাও?"

বৃদ্ধা পূর্ব্বরূপ স্বরে বলিল, "আম্বারের রাজকুমারকে চাই।"

"কেন? আমিই আম্বারের রাজকুমার।"

"অজিত সিংহ?"

"হাঁ—আমার নামই অজিত সিংহ!"

"হাঁ—হাঁ,—ভাল, ভাল।—আমার—এক—সোণার চাঁদ—বুঝ্‌লে কিনা—সোণার চাঁদ—ছেলে ছিল,—বাছারে আমার!—সে যুদ্ধ কর্ত্তে—কর্ত্তে—মারা গেছে!—বাবা—তুই কোথায় গেলিরে বাবা————."

এই বলিয়া বৃদ্ধা কাঁদিয়া উঠিল।—অজিত সিংহ বৃদ্ধার দুঃখে দুঃখিত হইলেন;—কিন্তু এ সময়ে তাঁহার এই সকল লইয়া সময় নষ্ট করিবার আদৌ ইচ্ছা ছিল না।—তিনি একটু বিরক্ত হইলেন;—একটী আসরফি বাহির করিয়া বলিলেন, "এইটা লও;—তোমার ছেলে যুদ্ধ করিতে করিতে মরিয়া থাকেতো স্বর্গ গিয়াছে!"

"বাবা,—স্বর্গ কোথায়!"

অজিত সিংহ বিপদে পড়িলেন;—বলিলেন, "স্বর্গ আকাশে।"

"তাহা হ'লে আমি সেখানে কেমন ক'রে যাব?—আমায় তুমি সেইখানে নিয়ে চল,—তুমি আম্বারের রাজার ছেলে।"

"সেখানে কেউ কাহাকে লইয়া যাইতে পারে না।—এখন যাও,—অন্য সময় আসিও।"

অজিত সিংহ আসরফিটী বৃদ্ধার হস্তে দিতে উদ্যত হইলে সে বলিয়া উঠিল, "না—না,—বাবা,—আমার কাছথেকে কে এখনই তোমার চক চকে মোহরটা কেড়ে নেবে,—আমার ওতে কাজ নেই!"

"তবে কি চাও?-কি জন্য আমার কাছে আসিয়াছ?"

"গ্রামে শুন্‌লেম্—আম্বারের রাজার ছেলে এখানে এসেছে;—তাই তোমায় দে'খ্‌তে এলাম। ভাল কথা মনে হ'য়েছে;—বাবা বুড়ো হয়েছি,—সব কথা মনে থাকে না,—ঐ আবার ভুলে গেছি!"

"যাও এখন!"

"হাঁ—মনে পড়েছে;—এক সন্ন্যাসী ঠাকুর বল্লে—হাঁ—হাঁ—মনে পড়েছে——এক সন্ন্যাসী ঠাকুর————"

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

বৃদ্ধা।

সন্ন্যাসীর কথা শুনিয়া অজিত সিংহ অতিশয় উদগ্রীব হইয়া উঠিলেন;—বলিলেন, "সন্ন্যাসী কি বলিয়াছেন?"

বৃদ্ধা যষ্ঠি ধরিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে উঠিয়া দাঁড়াইল;—কম্পিত স্বরে বলিল, "ঐ দেখনা ভুলে গেছি?—হাঁ—মনে পড়েছে;—সেই সন্ন্যাসী

ঠাকুর—আমায় প্রসাদ দিয়েছে ;—বড় ভাল সন্ন্যাসী !—এখন চল্লেম,—বাবা—চিরজীবী হও !"

অজিত সিংহ একটু পূর্ব্বে এই বৃদ্ধাকে তাড়াইবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছিলেন ;—এখন সে চলিয়া যায় দেখিয়া তিনি নিতান্ত অধীর হইয়া উঠিলেন ; —বলিলেন, "দাঁড়াও ; - সন্ন্যাসী ঠাকুর তোমায় কি বলিয়াছেন ?—তোমার সঙ্গে তাঁহার কোথায় দেখা হইয়াছে ?"

"ঐ—ঐ—পথে !"

"তিনি কি বলিলেন ?"

"সব কথা বাবা মনে হয় না,—বুড়ো হয়েছি ;—হাঁ—মনে পড়েছে।"

"কি মনে পড়েছে বল।"

"হাঁ—মনে পড়েছে ;—তিনি আমার ছেলেকে বাঁচিয়ে দেবেন !—ব'ল্‌লেন—বুড়ী,—ফতেপুরে আম্বারের রাজার ছেলে এসেছে ;—ঐ দেখ না—ভুলে যাই।"

রঘুবীর সিংহ বলিলেন, "তুমি স্থির হইয়া বসো,—জিরোও,——"

বৃদ্ধা বলিল, "না—বাবা—বুড়ো মানুষ—অনেক দূর যেতে হবে।—হাঁ—সন্ন্যাসী ঠাকুর ব'ল্‌লেন বুড়ী—যা—আম্বারের রাজার ছেলেকে বলে আয় সে যদি ভাল চায় তো আজই আম্বারে চ'লে যাক্।"

অতি বিস্ময়ে অজিত সিংহ রঘুবীর সিংহের মুখের দিকে চাহিলেন ;—কিন্তু রঘুবীর সিংহ কোন কথা কহিলেন না ;—তিনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে বৃদ্ধাকে পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন। বৃদ্ধা গমনে উদ্যত হইয়া বলিল, "এখন যাই,—সেই ঠাকুরের কাছে যাই,—বলেছে—আমার ছেলে বাঁচিয়ে দেবে।"

অজিত সিংহ তাহাকে প্রতিবন্ধক দিতে যাইতেছিলেন ; কিন্তু রঘুবীর সিংহ ঘাড় নাড়িলেন।—বৃদ্ধা কাঁপিতে কাঁপিতে বাহির হইয়া চলিয়া গেল।—তখন রঘুবীর সিংহ একজন সৈনিককে ডাকিয়া বলিলেন,

"এই বৃদ্ধার পশ্চাৎ পশ্চাৎ দুইজনে যাও;—এক নিমিষের জন্যও ইহাকে চক্ষের আড়াল হইতে দিও না। এই বুড়ী কোথায় যায়,—কি করে,—একজনকে দিয়া আমাদের সম্বাদ দিও,—অপরে ইহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিও।"

সৈনিক তৎক্ষণাৎ তথা হইতে প্রস্থান করিল। তখন অজিত সিংহ বলিলেন, "কি বুঝিতেছ,—রঘুবীর সিংহ?"

রঘুবীর বলিলেন, "এইটুকু বুঝিতেছি,—যে উদ্দেশেই হউক,—কতকগুলি লোকের ইচ্ছা নয় যে আমরা এখানে থাকি।"

"কেন? উদ্দেশ্য কি?"

"বলা কঠিন, রাজকুমার।"

এই সময়ে সৈনিক ব্যস্ত সমস্ত হইয়া তথায় ছুটিয়া আসিল;—বলিল, "সেনাপতি,—বুড়ীকে দেখিতে পাইতেছি না।"

অজিত সিংহ লম্ফ দিয়া দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন, "সে কি?" রঘুবীর সিংহও সত্বর উঠিয়া দাড়াইলেন;—বলিলেন, "এই মাত্র সে এখান হইতে গিয়াছে!—কোথায় যাইবে—এইখানেই আছে!"

সৈনিক বিনীত স্বরে বলিল, "কই, দেখিতে পাইতেছি না।"

অজিত সিংহ আবার বলিয়া উঠিলেন, "সে কি!—অসম্ভব?"

তাঁহারা তিনজনেই বাহিরে আসিলেন। বাহিরে স্থানে স্থানে রাজপুত যোদ্ধাগণ বসিয়াছিল;—রাজকুমারকে দেখিয়া সকলে সত্বর উঠিয়া দাঁড়াইল। অজিত সিংহ বলিলেন, "এই মাত্র এক বৃদ্ধা আমাদের সহিত দেখা করিতে গিয়াছিল;—সে কোন দিকে গেল?"

সৈনিকগণ পরস্পরে পরস্পরের মুখের দিকে চাহিতে লাগিল;—একজন বলিল, "রাজকুমার,—সে তো বাহিরে আইসে নাই,—আসিলে নিশ্চয় আমরা তাহাকে দেখিতে পাইতাম।"

অজিত সিংহ অতি বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "সে কি! নিশ্চয়ই সে বাহির হইয়া আসিয়াছে—এই মাত্র আসিয়াছে!"

"কই আমরা তো সকলেই এখানে বসিয়া আছি,—তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাহাকে দেখিতে পাইতাম!"

"যাও—চারিদিকে তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান কর,—সে বাতাসে উড়িয়া যাইতে পারে না!"

দ্বিরুক্তি না করিয়া রাজপুত যোদ্ধাগণ চারিদিকে অনুসন্ধানে ছুটিল।—অজিত সিংহ রঘুবীর সিংহের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "অতি আশ্চর্য্যের বিষয়?—সে আদৌ চলিতে পারে না,—সে নিমিষে কোথায় অন্তর্হ্ত হইল।"

রঘুবীর চিন্তিতভাবে বলিলেন, "রাজকুমার এখানে সকলই আশ্চর্য্য দেখিতেছি।"

এই সময়ে একটী গ্রাম্য বালিকা এক ঝুড়ি তরকারি লইয়া তাঁহাদের সম্মুখে আসিল, বলিল, "হামিদা আমায় এখানে পাঠাইয়া দিল,—আপনারা কি কিছু তরি তরকারি কিনিবেন?"

অজিত সিংহ বিরক্তভাবে বলিলেন, "না;—এখান হইতে এক বুড়ীকে যাইতে দেখিয়াছ?"

বালিকা বলিল, "হাঁ—একটু আগে ঐ পথে কাঁপিতে কাঁপিতে যাইতেছে।—সে তো আমাদের গ্রামের জঙ্গলী বুড়িয়া!"

"আমি তাহাকেই চাই।"

এই বলিয়া অজিত সিংহ বালিকা যে দিক দেখাইয়া দিয়াছিল,—সেই দিকেই ছুটিলেন;—রঘুবীর সিংহও তাহার অনুসরণ করিলেন! মৃদু হাসিয়া তরি তরকারির ঝুড়ি মস্তকে রাখিয়া বালিকা অন্যদিকে প্রস্থান করিল।

অজিত সিংহ বহুদূর ছুটিয়া আসিলেন; কিন্তু কোথায়ও বৃদ্ধাকে দেখিতে পাইলেন না। তাঁহারা উভয়ে সিংহ দ্বারে আসিয়া উপস্থিত

হইলেন ;—দেখিলেন, তাঁহার সমস্ত যোদ্ধাগণই তথায় আসিয়া সমবেত হইয়াছে। তিনি তাহাদের দেখিয়া বিস্মিত ও বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "তোমরা প্রাসাদ অনুসন্ধান না করিয়া এখানে আসিয়াছ কেন ?"

তাহারা সকলে প্রায় সমস্বরে বলিয়া উঠিল, "শুনিলাম বুড়ী এইখানে বসিয়া আছে।"

রাজকুমার অতি বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "কে তোমাদের বলিল ?"

তাহারা বলিল, "একজন তরকারিওয়ালী। সে বলিল বুড়ী এই দরজায় বসিয়া আছে।"

অজিত সিংহ রঘুবীর সিংহের মুখের দিকে চাহিলেন ;—রঘুবীর সিংহ বলিলেন, "সে বালিকা কোন দিকে গিয়াছে ?"

"ওমরাওর দাসীকে তরকারি বেচিতে গিয়াছে।"

অজিত সিংহ সবেগে বলিলেন, "এইখানে জনকয়েক পাহারায় থাক ;—সে কখনও বাহির হইয়া যায় নাই।—সে যেখানে থাকুক, তাহাকে ধরিয়া আনা চাই।"

রাজপুত যোদ্ধাগণ আবার চারিদিকে ছুটিল।—অজিত সিংহ ও রঘুবীর সিংহ প্রাসাদের দিকে ফিরিলেন। মস্‌জিদের নিকট আসিলে দেখিলেন, এক বৃদ্ধ মৌলবী মস্‌জিদ হইতে বাহির হইয়া আসিলেন।—বাহিরে এক সহিস একটী ক্ষুদ্র অশ্ব লইয়া দণ্ডায়মান ছিল ;—মৌলবী সেই অশ্বে আরোহণ করিলেন ;—তৎপরে রাজকুমারকে অভিবাদন করিয়া বলিলেন, "এই পথে আগ্রায় যাইতেছিলাম, তাহাই এই মস্‌জিদে একটু নমাজ পাঠ করিয়া গেলাম ;—অনেকের ভাগ্যে এ সৌভাগ্য ঘটে না !"

রাজকুমার বলিলেন, "নিশ্চয়ই।"

"তাহা হইলে অনুমতি দিন বিদায় হই।"

বৃদ্ধ মৌলবী অশ্বপৃষ্ঠে ধীরে ধীরে সিংহদ্বারের দিকে প্রস্থান করিলেন, তাহার সহিস তাঁহার দ্রব্যাদি লইয়া তাঁহার অশ্বের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল।

আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময়ে এরূপ মৌলবী এরূপ ভাবে প্রায়ই সর্ব্বদা সর্ব্বত্র যাতায়াত করিতেন ;—সকলেই ইঁহাদিগকে বিশেষ মান্য সম্ভ্রম করিতেন ;—এই জন্য মৌলবীকে দেখিয়া রাজকুমার ও রঘুবীর সিংহ বিস্মিত হইলেন না।—তাঁহারা যে গোলযোগ লইয়া ব্যস্ত ছিলেন, তাহাতে অন্য কাহারও বিষয় ভাবিবার অবসর তাঁহাদের ছিল না।

তাহারা প্রাসাদে প্রত্যাগত হইলেন।—নিজেরাও পথে আসিতে আসিতে বৃদ্ধা ও তরকারিওয়ালীর অনেক সন্ধান করিলেন, কিন্তু কোথায়ও তাহাদের দুইজনের একজনকেও দেখিতে পাইলেন না।

কিয়ৎক্ষণ পরে একে একে রাজপুতগণও প্রত্যাগত হইল।—তাহারা সহর তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়াছে, কিন্তু কোথায়ও বৃদ্ধা বা তরকারিওয়ালীকে দেখিতে পায় নাই।

এই সময়ে একজন সৈনিক ওমরাওয়ের বৃদ্ধ ভৃত্য মহম্মদজানকে তথায় লইয়া আসিল।—মহম্মদ অতি সসম্মানে রাজকুমারকে অভিবাদন করিয়া বলিল, "গোলামের উপর কি হুকুম ?"

অজিত সিংহ বলিলেন, "তোমাদের ওখানে কি একজন তরকারিওয়ালী তরকারি বেচিতে গিয়াছিল ?

মহম্মদজান বলিল, "না হুজুর ;—আজ কেহ আসে নাই।"

"সে বলিল হামিদা তাহাকে এখানে পাঠাইয়া দিয়াছে।"

"না—সে মিথ্যা কথা বলিয়াছে।—কোন তরকারিওয়ালী আজ আসে নাই।"

"এরূপ তরকারিওয়ালীকে চেন ?"

মহম্মদজান কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিল, "কই হুজুর,—এরূপ তরকারিওয়ালীকে কখনও দেখি নাই।—আমি তো গ্রামের সকলকেই চিনি।"

"তাহা হইলে গ্রামে এ রকম বালিকা কেহ নাই?"

"না,—আমি তো জানি না।"

"গ্রামে জঙ্গলী বুড়ী বলিয়া কোন পাগ্‌লি আছে?"

"জঙ্গলী বুড়ী!"

"হাঁ,—একটু আগে তরকারিওয়ালী আমাদের বলিল যে এ জঙ্গলী বুড়ী তাহাদের গ্রামে থাকে।"

"মিথ্যা কথা বলিয়াছে।—এ রকম কেহ থাকিলে, আমি জানিতে পারিতাম। নিকটে কোন গ্রামে এ রকম বুড়ী নাই।"

অজিত সিংহ রঘুবীর সিংহের দিকে চাহিলেন;—তিনি কোন কথা না কওয়ায় অজিত সিংহ মহম্মদজানকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সিংহদ্বার ব্যতীত এ সহর হইতে বাহির হইবার কোন উপায় আছে কি?"

"কিছুতেই নয়। হুজুর দেখিতেছেন,—সহরের চারিদিকেই বড় প্রাচীর;—বাদসাহ এটাকে একটা গড় প্রস্তুত করিতেছিলেন।"

"আচ্ছা যাও!—যদি এই বৃদ্ধা বা তরকারিওয়ালীকে দেখিতে পাও,—আমার নিকট পাঠাইয়া দিও।"

"নিশ্চয় দিব হুজুর।"

"আমার লোক দরজায় পাহারায় আছে,—সহর হইতে বাহির হইবার চেষ্টা পাইলে তাহারা তাহাদের ধরিয়া আনিবে।"

"গোলাম সর্ব্বদাই হুজুরে হাজির আছে।" এই বলিয়া মহম্মদজান অভিবাদন করিয়া প্রস্থান করিল। অজিত সিংহ জিজ্ঞাসা করিলেন, "রঘুবীর সিংহ, কি বুঝিতেছ?"

রঘুবীর বিষন্ন স্বরে বলিলেন, "কিছুমাত্র নয়।"

প্রথম খণ্ড সম্পূর্ণ।

দ্বিতীয় খণ্ড।

বেগম-মহল।

দ্বিতীয় খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

একটু ইতিহাস।

আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময়ের একটু ঐতিহাসিক বিবরণ না দিলে, পাঠকপাঠিকাদিগের এই উপন্যাস বুঝিতে কোন কোন স্থানে অসুবিধা হইবে ;—এই জন্য আমরা সংক্ষেপতঃ এই সময়ের একটু ঐতিহাসিক বিবরণ দিব।

আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি,—হৈস সময়ে জাহাঙ্গির দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে রাজত্ব করিতেছিলেন ;—আকবর রাজপুত রাজকন্যা বিবাহ ও অন্যান্য নানা উপায়ে উদয়পুরের মহারাণা প্রতাপ সিংহ ব্যতীত, প্রায় আর সকল রাজপুত রাজন্যগণকে নিজ সিংহাসনের বিভিন্ন সুদৃঢ় স্তম্ভে পরিণত করিয়াছিলেন। তিনি যোধপুরের কন্যা যোধবাঈ ও আম্বারের কন্যা জাহ্নবীবাঈ উভয়কেই বিবাহ করিয়াছিলেন ;— আম্বার রাজকন্যা বিখ্যাত মান সিংহের ভগিনীই মহাম্মদ খসরুর জননী। মান সিংহ তাঁহাকেই সিংহাসনে স্থাপিত করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন ;—কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। জাহাঙ্গির খসরুকে গোয়ালিয়ারের দুর্গে বন্দী করিয়া রাখিয়াছিলেন, তথায়ই তাঁহার মৃত্যু হয়।

উদয়পুর বা মেবারের রাণা প্রতাপের মৃত্যুর আট বৎসর পরে আকবর বাদসাহের মৃত্যু হয়। এই অষ্ট বৎসর, উদয়পুরে প্রতাপের "বাবু" পুত্র অমর সিংহ রাজত্ব করিতেছিলেন;—কিন্তু তিনিও বাদসাহের দাসত্ব স্বীকার করেন নাই;—আকবরও তাঁহাকে বিরক্ত করেন নাই, কিন্তু জাহাঙ্গির তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। অমর সিংহ অবশেষে বাদসাহের অধীনতা স্বীকার করিতেও বাধ্য হইয়াছিলেন। অমর সিংহ এই অপমান সহ্য করিতে না পারিয়া, তাঁহার পুত্র কর্ণ সিংহকে সিংহাসনে বসাইয়া নিজে বানপ্রস্থ অবলম্বন করিয়াছিলেন। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, যুবক কর্ণ সিংহই তখন উদয় পুরের রাণা।

আম্বারের রাজা মান সিংহ আর নাই। তাঁহার পুত্র সুরাপান করিয়া শীঘ্রই কালগ্রাসে পতিত হইলেন;—তাঁহার পুত্রের অবস্থাও পিতার ন্যায় ছিল। সেও মদ খাইয়া মৃত্যু মুখে পতিত হইল;—তখন জাহাঙ্গির, তাঁহার হিন্দু স্ত্রী যোধাবাঈ বিকানিরয়ের মহারাজার কন্যার পরামর্শে মান সিংহের ভ্রাতা জগত সিংহের পৌত্র জয় সিংহকে আম্বার রাজ সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিলেন;— এই পুস্তকোল্লিখিত অজিত সিংহ মান সিংহের নিজের পৌত্র। জয় সিংহের বীরত্ব ও কীর্ত্তির কথা ইতিহাসে জ্বলন্ত অক্ষরে লিখিত আছে। ইনিই নিজ নামে জয়পুর সহর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি সে সময়ে মেবার, অর্থাৎ উদয়পুর,—মাড়োয়ার অর্থাৎ যোধপুর,—আম্বার অর্থাৎ জয়পুর,—এই তিন রাজ্যের রাজপুতগণ বাদসাহের দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ ছিলেন। পাঠকগণ এই পুস্তকে মেবারের কর্ণ সিংহ, আম্বারের অজিত সিংহ ও মাড়োয়ারের মহারাজা গজ সিংহের পুত্র, অনিল সিংহকে সর্ব্বদাই দেখিতে পাইবেন।

জাহাঙ্গিরের দুই পুত্র পরবেস ও খুরম; এই তিন রাজপুত রাজকুমারের সমবয়স্ক ছিলেন। খুরমের জননী রাজপুত রাজকন্যা, আম্বার বংশের দূর সম্পর্কীয় কচুয়া রাজপুত দুহিতা,—সুতরাং তিনি অর্দ্ধেক রাজপুত;—এই জন্য রাজপুতগণ তাঁহাকেই জাহাঙ্গিরের পর দিল্লির সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিতে ইচ্ছুক ছিলেন। আম্বার ও মাড়োয়ার, বাদসাহের সর্ব্বদাই পক্ষ ছিলেন;—তাহারা কখনও জাহাঙ্গিরের বিরুদ্ধে যাইতেন না;—কিন্তু উদয়পুরের কথা স্বতন্ত্র ছিল। উদয়পুরের মহারাণা কর্ণ সিংহের ভ্রাতা ভীম সিংহ সর্ব্বদাই বাদসাহের দরবারে থাকিতেন এবং তাঁহারা দুই জনে সমবয়স্ক বলিয়া ভীম সিংহের সহিত সাহাজাদা খুরমের বিশেষ বন্ধুত্ব জন্মিয়াছিল। বাদসাহ বুঝিলেন, ভীম সিংহ নিশ্চিন্ত নহেন,—তিনি তাঁহার জীবিতাবস্থায়ই খুরমকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা পাইতেছেন। তিনি তাঁহার প্রধান যোদ্ধা মহাবত খাঁকে হস্তগত করিয়াছেন। মহাবত খাঁও আম্বার রাজকুমার;—তিনি মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া এই নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই জন্য জাহাঙ্গির ভীম সিংহকে গুজরাটের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিলেন, কিন্তু ভীম সিংহ নড়িলেন না।

•প্রতাপ সিংহের ভ্রাতা শক্ত সিংহ দেশদ্রোহী হইয়া আকবরের দলে যোগদান করিয়াছিলেন;—প্রতাপ সিংহ যখন পাহাড়ে পর্ব্বতে ঘুরিয়া রাজপুতানার স্বাধীনতার জন্য রক্তপাত করিতেছিলেন;—সেই সময়ে আকবর শক্ত সিংহকে চিতোরের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাঁহাকেই মেবারের মহারাণা বলিয়া ঘোষনা করেন; কিন্তু মেবারের রাজপুতগণ তাঁহাকে দেশকলঙ্ক বলিয়া প্রাণের সহিত ঘৃণা করিতে লাগিল;—কেহই তাঁহাকে মহারাণা বলিয়া স্বীকার করিল না। শক্ত সিংহ লজ্জায় প্রতাপের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া বাদসাহের দরবারে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন;—তথায় বাদসাহ তাঁহাকে ভৎর্সনা করায়,

তিনি তাঁহার সম্মুখেই নিজ বুকে শাণিত ছোরা বসাইয়া কলঙ্কিত জীবনের শেষ করেন! তাঁহারই এক পুত্র মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া মহাবত খাঁ নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। জাহাঙ্গিরের রাজত্ব-কালে এই মহাবত খাঁর ন্যায় যোদ্ধা আর বাদসাহের সেনা মধ্যে কেহ ছিল না! কিন্তু মহাবত খাঁ, নামে মুসলমান ছিলেন;—প্রকৃত পক্ষে তিনি রাজপুত হইতেও রাজপুত ছিলেন;—তাহাই তিনি উদয়-পুরের ভীম সিংহের সহিত মিলিত হইয়া সাহাজাদা খুরমকে সিংহা-সনে অধিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা পাইলেন। ইতিহাস পাঠকমাত্রেই অবগত আছেন যে, এই মহাবত খাঁ স্বয়ং বাদসাহকে বন্দী করিয়া লইয়া যাইতেছিলেন;—জগৎখ্যাতা নুরজিহান স্বয়ং হস্তি পৃষ্ঠে যুদ্ধ করিয়া জাহাঙ্গিরকে মহাবত খাঁর হস্ত হইতে রক্ষা করেন।

আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি,—সে সময়ে মদ্যপ জাহাঙ্গির সুরাপান, নৃত্য গীত, আমোদ প্রমোদে কালাতিপাত করিতেন;—রাজ-কার্য্য কিছুই দেখিতেন না;—তিনি নামে বাদসাহ ছিলেন;—প্রকৃত রাজ্যভার নুরজিহান স্বহস্তে লইয়াছিলেন। তিনিই ভারতের একমাত্র অধিষ্ঠাত্রী হইয়া রাজত্ব করিতেছিলেন;—যে মোহরে তাঁহার নাম অঙ্কিত থাকিত, তাহা শতগুণ মূল্যে ক্রয় করিতে লোক বাধ্য হইত।

জাহাঙ্গিরেরও বিভিন্ন জাতিয় বেগমের অভাব ছিল না;—তবে মুসলমান ধর্ম্মানুসারে ইঁহাদের মধ্যে তিন জনেই প্রধানা বলিয়া গণ্যা হইতেন। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময়ে নুরজিহান সর্ব্বশীর্ষ স্থান অধিকার করিয়াছেন;—বিকানীর রাজকন্যা যোধাবাঈ জাহাঙ্গিরের প্রিয়া ছিলেন;—আম্বার রাজকন্যা সাহাজাদা খুরমের জননী বলিয়া তৃতীয় স্থান অধিকার করিলেন।

নুরজিহানের নিজের কোন পুত্র ছিল না,—তবে সাহাজাদা পর-

বেসকে তিনি নিজ পুত্রের ন্যায় স্নেহ করিতেন। তাঁহাকেই দিল্লির সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য ব্যাকুলা ছিলেন;—এই জন্যই তিনি খুরমকে দুই চক্ষে দেখিতে পারিতেন না। রাজপুত মহিষী-দিগের উপর তাঁহার জাতক্রোধ ছিল;—কিন্তু রাজপুত বাহুবল না থাকিলে একদিনও দিল্লির মোগল সিংহাসনের অস্তিত্ব থাকিবার সম্ভবনা ছিল না;—তাহাই নুরজিহান মনের রাগ মনে লুকাইয়া রাজ-পুত মহিষীদিগের অনিষ্ট করিতে সাহস করিতেন না, বরং তাঁহা-দের তোষামোদ করিতেন;—বলা বাহুল্য নুরজিহানের ন্যায় বুদ্ধিমতী প্রত্যহ পৃথিবীতে জন্মে না।

আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি,—ঠিক সেই সময়ে জাহাঙ্গিরের জীবিতাবস্থায়ই—নুরজিহানের মুখের উপর,—সাহাজাদা খুরমকে সিংহা-সনে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য ঘোর ষড়যন্ত্র চলিতেছিল;—এই ব্যাপারে বেগম-মহলে,—বাদসাহ দরবারের ঘরে বাহিরে, যে রহস্য সংঘটিত হইতেছিল,—এই উপন্যাসে তাহাই বর্ণিত হইবে। আমরা সেই সঙ্গে সঙ্গে পাঠকদিগকে বেগম-মহলের বিলাসিতার চুড়ান্ত দৃশ্য দেখাইব।

আমরা প্রথমেই বলিয়াছি, এই সময়ে তিনটী বিষয় লইয়া চারি-দিকে হুলুস্থুল পড়িয়া গিয়াছিল। রাজভ্রাতা খসরু জীবিত অছেন,—না তাঁহার গোয়ালিয়ার দুর্গে মৃত্যু হইয়াছে, তাহা কেহ জানিত না। বহুবৎসর হইতে তিনি ভারতাকাশ হইতে দুরীকৃত;—অনেকে তাঁহার কথা একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছিল। এই অবস্থায় সহসা চারিদিকে প্রচারিত হইল যে, কোনরূপে সাহাজাদা খসরু গোয়ালিয়ার দুর্গ হইতে পলাইয়াছেন;—অসংখ্য মোগল ও রাজপুত তাঁহার সঙ্গে যোগদান করিয়াছে, বহু সহস্র সৈন্য লইয়া তিনি আগ্রা আক্রমণে অগ্রসর হইতেছেন।

এ কথা সত্য কি মিথ্যা, তাহা কেহ বলিতে পারে না ;—দরবারের রাজপুত বা মোগল সেনাপতিগণ, এ বিষয়ের কিছুমাত্র জানেন না ;—বাদসাহ ও উচ্চ রাজকর্ম্মচারিগণ ইহার কোন সম্বাদ রাখেন না, অথচ এ কথা চারিদিকে রটিয়াছে, সকলেই নিতান্ত বিচলিত হইয়া উঠিয়াছে ;—কিন্তু এ কথা কোথা হইতে কে রটাইল তাহা কেহ বলিতে পারে না।

এ বিষয়ের সত্য মিথ্যা সম্বন্ধে কেহই নিশ্চিত কোন কথা বলিতে পারে না ;—দরবারে ও বেগম-মহলে সিংহাসন লইয়া যে আর এক ঘোর ষড়যন্ত্র চলিতেছে,তাহার কথা ঘুর্ণাক্ষরেও কেহ জানিত না,—এমন কি বাদসাহও ঠিক জানিতেন না। ঈষৎ সন্দেহ করিয়াছিলেন মাত্র ;—কিন্তু বুদ্ধিমতী নুরজিহানের অবিদিত কিছুই ছিল না। মাড়োয়ায়ের অনিল সিংহ ও আম্বারের অজিত সিংহের উপর তাঁহার অনুগ্রহ ও আদর যত্ন সম্মাননার মাত্রা শতগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

সিংহাসন লইয়া যথার্থ একটা যুদ্ধ বিগ্রহ হইবে কি না, তাহা কেহ বলিতে পারিত না ;—তবে দিল্লির হত্যাকাণ্ড সম্বন্ধে কাহারও সন্দেহ ছিল না। অনেকেই স্বচক্ষে এই সকল ভয়াবহ উলঙ্গ অজ্ঞাত লোকের মৃতদেহ দেখিয়া আসিয়াছে ;—কে কোথায় কাহাকে হত্যা করিতেছে,—তাহা কেহ বলিতে পারে না। সকলেই শশঙ্কিত,—ভীত,—আতঙ্কে মুহ্যমান।

ফতেপুর সিকৃরিতে যাহা যাহা ঘটিয়াছে, তাহাও গোপন নাই ;—অজিত সিংহ ও রঘুবীর সিংহ কোন কথা প্রকাশ না করায় এই ভৌতিক ব্যাপারের কথা শতরঙ্গে রঞ্জিত হইয়া দেশে বিদেশে প্রচারিত হইয়াছে। লোকে এ কথা শুনিয়া শিহরিয়া উঠিতেছে,—এমন কি দূর আগ্রা সহরেও ভয়ে লোকে নিশ্চিন্ত হইয়া নিদ্রা যাইতে পারিতেছে না।

অজিত সিংহ বলিলেন, "রঘুবীর সিংহ,—আমরা দুই জন ব্যতীত এই সকল ব্যাপার আর অন্য কেহ জানে না, তবে এ কথা চারিদিকে রটিল কিরূপে?"

রঘুবীর সিংহ বলিলেন, "রাজকুমার, আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি,—আমার বুদ্ধির সম্পূর্ণ বাহিরে গিয়াছে।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

আগ্রার দুর্গ।

নীল যমুনার হিল্লোলিত বক্ষের প্রায় উপরে, লোহিত প্রস্তরে আকবর বাদসাহ সুদৃঢ় আগ্রা দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এখনও সুন্দর ছবির ন্যায় যমুনার তীরে আগ্রা দুর্গ শোভা পাইতেছে।

চারিদিকে গভীর পরিখা,—সর্ব্বদাই জলে পূর্ণ থাকিত;—সেই পরিখায় নিম্ন হইতে সুদৃঢ় প্রাচীর বহু ঊর্দ্ধে উঠিয়া গিয়াছে,—সিংহ দ্বার ব্যতীত আর কোনরূপে কাহারও দুর্গমধ্যে প্রবেশের উপায় ছিল না! দ্বারে সশস্ত্র শান্তিগণ সর্ব্বদা প্রহরায় রহিত। প্রাচীর পার্শ্ব দিয়া চারিদিকে বহুগৃহ ছিল,—এই সকল গৃহে মোগল ও রাজপুত যোদ্ধাগণ বাস করিতেন।

দুর্গমধ্যে সুন্দর মর্ম্মর প্রস্তরে নির্ম্মিত ছবির ন্যায় মতি মস্‌জিদ এখনও শোভা পাইতেছে,—মস্‌জিদের কিয়দ্দূরে বহু বিস্তৃত প্রকাণ্ড বাদসাহের প্রাসাদ। প্রথমই দেওয়ানি আম,—তৎপরেই দেওয়ানি খাস,—পরে বাদসাহের বাসের জন্য নানা সুন্দর সুন্দর প্রকোষ্ঠ;—তৎপশ্চাতে স্বর্গসম বেগম-মহল। বর্ণনায় সে বেগম-মহলের বর্ণনা হয় না;—মারবেল প্রস্তরে খচিত প্রকোষ্ঠ,—স্বর্ণে মণ্ডিত,—দিবা-রাত্রিই ঝক ঝক করিতেছে;—মধ্যে মধ্যে সুবর্ণ ও রজত নির্ম্মিত

কারুকার্য্য-মণ্ডিত ক্ষুদ্র বৃহৎ ফুয়ারা,—সর্ব্বদাই তাহা হইতে গোলাপ জল উদ্গীরিত হইতেছে!

নানা দেশের নানা সুন্দর সুন্দর বহুমূল্য আসবাবে প্রাসাদ সজ্জিত,—কাশ্মীর ও পারস্যের সুকোমল কারপেটে সমস্ত প্রাসাদ মণ্ডিত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। প্রাচীরে ও উপরে শত হস্ত বিশিষ্ট মনোমুগ্ধকর ঝাড় ও দেয়ালগিরি সব ঝুলিতেছে;—রাত্রে শত সহস্র সুগন্ধি বাতিতে এই বিস্তৃত প্রাসাদ আলোকিত হইয়া ত্রীদিবের সৌন্দর্য্যকে লজ্জা দিয়া থাকে। সহস্র সহস্র ফুলহারে বেগম-মহল ভূষিত; নানা সুগন্ধে চারিদিক মাতোয়ারা করিয়া তুলিতেছে। বহুমূল্য জহরত সকল যেন জগতের সর্ব্বত্র ত্যাগ করিয়া বাদসাহের বেগম-মহলে সমবেত হইয়াছে,- তাহাদের অতুলনীয় জৌলসে চক্ষু ঝলসাইয়া যাইতেছে! জগতের যেখানে যে বিলাসের,—সুখের,—আনন্দের,—স্ফূর্ত্তির দ্রব্য আছে, তাহা সমস্তই এখানে সংগৃহীত হইয়াছে।

বাদসাহ,—বাদসাহজাদাগণ ব্যতীত,—আর কোন পুরুষের এই অসূর্য্যম্পশ্যা বেগম-মহলে প্রবেশাধিকার নাই;—ভীমমূর্ত্তি খোজাগণ উন্মুক্ত অসি ও শাণিত খড়্গ হস্তে দিন রাত্রি বেগম-মহল দ্বার রক্ষা করিতেছে! ভিতরে বলিষ্ঠা যোদ্ধাবেশী বাঁদিগণ সশস্ত্র পাহারায় আছে।

এক এক বেগমের এক এক স্বতন্ত্র মহল,—তাঁহার প্রাসাদের চারিদিকে তাঁহার অসংখ্য বাঁদীগণের বাসোপযোগী গৃহ,—ঘরের পর ঘর,—কত ঘর,—কত দ্বার,—কত বারাণ্ডা,—কত পথ,—যাহার জানা নাই,—সে তাহার কিছুই স্থির করিতে পারে না। একবার এই প্রাসাদে প্রবেশ করিলে, পথ দেখাইয়া না দিলে কাহারই বাহিরে আসিবার সম্ভবনা ছিল না!

মৃত্তিকা নিম্নেও ঘর ছিল;—সুসজ্জিত কত সুন্দর প্রকোষ্ঠ,—কত বহুমূল্য আসবাবে সজ্জিত,- কত হীরা মুক্তা চুনি পান্নায় খচিত। গরমের সময় বেগমগণ এই সকল সুশীতল গৃহে বাস করিতেন। আবার এই অর্দ্ধ অন্ধকার প্রকোষ্ঠ মধ্যে কত হতভাগ্য হতভাগিনী যে, নির্ম্মম ভাবে হত হইয়াছে;—তাহারই বা সংখ্যা কে করিতে পারে?

যমুনার উপর মারবেল প্রস্তরে নির্ম্মিত বিলাস গৃহ,—দুর্গের বহু উচ্চে স্থাপিত;—যমুনার সুশীতল বায়ু মন্দে মন্দে এই সুন্দর ত্রীদিব প্রতিম প্রকোষ্ঠ মধ্যে বহমান হইতেছে;—গৃহমধ্যে হইতে যমুনার নীল জল হিল্লোলিত হইতে হইতে নাচিতে নাচিতে যাইতেছে দেখিতে পাওয়া যায়;—দূরে বহুদূরে,—সুন্দর পর্ব্বত শ্রেণী স্তরে স্তরে নীল আকাশে উঠিয়া গিয়াছে;—এই সুন্দর মতি-মহলে দুই প্রহরে মকমল মণ্ডিত সুকোমল শয্যায় জগতের আলোকসমা নুরজিহান বেগম অর্দ্ধ শায়িত হইয়া যমুনার দিকে চিন্তিত মনে চাহিয়াছিলেন। যাঁহার আলোকসামান্য রূপ কেহ বর্ণনা করিতে সক্ষম পান নাই;—এমন কি সাহস পর্য্যন্ত পান নাই, তাঁহার সে রূপের বর্ণনা করিবার চেষ্টা আমরা পাইব না;—তাঁহার সম্মুখে একখানি পুস্তক উন্মুক্ত পড়িয়া রহিয়াছে;—একখানি স্বর্ণ পাত্রস্থিত স্তূপাকার গোলাপ তাহাদের বিমল সৌরভে চারিদিক বিভোর করিতেছে;—পার্শ্বে সুন্দর ফুয়ারা নাচিয়া নাচিয়া গোলাপ জল সিঞ্চন করিতেছে;—উপরে স্বর্ণ-পিঞ্জরে কয়েকটী নানা সুন্দর রঙ্গের বিহঙ্গিনী মধ্যে মধ্যে ঝঙ্কার করিয়া উঠিতেছে! নিকটে আর কেহ নাই,—চারিদিক নিস্তব্ধ;—কেবল দূরে সহরের চির কোলাহল উত্থিত হইতেছে! এরূপ সময়ে নুরজিহান প্রায়ই নির্জ্জনে থাকিতে ভাল বাসিতেন;—নানা গভীর চিন্তায় নিমগ্না রহিতেন;—যে প্রায় সসাগরা পৃথিবীর অধিশ্বরী,—তাহার চিন্তার বিরাম কোথায়?

সকলে ইহা জানিত,—সুতরাং এ সময়ে ভয়ে কেহ তাঁহার প্রকোষ্ঠের দিকে আসিত না;—বাদসাহও এ সময়ে বাহির মহলে আমোদ প্রমোদে থাকিতেন;—সুতরাং নুরজিহান তাহার বহু চিন্তার যথেষ্ট সময় পাইতেন!

কেবল একজনের সকল সময়ে তাঁহার নিকট অবারিত দ্বার ছিল;—রাত্রেই হউক আর দিনেই হউক,—এমন কি বাদসাহের উপস্থিত সময়েও, তাহার এ গৃহে আসিবার নিষেধ ছিল না। সর্ব্বদাই যখন তখন সে মহাপ্রতাপান্বিতা নুরজিহানের পার্শ্বে থাকিত;—জুলেখা অতুলনীয়া, বাদসা বেগমের অতি প্রিয় বিশ্বস্ত বাঁদী ছিল। বাদসাহও যাহা জানিতেন না, জুলেখা তাহা জানিত;—যদি নুরজিহান কাহারও সহিত মনের কথা খুলিয়া বলিতেন, গুরুতর রাজকার্য্য বিষয়ে পরামর্শ করিতেন, তবে সে জুলেখা বাঁদী! দরবারের সকলেই এ কথা জানিত,—সেই জন্য সকলে জুলেখাকে ভয় করিত,—যথা সাধ্য তাহার তোষামোদ করিতেও ক্রটী করিত না। সকলেই জানিত নুরজিহান যদি কাহারও কথা রক্ষা করেন, তবে সে জুলেখার কথা, সুতরাং জুলেখার যে বেগম-মহলেও দরবারে অসীম আধিপত্য বিস্তার হইয়াছিল, তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন।

জুলেখার পশ্চাতে এক বৃহৎ ইতিহাস নিমজ্জিত ছিল, কিন্তু সে অনেক দিনের কথা, সকলেই তাহা সম্পূর্ণ ভুলিয়া গিয়াছিল। অনেকে তাহার গত জীবনের ইতিহাস আদৌ জানিত না;—এমন কি বোধ হয় নুরজিহানও তাহা ভুলিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু জুলেখা তাহার গত জীবন বিস্মৃতির গভীর সাগরে নিমগ্ন করিতে সক্ষম হইয়াছিল কি না, তাহা কে বলিতে পারে? তবে বাহিরে তাহাকে দেখিলে বোধ হইত,—তাহার পূর্ব্বের কথা আর কিছুই মনে নাই।

নুরজিহান যখন মেহেরুন্নিসা ছিলেন;—তখন তাঁহাকে জাহাঙ্গিরের

চক্ষুর অন্তরাল করিবার জন্য আকবর শের আফগানের সহিত তাঁহার বিবাহ দিয়া দূর বাঙ্গালা দেশে প্রেরণ করিয়াছিলেন। সের আফ-গান বাঙ্গালা দেশে সস্ত্রীক আসিয়া বর্দ্ধমানের সুবেদার নিযুক্ত হই-লেন। বাদসাহের প্রিয়পাত্র, সুতরাং তিনি ধরাকে সরা দেখিতেন, বর্দ্ধমানে আসিয়া হিন্দুদিগের নানারূপ লাঞ্ছনা আরম্ভ করিলেন;—তাঁহার অত্যাঁচারে চারিদিকে হাহাকার উঠিল।

বর্দ্ধমান প্রদেশের প্রধান জমীদার ছিলেন, বিজ্ঞ নরহরি রায়। তিনি বয়স্থ হইয়াছিলেন;—তাহাই তাঁহার পুত্র বিমল রায় জমী-দারির কাজ কর্ম্ম দেখিতেন;—নরহরির স্ত্রী ছিলেন না,—পরিবারের মধ্যে পুত্র ও পুত্রবধূ সর্ব্বসুন্দরী। যখন শের আফগান বর্দ্ধমানে আবির্ভূত হইলেন, তখন বিমল রায় ও সর্ব্বসুন্দরীর একটী মাত্র পাঁচ বৎসর বয়স্কা কন্যা ছিল। শের আফগান বর্দ্ধমানে আসিয়াই নরহরি রায়কে সসৈন্যে আক্রমণ করিলেন;—যুদ্ধে বিমল রায় হত হইলেন;—সের আফগান জয়ী হইয়া বলে নরহরি রায়কে সপরিবারে মুসলমান ধর্ম্মে দিক্ষিত করিলেন;—ইহাতেও তিনি নিরস্ত হইলেন না। সর্ব্বসুন্দরীকে কাড়িয়া লইয়া গিয়া মেহেরুন্নিসার বাঁদী করিলেন। জাতভ্রষ্ট নরহরি রায় ক্ষুদ্র নাতিনী ললিতাকে লইয়া দেশত্যাগী হইলেন;—সেই পর্য্যন্ত তাহাদের দেখা নাই। সেই পর্য্যন্ত তাঁহাদের কোন সম্বাদ কেহ পায় নাই;—সকলেই জানে নরহরি রায় দুঃখে লজ্জায় নাতিনীটীকে বুকে লইয়া গঙ্গার জলে ডুবিয়া মারিয়াছেন।

সর্ব্বসুন্দরী মুসলমান হইয়া জুলেখা নাম প্রাপ্ত হইয়াছিল;—সেই পর্য্যন্ত সে জুলেখা। বহু পূর্ব্বে বর্দ্ধমানের সুবেদার পত্নী মেহেরুন্নি-সার বাঁদী ছিল, এক্ষণে সসাগরা পৃথিবীর অধিশ্বরী নুরজিহানের বাঁদী হইয়াছে।

প্রকৃত পক্ষে সে ঠিক বাঁদী কখনও ছিল না। নুরজিহান ও

জুলেখা সম বয়স্কা,—তাহাই উভয়ের প্রভু ভৃত্যের সম্বন্ধ কখনও হ নাই;—মুসলমান গৃহে আসিয়া সে দাসী না হইয়া মেহেরুন্নিসা সখী হইয়াছিল,—এখনও সে নুরজিহানের একমাত্র বিশ্বস্ত সখী?

যখন শের আফগান তাহার স্বামীকে হত্যা করিয়া, তাহার শ্বশ্রু ধর্ম্মনষ্ট করিয়া তাহার প্রাণের কন্যার নিকট হইতে তাহাকে বিচ্যুত করিয়া, তাহাকে মেহেরুন্নিসার বাঁদী করিল,—তখনও কেহ তাহার চক্ষে একবিন্দু জল দেখে নাই;—আজ এই এত দিন কাটিয়া গিয়াছে,—কিন্তু কখনও কেহ তাহার একদিনের জন্য বিষাদিত ভাব দেখে নাই! সে বলিল, "স্বামীর সহিত সর্ব্বসুন্দরী মরিয়াছে,— জুলেখা নূতন লোক,—সর্ব্বসুন্দরীর সর্ব্বনাশের জন্য জুলেখা কাঁদিবে কেন?"

সে যে পরমাসুন্দরী ছিল,—তাহা তাহার নামেই প্রকাশ;— কিন্তু সে নুরজিহানের আশ্রয় পাইয়া তাহার অতুলনীয় রূপের জন্য এক দিনের তরেও উৎপীড়িত হয় নাই;—কেহ তাহার দিকে চাহিলে, —তাহারা জানিত, নুরজিহান ইহাতে শির লইতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করিবেন না। অতি অল্পদিনের মধ্যেই জুলেখা মেহেরুন্নিসার অতি প্রিয় হইয়া সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়াছিলেন;—আজ নুরজিহান বিস্তৃত ভারতের একমাত্র অধিশ্বরী;—কিন্তু বলিতে গেলে, জুলেখা এই প্রবল প্রতাপান্বিতা নুরজিহানের সর্ব্বময় কর্ত্তা?

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

নুরজিহান।

ধীরে ধীরে নিঃশব্দে জুলেখা নুরজিহানের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল;—নুরজিহান গভীর চিন্তায় নিমগ্না ছিলেন;—তাহার পদশব্দে চমকিত হইয়া তিনি তাহার মুখের দিকে চাহিলেন। তাহার পর তিনি ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিলেন, মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "দেখিতেছি—জয়?"

জুলেখা বেগমের পার্শ্বে বসিয়া স্বর্ণ চামর তুলিয়া লইয়া তাঁহাকে বিজন করিতে করিতে হাঁসিয়া বলিল, "কবে বেগম সাহেবের জুলেখা কাহার নিকট হারিয়াছে।"

নুরজিহান তাহার হাত হইতে চামর লইয়া ধীরে ধীরে তাহা নাড়িতে নাড়িতে বলিলেন, "তা আমি কি আজ জানি! তারপর কি শুনিলে! মূর্খরা যাহা বলে;—আমার তাহাদের কোন কথা বিশ্বাস হয় না;—যথার্থই কি খসরু গোয়ালিয়ার দুর্গ হইতে পলাইয়াছে?"

জুলেখা হাসিয়া বলিল, "বাহিরে যে কি হইতেছে,—জাহাঙ্গির বাদসাহের আমলে তাহার সম্বাদ কখনই দরবারে পৌঁছায় না!"

নুরজিহানের মুখ একটু গম্ভীর হইল;—কিন্তু তিনি কোন কথা কহিলেন না। জুলেখা বলিল, "যদিই বা কোন সম্বাদ আইসে,—সে সর্ব্বৈব মিথ্যা,—যদি মোগলের রাজত্ব কখনও যায়;—তবে এই দোষেই যাইবে।"

নুরজিহান ভ্রুকুটী করিয়া বলিলেন, "এখন খসরু সম্বন্ধে সঠিক কি সম্বাদ পাইলে তাহাই শুনিতে চাহি!"

জুলেখা বলিল, "আজ তিন বৎসর হইল গোয়ালীর দুর্গস্বামী এরূপ আসামী হাতে রাখা বিড়ম্বনা ভাবিয়া তাঁহার শিরচ্ছেদ করিয়াছে?"

নুরজিহার একটু ব্যগ্র স্বরে বলিলেন, "এ খবর কি ঠিক!"

জুলেখা বলিল, "ঠিক,—পাকা ঠিক,—আমি গোয়ালিয়ারে লোক পাঠাইয়াছিলাম,—সে সঠিক খবর লইয়া ফিরিয়াছে!"

"যাক,—তাহা হইলে তাঁহার রাজপুত লইয়া আগ্রার দিকে আসা সম্পূর্ণ মিথ্যা! কোন রাজকর্ম্মচারীর নিকটই সত্য সম্বাদ পাইবার সম্ভাবনা নাই! জুলেখা,—তুমি আমার না থাকিলে কি হইত।"

জুলেখা আবার চামর লইয়া বিজন করিতে লাগিল,—ধীরে ধীরে বলিল, "আপনি আমায় ভালবাসেন বলিয়া এরূপ স্নেহের কথা বলেন।"

নুরজিহান বলিলেন, "দিল্লির এ খুনের ব্যাপারের নিশ্চিত কোন সম্বাদ পাইলে?

জুলেখা বলিল, "বাদসা বেগমের অনুগ্রহে আমার বিশ্বস্ত লোকের অভাব নাই। আপনার আসরফির বলে শত শত স্ত্রী ও পুরুষ আমার ইঙ্গীতে কাজ করিতেছ,—আমি একজনকে দিল্লিতে পাঠাইয়াছিলাম;—সে ফিরিয়াছে!"

"সে কি বলে?—সর্ব্বৈব মিথ্যা।"

"ঠিক মিথ্যা নয়,—একটু সত্য তাছে;—কিন্তু তিলকে লোকে সর্ব্বদাই তাল করিয়া থাকে,—এ ব্যাপারে তাহারা নিশ্চিন্ত থাকিবে কেন?"

"ব্যাপারটা ঠিক কি হইয়াছে,—যথার্থ কি কোন মৃত দেহ দিল্লির সিংহ দ্বারে পাওয়া গিয়াছে!"

"হাঁ—কেবল একটী। প্রায় দুই মাস হইল এক দিন দিল্লির দ্বারে একটী সুন্দর সুপুরুষ যুবকের উলঙ্গ মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছিল;—সেই একটী মৃতদেহ হইতে লোকের মুখে মুখে শত শত মৃতদেহে পরিণত হইয়াছে! গুজবের হাজার মুখ!"

"তাহা হইলে কেবল এই একটী মৃতদেহই লোকে পাইয়াছে।"

"প্রথম একটী বটে,—কিন্তু পর মাসে ঠিক সেই দিনে, সেই রকম আর একটী মৃতদেহ দিল্লির দরজায় পাওয়া গিয়াছে! দিল্লির মত সহরে,—বাদসাহ বেগম সহরে,—ইহা কি বড় বিস্ময়ের কথা?"

জুলেখা হাসিল,—নুরজিহান হাসিলেন না;—বলিলেন, "সে কথা ঠিক।"

জুলেখা বলিল, "তাহার পর আমার লোক যে দিন দিল্লিতে উপস্থিত হয়, ঠিক সেই দিন আর একটী মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছে।'

নুরজিহান বিস্ময়ে বলিলেন, "তবে লোকে অন্যায় ভয় পায় নাই!"

জুলেখা বলিল, "শত শত নয়,—কেবল তিনটী!"

নুরজিহান চিন্তিতভাবে বলিলেন, "তা না হউক,—এরূপ তিনটীই যথেষ্ট;—লোকের বড় দোষ নাই!"

জুলেখা বলিল, "আরও এক কথা জানিয়াছি,—তাহা আর কেহ জানে না।"

নুরজিহান তাঁহার সুন্দর বিলোল চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া, জুলেখার দিকে চাহিলেন; বলিলেন, "তুমি আর কি জানিতে পারিয়াছ শুনি।"

জুলেখা স্বর অতি মৃদু করিয়া, প্রায় বাদসা বেগমের কাণে কাণে বলিল, "এবার যে হত হইয়াছে,—সে আর কেহ নহে;—মেবারের নূতন মহারাণা কর্ণ সিংহ।"

"কি—কি!"

বলিয়া অতি বিস্ময়ে নুরজিহান প্রায় লম্ফ দিয়া দণ্ডায়মান হইতেছিলেন, কিন্তু আত্মসংযম করিয়া বলিলেন, "কি,—কি!—কর্ণ সিংহ!"

জুলেখা বলিল, "এ কথা এখনও আর কেহই জানে না পূর্ব্বের মত এবারও মৃতদেহ উলঙ্গাবস্থায় পাওয়া গিয়াছে;—কাহার মৃতদেহ, তাহা কেহ চিনিতে পারে নাই! একদিন রাখিয় যমুনায় ভাসাইয়া দিয়াছে——"

"তবে কর্ণ সিংহ জানিলে কিরূপে?"

"আমি যে লোককে পাঠাইয়াছিলাম, সে উদয়পুরের নূত মহারাণাকে খুব চিনিত;—সে স্বয়ং স্বচক্ষে তাঁহার মৃতদে দেখিয়াছে। সে বলে, সে দেহ কর্ণ সিংহের ব্যতীত অপর আ কাহারও নহে!"

নুরজিহান মৃদু হাসিয়া, প্রফুল্লিতস্বরে বলিলেন, "একটা কাঁট সরিল!"

জুলেখাও হাসিয়া বলিল, "নিশ্চয়ই!"

নুরজিহান বলিলেন, "অজিত সিংহের উপর আমার একটু ভত্তি ছিল,—দেখিতেছি, নিতান্ত অপদার্থ!"

জুলেখা হাসিয়া বলিল, "শুনিয়াছি,—রাজপুত বীরদের ব ভূতের ভয়!"

নুরজিহান বলিলেন, "লোকে যাহা বলিতেছে, যথার্থই বি তাহা সত্য?"

জুলেখা বলিল, "সব সত্য না হইলেও, কতকটা বোধ হ কিছু আছে। আপনিই তো অজিত সিংহকে ফতেপুর সিকৃ পাঠাইয়াছেন।"

"হাঁ,—কিন্তু তাঁহাকে কেন সেখানে পাঠাইয়াছি, তাহা জানে না।"

"তাঁহাকে তাহা বলা উচিত ছিল।"

"এখন বলিবার সময় হয় নাই।"

"আপনি কি মনে করিতেছেন যে, ভীম সিংহ আর মহাবত খাঁ যথার্থই ষড়যন্ত্র করিতেছে?"

"আমি এই রকম সন্দেহ করিতেছি,—পূর্ব্ব হইতে সাবধান হওয়া উচিত।"

জুলেখা হাসিয়া বলিল, "আপনার ইচ্ছা নয় যে, হিন্দুর ছেলে বাদসা হয়?"

নুরজিহান গম্ভীর হইলেন; চিন্তিতভাবে বলিলেন, "তাহা তো ঠিক নয়।"

সহসা উভয়েই বিস্মিতভাবে চারিদিকে চাহিতে লাগিলেন! সমস্ত প্রাসাদে সহসা একটা হুলুস্থূল পড়িয়া গেল। বেগম-মহলের চারিদিকে বাঁদীগণ ইতস্ততঃ ছুটিতেছে। খোজাগণ ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া, যে যাহার অস্ত্র লইতে ব্যগ্র হইয়াছে;—বাহিরেও একটা কিসের গোল উঠিয়াছে!

অতি বিস্ময়ে নুরজিহান বলিয়া উঠিলেন, "জুলেখা,—একি!" জুলেখা উঠিয়া গবাক্ষে আসিল;—তাহার পর বলিল, "কই,—কিছু বুঝিতে পারিতেছি না;–একটা কিছু হইয়াছে———"

নুরজিহান অতি ব্যাকুলা হইয়া বলিলেন, "বাদসাহের কিছু হয় নাই তো! লোকে মনে করে, নুরজিহান না জানি কত সুখী,—তা নয়!"

বাদসা বেগমও উঠিয়া গবাক্ষে আসিলেন। তাঁহার প্রকোষ্ঠ দুর্গের শিরে অবস্থিত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না;—তথা হইতে প্রায় দুর্গের সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যাইত। তাঁহারা উভয়ে দেখিলেন, দুর্গে যে কোন কারণেই হউক, একটা হুলুস্থূল পড়িয়া গিয়াছে!

নুরজিহান বলিলেন, "জুলেখা, যাও,—সংবাদ লও;—কি হইয়াছে! এখনই জানিয়া আইস। বাদসাহের কিছু হইলে, আমি পূর্ব্বেই সংবাদ পাইতাম।"

জুলেখা গমনে উদ্যতা হইয়া, দ্বার পর্য্যন্ত গিয়াছে,—এমন সময়ে অপর একজন বাঁদী ছুটিতে ছুটিতে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল সে এত হাঁপাইতেছিল যে, তাহার কথা কহিবার শক্তি ছিল না। তাহার অবস্থা দেখিয়া, নুরজিহান ভ্রুকুটী করিলেন। সে ভ্রুকুটীতে দিল্লির সিংহাসন টলটলায়মান হইত!

তিনি বিরক্তভাবে বলিলেন, "যদি কথা কহিতে পারবি না,—তবে আসিয়াছিস্ কেন? জুলেখা,—এই কুত্তাকি লেড়্কিকে খোজা মসরুর কাছে লইয়া যাও।"

ইহার অর্থ প্রাণদণ্ড। নুরজিহান খোজা মসরুর নিকট যাহাকে প্রেরণ করিতেন,—সে নিরুদ্দেশ হইত;—এ জগতে আর কেহ তাহাকে দেখিতে পাইত না!

বাঁদীর মুখ পাঙ্গাসবর্ণ হইয়া গেল! তাহার সর্ব্বাঙ্গ থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল;—সে নুরজিহানের পদনিম্নে পড়িয়া কাতরে কাঁদিয়া উঠিল;—দুই হস্তে তাঁহার পা জড়াইয়া ধরিতে চেষ্টা পাইল। নুরজিহান বলিলেন, "ওঠ্,—কি বলিতে আসিয়াছিস্,—শীঘ্র বল্!"

বাঁদী কাঁপিতে কাঁপিতে উঠিয়া দাঁড়াইল,—কম্পিতস্বরে বলিল, "সাহাজাদা——"

"কি হইয়াছে সাহাজাদার?"

"তিনি—তিনি—আগ্রা হইতে পলাইয়াছেন?"

"ওঃ—এই কথা! কোন্ সাহাজাদার এ কুমতলব ঘটিল?"

"সাহাজাদা খুরম।"

"ওঃ!—যাও!"

বাঁদী তৎক্ষণাৎ পলাইল। তাহার আজ প্রাণ বাঁচিয়া গেল,—ইহাই তাহার পরম ভাগ্য! সে ভগবানের নাম করিতে করিতে

নিম্নের দিকে পলাইল। নুরজিহান যমুনার দিকে গিয়া চিন্তিত-ভাবে দূরে শ্যামল প্রান্তরের দিকে চাহিয়া রহিলেন!

কিয়ৎক্ষণ পরে জুলেখা ধীরে ধীরে নিকটে আসিল। ধীরে ধীরে বলিল, "বাদসা বেগম,—আপনি এ ব্যাপার জানিতেন?"

নুরজিহান তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে জুলেখার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "অনেক দিন জানি।"

জুলেখা বিস্মিতস্বরে বলিল, "অনেক দিন জানেন!"

নুরজিহান ধীরে ধীরে বলিলেন, "হাঁ,—অনেক দিন জানি! দরবারে মানুষ থাকিলে, তাহারাও অনেক দিন আগে জানিতে পারিত। সাহাজাদা অনেক দিন হইল আমাদের শত্রুহস্তে পড়িয়াছেন। তিনি অনেক দিন হইল দরবার হইতে সরিয়া গিয়াছেন,—আজ মূর্খেরা তাহা লইয়া গোল করিতেছে!"

জুলেখা বিনীতস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "শত্রু কে?"

নুরজিহান সবেগে বলিলেন, "শত্রু কে?—তোমার জানা উচিত!—শত্রু—মেবার,—শত্রু—কর্ণ সিংহ,—ভীম সিংহ,—ধর্ম্মভ্রষ্ট মহাবত খাঁ। শুনিলে—শত্রু কে?"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

জুলেখা বাঁদী।

বাদসা বেগমকে নিতান্ত চিন্তামগ্না দেখিয়া, জুলেখা নিঃশব্দে ধীরে ধীরে তথা হইতে প্রস্থান করিল। কয়েকটী প্রকোষ্ঠ উত্তীর্ণ হইয়া, সে একস্থানে দাঁড়াইয়া কি ভাবিল। সহসা তাহার মুখ কালিমার মেঘে আবরিত হইল;—কিন্তু তাহা নিমিষের জন্য;

সে আপন মনে মৃদু হাসিল,—তৎপরে দ্রুতপদবিক্ষেপে নিম্নদিকে চলিল!

মধ্যে মধ্যে এখানে সেখানে তাহার সহিত এ ও সে বাঁদীর সহিত দেখা হইল। সকলেই জুলেখার মিষ্ট ব্যবহারে তাহাকে ভালবাসিত;—বিশেষতঃ সে নুরজিহানের দক্ষিণ হস্ত,—তাহাকে তোষামোদ না করিয়া, কাহারই মঙ্গল হইবার সম্ভাবনা ছিল না। যাহার সহিত দেখা হইল,—তাহাকেই দুই চারিটা মিষ্ট কথা কহিয়া, জুলেখা অবশেষে মৃত্তিকা নিম্নস্থ শিশ-মহলে আসিল। গৃহের পর গৃহ,—কত গৃহ সংখ্যা হয় না;—সকলই প্রায় অন্ধকারে আবৃত! এক্ষণে এই সকল গৃহমধ্যে কেহ নাই,—চারিদিকই নিস্তব্ধ;—কেবল উপরস্থ কোলাহল মৃদু হইতে মৃদুতর হইয়া, মধুমক্ষিকার গুঞ্জনের ন্যায় শ্রুত হইতেছে! জুলেখা একস্থানে দণ্ডায়মানা হইল;—অতি সতর্কতার সহিত আশে পাশে চারিদিকে চাহিয়া দেখিল। এ বেগম-মহলে কে কাহার গুপ্তভাবে অনুস্মরণ করে, তাহার স্থিরতা নাই! জুলেখা কিয়ৎকাল একস্থানে দণ্ডায়মান হইয়া, কাণ পাতিয়া শুনিতে লাগিল। না,—এদিকে কেহ কোথায়ও নাই;—তবুও বোধ হয় জুলেখার সন্দেহ দূর হইল না;—সে পশ্চাতে ফিরিল,—আশে পাশের চারিদিকের বিভিন্ন প্রকোষ্ঠ দেখিয়া, সে তখন দ্রুতপদে সম্মুখস্থ বারান্দা দিয়া প্রায় একরূপ ছুটিল!

এদিকে আরও অন্ধকার;—প্রায় স্পষ্ট কিছু দেখা যায় না। জুলেখা অতি সন্তর্পণে পা টিপিয়া টিপিয়া যাইতেছিল,—মধ্যে মধ্যে দাঁড়াইয়া কাণ পাতিয়া শুনিতেছিল;—আবার সন্তর্পণে অগ্রসর হইতেছিল;—সহসা অন্ধকারে কি যেন তাহার উপর পতিত হইল! কি হইল,—কি ঘটিল, বুঝিবার পূর্ব্বেই কাহারা তাহার

মুখ বাঁধিয়া ফেলিল। জুলেখা কণ্ঠ হইতে বিন্দুমাত্র শব্দ বহির্গত করিতে পারিল না!

হঠাৎ এই ব্যাপার সংঘটিত হওয়ায়, জুলেখা বিস্ময়ে একেবারে স্তম্ভিতা হইয়া গিয়াছিল! সে নুরজিহান বেগমের বাঁদী,—তাঁহার প্রিয়পাত্রী;—এ পর্য্যন্ত কেহ তাহার সহিত এরূপ ব্যবহার করিতে সাহস করে নাই! আজ কাহার এত বুকের পাটা যে, তাহার উপর অত্যাচার করিতে সাহস করে! কি জন্যই বা ইহারা তাহাকে এরূপে আক্রমণ করিয়া, তাহার মুখ বাঁধিয়া ফেলিল! ইহাদের মতলব কি?

জুলেখা অধিকক্ষণ বিস্মিত ও স্তম্ভিত থাকিবার মেয়ে ছিল না। নিমিষে সে আত্মসংযম করিয়া, এই সকল দুর্ব্বৃত্তের হস্ত হইতে মুক্ত হইবার জন্য চেষ্টা পাইতে লাগিল;—কিন্তু তাহার আক্রমণকারিগণ তাহাকে সুদৃঢ়রূপে বাঁধিয়া ফেলিল;—তখন তাহারা ধরাধরি করিয়া তাহাকে লইয়া চলিল!

জুলেখার মুখ কাপড়ে বাঁধা ছিল,—সুতরাং সে একবারও চীৎকার করিবার উপায় পাইল না। তাহার চক্ষুও বাঁধা ছিল,—সুতরাং এই দুরাত্মাগণ তাহাকে কোথায় লইয়া যাইতেছে, তাহাও সে বুঝিতে পারিল না!

মুহূর্ত্তের জন্য তাহার হৃদয় প্রকম্পিত হইল! এখনও মরিবার তাহার সময় হয় নাই;—এখনও মরিবার তাহার ইচ্ছা নাই;—এখনও তাহার জীবনের কার্য্য শেষ হয় নাই। তাহার শত্রুর অভাব ছিল না। এ বেগম-মহলে,—এ বিলাস নন্দন-কাননে,—সুখ, আমোদ-প্রমোদ, আতর গোলাপের মধ্যে,—কাহার শত্রু নাই? কাহার জীবন কবে নিরাপদ? নিশ্চয়ই তাহাকে হত্যা করিবার জন্য ইহারা তাহাকে এইরূপ ভাবে লইয়া যাইতেছে! কোথায়

তাহাকে হত্যা করিবে,—কিরূপে তাহাকে হত্যা করিবে?—কে জানে ইহারা বেগম নুরজিহানের আজ্ঞাবহ নহে? তাহারা তাহার প্রাণ লইতেছে কেন?—যদি ইহারা নুরজিহানের লোক না হয়,—তবে নিশ্চয়ই তাহার নিরুদ্দেশে নুরজিহান আকাশ পাতাল প্রকম্পিত করিবে। জুলেখার মাথার ভিতর এই সকল কথা বিদ্যুতের ন্যায় ছুটিতেছিল,—কিন্তু সে নিরুপায়,—তাহার নড়িবার চড়িবার কিম্বা চীৎকার করিবার ক্ষমতা ছিল না!

সহসা দুর্ব্বৃত্তগণ তাহাকে একস্থানে নামাইল। অতি ক্ষিপ্রহস্তে তাহার বন্ধন খুলিয়া দিল;—তাহার মুখের কাপড় সরাইয়া লইল;—জুলেখা লম্ফ দিয়া দাঁড়াইয়া উঠিল। তখন সে দেখিল, কয়েকজন লোক ছুটিয়া পলাইতেছে,—তাহাদের আপাদমস্তক কাল আলখেল্লায় আবরিত;—তাহারা স্ত্রীলোক কি পুরুষ,—তাহারা কে,—তাহা সে কিছুই জানিতে পারিল না!

জুলেখা আত্মসংযম করিয়া লইবার পূর্ব্বেই, এই সকল ভূতের ন্যায় কৃষ্ণমূর্ত্তি তাহার দৃষ্টির বহির্ভূত হইয়া গেল! সে দেখিল, তাহারা সম্মুখস্থ দরজা সবলে বন্ধ করিয়া পলাইল!

ইহাদের অনুসরণ করা বৃথা ভাবিয়া, জুলেখা দাঁড়াইল। সে কোথায় আসিয়াছে,—দুর্ব্বৃত্তগণ তাহাকে এখানে আনিয়া কেন এরূপে ত্যাগ করিয়া পলাইল,—সে তাহার কিছুই স্থির করিতে পারিল না! এই বিস্তৃত বেগম-মহলের কোন স্থানই প্রায় তাহার অবিদিত ছিল না;—কিন্তু সে যে কখনও এদিকে আসিয়াছে,—তাহা তাহার বোধ হইল না! এই বেগম-মহলে কত গুপ্তগৃহ,—গুপ্তদ্বার,—কত গুপ্তসুড়ঙ্গপথ আছে,—তাহা কেহই জানিত না;—জানিবার উপায়ও ছিল না! যদি বেগম-মহলে কেহ এই সকল গুপ্ত ব্যাপার জানিত,—তবে সে জুলেখা,—সে ব্যতীত আর কেহই

জানিত না;—কিন্তু আজ সে যেখানে নীত হইয়াছে,—সেস্থানে সে পূর্ব্বে আর কখনও আইসে নাই!

এখন কি করা উচিত,—জুলেখা সেই নির্জ্জন মৃত্তিকা নিম্নস্থ অন্ধকারাবৃত পথে দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিল। ইহাদের যদি তাহাকে হত্যা করিবার অভিপ্রায় থাকিত,—তাহা হইলে, তাহারা কখনই তাহাকে এরূপ ভাবে এখানে ফেলিয়া, চোরের ন্যায় পলাইত না;—তবে ইহাদের উদ্দেশ্য কি? ইহারা কাহার লোক? কাহার আজ্ঞায় ইহারা তাহার উপর এরূপ অত্যাচার করিতে সাহস করিয়াছে?

অতি বুদ্ধিমতী জুলেখাও আজ পরাভূতা হইল। সে ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিল না;—সে দ্বারের দিকে অগ্রসর হইল,—দেখিল, অপরদিক হইতে দ্বার রুদ্ধ! সুদৃঢ় লৌহ কবাট,—কিছুতেই খুলিবার উপায় নাই! জুলেখা ইহাও বুঝিল যে, সে এখানে শত চীৎকার করিলেও, কেহ তাহার আর্ত্তনাদ শুনিতে পাইবে না! তবে কি পাপাত্মাগণ তাহাকে অনাহারে অসহনীয় যন্ত্রণা দিয়া হত্যা করিতে চাহে! এ চিন্তায় জুলেখার লৌহনির্ম্মিত হৃদয়ও প্রকম্পিত হইয়া উঠিল;—তাহার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম দেখা দিল! সে দন্তে দন্ত পেশিত করিয়া বলিল, "জুলেখা সহজে মরে না;—যতক্ষণ শ্বাস,—ততক্ষণ আশ!"

এই বলিয়া জুলেখা দ্বার হইতে ফিরিল। দেখিল, ক্ষুদ্র অপরিসর পথ বরাবর কোন্‌দিকে চলিয়া গিয়াছে;—অন্ধকারে কিছুই ভাল দেখা যায় না! জুলেখা বলিল, "আশ্চর্য্য! আমি এদিকটায় কখনও আসি নাই! এখানটা কোথায়! অন্ধকারে কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না;—তবে যখন পথ আছে,—তবে নিশ্চয়ই কোনস্থানে এই পথে যাওয়া যায়। তবে হয় তো এই বদমাইসরা

এদিককার দ্বরজাটাও বন্ধ করিয়া রাখিয়া গিয়াছে! সহজে যখন হত্যা করা যায়,—তখন আমাকে এই অন্ধকার পাতালপুরীতে বন্ধ করিয়া, অনাহারে মারিবার উদ্দেশ্য কি? তবু দেখা যাক্,—এই পথ কতদূর গিয়াছে।”

জুলেখা অগ্রসর হইল;—অন্ধকারে অতি সাবধানে চলিল;—মধ্যে মধ্যে দাঁড়াইয়া কাণ পাতিয়া শুনিতে লাগিল,—কিন্তু চারিদিক ঘোর নিস্তব্ধতায় পূর্ণ,—কোনদিকে কোন শব্দ নাই!

জুলেখা দাঁড়াইল; বলিল, “দেখিতেছি,—এ স্থানটা শিশ-মহলের বাহিরে;—শিশ-মহল হইলে, উপরের শব্দ কিছু না কিছু নিশ্চয়ই শোনা যাইত;—দেখিতেছি, এটা একটা সুড়ঙ্গ পথ! দেখা যাক্,—কোথায় গিয়া শেষ হইয়াছে।”

জুলেখা বহুদূর আসিল,—তাহার পর দেখিল, আর পথ নাই;—সম্পূর্ণ প্রাচীরে বন্ধ! এ দৃশ্যে জুলেখার দুর্দ্দমনীয় হৃদয়েও ভয় হইল! তবে ইহারা সত্য সত্যই এই গর্ত্তে অনাহারে তাহাকে হত্যা করিতে ইচ্ছা করিয়াছে! সে কিয়ৎক্ষণ স্তম্ভিতভাবে দণ্ডায়-মানা রহিল,—তৎপরে সহসা সে চমকিত হইয়া উঠিল! তাহার কর্ণে যেন মনুষ্যস্বর প্রবেশ করিল। তবে নিকটে লোক আছে,—সে চীৎকার করিলে, নিশ্চয়ই তাহারা শুনিতে পাইবে। জুলেখা স্পন্দিতহৃদয়ে কাণ পাতিয়া শুনিতে লাগিল।—তখন সে স্পষ্ট দূরে খিল খিল মধুর হাসি শুনিতে পাইল। স্ত্রীলোকের হাসি,—আমোদের হাসি,—বিলাস বিভোরা হাসি! তবে আর ভয় নাই। নিকটেই যখন স্ত্রীলোক আছে,—যখন সে তাহাদের হাসি শুনিতে পাইতেছে,—তখন সে চীৎকার করিয়া তাহাদের ডাকিলে, তাহারা আসিয়া তাহাকে নিশ্চয়ই রক্ষা করিবে,—স্ত্রীলোকে কখনও তাহাকে হত হইতে দিবে না;—নিশ্চয়ই তাহারা এখনই বাদসা বেগমকে

সংবাদ দিবে! এ বেগম-মহলে তাঁহার প্রিয়পাত্রী হইবার জন্য ব্যাকুলা নহে,—এমন কেহ নাই!

সে চীৎকার করিয়া ডাকিতে যাইতেছিল,—এই সময়ে সহসা তাহার দৃষ্টি পার্শ্বস্থ প্রাচীরে পতিত হইল। অন্ধকারে সে পূর্ব্বে দেখিতে পায় নাই,—এখন দেখিল, পার্শ্বে একটী ক্ষুদ্র দ্বার রহিয়াছে! সে অতি ব্যগ্রভাবে প্রায় ছুটিয়া গিয়া দরজা ঠেলিল;—দেখিল, দরজা খোলা রহিয়াছে;—দরজার পার্শ্বে সিঁড়ি,—ধাপে ধাপে উপরে উঠিয়া গিয়াছে!

এই সিঁড়ি কোথায় গিয়াছে,—তাহা ভাবিবার এ সময় নহে;—জুলেখা সিঁড়ি দিয়া উপরে চলিল! তখন সে হাস্যধ্বনি আরও স্পষ্ট শুনিতে পাইল। বুঝিল, নিকটেই কোথায় কতকগুলি যুবতী স্ত্রীলোক হাস্য পরিহাস করিতেছে! তাহাদের মধুর হাসিতে চারিদিক বিভাষিত হইতেছে! জুলেখা মনে মনে বলিল, "দেখিতেছি, কোন বেগমের আস্তানা! আশ্চর্য্য;—আমি জানি না,—এ বেগম-মহলে এমন স্থানও ছিল!"

সে উপরে আসিয়া দেখিল, একটী বিস্তৃত প্রকোষ্ঠ;—তাহার একদিককার দ্বার ঈষৎ উন্মুক্ত রহিয়াছে;—সেই উন্মুক্ত পথে স্নিগ্ধ আলোক ও কুসুমের সৌরভ গৃহমধ্যে ছড়াইয়া পড়িয়াছে;—গৃহমধ্য হইতে স্তরে স্তরে মধুর হাস্যধ্বনি উঠিতেছে!

পা টিপিয়া টিপিয়া, জুলেখা দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইল,—তাহার পর সে যাহা দেখিল,—তাহাতে স্তম্ভিত হইয়া গেল!

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

সাহাজাদা।

এ বেগম-মহলের ব্যাপারের কিছুই জানিবার জুলেখার বাকি ছিল না;—সে অনেক দেখিয়াছে,—অনেক সহিয়াছে। যাহা পূর্ব্বে বিসদৃশ বলিয়া বোধ হইত, এখন আর তাহাতে বিস্ময়ের কিছুই সে দেখিতে পায় না;—কিন্তু এক্ষণে সম্মুখে সে যে দৃশ্য দেখিল, তাহাতে সেও বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইল!

সুন্দর বিস্তৃত প্রকোষ্ঠ;—মর্ম্মরনির্ম্মিত প্রস্তরের উপর স্বর্ণখচিত অতুলনীয় কারুকার্য্য;—চারিদিক ঝক্ ঝক্ করিতেছে! তাহাতে সুগন্ধি বাতি বিমল আলোকে ঘর আলোকিত করিয়াছে! এক ঝাড় হইতে অপর ঝাড়ে বেল, যুঁই, মতিয়ার মালা ঝুলিতেছে,—তাহাদের মনোমোহন সৌরভে চারিদিক একেবারে বিভোর করিয়া তুলিয়াছে!

নিম্নে পারস্যদেশীয় অতি কোমল গালিচা;—তাহার উপর কিংখাপের শয্যা;—স্বর্ণপাত্রে আসে পাশে চারিদিকে স্তুপাকারে নানা ফুল পতিত রহিয়াছে! বৃহৎ এক মণি-মাণিক্যখচিত স্বর্ণপাত্রে সুরা ও পেয়ালা রক্ষিত,—পার্শ্বে পাত্রে পাত্রে নানাবিধ ফল ও মেওয়া রহিয়াছে!

জুলেখার নিকট ইহার কিছুই নূতন নহে। মণি-মাণিক্য, স্বর্ণ, আতর, গোলাপ, পুষ্প, বহুমূল্যের বহু মেওয়া লইয়াই বেগম-মহল;—সুতরাং ইহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই নহে,—কিন্তু সে দেখিল, আট দশটী পরম লাবণ্যবতী যুবতী আলুলায়িত বেশে শয্যার উপর কেহ উপবিষ্টা,—কেহ অর্দ্ধশায়িতা,—কেহ শায়িতা রহিয়াছে;—সুরাপানে সকলেরই চক্ষু ঢুলু ঢুলু করিতেছে;—সকলেই

প্রায় পূর্ণ মাতোয়ারা হইয়া গিয়াছে,—তবুও সুরাপানে বিরত হইতেছে না। সুরাপূর্ণ করিয়া এ উহাকে স্বর্ণপাত্র দিতেছে;—সকলে হাসিতে হাসিতে গড়াইয়া পড়িতেছে!

তাহাদের মধ্যে মকমলমণ্ডিত তাকিয়ায় ঠেসান দিয়া সাহাজাদা পারবেশ! প্রায় সুরায় চক্ষু নিমিলিত! ঘৃণায় জুলেখা মুখ ফিরাইয়া লইল,—মনে মনে বলিল, "এই অপদার্থ,—এই সসাগরা ভারতের অধীশ্বর হইতে চায়!"

ভ্রুকুটী করিয়া জুলেখা ফিরিতেছিল,—কিন্তু দুই পদ অগ্রসর হইয়া সে দাঁড়াইল;—এখান হইতে বাহির হইবার অন্য উপায় নাই! নিম্নে সেই সুড়ঙ্গ পথ,—তাহার দ্বার রুদ্ধ;—সুতরাং সেদিক দিয়া কোনরূপে বাহির হইয়া যাইবার উপায় ছিল না!

জুলেখা দাঁড়াইল,—ভাবিল, "কি জন্য ইহারা আমায় এখানে আনিয়াছে? এই কুৎসিত বিলাসিতার দৃশ্য দেখাইবার জন্যই কি ইহারা আমায় এখানে আনিয়াছে? কেন,—ইহাদের উদ্দেশ্য কি? পারবেশের উপর আমার ঘৃণা জন্মিবে বলিয়া কি এই কাজ? আমি তাহার কোনকালেই মিত্র নই। সে নুরজিহানের পিয়ারের ছেলে হইতে পারে,—তাঁহাতে আমার কি? আমি নুরজিহানকে তাহার কীর্ত্তি বলিয়া দিব বলিয়াই কি আমাকে এইখানে আনিয়াছে? যাহা হউক,—এখান হইতে বাহির হইতে হইলে, এই ঘর ব্যতীত আর উপায় নাই,—সুতরাং আমাকে নির্লজ্জ হইয়া, এই সুরায় মাতোয়ারা বিলাসিনীদিগের সম্মুখে উপস্থিত হইতে হইল;—উপায় কি?'

জুলেখা ধীরে ধীরে দরজা খুলিল। তাহার দ্বার উন্মোচনের শব্দে রঙ্গিনীগণ চমকিত হইয়া, দ্বারের দিকে চাহিল! নিমিষ মধ্যে তাহাদের হাসি বন্ধ হইল:—হাতের পেয়ালা হাতে রহিল;—

তাহার পর তাহারা খিল খিল করিয়া হাসিয়া, তাকি
বালিস টানিয়া লইয়া, লজ্জা নিবারণের চেষ্টা পাইল ;—সাহাজাদা
চক্ষু অর্দ্ধ উন্মীলিত করিয়াছিলেন,—জড়িত স্বরে বলিলে
"এই যে !"

ক্রোধে জুলেখার মুখ লাল হইয়া গেল। সে এক্ষণে বয়
হইয়াছিল,—কিন্তু এখনও তাহার অপরূপ রূপ সেইরূপই অতুলনী
রহিয়াছে ;—ক্রোধে তাহার মুখের শোভা যেন শতগুণ বৃ
পাইল ! সে গম্ভীরস্বরে বলিল, "সাহাজাদা,—আমাকে অপমা
করিবার জন্য কি এখানে আনিয়াছ,—তুমি জান আমি কে ?"

পরবেশের সাহসের ভাগ বরাবরই কম ছিল। জুলেখার ক্রো
পরবেশ ভীত হইয়া উঠিয়া বসিলেন ;—বলিলেন, "না,—তা নয়,-
জুলেখা বিবি ;—রাজকার্য্যের জন্য——"

জুলেখা তাঁহার কথায় প্রতিবন্ধক দিয়া বলিল, "এই f
তোমার রাজকার্য্যের সময় ?"

সাহাজাদা হাসিয়া বলিলেন, "সে দোষ আমার নয়। এ সম
তোমায় ডাকিতে বলি নাই ; - মূর্খেরা ভুল করিয়াছে !"

"চোক বাঁধিয়া এরূপ ভাবে আনিবার উদ্দেশ্য কি ?—সংবা
দিলে আমি কি আসিতাম না ?—বাদসা বেগমকে অনুরোধ করিলে
তিনি আমায় পাঠাইয়া দিতেন।"

"ঐ টুকুই একটু গোল।"

"কেন ?"

"মতলব আছে বই কি ? তুমি আমায় মূর্খ ভাবিয়াছ,—তাহ
আমি নই।"

"সাহাজাদা,—আমি তোমার মায়ের বয়সী,—আমার সম্মু
এই গুলোকে রাখিতে কি তোমার লজ্জা হইতেছে না ?

পথ দেখাইয়া দেও,—আমি বাদসা বেগমের কাছে যাইব। সাহাজাদা,—দেখিতেছ, কাহার নামাঙ্কিত অঙ্গুরী আমার হস্তে রহিয়াছে ?"

এই বলিয়া জুলেখা হস্ত বাড়াইয়া দিল;—তাহার অঙ্গুলীতে নুরজিহানের নামাঙ্কিত চিরবিখ্যাত অঙ্গুরীয় ঝক্ ঝক্ করিয়া উঠিল! এই অঙ্গুরী দেখিলে মস্তক অবনত করিত না, এমন বুকের পাটা মোগল দরবারে কাহারও ছিল না!

জুলেখা বলিল, "সাহাজাদা, তোমার কথার আমি কোনই অর্থ বুঝিতে পারিতেছি না। যদি আমার সহিত তোমার কোন কথা থাকে,—তবে এই কি তাহার সময় ?"

পরবেশ টলিতে টলিতে উঠিয়া বসিলেন। সুন্দরীগণকে কি ইঙ্গিত করিলেন,—তাহারা হাসিতে হাসিতে ছুটিয়া, পার্শ্ববর্ত্তী এক গৃহে পলাইল। পরবেশও উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিলেন। ক্রোধে জুলেখার মুখ লাল হইয়া গেল,—সে বজ্রগম্ভীর শব্দে বলিল, "সাহাজাদা,—তুমি দিল্লির অধীশ্বর হইতে চাও ?"

পরবেশ বলিয়া উঠিলেন, "শোভনাল্লা! অধীন একদিনের জন্যও সে ইচ্ছা করে না ;—দশজনে পড়িয়া অধীনের সর্ব্বনাশ করিতেছে,—সে কি করিবে ?"

এতক্ষণ জুলেখা গৃহমধ্যে প্রবেশ করে নাই ;—এক্ষণে গৃহমধ্যে আসিয়া, দ্বারের নিকট দাঁড়াইল ;—তাহাকে এখানে আনিবার উদ্দেশ্য সে বিন্দুমাত্র বুঝিতে পারিল না। পরবেশের যে গূঢ় ষড়যন্ত্র করিবার ক্ষমতা বা ইচ্ছা ছিল,—তাহা তাহার বোধ হইল না। সে গম্ভীরভাবে বলিল, "সাহাজাদা,—আমায় পথ ছাড়িয়া দেও ;—আমি বাদসা বেগমের নিকট যাইব।"

পরবেশ বলিল, "জুলেখা বিবি,—আমি সত্যই বলিতেছি, যে

আমি তোমায় এখানে আনি নাই;—তবে তুমি যে এই পথে কোথায়ও যাইবে,—তাহা শুনিতেছিলাম মাত্র। এ সময়ে আমার গৃহে অন্য কেহ আসিলে, তাহার শির এতক্ষণ থাকিত না।"

জুলেখা বলিল, "তবে কিজন্য কে এই রকমে আমায় এখানে আনিয়াছে?"

সাহাজাদা বলিতে যাইতেছিলেন, "আমার——"

তাহার পর তাঁহার কণ্ঠ হইতে এক অব্যক্ত কণ্ঠস্বর বহির্গত হইল;—তিনি অতি বিস্ময়ে বিস্ফারিত নয়নে চাহিয়া রহিলেন!

সহসা কি হইল, জুলেখা প্রথম তাহার কিছুই বুঝিতে পারিল না। নিমিষের জন্য সে সাহাজাদার অস্পষ্ট বিস্ময়সূচক শব্দ শুনিল! নিমিষের জন্য তাঁহার বিস্ময়ান্বিত বিস্ফারিতনয়ন দেখিল;—তাহার পর চারিদিক অন্ধকার দেখিল;—কি হইল, কয়েক মুহূর্ত্ত কিছুই বুঝিতে পারিল না!

সে তাহার পরে বুঝিল, সে যে স্থানে দণ্ডায়মান ছিল,—সে স্থানটা তাহার পদনিম্নে ধীরে ধীরে নামিয়া যাইতেছে! সে পড়িয়া যাইবার ভয়ে বসিয়া পড়িয়া, দুই হস্তে পদনিম্নস্থ প্রস্তর চাপিয়া ধরিয়াছে! চারিদিক ঘোর অন্ধকার,—কিছুমাত্র দেখিবার উপায় নাই! সে কেবল এইমাত্র বুঝিতেছে যে, নিম্নদিকে,—অতি নিম্নদিকে;—যেন সে পাতালপুরে নামিয়া যাইতেছে!

অন্য আর কেহ হইলে, ভয়ে হয় আর্ত্তনাদ করিত,—অথবা একেবারে সংজ্ঞাহীনা হইয়া যাইত। জুলেখার হৃদয় প্রস্তরে গঠিত,—সে প্রথমে বিস্মিতা হইয়াছিল,—একটু ভীতাও হইয়াছিল;—কিন্তু মুহূর্ত্তে সে আত্মসংযম করিয়া লইল;—ভাবিল, ইহাদের দেখিতেছি, আমায় প্রাণে মারিবার ইচ্ছা নাই। যদি তাহাই হইত, তবে আমায় হত্যা করা ইহাদের পক্ষে বড় কঠিন হইত না। হয় তো নুরজিহানের

ভয়েই তাহারা, তাহার প্রাণ লইতে সাহস করিতেছে না! যাহাই হউক, জুলেখা কচি খুকী নহে,—সে এই দশ বৎসরের উপর বেগম-মহলে আছে;—সে সহজে কিছুতে বিস্মিত হইবে না;—তবে আশ্চর্য্যের বিষয়,—আমি ভাবিয়াছিলাম, এই বিস্তৃত রহস্যের আকর স্থান রহস্য-মন্দির,—বেগম-মহল আমার নখদর্পণ হইয়াছে;—কিন্তু এখন দেখিতেছি,—আমি ইহার কিছুই বিশেষরূপে জানিতে পারি নাই!"

অন্ধকার ক্রমে গাঢ় হইতে গাঢ়তর হইতেছিল,—শেষ অন্ধকার এত গাঢ় হইল যে, জুলেখা নিজের হাত পর্য্যন্ত দেখিতে পাইল না! চারিদিক যেন জলে পূর্ণ,—যেন কি একটা দুর্গন্ধময় বায়ু প্রবাহিত হইতেছে,—তাহার নিশ্বাস ফেলিতে কষ্ট হইতেছে;—উপরে শ্বেত ঝাড়ে আলোকিত,—নানা সৌরভে বিভাষিত নন্দন-কানন-প্রতিম পরবেশের বিলাস গৃহ;—আর তাহারই নিম্নে এই ঘোর অন্ধকারপূর্ণ পাতালপুরী! একই স্থানে স্বর্গ ও নরকের সমাগম যদি কোথায়ও থাকে,—তবে সে এই মোগলদিগের বেগম-মহলে!

সে আরও কত নিম্নে যাইবে,—সে কোথায় যাইতেছে,—কে তাহাকে এইরূপে পাতালপুরীতে নিমগ্ন করিতেছে;—জুলেখা তাহার কিছুই স্থির করিতে পারিল না। ক্রমে তাহার চিন্তাশক্তিও বিলুপ্ত হইয়া আসিতেছিল; সে বলিল, "হাতের ভিতর মৃত্যু রহিয়াছে,—তবে এমন করিয়া মরি কেন?"

তাহার পরেই সে বলিল, "না,—এখনও আমার মৃত্যুর সময় হয় নাই;—এখনও আমার কার্য্যের শেষ হয় নাই;—এখনও আমার জ্বলন্ত প্রতিহিংসায় পূর্ণাহুতি প্রদান করা হয় নাই;—না,—এখনও আমার মৃত্যুর সময় হয় নাই,—দেখি, কতদূর কি হয়!"

জুলেখা দন্তে দন্ত পেষিত করিয়া বসিয়া রহিল। ভাবিল, আমি যতক্ষণ নীচের দিকে আসিতেছি,—ততক্ষণ বোধ হয় পাতালের নীচেও চলিয়া যাইতাম;—না,—আমি নিশ্চয় নীচেয় যাইতেছি না,—নিশ্চয়ই আমি যাহাতে বসিয়া আছি,—তাহা নীচে না গিয়া, প্রাসাদের নীচে নীচে কোনদিকে যাইতেছে;—কোন কলের সাহায্যে কোনদিকে চলিয়াছে,—কি ভয়ানক কল!"

সহসা জুলেখার চক্ষু ঝল্‌সাইয়া গেল! ঘোর অন্ধকার হইতে সে সহসা অতিশয় আলোকে আসিয়া পড়িল!

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

পাতালপুরে।

অন্ধকার হইতে অতিশয় আলোকে আসিয়া পড়ায়, জুলেখা প্রথমে কিছুই দেখিতে পাইল না;—কিয়ৎক্ষণ স্তম্ভিতপ্রায় বসিয়া রহিল! সে কোথায় আসিয়াছে,—তাহার সে কিছুই স্থির করিতে পারিল না! তাহার কর্ণেও কোন শব্দ প্রবেশ করিল না,—চারিদিকে এক অভূতপূর্ব্ব ঘোর নির্জ্জনতা বিরাজ করিতেছে! সে কোথায়?

ক্রমে ধীরে ধীরে তাহার দেখিবার ক্ষমতা জন্মিল;—তখন সে দেখিল, এক বিস্তৃত গৃহ! গৃহমধ্যে কোন আসবাব নাই;—কেবল উপর হইতে একটী বৃহৎ পিত্তল নির্ম্মিত প্রদীপ ঝুলিতেছে! সেই প্রদীপের আলোকে গৃহ আলোকিত! মস্‌জিদ মধ্যে দিন রাত্রি এই সকল প্রদীপ জ্বলিয়া থাকে,—তবে কি সে কোন-গতিকে কোন মস্‌জিদ মধ্যে নীত হইয়াছে! কি অত্যাশ্চর্য্য

কৌশলে তাহারা এই স্থানে তাহাকে আনিয়াছে!—সে কোথায়?—সে কি প্রাসাদের বাহিরে আসিয়াছে,—হয় তো সে দুর্গেরও বাহিরে আসিয়া পড়িয়াছে।

সে গৃহটী ভাল করিয়া দেখিতে লাগিল। প্রস্তরনির্ম্মিত ঘর,—দুইটী ক্ষুদ্র গবাক্ষ ও একটী দ্বার ব্যতীত আর গৃহে অন্য গবাক্ষ নাই;—প্রদীপটী ব্যতীত গৃহমধ্যে আর কোনই আসবাব নাই!

জুলেখা অতি সাবধানে চারিদিকে চাহিতে লাগিল,—গৃহমধ্যে কাহাকেও দেখিতে পাইল না;—সে কিরূপে এই স্থানে নীত হইল,—তাহাও সে বুঝিতে পারিল না! সে অতি বিস্মিতভাবে চারিদিকে চাহিতেছে! এই সময়ে অতি ধীরে ধীরে নিঃশব্দে গৃহের দ্বার উন্মুক্ত হইল,—তৎপরে ধীরে ধীরে নিঃশব্দে গৃহমধ্যে এক ব্যক্তি প্রবেশ করিল! জুলেখা সত্বর কটী-বস্ত্রমধ্যস্থ শাণিত ছুরিকা সবলে দক্ষিণ হস্তে ধরিল;—কিন্তু সে তাহা বস্ত্র মধ্য হইতে বাহির করিল না। যিনি গৃহমধ্যে আসিলেন,—তাঁহাকে দেখিয়া ভয় হয় না;—বরং ভক্তি হয়।

অতি দীর্ঘ পুরুষ,—আবক্ষ শ্বেত শ্মশ্রু শোভমান;—পরিধান লম্বা আলখেল্লা,—গলায় বহুবিধ হার,—হস্তে ক্ষুদ্র যষ্টি;—দেখিলেই ইহাকে একজন অতি ধর্ম্মপ্রাণ মুসলমান ফকির বলিয়া বুঝিতে বিলম্ব হয় না। তিনি জুলেখাকে ছুরিকা ধরিতে দেখিয়া, মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "সর্ব্বসুন্দরি! আমি জানি, তোমার কাছে বিষ ও ছোরা দুইই আছে।"

সর্ব্বসুন্দরী! সর্ব্বসুন্দরী সেই দূর বাঙ্গালাদেশে বহুকাল পূর্ব্বে মারা গিয়াছে,—সর্ব্বসুন্দরী আর নাই,—আজ কতকাল কেহ তাহাকে এ নাম ধরিয়া ডাকে নাই;—সহসা এই নাম শুনিয়া, জুলেখা অতি বিস্ময়ে স্তম্ভিতপ্রায় হইয়া রহিল! তাহার মুখ হইতে বাক্য

নিঃসৃত হইল না;—সে বিস্ফারিত নয়নে এই অতি বৃদ্ধ ফকিরের দিকে চাহিয়া রহিল!

ফকির বলিলেন, "এ বেগম-মহলে ধর্ম্মরক্ষা করিতে হইলে, সকলকেই সর্ব্বদা তাহার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হয়;—বিষ আত্ম-হত্যার জন্য,—আর ছোরা দুর্ব্বৃত্তের বুকে বসাইবার জন্য;—নয় কি,—সর্ব্বসুন্দরী?"

জুলেখা কতকটা আত্মসংযম করিয়াছিল। বলিল, "আমি সর্ব্ব-সুন্দরী নই,—আমি বাঁদী জুলেখা।"

ফকির বলিলেন, "আমি তোমার ইতিহাস সকলই জানি।"

জুলেখা বলিল, "সম্ভব,—কিন্তু সে বহুকালের কথা;—সর্ব্ব-সুন্দরী বহুকাল হইল মরিয়া গিয়াছে,—যাহাকে দেখিতেছেন, সে মুসলমানী,—জুলেখা বাঁদী।"

ফকির অতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, "তাই কি ঠিক?"

জুলেখা সবেগে বলিল, "তাই ঠিক।"

ফকির কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য নীরব রহিলেন। তিনি অতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে জুলেখার মুখ লক্ষ্য করিতেছিলেন,—তাহার হৃদয়ের অন্তস্তম প্রদেশে পর্য্যন্ত প্রবিষ্ট হইবার জন্য চেষ্টা পাইতেছিলেন;—অতি গম্ভীর ভাব হইতে গম্ভীর ভাব ধারণ করিতেছিলেন,—অবশেষে ধীরে ধীরে বলিলেন, "না,—ঠিক নয়;—তুমি এখনও সর্ব্বসুন্দরীই আছ।"

জুলেখা রাগত হইল; বলিল, "দেখুন,—আপনি যেই হউন,—আপনাকে চিনি না,—জানি না;—আমাকে এরূপ ভাবে এখানে কেন আনিয়াছেন, তাহা আমি জানি না। এ সব কি ভাল কাজ করিয়াছেন?"

ফকির অতি ধীরে ধীরে বলিলেন, "গুরুতর রাজকার্য্য সমাধা

করিতে হইলে,—অনেক সময়ে অনেক অসন্তোষ-জনক কাজও সমাধা করিতে হয়।"

জুলেখা সবেগে বলিল, "কাল বাদসা বেগম নুরজিহানের নিকট এ সকলের বিচার হইবে।"

ফকির মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "যখন তুমি সকল শুনিবে,—তখন আমি জানি, তুমি আর কোন কথায়ই কাহাকেও বলিবে না।"

"আপনি কি মনে করেন যে, এই সকল অত্যাচারের কথা আমি নুরজিহানকে কিছু বলিব না ?"

"নিশ্চয়ই নয়।"

জুলেখা অতি বিস্ময়ে ফকিরের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল; বলিল, "দেখিতেছি,—আপনি সকল বিষয়েই বড় নিশ্চিত।"

ফকির বলিলেন, "বসো,—তোমার সঙ্গে কথা আছে,—সকল শুনিলে, তুমি নিজেই সকল বুঝিতে পারিবে।"

এ স্থানে জুলেখার আর এক মুহূর্ত্তও থাকিবার ইচ্ছা ছিল না;—কিন্তু সকল ব্যাপার জানিবার জন্যও তাহার নিতান্ত কৌতূহল হইল। সে নীরবে বসিল,—ফকিরও বসিলেন। তাহার পর বলিলেন, "তোমার সঙ্গে আমার নির্জ্জনে দেখা হওয়া নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছে,—অথচ তোমার সঙ্গে আমার দেখা হইয়াছে,—ইহা অপরে জানিতে পারিলে, বিশেষ অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা আছে।"

"কেন,—আপনি কে ?"

"সকলই সময়ে জানিতে পারিবে,—ব্যস্ত হইও না। তাহাই তোমায় এ ভাবে এখানে আনিতে বাধ্য হইয়াছি।"

"পরবেস জানিয়াছে, আমি এখানে আসিয়াছি ?"

"হাঁ,—তাঁহাকেও এ কথা জানিতে দিবার আমার ইচ্ছা ছিল

না,—কিন্তু এখানে তোমায় আনিতে হইলে, তাঁহার ঘর দিয়া না আনিলে, অন্য উপায় নাই,—তাহাই তাঁহাকে বলিতে হইয়াছে;—তবুও সে প্রাণ থাকিতে প্রকাশ করিবে না।"

"তাঁহার উলঙ্গ বিলাসিনীরা আমায় দেখিয়াছে,—তাহাদের মুখব হইবে না।"

ফকিরের মুখ গম্ভীর হইল,—তিনি চিন্তিতভাবে বলিলে "যত মূর্খ লইয়া কাজ হইয়াছে। যাক্,—যাহাতে এ কথা প্রকা না হয়,—তাহার ব্যবস্থা আমি করিব।"

জুলেখা বলিল, "এমন ভাবে আপনার আমার সঙ্গে দেখা করিবার মতলব কি?"

ফকির ধীরে ধীরে বলিলেন, "সকলই সময়ে জানিতে পারিবে; এখন কাজের কথা হউক।"

জুলেখা বিরক্তভাবে বলিল, "তাহাই হউক। যখন আপনি আমার উপর এরূপ অত্যাচার করিলেন,—আমায় এই কোথা আনিয়াছেন;—তখন আপনি যাহা বলিবেন, তাহা আমি শুনি বাধ্য। বলুন,—যত শীঘ্র হয়, আপনার কথা শেষ করিয়া, আ এখান হইতে যাইতে দিন।"

ফকির মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "তুমি যথার্থই সিংহিনী! তো দের মধ্যে কে বড়,—নুরজিহান না তুমি?"

জুলেখা রাগতস্বরে বলিল, "ঠাট্টা বিদ্রূপ রাখুন,—যদি কোন কাজের কথা থাকে বলুন।"

ফকির ধীরে ধীরে বলিলেন, "তাই ভাল,—কাজের কথাই হউক। প্রথম—তুমি নামে জুলেখা বাঁদী হইয়াছ,—কাজে সর্ব্ব-সুন্দরী আছ?"

জুলেখা রাগত হইয়া বলিল, "আপনি আমায় যথেষ্ট অপমান

করিয়াছেন,—আর ওনাম করিয়া অপমান করিতেছেন কেন? আপনিকে আমি জানি না,—আমি আপনার কখনও কোন অনিষ্ট করি নাই,—তবে কেন আপনি এ ভাবে আমায় অপমান করিয়া কষ্ট দিতেছেন?"

ফকির বলিলেন, "তোমায় অপমান করিবার আমার কিছুমাত্র ইচ্ছা নাই। বিনা উদ্দেশ্যে আমি পূর্ব্বকথা তুলিতেছি না। তুমি পূর্ব্বকথা কিছুমাত্র ভুল নাই,—তুমি নামে জুলেখা হইয়াছ;—কিন্তু প্রকৃত পক্ষে সর্ব্বসুন্দরী রহিয়াছ।"

জুলেখা কি বলিতে যাইতেছিল,—ফকির তাহাকে প্রতিবন্ধক দিয়া বলিলেন, "আমার কথায় বাধা দিও না;—সকল শোন।"

জুলেখা আত্মসংযম করিয়া নীরব রহিল;—ফকির বলিলেন, "তুমি এই বিশ বৎসর প্রতিহিংসার চেষ্টায় সর্ব্বদা নিযুক্ত আছ—তুমি সাহায্য না করিলে, হতভাগ্য শের আফগান কখনও হত হইত না।

জুলেখা সবেগে বলিয়া উঠিল, "দেখিতেছি আপনি অনেক কথা জানেন? সেই দুরাত্মা আমার স্বামীকে হত্যা করিয়া আমায় কাড়িয়া আনিয়া মুসলমান করিয়াছিল,—তাহার স্ত্রীর দাসী করিয়াছিল,—আমার প্রাণের কন্যা লইয়া আমার শ্বশুর দেশত্যাগী হইয়াছিলেন;—সেই পাপীর মৃত্যু সংঘটনে যদি একটু সাহায্য করিয়া থাকি, তবে কি অন্যায় করিয়াছি।"

ফকির বলিলেন, "না, আমি তাহা বলি না। সে দুরাত্মা তাহার উপযুক্ত দণ্ডই পাইয়াছে! কিন্তু তাহাতেও তোমার প্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থ হয় নাই।

জুলেখা বলিল, "একথা আপনার ভুল? আমি পূর্ব্বকথা সকলেই ভুলিয়া গিয়াছি, বাদসা বেগম আমাকে ভগিনীর ন্যায় স্নেহ করেন,

আমার কোন দুঃখ কষ্ট নাই, কেহ কি বলিতে পারে যে, আমি বেগম-মহলে আসিয়া একদিনের জন্যও কাহারও অনিষ্ট করিয়াছি।"

"না—তাহা কর নাই,—সকলেই তোমাকে মান্য ভক্তি করে,—ভালবাসে;—আমি জানি তুমি নুরজিহানের উপর নুরজিহান। তোমার প্রতিহিংসা কি সাধারণ স্ত্রীলোকের প্রতিহিংসার ন্যায় কখনও হইতে পারে?"

"আপনি কি বলিতেছেন,—তাহার কিছুই বুঝিতেছি না।"

"বুঝিতেছ সব,—বলিতেছ না,—এই মাত্র,——"

"আপনিই তবে বলুন।"

"তুমি মুসলমান সাম্রাজ্যের সর্ব্বনাশ সাধনের জন্য বদ্ধ পরিকর হইয়া এই বিশ বৎসর চেষ্টা পাইতেছ—তুমি মুখে নুরজিহানকে ভালবাস,—প্রাণে প্রাণে—তিল তিল করিয়া তাহার সর্ব্বনাশ সাধনের চেষ্টা পাইতেছ,—তুমি দিল্লির সিংহাসন হইতে মোগল বিতাড়িত করিয়া হিন্দু বসাইতে চেষ্টা পাইতেছ—নয় কি সর্ব্বসুন্দরী?"

মুহূর্ত্তের জন্য জুলেখার মুখ যেন কি এক কাল মেঘে আবরিত হইল, কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই সে উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিল, বলিল, "ফকির সাহেব,—আপনি স্বপ্ন দেখিতেছেন? এ সব ভয়াবহ কথা আমার এই ক্ষুদ্র মস্তিকে এক নিমিষের জন্যও স্থান পায় নাই। আমি সামান্য বাঁদী মাত্র, এক সময়ে যাহা ছিলাম তাহা অনেক দিন ফুরাইয়া গিয়াছে! আপনি কি ক্ষেপিয়াছেন?"

অতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ফকির জুলেখার মুখের দিকে চাহিয়াছিলেন,—জুলেখা নীরব হইলে তিনি মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "সকলেই এই ভারতবর্ষে জানে যে বাঙ্গালীর বুদ্ধির সমতুল্য বুদ্ধি আর কাহারও নাই, তুমি সেই বাঙ্গালীর মেয়ে, নুরজিহান তোমার পদনখের উপযুক্ত নহে।"

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

নূতন কথা।

জুলেখা উঠিয়া দাঁড়াইল,—বলিল, "আপনার সঙ্গে অনর্থক কথা কাটাকাটি করিয়া কোনই ফল দেখিতেছি না? বাদসা বেগম এখনি আমার অনুসন্ধান করিবেন,—তখন একটা হুলুস্থূল পড়িয়া যাইবে।"

ফকির বলিলেন, "বেগম আজ রাত্রে তোমার অনুসন্ধান করিবার সময় পাইবেন না।"

"কেন?"

"বাদসা তাঁহার প্রাসাদে গিয়াছেন।"

"দেখিতেছি আপনি অনেক সংবাদ রাখেন। আমি যাহা জানি না, অপনি তাহা জানেন।"

ফকির মৃদু হাসিলেন, বলিলেন, তাহা তো স্পষ্টই দেখিতে পাইতেছ;—যখন দেখিতেছি, তুমি মন খুলিয়া আমার সহিত কথা কহিবে না,—ইহাতে উভয় পক্ষেরই ভাল হইত।

"আমার মন খুলিয়া কিছুই বলিবার নাই। আমি সামান্য বাঁদী,—মোগলের রাজকার্য্যের সহিত আমার সম্বন্ধ কি?"

"আছে,—নতুবা এরূপভাবে তোমায় এখানে আনিতাম না। যাক; যখন তুমি কোন কথাই বলিবে না তখন তোমায় বাধ্য হইয়া আমায় দুই একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতে হইতেছে।"

"যাহা জিজ্ঞাসা করিবার থাকে, তাহা করুন মহাশয়,—আমায় শীঘ্র শীঘ্র এখান হইতে যাইতে দিন।"

"প্রথম তোমার মেয়ের সম্বাদ তুমি রাখ?"

"না, আমি তাহার কথা কিছুই জানি না, আমার কাছে সে মরিয়াছে।"

"তুমি বলিতে চাও যে, সে এই আগ্রায় নাই ?"

"আমি জানি না,—আপনি বোধ হয় জানেন ?"

"তুমি তাহা হইলে, তাঁহার সন্ধান লইতে চাও না ?"

"না,—আমার জাত গিয়াছে,—আমি বাঁদী হইয়াছি ;—সে যদি বাঁচিয়াও থাকে, তবে আমি কখনও তাহাকে আমার কালা মুখ দেখাইব না।"

"তুমি তোমার শ্বশুরের কোন সংবাদ রাখ না ?"

"না,—লোকে যাহা বলে, তাহাই ঠিক। তিনি আমার মেয়েকে লইয়া গঙ্গায় ডুবিয়া মরিয়াছেন !"

"তোমার এই বিশ্বাস ?"

"হাঁ মহাশয়,—আমার এই বিশ্বাস। আপনি আমায় এরূ বাজে প্রশ্ন করিয়া বিরক্ত করিতেছেন কেন ?"

ফকির তাহার কথায় কাণ না দিয়া বলিলেন, "দিল্লিতে যে খুন হইতেছে,—বা যে মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছে,—এই হত্যাকাণ্ডের বিষয় তুমি কিছু জান না ?"

জুলেখা অতিশয় রাগত হইয়া উঠিল ; বলিল, "আপনি দেখিতেছি, আমায় খুনি বলিতেও ক্রটী করিতেছেন না !"

"ফতেপুর সিক্রিতে যাহা ঘটিয়াছে,—তাহারও কিছু তুমি জান না ?"

"কিছুই জানি না,—কেমন করিয়া জানিব ?"

"সাহাজাদা খুরাম কোথায় লুকাইয়া আছেন,—তাহাও কি তুমি জান না ?"

"না মহাশয়,—আমি আর আপনার এই পাগলামি কথার উত্তর দিব না।"

"তরকারিওয়ালী,—বৃদ্ধা পাগলী,—সন্ন্যাসী,—মৌলবী,—কে সাজিয়াছিল,—তাহাও জাননা ?"

"বলিতেছি না,—কি আপদেই পড়িলাম!"

"তাহা হইলে, আমি যাহা যাহা বলিতেছি,—সমস্তই মিথ্যা?"

"যাহার আমি কিছুই জানিনা,—তাহার সত্য কি মিথ্যা কি বলিব?"

"সর্ব্বসুন্দরী,—তোমার বাহাদুরি আছে! আমার সঙ্গে পরামর্শ করিলে, ভাল হইত;—বোধ হয় তোমার অভীষ্ট সিদ্ধির পক্ষে উপকার হইত,—ভাল বুঝিলে না।"

জুলেখা দৃঢ়ভাবে বলিল, "যদি আমার কিছু অভীষ্ট থাকিত,—তাহা হইলে, না হয় আপনার সঙ্গে পরামর্শ করিতাম।"

ফকির বিষণ্ণ স্বরে বলিলেন, "আমার সহিত খোলা কথা হইলে, ভাল হইত।"

জুলেখা অতি রাগত স্বরে বলিল, "মহাশয়,—আমার ভালয় কাজ নাই;—আমায় যাইতে দিন।"

"তবে যাও।"

"কোন্ পথে যাইব?"

"বোধ হয় দ্বার খোলাই আছে। তবে আজ যাহা দেখিলে,—যাহা শুনিলে,—তাহা কাহাকে বলা উচিত, কি অনুচিত, তাহা বিবেচনা করিও।"

"নিশ্চয়ই করিব,—শীঘ্রই তাহার ফল জানিতে পারিবেন।"

ফকির হাসিয়া বলিলেন, "সহস্র চেষ্টা করিলেও, তুমি আমার সন্ধান পাইবে না;—পরবেসের বিরুদ্ধে কিছু বলিলে, অনিষ্ট ভিন্ন ইষ্ট হইবে না;—যাও।"

এই বলিয়া, ফকির সম্মুখস্থ দ্বার দেখাইয়া দিলেন। জুলেখা বলিল, "এই দরজা দিয়া গেলে, কোথায় যাইব?"

ফকির বলিলেন, "গিয়াই দেখ;—তবে যাইবার আগে আর

একবার বলি,—আমার সহিত খোলাখুলি কথা কহিলে, ভাল কাজই করিতে;—এক সময় না এক সময় আমার দ্বারা তোমার উপকার হইত।"

জুলেখা দ্বারের দিকে দুই পা অগ্রসর হইয়া দাঁড়াইল। ফকিরের দিকে ফিরিয়া বলিল, "আপনি যাহা কিছু ভাবিয়াছেন,—সে সমস্তই আপনার ভুল;—তবুও আপনাকে জিজ্ঞাসা করি,—আপনাকে শত্রু ভাবিব, কি মিত্র ভাবিব?"

ফকির চিন্তিতভাবে বলিলেন, "ইচ্ছা করিলে, আমায় বন্ধু করিতে পার,—ইচ্ছা করিলে, আমায় শত্রু করিতে পার;—উভয়ই তোমার ইচ্ছার উপর নির্ভর করিতেছে।"

জুলেখা বলিল, "সব শুনিয়া রাখাই ভাল। আপনি কে জানিতে পারি?"

"সামান্য ফকির মাত্র।"

"আমি যেমন বাঁদী।"

"কতকটা;—এই পর্য্যন্ত জানিও, আমি মোগলের বন্ধু;—হিন্দুর শত্রু নই। যাও।"

"এই দ্বরজা দিয়া বাহির হইলে, প্রাসাদে যাইতে পারিব?"

"বাহির হইয়াই দেখ।"

"আর আপনার সঙ্গে দেখা হইবার সম্ভাবনা আছে?"

"প্রয়োজন হইলেই দেখা হইবে;—যাও,—আর কোন কথা প্রয়োজন নাই।"

জুলেখা দ্বরজা খুলিয়া বাহিরে আসিল। অমনই পশ্চাদ্দিকে কি একটা শব্দ হইল,—সে চমকিত হইয়া ফিরিল! দেখিল, তাহার পশ্চাতে আর দ্বরজা নাই,—কেবল প্রস্তর-প্রাচীর দণ্ডায়মান রহিয়াছে' এখানে যে দ্বরজা ছিল বা আছে,—তাহা জানিবার উপায় নাই!"

সে যেখানে দণ্ডায়মানা রহিয়াছে তাহা একটী ক্ষুদ্র গৃহ;—গৃহের পার্শ্বে সিঁড়ি উপরে উঠিয়া গিয়াছে,—উপরে কোথাও আলো জ্বলিতেছে, সেই আলোক নিম্নে পতিত হইয়া এই ক্ষুদ্র গৃহ অৰ্দ্ধ আলোকিত করিয়াছে! সেই আলোকে জুলেখা গৃহের চারিদিকের প্রাচীর বিশেষ রিয়া দেখিল, কিন্তু দ্বারের চিহ্ন মাত্র দেখিতে পাইল না।

সে কোথায় আসিয়াছে? এখন কত রাত্রি হইয়াছে,—সে কি স্বপ্ন দেখিতেছে? এই বিস্তৃত প্রাসাদের কোন স্থানই তাহার অবিদিত ছিল না,—সুতরাং সে আজ যাহা দেখিল, তাহা কি সকলই স্বপ্ন! আর এখানে দণ্ডায়মান থাকা বৃথা ভাবিয়া সে দ্রুতপদে সিঁড়ি দিয়া উপরে চলিল,—উপরে আসিয়া দেখিল—সুন্দর মস্‌জিদ;—মধ্যস্থলে উপরে সহস্র ডালযুক্ত মনোহর ঝাড়ে শত শত বাতি জ্বলিতেছে।

মস্‌জিদ দেখিলে এ কোন মস্‌জিদ তাহা জানিতে কাহারই ক্লেশ পাইতে হয় না,— আগাগোড়া সুন্দর মারবেল প্রস্তরে নির্ম্মিত, াতি সুন্দর ছবির ন্যায় ঝক্‌মক করিতেছে! আগ্রা দুর্গস্থিত মতি স্‌জিদ এখনও ছবির ন্যায় শোভা পাইতেছে;—তখন জাহাঙ্গীরের য় ইহা যে আরও কত সুন্দর ছিল, তাহা বলা বাহুল্য। জুলেখা খিয়াই বুঝিল যে, সে খাস-মস্‌জিদের ভিতর আসিয়াছে। বাদহ ও রাজন্যগণের নমাজের জন্য এ মস্‌জিদ,—সাধারণের উপাার জন্য এ মস্‌জিদ নহে। সাহাজান ইহার নাম মতি-মস্‌জিদ খিয়াছিলেন। পূর্ব্বে ইহা খাস-মস্‌জিদ বলিয়া উল্লেখিত ছিল।

খাস-মস্‌জিদ প্রাসাদের বাহিরে অবস্থিত,—কোন সুড়ঙ্গ পথ ছে,—তাহা কেহ জানিত না। জুলেখা যখন জানিত না,—ম নিশ্চয়ই আর কেহ জানে না, খুব সম্ভব, দুই এক জন ব্যতীত এ কথা আর কেহ জানে না। সাহাজাদা পরবেসও

নিশ্চয়ই এ গুপ্ত সুড়ঙ্গপথের কথা জানেন না, তিনি জানিলে কখনই তাহার এইরূপ নিম্নদিকে অন্তর্ধানে এত বিস্মিত হইতেন না? তাহার সেই অতি বিস্ময় বৰ্জ্জিত মুখ এখনও জুলেখার চক্ষের উপর রহিয়াছে। সে আরও বুঝিল, পরবেস অধিক কথা কিছুই জানে না,—হয়তো এইমাত্র জানে যে, এই ফকির বা অপরাপরে তাহাকে সিংহাসনে স্থাপিত করিবার জন্য চেষ্টা পাইতেছে,—সুতরাং তাহারা তাহার বন্ধু;—এতদ্ব্যতীত বোধ হয় সে আর কিছু জানে না, আর কিছু জানিবার কখনও চেষ্টা করে নাই;—সে তেজ, সে উৎসাহ তাহার নাই।

জুলেখা দেখিল মস্‌জিদে জনপ্রাণী নাই। রাত্রিও যে অনেক হইয়াছিল তাহাও সে বুঝিতে পারিল,—বাহিরে চারিদিক প্রায় নিস্তব্ধ হইয়া গিয়াছে। এখন এই জনশূন্য মস্‌জিদে দাঁড়াইয়া তাহার কোন কথা ভাবিবার সময় ছিল না,—সে দ্রুতপদে বাহিরের দিকে চলিল, কিন্তু কয়েক পদ গিয়াই সে স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল,—তাহার বোধ হইল যেন দূরে কে মস্‌জিদ হইতে বাহির হইয়া যাইতেছে,—সে বেশ দেখিল সে আর কেহ নহে,—সেই বৃদ্ধ ফকির।

সে অতি বিস্মিতা হইয়া দাঁড়াইল! ফকির যদি তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ সিঁড়ি দিয়া মস্‌জিদে উঠিত,—তাহা হইলে, সে নিশ্চয়ই তাঁহাকে দেখিতে পাইত;—অথচ তাহার কিছুতেই ভুল হয় নাই। ফকিরই তাহার অগ্রে অগ্রে মস্‌জিদ হইতে বাহির হইয়া যাইতেছে! তাহা হইলে, নিশ্চয়ই নিম্ন হইতে এই মস্‌জিদে আসিবার আরও পথ আছে! কিন্তু যখন ইহাকে আবার দেখিতে পাইয়াছি,—তখন এই ফকির কোথায় যায়, আমায় দেখিতে হইল। এই বলিয়া, জুলেখা বাহিরের দিকে চলিল।

ততক্ষণে ফকির মস্‌জিদ হইতে বাহির হইয়া গিয়াছেন! সেই দীর্ঘ মূর্ত্তি,—সেই আলখেল্লা,—সেই সাদা দাড়ী;—জুলেখা লোকটীকে অন্ধকারে ভাল দেখিতে না পাইলেও,-সে বুঝিয়াছিল যে, সেই ফকিরই যাইতেছেন;—তিনি ব্যতীত আর কেহ নহে।

জুলেখা মস্‌জিদের বাহিরে আসিয়া দেখিল, ফকির দ্রুতপদে প্রাসাদের দিকে যাইতেছেন! জুলেখা তাঁহার অনুসরণ করিল। মনে মনে বলিল, "দেখি, ফকির কোথায় যায়? প্রাসাদের দিকে যাইতেছেন,—প্রাসাদে কাহার নিকট যাইতেছেন;—ইনি কে?"

সহসা তাহার দেহ যেন পাষাণে পরিণত হইয়া গেল! সে স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল;-তাহার চলনশক্তি একেবারে বিলুপ্ত হইল!

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

ক্ষুদ্র চর।

পথে লোক জন চলাচল বন্ধ হইয়াছে,—রাত্রি অনেক হইয়াছে। প্রাসাদের উপরস্থিত অনেক গৃহের আলোকও নির্ব্বাপিত হইয়াছে;—কেবল কোন কোন স্থানে দুই একটী আলো জলিতেছে,—দূরে দূরে মধ্যে মধ্যে সৈনিকদিগের অনুজ্ঞা শব্দ ধ্বনিত হইতেছে;—সহসা সিংহ দ্বার উপরস্থ নহবত অতি মধুর শব্দে বাদ্যধ্বনি করিয়া উঠিল,—নীশিথ রাত্রে সেই সুমধুর বাদ্যধ্বনি অতি মধুরভাবে বাতাসে গড়াইতে গড়াইতে চারিদিক মধুরতাময় করিল। জুলেখা বুঝিল রাত্রি ১২ ঘড়ি বাজিল?

এত রাত্রি হইয়া গিয়াছে,—এই কয় ঘণ্টায় তাহার জীবনে যে

সকল ঘটনা ঘটিয়াছে,—তাহার কোনটাই সে ভাল বুঝিতে পারে নাই। এই ফকির কে? কেনই বা এরূপভাবে গোপনে তাহাকে তাঁহার নিকট লইয়া আসিয়াছিলেন! তাঁহার মতলব কি? আবার যখন ইঁহার দেখা পাইয়াছি,—তখন ইঁহার সমস্ত বৃত্তান্ত না জানিয়া আমি নিশ্চিন্ত হইতেছি না;—মনে মনে এই সকল ভাবিতে ভাবিতে জুলেখা বৃদ্ধ ফকিরের অনুসরণ করিতেছিল;—সহসা সে যাহা দেখিল, তাহাতে সে বিস্ময়ে একেবারে স্তম্ভিতা হইয়া দাঁড়াইল!

ফকির প্রাসাদ দ্বারে আসিলেন; অমনই শাস্ত্রিগণ লম্ফ দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল,—অস্ত্র উত্তোলিত করিল;—স্বয়ং বাদসা ব্যতীত আর কাহাকেও এরূপ সন্মাননা প্রদর্শন করিবার নিয়ম নাই,—জুলেখা তাহা বিশেষ অবগত আছে,—তাহাই সে তাহার সম্মুখস্থ ফকিরকে শাস্ত্রিগণ বাদসাহের সম্মান প্রদর্শন করিতেছে,—দেখিয়া সে অতি বিস্ময়ে স্তম্ভিতা হইয়া দাঁড়াইল,—তবে এই ফকির কে? তবে কি বাদসাহ স্বয়ং ছদ্মবেশে তাহার সহিত এতক্ষণ কথোপকথন করিতেছিলেন? না—অসম্ভব,—সহস্র ছদ্মবেশ ধারণ করিলেও সে নিশ্চয়ই জাহাঙ্গীরকে চিনিতে পারিত;—না এই বৃদ্ধ ফকির কখনই জাহাঙ্গীর বাদসাহ হইতে পারেন না,—তবে এই ফকির কে? ইহাকে শাস্ত্রিগণ বাদসাহের সন্মাননা প্রদর্শন করিতেছে কেন?

জুলেখা একেবারে স্তম্ভিতা হইয়া গিয়াছিল;—কিয়ৎক্ষণ সে এক-পাও অগ্রসর হইতে পারিল না;—দেখিল বৃদ্ধ ফকির প্রাসাদে প্রবেশ করিয়া তাহার দৃষ্টির বহির্ভূত হইয়া গেলেন? তখন তাহার যেন চৈতন্য হইল;—সে দ্রুতপদে প্রাসাদের দ্বারের দিকে ছুটিল।

শাস্ত্রিগণ আবার দ্বারের আশে পাশে বসিয়া কথাবার্ত্তা—হাসি তামাসা করিতেছিল;—জুলেখাকে দ্রুতপদে প্রাসাদে প্রবেশ করিতে

দেখিয়া, একজন লম্ফ দিয়া উঠিয়া তাহার গতিরোধ করিল। হাসিয়া বলিল, "বিবি সাহেব,—তুমি যেই হও,—এত রাত্রে প্রাসাদে যাইবার হুকুম নাই;—আজ সুন্দরীকে এই বাহিরেই থাকিতে হইবে।"

জুলেখার মুখ অবগুণ্ঠনে আবরিত ছিল;—সে শান্ত্রিদিগের সম্মুখে তাহার হস্ত আগুয়ান করিয়া ধরিল;—তাহার অঙ্গুলীস্থিত নুরজিহান নামাঙ্কিত অঙ্গুরীয় সেই অন্ধকারে ঝক্ ঝক্ করিয়া উঠিল! সহসা কালসর্প সম্মুখে দেখিলে, মানুষের যেরূপ হয়,—শান্ত্রিদিগের ঠিক সেই ভাব হইল;—তাহারা সকলে সভয়ে লম্ফ দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া, সসম্মানে অস্ত্র তুলিয়া ধরিল। সেনাধ্যক্ষ বলিলেন, "এত রাত্রে জুলেখা বিবি!"

জুলেখা বলিল, "রাজকার্য্যে বাহিরে গিয়াছিলাম;—এখন পথ ছাড়িয়া দেও।"

সেনাধ্যক্ষ সরিয়া দাঁড়াইল। জুলেখা দুই পদ অগ্রসর হইয়া ফিরিল; বলিল, "এই মাত্র,—আমার আগে প্রাসাদে কে গিয়াছেন?"

সেনাধ্যক্ষ বলিল, "স্বয়ং বাদসাহ;—কেন, এইমাত্র তোমার আগে আগেই তো গিয়াছেন।"

বাদসাহ! বৃদ্ধ ফকির নহেন! জুলেখা বলিল, "সেনাধ্যক্ষ, তোমার তো ভুল হয় নাই? আমার আগে আগে একজন বৃদ্ধ ফকির গিয়াছেন।"

সেনাধ্যক্ষ বিনীত স্বরে বলিল, "জুলেখা বিবি,—অন্ধকারে তুমি বাদসাহকে ভাল দেখিতে পাও নাই,—তোমারই ভুল হইয়াছে;—আমাদের ভুল হইবার সম্ভাবনা কি? লক্ষ্য কর নাই কি যে, আমরা তাঁহার সম্মাননা করিলাম?"

"তবে বৃদ্ধ ফকির নন?"

"না,—স্বয়ং বাদসাহ।"

"এত রাত্রে কোথা হইতে আসিলেন?"

"সে কথা ভাবিবারও কি আমাদের অধিকার আছে?"

"তিনি বৃদ্ধ ফকিরের ছদ্মবেশ ধারণ করেন নাই তো?"

"না,—তাহা হইলে হয় তো আমাদেরও তোমার ন্যায় ভুল হইত।"

জুলেখা আর কোন কথা কহিল না,—দ্রুতপদে প্রাসাদে প্রবেশ করিল। নহবতের সঙ্গে সঙ্গে প্রাসাদের দ্বারও শান্ত্রিগণ বন্ধ করিয়া দিল।

মধ্যে মধ্যে আলো ছিল,—সেই আলোতে অতি দ্রুতপদে জুলেখা বেগম-মহলের দ্বারে আসিল। দ্বার রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে,—স্বয়ং খোজা মসরু স্বদলে পাহারায় রহিয়াছে। জুলেখা তাহার মুখের উপর অঙ্গুরী ধরিলে, সে এক ক্ষুদ্র দ্বার খুলিয়া দিল;—জুলেখাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবার সাহস কাহারও ছিল না!

জুলেখা বেগম-মহলে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইয়া বলিল, "মসরু, বাদসাহ আজ কার অন্দরে আছেন?"

বাদসাহ কোন্ দিন বেগম-মহলের কোথায় থাকিতেন,—তাহা মসরু ব্যতীত কেহ জানিত না। সে গম্ভীর ভাবে বলিল, "বেগম নুরজিহানের প্রাসাদে। জুলেখা বিবি,—তুমি জান না;—আশ্চর্য্য!"

জুলেখা আর কোন কথা না কহিয়া, বেগম-মহলে প্রবিষ্ট হইল। তখন প্রায় সকলে নিদ্রিত হইয়া পড়িয়াছিল,—প্রায় সকল ঘরই অন্ধকার;—তবে দূরে দূরে কোন কোন প্রাসাদ হইতে

এসরাজ, সারঙ্গ, সেতার প্রভৃতির মধুর শব্দ উত্থিত হইতেছিল। কোথায় বা কোন প্রকোষ্ঠে কোন বাঁদী মৃদুস্বরে সঙ্গীতালাপনা করিতেছিল।

নিঃশব্দে জুলেখা নুরজিহানের প্রাসাদের দ্বারে আসিল,—দেখিল দ্বার রুদ্ধ;—ভিতরে আলো জ্বলিতেছে,—কিন্তু সে কাহারই কোন শব্দ শুনিতে পাইল না। কিয়ৎক্ষণ দ্বারে কাণ পাতিয়া দণ্ডায়মানা রহিল;—কিন্তু কাহারও কোন শব্দ শুনিতে না পাইয়া, সে তখন নিজের শয়নকক্ষের দিকে চলিল।

বেগম নুরজিহানের প্রাসাদের নিম্নতলে সে তিনটী গৃহ পাইয়াছিল। একটী তাহার বসিবার গৃহ,—একটী তাহার শয়ন গৃহ;—অপরটীতে তাহার একমাত্র দাসী বাস করিত। অন্য আর কোন বাঁদীরই এরূপ ছিল না;—তাহাদের প্রত্যেকের একটীমাত্র ক্ষুদ্র শয়ন কক্ষ ছিল;—কিন্তু আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, জুলেখা ঠিক বাঁদী ছিল না। তাহার নিজের গুণে ও বুদ্ধিতে সে নুরজিহানের দক্ষিণ হস্ত হইয়াছে;—ইচ্ছা করিলে সে অনেক পূর্ব্বেই, বাদসা বেগমের পদে উন্নিত হইতে পারিত,—কিন্তু এই বেগম-মহলে আসিয়াও; সে তাহার ধর্ম্মরক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছে;—আর কোন বাঁদী ইহা পারিয়াছে কিনা সন্দেহ!

তাহার বৃদ্ধা দাসী আলোর পার্শ্বে বসিয়া কি সেলাই করিতেছিল,—তাহার পদশব্দ পাইয়া মুখ তুলিল;—তাহাকে দেখিয়া বলিল, "কি মেয়ে তুমি বাপু!—আমি ভেবে মরচি! এতক্ষণ কোথায় ছিলে? আমি সমস্ত বেগম-মহলটা খুঁজে খুঁজে হয়রান হ'য়ে গেছি!—বারটার ঘড়ি বেজে গেল,—আমি তোমার খাবার নিয়ে ব'সে আছি।"

জুলেখা তাহার দাসীর ভাব জানিত,—তাহার সহিত কথা

কহিলে, আজ সমস্ত রাত্রিই সে গজর গজর করিয়া বকিবে;— তাহাই সে সংক্ষেপে জিজ্ঞাসা করিল, "বাদসা-বেগম আমায় খুঁজে-ছিলেন কি?"

বৃদ্ধা বলিল, "না,—আজ কি আর তাঁর কাকেও খোঁজবার সময় আছে? বাদসা যে আজ সন্ধ্যার পর থেকে এসে হাজির হয়েছেন।"

"তুমি ঠিক জান?"

"ঠিক জানি? আমি বুড়ো হ'য়েছি ব'লে কি আমার চোক কাণ সব গেছে! তাঁর তানজাম যে আমার এই ঘরের সম্মুখেই নেমেছিল!—ছুটো মাগীর গলায় ছু হাত দিয়ে তিনি বেগমের ঘরে উঠে গেলেন;—এমনই মদ খেয়েছে যে টল্‌চে!"

"সাবধান—দয়ামণি;—দেওয়ালেরও এখানে কাণ আছে!— তোমার কথা কেউ শুন্‌তে পেলে, তোমার শীর থাক্‌বে না।"

"তা যে দিন তোমার সঙ্গে এই যমপুরীতে এসেছি,—সেই দিনই জানি।"

"বাদসা কখন বার হ'য়ে গেছেন!"

"বার হ'য়ে যাবে! ও মাগী যে তাকে যাছ ক'রেছে! বার হ'য়ে যাবে,—এখনও নুরজিহানের পা চাট্‌চে!"

জুলেখা বৃদ্ধার মুখ চাপিয়া ধরিল। বলিল, "চুপ্—তুমি কি ক্ষেপেছ! একেবারে মারা যাবে;—চুপ্—চুপ্——"

বৃদ্ধা অতি বিরক্ত স্বরে বলিল, "তবে আমায় ছুটী দেও;— কালই আমি দেশে চ'লে যাই।"

বৃদ্ধাকে আর ঘাঁটাইলে,—সে আরও বকিবে ভাবিয়া, জুলেখা নিজ শয়ন কক্ষের দিকে চলিল; বলিল, "আমি একটু পরে থাব;— তুমি শোও।"

বৃদ্ধা, বিরক্ত স্বরে বলিল, "যখন ইচ্ছা বাছা তুমি খেও,— তোমার দুধ, মিষ্ট আর ফল, ঐ ঢাকা আছে। রোজ যা হয়, আজও তাই করেছি;—তোমার পোলাও কালিয়ে সব গরীবদের খাইয়ে দিয়েছি।

এ মুসলমান পুরীতেও জুলেখা সম্পূর্ণ ব্রহ্মচারিণীরূপে ছিল; কিন্তু তাহা বড় কেহ জানিত না, জানিলেও কেহ তাহাতে বিস্মিত হইত না। আকবরের সময় হইতে হিন্দু বেগম, হিন্দু বাঁদী বেগম-মহলে আসিয়াছে;— তাহারা সকলে সম্পূর্ণ হিন্দুভাবে বাস করিত;—তাহাতে কাহারও আপত্তি ছিল না। বাদসাহের এ সম্বন্ধে বিশেষ হুকুম ছিল;—বেগমগণ ও বাঁদীগণ যাঁহার যেরূপ ভাবে ইচ্ছা তাহারা সেই ভাবেই থাকিত। জুলেখা বাহিরে কখনও হিন্দুর ভাব দেখাইত না;—অন্যান্য বেগমের ন্যায় নানা মুসলমানি খানা তাহার জন্য আসিত,—কিন্তু সে দুগ্ধ ও ফলমূল ব্যতীত আর কিছুই আহার করিত না,—তাহার আহারিয় দরিদ্রদিগের মধ্যে বৃদ্ধা দাসী বিলি করিয়া দিত।

আজ নানা চিন্তায় জুলেখার হৃদয় উদ্বেলিত হইতেছিল;—বাদসা তাহা হইলে নুরজিহানের গৃহে এখনও রহিয়াছেন,—অথচ এইমাত্র শান্ত্রিগণ তাহাকে প্রাসাদে প্রবেশ করিতে দেখিয়াছে! আজ সন্ধ্যা হইতে জুলেখা রহস্যের উপর রহস্য দেখিতেছে!—সে জুলেখা,—সেও আজ এই রহস্য মন্দিরের ঘোর রহস্য দেখিয়া বিস্মিতা, স্তম্ভিতা,— এমন কি ভীতা হইয়াছে!

তাহার আহারের বিন্দুমাত্র ইচ্ছা ছিল না। সে ক্লান্ত পরিশ্রান্ত ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল,—তাহার মস্তক হইতে অগ্নি ছুটিতেছিল; সে শয্যায় শুইয়া পড়িল;—তাহার পর অস্পষ্ট অব্যক্ত স্বরে "বাপ্!" বলিয়া লম্ফ দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

নবম পরিচ্ছেদ।

দুলালী।

তাহার গৃহের একপার্শ্বে একটী সেজে একটী বাতি জ্বলিতেছিল,—সুতরাং তাহাতে গৃহটী বিশেষ আলোকিত হয় নাই;—কিছুই ভাল দেখিতে পাওয়া যাইতেছিল না। গৃহমধ্যে আরও বহু রৌপ্য নির্ম্মিত বাতিদান ছিল;—কিন্তু সে আজ আর কিছু আহার করিবে না ভাবিয়া অন্য আলো জ্বালিল না;—দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিয়া শয্যায় আসিয়া শুইয়া পড়িল। আজ সে যাহা দেখিয়াছে, তাহার সম্বন্ধে কি করা উচিত, কি করা অনুচিত;—তাহাই সে শয়ন করিয়া চিন্তা করিবে ভাবিয়াছিল;—কিন্তু শয়ন করিয়া লম্ফ দিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল;—অর্দ্ধ অন্ধকারে তাহার শয্যায় কে শয়ন করিয়া আছে, জুলেখা তাহার গায়ের উপর শয়ন করিয়াছিল।

এ বেগম-মহলে লুকাইয়া নানা ছদ্মবেশে,—অনেক সময়ে নানারূপ স্ত্রী বেশে পুরুষের আশা নূতন নহে। বাঁদীগণ সুবিধা মত তাহাদের প্রণয়িগণকে লুকাইয়া আনিতে নানা কৌশল অবলম্বন করিত;—বেগমগণও যে কেহ কেহ লুকাইয়া প্রেম করিতেন না, তাহাও নহে। সাহাজাদাগণ,—যুবক ওমরাওগণ স্ত্রীবেশে রাত্রে বেগম-মহলে প্রবেশ করিয়া অনেক অভাগিনীর সর্ব্বনাশ সাধন করিতেন;—এখানে কি হইত,—আর কি না হইত,—তাহা কেহ বলিতে পারিত না। অনেক বাঁদী,—অনেক বেগম আবার সহসা নিরুদ্দেশ হইয়া যাইতেন!—অনেক প্রণয়ী প্রেম করিতে আসিয়া বেগম-মহলের মৃত্তিকা মধ্যস্থ গৃহমধ্যে প্রাণ হারাইত,—সুতরাং কোন পুরুষ কোনরূপে তাহার গৃহে প্রবেশ করিয়া তাহার শয্যায় শয়ন করিয়া আছে ভাবিয়া জুলেখা লম্ফ দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

কিন্তু যে শয্যায় শয়ন করিয়াছিল;—সে নিদ্রিত স্বরে কেবল মাত্র বলিল, "উহুঁ!" জুলেখা বজ্রগম্ভীর স্বরে বলিল, "কে তুমি? এত বড় আস্পর্দ্ধা আমার বিছানায় আসিয়া শুইয়াছ!"

সেই ব্যক্তি আবার অতি নিদ্রালু স্বরে বলিল, "উহুঁ!" তাহার পর সে পাস ফিরিয়া শয়ন করিল।

"এখনও আমায় চিন্তে পার নাই!"

এই বলিয়া জুলেখা বাতি লইয়া বিছানার কাছে আসিল;—বাতির আলোক বিছানার উপর নিক্ষিপ্ত করিল;—তাহার পর হাসিয়া বলিল, "কি মুস্‌কিল?"

শয্যায় শায়িতা একটী বালিকা! দেখিলে তাহার বয়স দ্বাদশ বৎসরের উর্দ্ধ বোধ হইত না,—কিন্তু সকলেই জানিত যে তাহার বয়স দ্বাদশের অপেক্ষা অনেক অধিক।—অনেকে তাহাকে ঠিক এই ভাবেই দশ বার বৎসর দেখিতেছে।—এই দশ বার বৎসরের মধ্যে তাহার বিন্দুমাত্র চেহারার পরিবর্ত্তন ঘটে নাই,—তাহার বাড় কম কিছুই নাই।—এই জন্য সকলে তাহাকে "ক্ষয়া" বলিয়া ডাকিত!"

সে সুন্দরী নহে,—তবে কুৎসিতাও নহে;—তাহার কুঞ্চিত কেশ অযত্নে তাহার স্কন্দ পর্য্যন্ত বিলম্বিত হইত,—ইহারও বৃদ্ধি কম কেহ কখনও দেখে নাই! কখনও সে ভাল বস্ত্রাদি পরিত না;—কেহ দিলেও তাহা লইত না। তাহার বাপ মা কে,—তাহার কোথায় বাড়ী,—সে কোথা হইতে আগ্রা আসিয়াছে, তাহা কেহ জানিত না; —তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে সে ফিক্ ফিক্ করিয়া হাসিত,—কোন জবাব দিত না,—কিন্তু তাহার চক্ষু দুইটীতে যেন আগুন জ্বলিত,—সে রাগিয়া যাহারদিকে তাহার সেই ভয়াবহ চক্ষুদ্বয়ে চাহিত,—তাহার হৃদয় হৃদয়ের ভিতর বসিয়া যাইত!

একদিন—সে বহুদিন হইল,—জুলেখা কোথা হইতে এই বালিকাকে

বেগম-মহলে লইয়া আসিল ;—বেগম-মহলে তাহার একাধিপত্য ছিল,—তাহাকে কোন কথা বলিবার সাহস কাহারও ছিল না ;—সেই পর্য্যন্ত বালিকা জুলেখার গৃহে রহিয়া গেল ;—জুলেখা তাহাকে যথেষ্ট আদর দিত,—তাহার অৰ্দ্ধেক পাগল, অর্দ্ধেক শিশু,—অৰ্দ্ধেক মূর্খ, অথচ অতি বুদ্ধি দেখিয়া নুরজিহান বেগমও তাহাকে লইয়া অনেক মজা করিতেন,—তাহাকে বিশেষ আদর দিতেন,—এই জন্য বেগম-মহলে শীঘ্রই তাহার "তুলালী" নাম হইল। ভয়ে তাহাকে কেহ "ক্ষয়া" বলিয়া ডাকিতে সাহস করিত না,—সকলেই তাহাকে তুলালী বলিয়া ডাকিত!

কখন কখনও তুলালী হঠাৎ নিরুদ্দেশ হইয়া যাইত,—কোথায় যাইত, তাহা কেহ বলিতে পারিত না ;—প্রথম প্রথম জুলেখা তাহার অনেক অনুসন্ধান করিত,—কিন্তু কোথায়ও তাহাকে খুজিয়া পাইত না ;—সে আগ্রা ছাড়িয়া কোন দূরদেশে চলিয়া যাইত! আবার হঠাৎ একদিন আসিয়া হাজির হইত,—শাস্ত্রিগণ, খোজাগণ, বাঁদিগণ, রাজ প্রাসাদের সকলেই তাহাকে চিনিত,—সকলেই তাহাকে পাগল বলিয়া একটু মমতা করিত,—ফল মূল মিষ্টান্ন দিত,—তাহাকে বাহিরে যাইতে বা ভিতরে আসিতে কোন প্রতিবন্ধকতা কেহ প্রদান করিত না ;—তুলালী যখন ইচ্ছা বেগম-মহল হইতে চলিয়া যাইত,—যখন ইচ্ছা ফিরিয়া আসিত ;—আদ পাগ্‌লা বলিয়া সকলেই তাহাকে লইয়া মজা করিত,—তাহার সঙ্গে থাকিয়া আমোদ পাইত।

সম্প্রতি কয়দিন হইতে তুলালী নিরুদ্দেশ হইয়াছিল ;—এখন সে নিরুদ্দেশ হইলে জুলেখা তাহার আর কোন তল্লাস লইত না ; জানিত, তাহার যখন ইচ্ছা হইবে, আপনিই ফিরিয়া আসিবে। আজ সে যে কখন ফিরিয়াছে,—তাহা সে জানে না,—বোধ হয় বৃদ্ধা দয়ামনীও তাহাকে দেখিতে পায় নাই! কাট বিড়ালীর অপেক্ষাও

তাহার ক্ষিপ্র গতি ছিল,—সে তীরবেগে ছুটিতে পারিত ;—যেখানে কেহ উঠিতে পারে না,—বানরের ন্যায় অনায়াসে সেই সকল স্থানে দুলালী উঠিয়া যাইত! সে ধরা না দিলে, কাহারও সাধ্য ছিল না যে, তাহাকে ধরে! সে কখন্ আসিয়া যে জুলেখার শয্যায় শয়ন করিয়া নিদ্রিত হইয়াছে,—তাহা কেহই জানে না!

কিয়ৎক্ষণ জুলেখা বাতির আলোকে অনিমিষ নয়নে এই অত্যদ্ভুত বালিকার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল! তাহার পর মৃদু হাস্য করিল। সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধি নুরজিহান বেগমও তাহার মনের ভাব বুঝিতে পারিতেন না ;—অন্যের সাধ্য কি?

সে একবার দুলালীকে জাগরিত করিতে উদ্যতা হইল,—কিন্তু কি ভাবিয়া তাহাকে জাগাইল না ;—আবার বহুক্ষণ নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। অবশেষে বালিকার হাত ধরিয়া নাড়া দিয়া ডাকিল, "দুলালি,—দুলালি!"

দুলালী চমকিত হইয়া চক্ষু মেলিল,—তাহার পর তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিল ;—দুই হস্তে চক্ষু মার্জ্জিত করিতে করিতে বলিল, "ঘুমিয়ে পড়েছিলাম,—না?"

জুলেখা তাহার পার্শ্বে বসিল ; বলিল, "হাঁ,—কতদূর থেকে আস্‌ছিস্?"

"অনেক দূর!"

"তবু?"

দুলালী এক অত্যদ্ভুত চক্ষের ভাব করিল! জুলেখা বলিল, "ওঃ—নতুন খবর?"

"সব ঠিক।"

"অজিত সিংহ এখনও পালাইনি?"

"না,—রাজপুত কি সহজে নড়ে!"

"আর খবর কি?"

"ভীম সিংহ আর মহাবত খাঁ অনেক ফৌজ নিয়ে এই দিকে আস্‌চে।"

"আর সাহাজাদা?"

"কোথায় লুকিয়ে আছে,—কেউ জানে না।"

"তুইও না?"

তুলালী তাহার অভূতপূর্ব্ব হাসি হাসিল। বলিল, "আরও একটা খবর আছে।"

"কি,—শুনি।"

"সাহাজাদা পরবেস আজ ভোর রাত্রে লড়্‌তে যাবে।"

"কার সঙ্গে?"

"রাজপুতের সঙ্গে।"

"বটে!—কে বল্লে?

"সব বন্দোবস্ত হ'য়ে গেছে,—বাদসা হুকুম দিয়েছে।"

"আর নুরজিহান জানে না?"

"সব জানে।"

জুলেখা চিন্তিত ভাবে বলিল, "দেখিতেছি, বাদসা-বেগম আজ কাল আমায় সকল কথা বলেন না।"

"কেন বল্‌বে?"

"ঠিক বলেছিস্‌,—কেন বল্‌বে? তারা শুনেছে যে, পরবেস লড়্‌তে যাচ্চে?"

"না,—কেউ জানে না;—কেবল আমি জানি।"

"কেমন ক'রে জান্‌লি?"

"সে পরে বলিব,—এখন ঘুমই।"

তুলালী শয্যার উপর শুইয়া পড়িল। জুলেখা দেখিল, সে

নিতান্ত ক্লান্তা হইয়াছে ;—বহুদূর হইতে হাঁটিয়া আসিয়াছে ;—তাহার চক্ষু নিদ্রায় বিভোর হইয়া আসিতেছে ;—এ সময়ে তাহাকে আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করা উচিত নহে। সে শয্যার নিকট হইতে সরিয়া গেল ;—দেখিতে দেখিতে দুলালী ঘুমাইয়া পড়িল।

জুলেখা আর একটী শয্যা রচনা করিয়া, তাহাতে বসিল। বহুক্ষণ নীরবে বসিয়া কি চিন্তা করিতে লাগিল ;—তাহার পর গৃহের কোণস্থিত একটা বড় সিন্দুক খুলিয়া, কতকগুলি কাগজ-পত্র বাহির করিয়া, তাহার প্রত্যেকখানি আদ্যপান্ত পাঠ করিতে লাগিল ;—পাঠ শেষ হইলে, সে একে একে সমস্ত কাগজ-পত্রগুলি বাতির আলোকে ভস্মীভূত করিল! একবার অতি গভীর দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিল, "কে বলিতে পারে, ভগবান অদৃষ্টে কি লিখিয়াছেন?—এত দিন পরে ব্রত উদ্‌যাপনের দিন আসিয়াছে! তিনিই জানেন,—তিনি কি লিখিয়াছেন!"

সহসা বাহিরে মধুর নহবত বাজিয়া উঠিল। জুলেখা সত্বর উঠিয়া দাঁড়াইল; বলিল, "দেখিতে দেখিতে রাত কাটিয়া গিয়াছে, ভোর হইয়াছে ;—ভোরের বাজনা বাজিতেছে! বাদসা কি বাহির হইয়া চলিয়া গিয়াছেন ;—না,—এখনও নুরজিহানের গৃহে অবস্থান করিতেছেন!"

জুলেখা গৃহের একটী গবাক্ষ খুলিল। দেখিল, পূর্ব্ব গগণ ধীরে ধীরে আলোকিত হইয়া উঠিতেছে। এখনও সমস্ত আগ্রা-দুর্গ অর্দ্ধ অন্ধকারে নিমগ্ন,—চারিদিকে সুষুপ্তি রাজত্ব করিতেছে ;—এখনও কেহ জাগরিত হয় নাই,—সকলেই নিদ্রিত ;—বেগম-মহলে কেহই বড় উষাকালে শয্যাত্যাগ করিত না। কেহই অনেক রাত্রি না হইলে, শয়ন করিতে যাইত না। জুলেখা উন্মুক্ত গবাক্ষপথে দণ্ডায়মানা হইয়া, উষার সুশীতল সমীরণ উপভোগ করিতে লাগিল।

কোথা হইতে কি এক অপরূপ সৌরভ মাখিয়া, ঊষার সমীরণ ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইতেছে!

জুলেখা বলিল, "যদি আজ পরবেস যুদ্ধযাত্রা করিতেন,—তাহা হইলে কি এতক্ষণ দুর্গে একটা মহা হুলুস্থুল পড়িয়া যাইত না! বোধ হয় দুলালী ভুল শুনিয়াছে;—তবুও সাবধানের মার নাই।"

জুলেখা শয্যার নিকট আসিয়া, দুলালীকে তুলিল;—তাহাকে শীঘ্র হাত মুখ ধুইয়া লইতে বলিল। দুলালী বিনা বাক্যব্যয়ে বাহিরে গিয়া, হাত মুখ প্রক্ষালিত করিল;—তখনও বৃদ্ধা দাসী নাক ডাকাইয়া নিদ্রা যাইতেছিল।

সে ফিরিয়া আসিলে, জুলেখা তাহার কাণে কাণে কি বলিল,—সে নীরবে শুনিল;—তৎপরে বলিল, "হাঁ,—বুঝেছি;—ফতেপুর সিক্‌রি।"

জুলেখা বলিল, "গোটাকত আসরফি সঙ্গে নে,—একখানা এক্কা——"

দুলালী বলিল, "আমার কালো ঘোড়া দুর্গের বাহিরে চর্‌ছে,—নিশ্চিন্ত থাক।"

দশম পরিচ্ছেদ।

রাজনীতি।

নিমিষে দুলালী অন্তর্ধ্যান হইল! তখন জুলেখা বাহিরে আসিয়া, বৃদ্ধা দাসীকে ডাকিল। সে উঠিলে, জুলেখা বলিল, "তুমি এখানকার কাজ-কর্ম্ম কর,—আমি বাদসাহ বেগমের সংবাদ লই।"

জুলেখা রাত্রের মধ্যে এক মুহূর্ত্তের জন্যও চক্ষের পাতা মুদিত করে

নাই,—ঠায় বসিয়া রাত্রি কাটাইয়া দিয়াছে;—সুতরাং বাদসা যদি নুরজিহানের প্রাসাদ ত্যাগ করিয়া যাইতেন,—তবে সে তাহা নিশ্চয়ই জানিতে পারিত। বাদসা কোন বেগমের গৃহে প্রায় সমস্ত রাত্রি কাটাইতেন না;—অনেক রাত্রে নিজ মহলে চলিয়া যাই-তেন;—কিন্তু নুরজিহানের সম্বন্ধে স্বতন্ত্র কথা ছিল। জাহাঙ্গীর নুরজিহানের প্রাসাদে আসিলে, এমন কি তিন চারিদিন আর বাহির হইতেন না;—এই জন্য জুলেখা ভাবিল যে, বাদসা নিশ্চয়ই নুরজিহানের গৃহে এখনও নিদ্রিত রহিয়াছেন!

যদি তাহাই হয়,—তবে তাহার পক্ষেই ভাল;—জুলেখা তাহাই চাহে! বাদসা প্রাসাদে আসিলে, নুরজিহান কখনও জুলেখাকে ডাকিতেন না;—এ পর্য্যন্ত বাদসাহ কখনও জুলেখাকে দেখিয়াছেন কি না সন্দেহ! বাদসাহ আসিলে, নুরজিহান অন্য বাঁদীদিগকে ডাকিতেন;—তাহারা তাঁহাদের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত থাকিত। জুলে-খার সম্পূর্ণ ছুটী মিলিত;—সেও সাধ্যপক্ষে কখনও বাদসাহের সম্মুখে যাইত না। আজ তাহার অনেক বিষয় অনুসন্ধান করিবার ছিল। বাদসাহ যদি নুরজিহানের নিকট থাকেন,—তাহা হইলে তাহার ছুটী;—সে ইচ্ছামত সকল অনুসন্ধানই করিতে পারিবে। আর যদি বাদসাহ চলিয়া গিয়া থাকেন,—তবে তাহার সকল কার্য্যই পণ্ড হইবে;—বাদসাহ নিকটে না থাকিলে, প্রায় অষ্ট প্রহরই তাহাকে বেগমের নিকট থাকিতে হয়। ভালবাসার জন্যই হউক,—আর যে কারণেই হউক,—নুরজিহান তাহাকে সহজে দৃষ্টির বহির্ভূতা হইতে দিতেন না। আজ তাহার অনেক কাজ,—আজ বাদসাহ নুরজিহানের গৃহে থাকিলেই ভাল।

জুলেখা উপরে আসিল। দেখিল, বাদসাহ বেগমের গৃহের সম্মুখের বারান্দায় দুইজন বাঁদী নিদ্রা যাইতেছে;—বোধ হয়

তাহারা সমস্ত রাত্রি জাগিয়াছিল,—তাহাই ভোর রাত্রে গাঢ় নিদ্রায় অভিভূতা হইয়াছে!

তবে কি বাদসাহ গৃহমধ্যে আছেন! সে পা টিপিয়া টিপিয়া নুরজিহানের গৃহের দ্বারে আসিল,—দ্বারে কাণ পাতিয়া শুনিতে লাগিল;—কিন্তু ধীর নিশ্বাস প্রশ্বাসের শব্দ ব্যতীত আর সে কোন শব্দ শুনিতে পাইল না। সে ধীরে ধীরে নিঃশব্দে দরজা ঠেলিল, দরজা খুলিয়া গেল;—দেখিল, আলুলায়িত কেশা,—আলুলায়িত বেশা,—রূপের ডালি,—অনুপমেয়া,—নুরজিহান তাঁহার মকমলমণ্ডিত কোমল শয্যায় আলু-থালু ভাবে নিদ্রিতা রহিয়াছেন,—বাদসাহ তথায় নাই!

জুলেখা অতি সাবধানে দরজা বন্ধ করিয়া দিল;—তাহার পর পা টিপিয়া টিপিয়া বাঁদীর পার্শ্বে আসিয়া, তাহার মস্তক ঠেলিয়া, তাহাকে জাগ্রত করিল। বাঁদী অতি সভয়ে চমকিত হইয়া উঠিয়া বসিল,—ব্যাকুলভাবে চাহিতে লাগিল;—এ বেগম-মহলে সর্ব্বদাই প্রাণ লইয়া ভীতা নহে,—এমন কেহই ছিল না! নুরজিহান স্বয়ং তাহাকে ডাকিতেছেন,—সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল;—না জানি, তাহাতে তিনি কত দণ্ড দিবেন! বাঁদীর মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল, কিন্তু জুলেখাকে দেখিয়া তাহার ভরসা হইল;—সে বলিল, "তুমি! আমি বলি, খোদ বেগম-সাহেব!"

জুলেখা অতি মৃদু স্বরে বলিল, "না,—বাদসাহ কখন গেলেন?"

বাঁদীও সেইরূপ অতি মৃদু স্বরে বলিল, "তা ঠিক জানি না; আমরা ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম,—তিনি আমাদের ডাকেন নাই;—কখন চলিয়া গিয়াছেন, জানি না।"

জুলেখা মনে মনে বলিল, "জাহাঙ্গীর কবে এমন কার্য্যক্ষম হইয়া উঠিলেন!" সে প্রকাশ্যে বলিল, "বাদসাহ বেগম কিছু বলিয়াছেন?"

বাঁদী বলিল, "মাঝে আমাদের ঘুম ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল,—দেখি, বেগম সম্মুখে! তিনি বলিলেন, "বাদসা বাহির মহলে গিয়াছেন, যতক্ষণ আমি না উঠি,—দেখিবে, কেহ যেন আমায় বিরক্ত করে না।" আমরা পাহারায় ছিলাম,—তাহার পর একটু ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম।"

জুলেখা বলিল, "সাবধান,—আর ঘুমাইও না;—তাহা হইলে রক্ষা থাকিবে না;—বেগম উঠিলে, আমায় সংবাদ দিও।"

পা টিপিয়া টিপিয়া জুলেখা তথা হইতে সরিয়া গেল;—মনে মনে বলিল, "এই সময়;—আর হয় তো সময় পাইব না! কাল যাহা দেখিয়াছি,—তাহাতে বুঝিয়াছি, এই দশ বৎসরেও আমি এই বেগম-মহলের গুপ্তদ্বার,—গুপ্তগৃহ,—গুপ্তরহস্যের কিছুই দেখিতে পাই নাই। বাদসা হয় তো নুরজিহানের প্রাসাদ হইতে কোন গুপ্ত পথে মতি মস্‌জিদের নিম্নস্থ প্রকোষ্ঠে গিয়াছিলেন,—সেই খানে ছদ্মবেশে আমার সহিত একটু রসিকতা হইতেছিল! না,—তিনি যতই বুড়ো ফকির সাজুন না কেন,—আমি তাঁহাকে নিশ্চয়ই চিনিতে পারিতাম;—অথচ সেই ফকিরকে দেখিয়া, শান্ত্রিগণ সসম্ভ্রমে সম্মাননা প্রদর্শন করিয়াছিল! কাল থেকে আমি যাহা দেখিতেছি, সকলই স্বপ্ন! আমার এত দিনের তিল তিল করিয়া নির্ম্মিত সৌধ কি নুরজিহানের ফুৎকারে উড়িয়া গেল! সকলই কি পণ্ড হইল! শেষ আছে এই ছোরা,—আর এই কালকূট বিষ!"

মুহূর্ত্তের জন্য জুলেখার চক্ষু হইতে অগ্নি স্ফুলিঙ্গ ছুটিল,—কিন্তু সে এক স্থানে দাঁড়াইয়া, আত্মসংযম করিয়া লইল;—বলিল, "নুর-জিহান ঘুমাইতেছে,—এই সময়!" সে অতি দ্রুতপদে নিম্নদিকে চলিল!

বেগম-মহলের ঠিক দ্বারের পার্শ্বে ক্ষুদ্র অট্টালিকা,—বেগম-মহলের

হর্ত্তা-কর্ত্তা-বিধাতা খোজা মসরুর এই আস্তানা। মসরুর ক্রীতদাস,—আবিসিনীয় দেশস্থ ভীমকায় কৃষ্ণবর্ণ কাফ্রি;-কিন্তু সে ক্রীতদাস হইলেও, তাহার দরবারে প্রধানতম ওমরাওদিগের সম পদ,—ক্ষমতা তাঁহাদের অপেক্ষা শতগুণ অধিক। মসরুর রাজারহালে বাস করিত, বেগম-মহলে যে কোটী কোটী অর্থ ব্যয় হইত,—তাহার উপর সে একমাত্র মালিক। বেগমদিগের যাহা কিছু প্রয়োজন,-সমস্তই সে সরবরাহ করিত। বেগম ও বাঁদীদিগের যাহা কিছু প্রয়োজন,—সে সমস্ত আরজিই খোজা মসরুর নিকট পাশ হইত;—বাদসাহ ইহার কোন সংবাদই রাখিতেন না। রাজনীতি তত্ত্বে মসরুর অতুলনীয় ছিল,—সুতরাং সে সকলকেই সন্তুষ্ট রাখিতে সক্ষম হইয়াছিল;—অধিকন্তু সে টাকার আণ্ডিল হইয়াছিল। টাকা জলের ন্যায় তাহার অঙ্কে আসিয়া লুটিয়া পড়িত;—কোন বেগমের কাহাকে রাত্রে প্রয়োজন,—মসরুর ক্রোড় আসরফিতে, হীরা জহরতে পূর্ণ হইলে, মসরুর একটু অন্ধ হইয়া রহিত;—কোন পুরুষ কোন বেগম বা বাঁদীর নিকট স্ত্রীবেশে গেল কি না, মসরুর তাহা দেখিয়াও দেখিত না;—বহু ওমরাওর অর্থ তাহার সিন্ধুকে আসিয়া জমিত,—এমন কি সাহাজাদাগণও তাহাকে ঘুঁস দিতে বাধ্য হইতেন।

এই সুবিখ্যাত মসরুর অতি সুসজ্জিত গৃহে জুলেখা আসিয়া প্রবেশ করিল। বেগমদিগের নিকট যে সকল বিলাস দ্রব্য যাইত,—তাহার শ্রেষ্ঠাংশ যে মসরুর গৃহে আসিত,—তাহা বলা কেবল বাহুল্য মাত্র।

মসরুর কিংখাপমণ্ডিত তাকিয়ায় ঠেসান দিয়া, চক্ষু অর্দ্ধ উন্মীলিত করিয়া, স্বর্ণ আলবোলায় তামাকু সেবন করিতেছিল;—মহা সুগন্ধি তামাকুর ধুম গোলাপ জলের ভিতর দিয়া, বাহিরে প্রবাহিত হইয়া, গৃহ মধুময় হৃদয়-মনোমুগ্ধকর সৌগন্ধে বিভোর করিয়া তুলিয়াছিল!

জুলেখাকে দেখিয়া, মসরু চক্ষু উন্মীলিত করিয়া বলিল, "জুলেখা বিবি যে,—এত সকালে এ গোলামের আস্তানায় কি মনে ক'রে ?"

জুলেখা ফরাষের একপার্শ্বে অযাচিতভাবে বসিল; বলিল, "রাজকার্য্যে সময় অসময় নাই"

মসরু জানিত, জুলেখা নুরজিহানের সর্ব্বেসর্ব্বা,—সুতরাং সে মনে মনে তাহার উপর সন্তুষ্ঠ না থাকিলেও, বাহিরে যথেষ্ট মান্য, ভক্তি করিত। জুলেখার কথায় উঠিয়া বসিল,—আলবোলার নল পার্শ্বে রাখিল;—তাহার পর ধীরে ধীরে বলিল, "গোলাম ত হাজির আছে!"

জুলেখা বলিল, "সাহাজাদা কখন রওনা হইয়াছেন,—জান?"

মুহূর্ত্তের জন্য অতি ধূর্ত্ত মসরু তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে জুলেখার দিকে চাহিল,—তৎপরে বলিল, "কোন্ সাহাজাদা ?"

জুলেখা দৃঢ়স্বরে বলিল, "এক সাহাজাদা ফেরারি;—আমি সাহাজাদা পরবেসের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি।"

"তুমি, না বাদসাবেগম ?"

"আমার কি মাথাব্যথা পড়িয়াছে!"

"তবে এইমাত্র জানি, তিনি কাল রাত্রে যুদ্ধে রওনা হইয়াছেন।"

"বেশ ভাল;—কাল পরবেস সাহাজাদা কতকগুলি স্ত্রীলোক লইয়া আমোদ করিতেছিলেন,—তাহারা কে?"

"কে জানিতে চাহে?"

"কতবার বলিব?"

"সাহাজাদা সহর হইতে তাহাদের আনিয়াছিলেন।"

"তাহারা কোথায়?"

"তাহাদের আবার সহরেই পাঠান হইয়াছে।"

জুলেখা মসরুর কিংখাপমণ্ডিত আলবোলার নল তুলিয়া লইয়া, ধীরে ধীরে নাচাইতে আরম্ভ করিল;—তাহার পর মৃদু হাসিয়া বলিল, "খাঁ সাহেব,—এবার একটা নিজের কথা জিজ্ঞাসা করি?"

"অবশ্য—অবশ্য।"

"তুমি তো জান, কাল রাত্রে আমি বেগমসাহেবের কাজে বাহিরে গিয়াছিলাম?"

"যাইতে দেখি নাই।"

এই কথা বলিয়া, মসরু যেন হাসিল;—কিন্তু জুলেখা অতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিয়াও, তাহার সেই ঘোর কালমুখের কোন পরিবর্ত্তন দেখিতে পাইল না;—তবুও তাহার সন্দেহ হইল,—'তবে কি, দুর্ব্বৃত্ত কাল রাত্রে তাহার সম্বন্ধে যাহা যাহা ঘটিয়াছিল,—সকলই জানে! সে বলিল, "তুমি তখন দেউড়ীতে ছিলে না,—যাহারা ছিল, তাহারা আমায় লক্ষ্য করে নাই।"

মসরু কেবল মাত্র বলিল, "সম্ভব।"

জুলেখা দৃঢ়স্বরে বলিল, "তুমি তো জান, আমার ফিরিতে অনেক রাত্রি হইয়াছিল;—কখন বাদসা বাহির-মহলে চলিয়া গিয়াছেন, জানি না;—তাহাই জিজ্ঞাসা করিতেছিলাম,—তিনি কখন——"

মসরু বলিল, "তিনি কখন বাহির হইয়া গিয়াছেন,—তাহাই জানিতে চাও;—দুঃখের বিষয়, তিনি আদৌ কাল রাত্রে বেগম-মহলে আইসেন নাই;—সাহাজাদাকে যুদ্ধে পাঠাইবার জন্য রাজ-কার্য্যে ব্যস্ত ছিলেন।"

এই সম্পূর্ণ নূতন সংবাদ শুনিয়া, জুলেখা যে অতিশয় বিস্মিত হইল,—তাহা বলা বাহুল্য! তবে সে অতি কষ্টে আত্মসংযম

করিয়া, নিজ অবিচলিত ভাব রক্ষা করিল;—বলিল, "তবে আর কোন গোল নাই?"

এই বলিয়া, সে মসরুর গৃহ হইতে বিদায় হইল। জীবনে আর সে কখনও এত রহস্যজালে জড়িত হয় নাই;—তবে তাহার দাসী,—আর বাঁদী,—সকলেই তাহাকে মিথ্যা কথা বলিয়াছে! তাহাদের তাহার সহিত প্রতারণা করিবার উদ্দেশ্য কি?

সহসা যে কথা তাহার স্মরণ হইল,—তাহাতে তাহার দেহের প্রত্যেক ধমনীর রক্ত জল হইয়া গেল! যেন পৃথিবী দুইভাগ হইয়া, তাহাকে গ্রাস করিতে উদ্যতা হইল!

একাদশ পরিচ্ছেদ।

প্রাণদণ্ড।

অন্য কেহ হইলে যে কি করিত,—তাহা বলা যায় না। জুলেখার মুখ পাংশুসবর্ণ হইয়া গিয়াছিল,—কিন্তু সে বলে তাহার হৃদয়ের দুর্ব্বলতা দূর করিয়া, অতি শীঘ্রই নিজ পূর্ব্ব ভাব অবলম্বন করিল। সে ধীরে ধীরে নিজের গৃহে আসিল,—সমস্ত রাত্রি সে ঘুমায় নাই;—সে নানা কারণে নিতান্তই বিচলিত হইয়া পড়িয়াছিল। বেগম নুরজিহান নিদ্রা যাইতেছেন,—না,—জাগরিত হইলে, তিনি তাহাকে আহ্বান করিবেন না;—জুলেখা একটু শয়ন করিল। দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, "স্পষ্টই বুঝিতেছি, এক কালমেঘে আমায় ঘেরিয়াছে,—আমি মরিতে ডরাই না;—আমার বাঁচিয়া থাকিয়া ফল কি? তবে এখন আমার মরিবার সময় হয় নাই,—এখন মরিলে, এত দিনের ব্রত উদ্‌যাপন হয় না! ভগবানের কি তাহাই ইচ্ছা?"

কখন জুলেখা ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, তাহা সে জানে না;—নিদ্রিতাবস্থায় ভয়াবহ লোমহর্ষণ স্বপ্ন দেখিল,—সে স্বপ্নের বর্ণনা হয় না; তাহার দেহ ঘর্ম্মে ঘর্ম্মাক্ত হইয়া গেল,—সে অস্ফুট আর্ত্তনাদ করিয়া জাগরিত হইল। দেখিল এক জন বাঁদী তাহার শয্যার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া তাহাকে ডাকিতেছে!

সে চমকিত হইয়া উঠিয়া বসিল;—এখনও সেই ভয়াবহ স্বপ্ন তাহার চক্ষের উপর প্রতিফলিত হইয়া তাহার শিরায় শিরায় বিভীষিকা বিস্তৃত করিতেছিল;—অপর কেহ হইলে হয়তো উন্মাদ হইত, কিন্তু জুলেখা অতি শীঘ্র আত্মসংযম করিয়া হইল;—বাঁদীর দিকে চাহিয়া বলিল, "রাত্রে ভাল ঘুম হয় নাই,—ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম—কত বেলা হইয়াছে?"

বাঁদী বলিল, "অনেক বেলা হইয়াছে,—দুই প্রহর হইয়াছে। বেগমসাহেব এখনই তোমায় শিশ মহলে ডাকিতেছেন।"

জুলেখা একটু বিস্মিত স্বরে বলিল, "শিশ মহলে?"

"হাঁ,—গরম বলিয়া তিনি শিশ মহলে গিয়াছেন।"

"সেখানে আর কে আছে?"

"কেহ না,—তোমায় ডাকিতেছেন।"

"এখনই যাইতেছি।"

এই বলিয়া জুলেখা সত্বর উঠিল,—তৎক্ষণাৎ হাত মুখ প্রক্ষালন করিল,—মনের ভাব মনে লুকাইয়া বাঁদীকে বিদায় করিয়া দিল;—তাহার পর সিন্দুক খুলিয়া একখানি ক্ষুদ্র কাগজে তাড়াতাড়ি কি লিখিল;—তৎপরে দয়ামনীকে ডাকিল,—অতি মৃদু স্বরে তাহাকে বলিল, "দয়ামনী,—তুমি আমাদের পুরাতন দাসী, আমায় ভালবাস বলিয়াই আমার সঙ্গে এই মুসলমান পুরীতে পর্য্যন্ত আসিয়াছ;—বোধ হয় আজ আমার এখানকার কাজ মিটিল,—হয়তো আমি

আর ফিরিব না;—যদি সন্ধ্যার মধ্যে না ফিরি,—সিন্দুকে যাহা কিছু আছে,—সমস্ত লইয়া আজই এখান থেকে ফতেপুর সিকৃরি চলিয়া যাইবে। সিন্দুকে যাহা আছে,—তাহার অর্দ্ধেক দুলালীকে দিবে,—ইহাতে তোমরা দুই জনেই রাজার হালে দেশে গিয়া থাকিতে পারিবে।"

দয়ামনী বলিল, "আজ রাত্রে আমি বুড়ো মানুষ ফতেপুর সিকৃরিতে যাব।"

জুলেখা বলিল, "আগ্রার চকে গঙ্গীয়ার পানের দোকান আছে,—এখান হইতে তাহার সঙ্গে দেখা করিও,—সে তোমায় ফতেপুর সিকৃরিতে পাঠাইয়া দিবে।"

"সেখানে কার কাছে যাব?"

"সেখানে দুলালী আছে,—তার সঙ্গে দেখা হলে সে তোমায় নিয়ে দেশে চলে যাবে।"

"আর তুমি?"

জুলেখা বিষাদ হাঁসি হাঁসিল,—বলিল, "ভগবান দিন দেন তো আবার দেখা হবে।"

বৃদ্ধা দাসী বলিয়া উঠিল,—"সে কি গো?"

জুলেখা বলিল, "চুপ,—এখানে দেওয়ালেরও কাণ আছে। যাহা বলিলাম, তাহাই করিও,—ভয় নাই,—আমার সঙ্গে দেখা হবে।"

বৃদ্ধা বলিল, "সিন্দুকের জিনিস পত্র নিয়ে তারা যদি না এখান থেকে বার হতে দেয়!"

জুলেখা বলিল, "সে কথা ঠিক।" এই বলিয়া সে চিন্তিত ভাবে গৃহমধ্যে পদচারণ করিতে লাগিল;—বহুক্ষণ পরে বলিল, "তুমি এখনই রওনা হও,—দিনের বেলা কেহ কিছু বলিবে না,—এই পত্র মসরুককে দিও।"

এই বলিয়া সে সত্বর লিখিল, "খাঁ সাহেব মসরু,—বাদসা-বেগমের হুকুমে আমার দাসী দেশে যাইতেছে,—তাহার জিনিস পত্র তাহাকে লইয়া যাইতে দিবেন—জুলেখা!"

তাহার পর, পূর্ব্বে যে ক্ষুদ্র কাগজটুকু সে লিখিয়াছিল,—তাহা দাসীকে দিয়া বলিল, "খুব সাবধান,—এইটুকু কাগজ যেন কিছুতেই হারাইও না;—দুলালীকে দিও,—যাহা প্রয়োজন সকলই করিবে। এই সিন্দুকের চাবি লও,—এখনই চলিয়া যাও,—এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব করিও না,—তাহা হইলে আর যাওয়া হইবে না। এই আবার আমায় ডাকিতে আসিতেছিল।"

জুলেখা দ্রুতপদে গৃহ হইতে বাহির হইল,—সম্মুখে বাঁদীকে দেখিয়া বলিল, "আমি এখনই যাইতেছি!"

বাঁদী বলিল, "তিনি আবার ডাকিয়া পাঠাইয়াছেন।"

জুলেখা কোন কথা না কহিয়া বৃদ্ধা দাসীকে চক্ষের দ্বারা ইঙ্গিত করিয়া দ্রুতপদে শিশ মহলের দিকে প্রস্থান করিল।

আজ তাহার জীবনের মহা সমস্যা;—সেই এক দিন—আর আজ এক দিন। সেই বহুদিন পূর্ব্বে বর্দ্ধমানে রক্তগঙ্গা,—ধর্ম্মনষ্ট,—জাতি ভ্রষ্ট, স্বামীর মৃত্যু,—প্রাণের কন্যা ও স্নেহময় শ্বশুরের অন্তর্ধান,—আর আজ এই দূর আগ্রায় বেগম-মহলে তাহার জীবন মৃত্যুর সন্ধি স্থল?

মুহূর্ত্তের জন্য জুলেখার মুখ বিশুষ্ক হইল,—তাহার হৃদয় স্পন্দিত হইল;—কিন্তু সে কেবল মুহূর্ত্তের জন্য,—সে সুদৃঢ় পদে প্রাসাদ নিম্নস্থ শিশ মহলে চলিল।

সুন্দর সুসজ্জিত বিস্তৃত প্রকোষ্ঠ;—এ সকল গৃহের বিলাসিতপূর্ণ আসবাবের বর্ণনা করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র, উপরে শত শত সুন্দর বেলওয়ারী ঝাড় ঝুলিতেছে,—কিন্তু এ গৃহে একটীও বাতি

জ্বলিতেছে না,—গৃহ সেই জন্য অর্দ্ধ অন্ধকারে আবরিত,-সকলই আবছায়ার ন্যায় দেখা যাইতেছে!

জুলেখা প্রথমে কাহাকেও দেখিতে পাইল না—অবশেষে দেখিল নুরজিহান গৃহমধ্যস্থ মসনদে অর্দ্ধশায়িত ভাবে বসিয়া আছেন;—তিনি তাহাকে দেখিয়া উঠিয়া বসিলেন।

জুলেখা নিকটে আসিল,—কি বলিতে যাইতেছিল বলিল না,—ঈষৎ বঙ্কিম নেত্রে সে নুরজিহানের মুখের দিকে চাহিল, দেখিল আজ বেগমসাহেবের মুখ অতি দৃঢ়, আজ সে মুখে মনপ্রাণ বিমোহন চির হাসি আর নাই! জুলেখা যাহা ভাবিয়াছিল,—তাহাই ঠিক, আজ তাহার জীবন মরণের সন্ধি স্থান।

নুরজিহান বলিল, "জুলেখা,—আমি বাজে কথার লোক নহি, তাহা তুমি বেশ জান। এই দশবৎসর আমি ভগিনীর ন্যায় তোমায় ভাল বাসিয়া আসিতেছি,-প্রাণ দিয়া তোমায় বিশ্বাস করিয়াছি?"

জুলেখা কাতরে "বাদসাবেগম" বলিয়া পূর্ব্বের ন্যায় নুরজিহানের পদপ্রান্তে বসিতে যাইতেছিল; কিন্তু নুরজিহান তাঁহার বাহু উর্দ্ধে তুলিয়া তাহাকে দূরে দাঁড়াইতে অনুজ্ঞা করিলেন;—জুলেখা কাষ্ঠপুত্তলিকার ন্যায় দণ্ডায়মান রহিল।

বাদসাবেগম বলিলেন, "কিন্তু এখন দেখিতেছি,—এ পর্য্যন্ত আমি বুকে কালসাপ পুষিয়া আসিতেছি——"

জুলেখা কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু নুরজিহান তাহাকে কথা কহিতে দিলেন না; বলিলেন, "তুমি এত দিনে ভিতরে ভিতরে মোগল রাজ্যের সর্ব্বনাশের চেষ্টা পাইতেছিলে,—তুমি মোগলকে ধ্বংশ করিয়া মহাবত খাঁ ও ভীম সিংহের সাহার্য্যে উদয়পুরের রাণা কর্ণ সিংহকে দিল্লির সিংহাসনে বসাইতে চেষ্টা পাইতেছ,—সেই জন্য দিন রাত্রি ষড়যন্ত্র করিতেছ————"

জুলেখা আবার কথা কহিবার চেষ্টা পাইল,—বলিল, "বাদসা-বেগম——"

কিন্তু নুরজিহান গর্জ্জিয়া বলিলেন, "চুপ্—তুমি পরবেস ও খুরম দুইজনকেই হত্যা করিবার জন্য ষড়যন্ত্র করিয়াছ,—একজন বোধ হয় হত হইয়াছে,—তাহার কোন সম্বাদই নাই। আর পরবেস,—আজ সে রাজদ্রোহীর যথপ্নুযুক্ত দণ্ড দিতে গিয়াছে,—কিন্তু সেও ফিরিবে কিনা তাহা ভগবান জানেন!"

জুলেখা বলিল, "বাদসাবেগম,—এ সমস্তই ঘোর মিথ্যা কথা!"

নুরজিহান বলিলেন, "না—মিথ্যা কথা নহে! এ কথা,—তোমার—বিশ্বাসঘাতকতা—অকৃতজ্ঞতার,—কথা অনেক দিন শুনিয়াছি, কিন্তু এত দিন বিশ্বাস করি নাই;—তোমায় ভাল বাসিতাম,—এখনও ভালবাসি, তাহাই বিশ্বাস করি নাই,—আজ করিয়াছি!"

জুলেখা অতি বিস্মিত স্বরে বলিল, "বাদসাবেগম,—আপনি সন্দেহ করিতে পারেন,—নিজে কখনও কিছু দেখিয়াছেন!"

নুরজিহান বলিলেন, "না,—তাহা দেখি নাই—তাহাতেই তোমার প্রসংশা করি,—তুমি নুরজিহানের চক্ষে ধূলি দিয়াছ?"

"আমার এই গূঢ় রাজনৈতিক ব্যাপারে সম্বন্ধ কি—ইহাতে আমার স্বার্থ কি?"

নুরজিহান অতি গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "স্বার্থ—হাঁ,—এখন স্বার্থের কথাও শুনিয়াছি,—তোমার সে মেয়ে মরে নাই,—তোমার শ্বশুর তাহাকে কর্ণ সিংহের সহিত বিবাহ দিয়াছে,—তোমার স্বার্থ তুমি দিল্লিশ্বরীর মা হইতে চাও—তোমার সেই বর্দ্ধমানের প্রতিহিংসার প্রতিশোধ লইতে চাও।"

জুলেখা মৃদু হাসিল,—বলিল, "বেগমসাহেব, আমি মরিতে ডরাই না,—আমার বাঁচিয়া থাকিবার কি আবশ্যক আছে। আপনি আদর যত্ন না করিলে,—আপনি আমায় ভাল না বাসিলে,—আমি যে দিন স্বামী কন্যা হারাইয়াছিলাম,-সেই দিনই গঙ্গায় ডুবিয়া মরিতাম। আপনার যত্নে—আপনার মায়ায় বাঁচিয়া আছি,—আর আপনি ভাল বাসেন বলিয়াই আমার সহস্র শত্রু————"

জুলেখা আর কথা কহিতে পারিল না;-সে কাঁদিয়া ফেলিল, —কিন্তু নুরজিহান তাহাতে বিচলিত হইলেন না;—জুলেখা নিমিষে আত্মসংযম করিয়া বলিল, "বাদসাবেগম আমার শত্রুদের মিথ্যা কথা বিশ্বাস করিয়াছেন————"

নুরজিহান গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "মিথ্যা কথা নহে,—সমস্তই প্রমাণ পাইয়াছি!"

জুলেখা হতাশ ভাবে বলিল, "তবে আমার কোন কথা আর বলা বৃথা,—বাদসাবেগম, বাঁদীর উপর কি দণ্ডের হুকুম হইয়াছে।"

নুরজিহান প্রায় দন্তে দন্ত পেষিত করিয়া বলিলেন, "এ কার্য্যে যে দণ্ড হয়,—ও হওয়া উচিত,—তাহাই তোমার উপর হইয়াছে! তোমার প্রাণ দণ্ডের হুকুম দিয়াছি।"

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

আত্মহত্যা।

এই সময়ে পশ্চাতে শব্দ হওয়ায়, জুলেখা চমকিতা হইয়া ফিরিল! দেখিল, দ্বারের বাহিরে দুই ভীমকায় কাফ্রি খোজা জল্লাদ দণ্ডায়মান,—তাহাদের হস্তস্থ ভয়াবহ খড়্গ সেই অন্ধকারেও ঝক্ ঝক্ করিতেছে! ইহারাই কয়েক মুহূর্ত্ত পরে নির্ম্মমভাবে তাহাকে বলি দিবে!

জুলেখার দেহের রক্ত জল হইয়া গেল,—তাহার হৃদ্‌পিণ্ড যেন পাষাণে পরিণত হইল! অপর কেহ হইলে, বোধ হয় মূর্চ্ছা যাইত;—কিন্তু সে অবিচলিত ভাবে বাদসাবেগমের দিকে ফিরিল; বলিল, "বেগম সাহেব,—জল্লাদের দ্বারা আমার প্রাণদণ্ড করিয়া লাভ কি? যখন আপনার ভালবাসা হারাইলাম,—তখন আর আমার বাঁচিয়া ফল কি? বিষ আনিয়া দিন,—বিষ খাইয়া, আপনার সম্মুখেই প্রাণত্যাগ করি।"

জুলেখা থামিল;—কিন্তু নুরজিহান কোন কথা কহিলেন না;—সুবিধা পাইয়া জুলেখা বলিল, "যখন আপনি আমায় শত্রুদের মিথ্যা কথা বিশ্বাস করিয়া, আমার কোন কথা——"

নুরজিহান ভূমে পদাঘাত করিয়া বলিলেন, "জল্লাদ!"

খোজাদ্বয় অগ্রসর হইল,—কিন্তু এমনই ভাবে জুলেখা তাহাদের পশ্চাতপদ হইতে বলিল যে, তাহারা সভয়ে সরিয়া দাঁড়াইল! জুলেখা সহসা নুরজিহানের পদপ্রান্তে পড়িয়া বলিল, "দাসীর কথা এখনও বিশ্বাস করুন——"

নুরজিহান রাগতস্বরে বলিলেন. "এই দশ বৎসর বিশ্বাস করিয়া

আসিয়াছি,—আর বিশ্বাস করি না;—ধ্রুব নিশ্চিত প্রমাণ পাইয়াছি! জল্লাদ!”

জুলেখা ক্ষিপ্রহস্তে বুকের ভিতর হইতে এক শাণিত ছুরিকা বাহির করিয়া বলিল, “কেহ তোমায় রক্ষা করিবার পূর্ব্বেই, আমি তোমার বুকে ছোরা বসাইতে পারি,—কিন্তু তাহা করিব না;—নিজেই মরিব।”

এই বলিয়া, জুলেখা ছোরা দূরে নিক্ষেপ করিয়া,—বিষের বড়ী মুখে ফেলিয়া দিল! বলিল, “বেগমসাহেব,—যদি একদিনও আমি আপনাকে ভালবাসিয়া থাকি,—যদি একদিনের জন্যও আপনি আমায় ভালবাসিয়া থাকেন,—তবে দাসীর দেহ কোন হিন্দুর দ্বারা দাহ করাইবেন;—গোর দিবেন না।”

জুলেখা এই কথা এত তাড়াতাড়ি বলিল যে, নুরজিহান তাহার ভাবগ্রহ করিতে পারিলেন না;—তিনি বিস্ফারিতনয়নে জুলেখার মুখের দিকে চাহিয়াছিলেন! সহসা জুলেখা বসিয়া পড়িল, তাহার পর ছিন্ন বল্লরীর ন্যায় ভূমে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িল! বিস্ময়ে,—ভয়ে,—নুরজিহানের মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল;—তিনি লম্ফ দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন!

জুলেখা চিৎ হইয়া কাষ্ঠপুত্তলিকার ন্যায় পড়িয়া আছে। তাহার চক্ষু উন্মীলিত,—সে চক্ষে পলক নাই,—তেজ নাই,—জীবনীশক্তি নাই! এই কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যেই তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আড়ষ্ট হইয়া উঠিয়াছে!

নুরজিহান বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়া, কাষ্ঠপুত্তলিকার ন্যায় জুলেখার মৃতদেহের দিকে চাহিয়া আছেন! তাঁহার চক্ষু বিস্ফারিত, তাঁহার কণ্ঠে স্বর নাই!

সহসা তাঁহার চৈতন্য হইল। তিনি ছুটিয়া গিয়া জুলেখার

দেহের পার্শ্বে বসিলেন। দুইহস্তে তাহার মস্তক নিজ সুকোমল জানুর উপর তুলিয়া লইলেন;—তাহার কপালে,—তাহার বুকে হাত দিয়া দেখিলেন, জুলেখার মুখে মৃত্যুর ছায়া স্পষ্ট দৃষ্টিগোচর হইতেছে! নুরজিহানের চক্ষু জলে পূর্ণ হইয়া আসিল,—তিনি ধীরে ধীরে জানু হইতে জুলেখার মস্তক ভূমে নামাইয়া রাখিলেন;—তৎপরে উঠিয়া দাঁড়াইলেন! দ্বারের দিকে খোজাদ্বয়ের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "যাও,—মসরুরকে এখনই পাঠাইয়া দেও।"

তাহারা বেগম-মহলের দ্বারের দিকে ছুটিল,—তখন নুরজিহান ধীরে ধীরে আসিয়া মসনদে বসিলেন;—তাঁহার কমনীয় বদন বিষন্নতায় মাখা,—বোধ হয় এত বিষণ্ণ ভাব নুরজিহানের আর কেহ কখনও দেখে নাই! সকলেই জানিত, নুরজিহানের হৃদয় কঠিন প্রস্তরে গঠিত,—সে হৃদয়ে স্নেহ, মমতা নাই;—আজ এ সময়ে তাঁহাকে যে দেখিত, সেই বলিত, আজ নুরজিহান যথার্থ দুঃখিত,—সন্তপ্ত,—বিমর্ষ!

তিনি আর জুলেখার মৃতদেহের দিকে চাহিতে পারিলেন না; অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া বসিয়া রহিলেন। সহসা দেখিলে মনে হইত, আজ নুরজিহানের বাহ্যজ্ঞান নাই!

মসরুর পদশব্দে চমকিত হইয়া, বাদসাবেগম ফিরিলেন;—মসরুর সসম্ভ্রমে ভূমি চুম্বন করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল! তাহার এক নেত্রের বঙ্কিম ভাবে জুলেখার মৃতদেহের দিকে চাহিল,—অপর চক্ষে বেগমসাহেবের মুখের বিষন্নতা লক্ষ্য করিল;—কিন্তু কোন জন্মে কখনও মসরুর কৃষ্ণমুখে হৃদয়ের কোন ছায়াই পড়িত না;—সে অটল অচল ভাবে কলের পুত্তলিকার ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল! তৎপরে ধীরে ধীরে বলিল, "বাদসাবেগমের হুকুমের জন্য গোলাম হাজির।"

নুরজিহান ধীরে ধীরে বলিলেন, "সহসা আমার বাঁদী জুলেখার মৃত্যু হইয়াছে।"

মসরু মনে মনে বলিল, "তাহা দেখিতেছি,—আরও দেখিতেছি; ইহার ভিতর আরও মজা আছে। এইমাত্র এই মাগীর দাসী মাল-পত্র লইয়া, বেগম-মহল হইতে সরিয়া পড়িয়াছে;—এ মৃত্যুর খবর সে দেখিতেছি, আগে হইতেই জানিত।"

মসরু প্রকাশ্যে বলিল, "হুকুম হইলে, খুন-খানায় গাড়িয়া ফেলি।"

বেগম-মহলের ভিতর গুপ্তহত্যার অভাব ছিল না,—এই সকল মৃতদেহ এক স্থানে প্রোথিত করিয়া ফেলা হইত,—এই স্থানটী সহস্র সহস্র মণ চুণে পূর্ণ ছিল;—সুতরাং এই সকল মৃতদেহ চুণের ভিতর পুঁতিয়া ফেলিলে,—কোন দুর্গন্ধ বাহির হইত না;—দশ পনের দিনেই চুণ হইয়া যাইত! বেগম-মহলে এই স্থান খুন-খানা নামে বিদিত ছিল। যে দেহ খুন-খানায় প্রোথিত হইত,—সে লোক চিরদিনের জন্য নিরুদ্দেশ হইয়া যাইত;—তাহার সংবাদ আর কেহ কখনও এ পৃথিবীতে পাইত না!

নুরজিহান কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিলেন, "না,—আমার ইচ্ছা নহে যে, ইহাকে কবর দেওয়া হয়। হিন্দু দিয়া ইহার দেহের যথানিয়ম সৎকার করিতে হইবে।"

মসরু বলিল, "যো হুকুম;—খুব ভাল ব্রাহ্মণ ডাকাইয়া, ইহার সৎকারের বন্দোবস্ত করিয়া দিতেছি।"

নুরজিহান কিয়ৎক্ষণ চিন্তামগ্না রহিলেন;—তৎপরে ধীরে ধীরে বলিলেন, "না,—জুলেখা মরিয়াছে,—এ কথা কখনও গোপনে থাকিবে না——"

মসরু বিনীত স্বরে বলিল, "জুলেখা বাঁদীকে বেগম-মহল কেন,

দুর্গের প্রায় সকলেই চিনিত ;—তাহাকে দেখিতে না পাইলে,— সকলেই তাহার সন্ধান করিবে।"

নুরজিহান বলিলেন, "সে যে মরিয়াছে,—তাহা আমি আর তোমার খোজা দুইজন জানে ;—তোমরা কখনই এ কথা প্রকাশ করিও না।"

"জীবন থাকিতে নয়।"

"আমি অন্যান্যে বলিব যে, বিশেষ কাজের জন্য তাঁহাকে দিল্লি পাঠাইয়াছি।"

"দেহটা হিন্দু দিয়া সৎকার করিতে হইলে,—বাদসাবেগম—"

নুরজিহান ক্রুদ্ধভাবে ভ্রুকুটী করিয়া, ভূমে পদাঘাত করিয়া বলিলেন, "আমি চাই যে, তুমি আমার এই বাঁদীর হিন্দুমতে হিন্দু দিয়া সৎকার করাইবে ;—আমি চাই, জুলেখা যে মরিয়াছে,—তাহা যেন কিছুতে প্রকাশ না পায়। যদি আমি শুনিতে পাই যে, মসরু তুমি ইহার হিন্দুমতে সৎকার কর নাই,—যদি আমি শুনিতে পাই যে, এই বেগম-মহলের,—এই দুর্গের,—এই আগ্রার,—এই পৃথিবীর কোন লোক জানিয়াছে যে, জুলেখা মরিয়াছে ;—তাহা হইলে, তোমার শির থাকিবে না! সাবধান! হুকুম তামিল হইতে যেন বিন্দুমাত্র ত্রুটী হয় না!"

এই বলিয়া, নুরজিহান দ্রুতপদে সেই গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেলেন। মসরু বলিল, "এই জন্যই বাছা তুমি নুরজিহান! সবই কি আব্দার! এই মাগীকে আমি খুন-খানায় গাড়িতে পারিব না,—ইহাকে বাহিরে প্রকাশ্য ভাবে হিন্দু দিয়া সৎকার করিতে হইবে,—অথচ দুনিয়ার লোক জানিতে পারিবে না যে, ইহার মৃত্যু হইয়াছে ;—ইহাকে কি আব্দার বলে না? একি ঘোর সমস্যা নহে? এখনই তো বাহিরের দিকে এ দেহটা লইয়া গেলে, একটা

মহা গোল পড়িয়া যাইবে;—সকলেই জানিতে পারিবে, জুলেখা মরিয়াছে। হাঁ,—খুন-খানায় গাড়িতে হইলে, তাহার বন্দোবস্ত আছে,—তাহার জন্য গুপ্তপথ আছে,—সে ব্যাপার কেহই জানিতে পারে না,—নিঃশব্দে হইয়া যায়;—কিন্তু এ কাজ,—এ সৎকার ব্যাপার গোপনে হয় কিরূপে? না করিলে, এ প্রাণ নুরজিহানের হাত হইতে রক্ষা করা মসরুর বাবার সাধ্যও নহে।"

মসরু গৃহমধ্যে দুই একবার পদচারণ করিল;—বলিল, "না,—এই মৃতদেহের দেহটার দিকে চাহিব না;—শুনিয়াছি, হিন্দুর লাসের দিকে মুসলমান চাহিলে, সে লাস দানো পায়! জুলেখা দানো পাইলে, সর্ব্বনাশ ঘটাইবে! জীবন্তবেলায় তাহাকে কিছুতেই আঁটিয়া উঠিতে পারি নাই;—সে দানো পাইলে, এ দেশে কাহারও থাকা দায় হইবে!—তবে আমি তাহাকে সর্ব্বদাই খোসামোদ করিয়াছি, সে আমার উপর অত্যাচার করিবে না।"

মসরুর আবার কয়েকবার নীরবে পদচারণ করিয়া বলিল, "মাগী নুরজিহানের উপর নুরজিহান হইয়াছিল,—মরিয়াছে ইহাতে আমি সন্তুষ্ট ভিন্ন দুঃখিত হই নাই! একটা মহা আপদ ছিল,—মরিয়াও নিশ্চিন্ত নয়! এক ঘোর আপদ ঘটাইয়া গেল,—এখন কি রকমে গোপনে ইহার সৎকার করি! হঠাৎ মরিল কিসে! আপনি মরিয়াছে,—না, নুরজিহান বিবি তাহার ইহ লীলা নিজ হস্তেই শেষ করিয়াছেন? তাহার অসাধ্য কি আছে? তবে বোধ হইতেছে, জল্লাদ দেখিয়া, সে বিষ খাইয়া মরিয়াছে! যখন মরিয়াছে,—তখন তাহাকে খুন-খানায় পুঁতিতে আপত্তি কি? তাহার সৎকারের জন্য এত ব্যস্ত কেন? সে মরিয়াছে,—এ কথাই বা লুকাইয়া রাখিবার জন্য এত চেষ্টা কেন? একটা বাঁদী মরিয়াছে,—তাহাতে এমন কি হইয়াছে;—এমন ত কত শত প্রত্যহই আছে;—না,—ইহার

ভিতর অনেক মজা আছে দেখিতেছি;—যাই হউক,—এখন ইনি এইখানেই থাকুন,—অনেক রাত্রে সকলে নিদ্রিত হইলে যাহা হয় করা যাইবে।"

এই বলিয়া মসরু সেই গৃহের সমস্ত দরজা বন্ধ করিল,—তাহার পর নিজে স্বহস্তে গৃহের দ্বারে চাবিবন্ধ করিয়া বাহিরের দিকে প্রস্থান করিল,—একবারও জুলেখার মৃতদেহের দিকে চাহিল না।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

মৃতদেহ।

বার ঘড়ির নহবত বাজিয়া নীরব হইয়াছে,—নিশীত রাত্রি,—প্রহরীগণ ব্যতীত আর সকলেই নিদ্রিত হইয়াছে,—চারিদিকে ঘোর নিস্তব্ধতা বিরাজ করিতেছে;—এই সময়ে মসরু খোঁজা জল্লাদ দুইজনকে ডাকিল,—তাহারাই কেবল এ মৃত্যু ব্যাপার জানে,—আর অধিক লোককে জানান ভাল নহে,—এই ভাবিয়া মসরুর তাহাদের দুই-জনকেই ডাকিল;—এই আপদ মৃতদেহ লইয়া আজ মসরু সেরূপ ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল,—তেমন আর সে জীবনে কখনও হয় নাই;—অনেক ভাবিয়াও সে কোন উপায় উদ্ভাবন করিতে পারে নাই!

কাফ্রি দুইজন আসিলে সে বলিল, "বাদসাবেগমের হুকুম এই মাগীর হিন্দু দিয়া সংকার করিতে হইবে,—আর এ যে মরিয়াছে তাহা ঘুণাক্ষরে কেহ জানিতে পারিবে না—বুঝিয়াছ।"

উভয়ে বিনীত স্বরে বলিল, "হাঁ,—হুজুর।"

মসরু বলিল, "ভাল,—এই রকম কাজ না করিলে, কাহারই

শির থাকিবে না। যাও—দুজনে শিশ মহল হইতে গোপনে এই দেহ বাহির করিয়া লইয়া আইস;—আমি সঙ্গে করিয়া তোমাদের দুর্গের দরজা পার করিয়া দিব,—তোমরা অন্ধকারে অন্ধকারে যমুনার ধার দিয়া বরাবর পূর্ব্বদিকে চলিয়া যাইবে,——বুঝিলে?"

"হাঁ—হুজুর।"

"যদি পথে কেহ কোন কথা জিজ্ঞাসা করে, কাঁদিতে কাঁদিতে বলিবে, "আমরা গরীব,-আমাদের মা মরিয়া গিয়াছে,—তাহাই সৎকার করিতে————"

"আমরা মুসলমান।"

"তা আমি জানি—টেনা পরিয়া হিন্দু গরীব সাজিয়া যাইতে হইবে;—লাসটা চটে ভাল করিয়া মুড়িয়া লইয়া যইতে হইবে—বুঝিলে?"

"হাঁ,—হুজুর!"

আমি দুর্গদ্বার পার করিয়া দিলে,-বরাবর যমুনার ধারে ধারে পূর্ব্বমুখ চলিয়া যাইবে,-এই রকম সকাল পর্য্যন্ত যাইবে;—এখানে কাছে কাহাকেও মৃতদেহ দেখিতে দিবে না,—ইহাকে এখানকার অনেক লোকেই চিনিত-বুঝিলে!"

"হাঁ—হুজুর!"

"সকাল হলে যদি ইহার কোন রকমে হিন্দু দিয়া সৎকার করাইতে না পার,—তবে যমুনার জলে ভাসাইয়া দিও,-আপদ আর এদিকে আসিতে পারিবে না,—স্রোতে টানিয়া গঙ্গায় লইয়া যাইবে—হিন্দুদের সেটা বড় সৎকার,—বুঝিলে?"

"হাঁ—হুজুর।"

"যাও,—শির বাঁচাইতে চাওতো যাহা যাহা বলিলাম,—তাহার যেন বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রম হয় না—যাও!"

খোজাদ্বয় শিশ মহলে চলিয়া গেল,—মসরু তাহাদের হস্তে গৃহের চাবি দিলেন;—তৎপরে তথায় অতি চিন্তিত মনে পদচারণ করিতে লাগিলেন। বহুক্ষণ পরে টেনা পরা দুই ব্যক্তি একটা লম্বা বাঁশে জুলেখার মৃতদেহ বাঁধিয়া অন্ধকারে নিঃশব্দে বাহির হইয়া আসিল;—দেহ আপাদ মস্তক চটে মোড়া;—কাহারও মৃতদেহের কিছু দেখিবার সম্ভাবনা ছিল না।

মসরু বলিলেন, "সঙ্গে এস?" তাহারা মৃতদেহ স্কন্ধে নীরবে তাহার অনুসরণ করিল। দুর্গদ্বারে আসিলে শান্ত্রিরা হাঁকিল, "কে যায়?" মসরু অগ্রসর হইয়া বলিল, "আমি—ভয় নাই।"

তাহার পর দ্বারস্থ সেনাধ্যক্ষের কাণে কাণে কি বলিল;—তিনি শান্ত্রিদিগকে পথ ছাড়িয়া দিতে বলিলেন,—তাহারা দ্বার খুলিয়া দিল,—খোজাদ্বয় মৃতদেহ লইয়া দুর্গ হইতে বহির্গত হইল,—ঘড় ঘড় শব্দে আবার লৌহ দ্বার রুদ্ধ হইল।

খোজাদ্বয় অন্ধকারে যমুনার তীরে আসিল,—তাহার পর তীরে তীরে পূর্ব্বাভিমুখে চলিল! নগর সুষুপ্তির ক্রোড়ে বিশ্রাম লাভ করিতেছিল;—কোন দিকে জনমানবের চিহ্ন নাই-ঘোর নিস্তব্ধতা বিরাজ করিতেছে? খোজা দুইজন অতি দ্রুতপদে মৃতদেহ লইয়া ছুটিল, কিন্তু অন্ধকারে দুই ব্যক্তি যে তাহাদের অনুসরণ করিল,—তাহা তাহারা দেখিতে পাইল না।

আগ্রা ছাড়াইয়া পূর্ব্বদিকে প্রায় দুই ক্রোশ আসিলে,—যে দুই ব্যক্তি খোজাদ্বয়কে অনুসরণ করিতেছিল,—তাহাদের মধ্যে একজন একটা ঝোপের মধ্যে প্রস্থান করিল,—অপরে মৃতদেহের অনুসরণ করিতে লাগিল। প্রথম ব্যক্তি সত্বর সেই ঝোপ মধ্য হইতে এক তেজবান অশ্ব বাহির করিয়া তাহাতে নিমিষে আরোহণ করিল,—তাহার পর তীরবেগে দক্ষিণদিকে ছুটিল।

বহুদূর আসিয়া একজন খোজা বলিল, "নামাও—বাঁধন খুলিয়া গিয়াছে,—ক্রমাগত ইহার হাত মুখে পড়িতেছে,—তোবা—তোবা ?"

অপরে বলিয়া উঠিল, "সোভানল্লাল্লা ? দানো পায় নাইতো!"

"নামাও—দেখি ?"

"না—সকাল হোক!"

"না—নামাও,—মুখে কেবলই হাত পড়্‌চে,—গা শিউরে উঠিতেছে,—নামাও—ভাল করে বাঁধি ?"

"আমরা কসে বেঁধেছি,—কেমন করে খুলবে!"

"নামিয়ে দেখ ?"

তখন তাহারা মৃতদেহ ভূমে নামাইল,—অন্ধকারে ভাল দেখা যায় না,—তবে তাহারা বুঝিল,—কোন গতিকে বাঁধন খুলিয়া মৃতদেহের ডান হাত বাহির হইয়া পড়িয়াছে,—দেখিয়া একজন সভয়ে বলিয়া উঠিল, "দানো পেয়েছে,—এখনও হাত নাড়া দিতেছে ?"

সত্য সত্যই মৃতদেহের হাত নড়িতেছিল, অপরে বলিল, "আমরা ঝাঁকি দিয়া নামাইয়াছি,—তাহাতেই হাতটা নড়িতেছে ?"

হাত আবার নড়িল,—অঙ্গুলীর বহু মূল্যবান নুরজিহান নামাঙ্কিত অঙ্গুরীয় সেই অন্ধকারেও ঝকমক করিয়া উঠিল!

খোজাদ্বয় ভয়ে উভয়েই ত্রাহী মধুসূদন ডাকিয়া পালাইতে উদ্যত হইয়াছিল,—কিন্তু বহুকষ্টে হৃদয়ে বল আনিয়া দাঁড়াইল;—"বলিল, না,—দানো পায় নাই,—হাত আর নড়িতেছে না।" তখন উভয়ে উভয়ের মুখের দিকে চাহিল,—তাহারা পূর্ব্বে মৃতদেহের অঙ্গুলীস্থ অঙ্গুরীয় লক্ষ করে নাই,—তত ভাল করিয়া দেখে নাই,—একরূপ চক্ষু মুদিত করিয়া মৃতদেহ চটে মুড়িয়া ফেলিয়াছিল ? মসরু আদৌ মৃতদেহের দিকে চাহে নাই,—নুরজিহান ও এত বিস্মিত হইয়াছিলেন,—যে তাহার অঙ্গুরীয়ের কথা একেবারে বিস্মৃত হইয়াছিলেন।

যখন দেখিল মুর্দ্দা দানো পায় নাই,—তখন খোজাদ্বয়ের ভরসা হইল;—একজন হাসিয়া বলিল, "এখন এই বাঁদী যদি কোন রকমে বাঁচিয়া উঠে,—আর আমাদের এই আংটী দেখায়;—তাহা হইলে আমরা তাহার গোলাম।

অপরে বলিল, "বাঁচিবার আগেই আংটীটা হাত করিয়া ফেলা দরকার।"

অপরে সভয়ে বলিয়া উঠিল, "না—না,—কি সর্ব্বনাশ? ও আংটী স্পর্শ করিতে আছে। আমরা এ আংটী হজম করিতে পারিব না,—ধরা পড়িব,—তখন শির থাকিবে না!"

অন্যে বিরক্ত ভাবে বলিল, "তবে শীঘ্র শীঘ্র এস জলে ভাসিয়া দিই!"

"এখনও ভোর হয়নি! সকালের আগে জলে ভাসাইলে মসরু শির লইবে।"

"কেমন করিয়া জানিবে?"

"তা কে বলিতে পারে? মসরুর সাত হাজার চোক আর সাত হাজার কাণ আছে।"

"তবে ভাল করে বেঁধে নাও,—ভোর হলেই জলে ভাসাইয়া দিব।"

দুইজনে অতি অনিচ্ছা সত্ত্বেও মুখ বিকৃত করিয়া চক্ষু একরূপ মুদিত করিয়া মৃতদেহের হাত খানা চটের ভিতর বাঁধিয়া ফেলিল।

তখন তাহারা দুইজনে আবার কাঁদে তুলিয়া দ্রুতপদে ছুটিল;—দূরে থাকিয়া পূর্ব্ব ব্যক্তি অন্ধকারে তাহাদের—পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল।

ক্রমে পূর্ব্বগগণ পরিষ্কার হইয়া আসিল,—এই সময়ে তাহারা নদীতীরস্থ এক শ্মশানে আসিয়া উপস্থিত হইল;—দেখিল তথায়

একটা মৃতদেহ পড়িয়া আছে,—যাহারা এই মৃতদেহ সৎকার করিতে আসিয়াছিল,—তাহারা মৃতদেহ শ্মশানে রাখিয়া কাষ্ঠের সন্ধানে উপরে গিয়াছিল। ইহা দেখিয়াই একজন খোঁজা বলিয়া উঠিল;—"সোভান্নাল্লা,—এই যে হয়েছে? হিন্দু শালারা এক মুর্দ্দা এখানে পোড়াবার জন্যে রেখে গেছে,—বেশ হয়েছে,—শীঘ্র শীঘ্র,—মুর্দ্দাটা বদলে লই;—তাহা হইলে ইহারা এই বাঁদীকে জ্বালাইয়া দিবে,—এবং হিন্দুর সৎকার হবে,—শীঘ্র—শীঘ্র——"

অপরে বলিল, "ঠিক বলেছিস্—শীঘ্র—শীঘ্র?"

তাহারা নিমিষ মধ্যে জুলেখার দেহ সেই শ্মশানে রাখিয়া শ্মশানস্থ মৃতদেহ লইয়া ছুটিল;—বহুদূরে আসিয়া সে দেহ তাহারা যমুনার জলে নিক্ষেপ করিয়া অন্য পথে প্রস্থান করিল;—শ্মশানের নিকটস্থ আর হইল না!

হতভাগিনী সর্ব্বসুন্দরীর মৃত্যুতেও শান্তি নাই? রাজার কন্যা, রাজার স্ত্রী হইয়া সে শেষ মুসলমানের দাসী হইয়াছিল;—আত্মহত্যা করিয়াও তাহার নিষ্কৃতি নাই;—তাহার মৃতদেহেরও শত লাঞ্ছনা ঘটিতেছে,—আরও এই মৃতদেহের অদৃষ্টে কি আছে, কে বলিতে পারে?

যাহারা মৃতদেহ শ্মশানে রাখিয়া কাষ্ঠ সংগ্রহে গিয়াছিল;—তাহারা কেবল দুইজন মাত্র;—দেখিলেই অতি গরীব বলিয়া বুঝিতে বিলম্ব হয় না। তাহারা এক্ষণে দুই বোঝা কাঠ স্কন্ধে করিয়া শ্মশানে আসিল! তাহারাও বাঁশে মলিন বস্ত্রাদিতে জড়াইয়া মৃতদেহটা লইয়া আসিয়াছিল;—সুতরাং সেইরূপ বাঁশে বাঁধা একটা মৃতদেহ রহিয়াছে,—দেখিয়া তাহারা কোন সন্দেহ করিল না,—চিতা প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিল,—ক্রমে এদিকেও বেশ ফরসা হইয়া আসিল।

চিতা সজ্জিত হইলে তাহারা মৃতদেহ চিতায় শায়িত করিবার জন্য চলিল,—কিন্তু মৃতদেহের নিকটে আসিয়া উভয়েই উভয়ের মুখের দিকে ভীত ও বিস্মিত ভাবে চাহিতে লাগিল;—উভয়েই রুদ্ধ কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "এ কি?"

কিয়ৎক্ষণ উভয়েই কোন কথা কহিতে পারিল না,—স্তম্ভিতভাবে দণ্ডায়মান রহিল, তাহার পর একজন কম্পিত স্বরে বলিল, "এতো নয়?"

অপরে বলিল, "হাঁ,—এতো নয়,—এ আর একজন?"

"তবে আমাদের————"

"কই,—দেখিতেছি না!"

উভয়ে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল,—তাহার পর একজন সাহসে বুক বাঁধিয়া বলিল, "খুলিই দেখি না!"

অন্যে বলিল, "এ তো ভাল চটে জড়ান রয়েছে!"

"খুলে দেখি।"

এই বলিয়া সেই ব্যক্তি কষ্টে দড়ির বাঁধন খুলিয়া ফেলিল;—তাহার পর সর্পভ্রষ্ট মনুষ্যের ন্যায় লম্ফ দিয়া দাঁড়াইয়া আর্ত্তনাদ করিতে করিতে ছুটিল;—তাহার সঙ্গীও তাহার ন্যায় চীৎকার করিতে করিতে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিল?

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

ভাঙ্গা মন্দিরে।

তখন যে ব্যক্তি অনুসরণ করিতেছিল, সে মৃতদেহের নিকটস্থ হইল;—সে একজন মহা বলবান যোদ্ধা,—সশস্ত্র;—দেখিলে, উচ্চপদস্থ বলিয়া বোধ হয়। তিনি মৃতদেহের চট দূরে নিক্ষেপ করিয়া, ক্ষুদ্র বালিকার ন্যায় মৃতদেহ নিজ দুই বলবান বাহুর উপরে তুলিয়া লইলেন;—তৎপরে অতি যত্নে তাহা উপরে এক বৃক্ষতলে আনিয়া রাখিলেন। তথায় দণ্ডায়মান হইয়া, চারিদিকে বিশেষ লক্ষ্য করিয়া চাহিতে লাগিলেন। দেখিলেন, একজন অশ্বারোহী ও কতকগুলি লোক একখানি পাল্কী লইয়া, দ্রুতপদে আসিতেছে! তিনি তুরীধ্বনি করিলেন,—দূরস্থ অশ্বারোহীও তুরীধ্বনিতে উত্তর প্রদান করিলেন।

কিয়ৎক্ষণের মধ্যেই অশ্বারোহী বৃক্ষনিম্নে আসিয়া উপস্থিত হইলেন,—তাঁহার সঙ্গে ষোলজন বেহারা সহ পাল্কী! তিনি লম্ফ দিয়া অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইলেন;—বেহারাগণও পাল্কী নামাইল।

তখন তাঁহারা দুইজনে জুলেখার মৃতদেহ পাল্কীতে শায়িত করিয়া দিয়া, পাল্কীর দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিলেন। বেহারাগণ নীরবে পাল্কী তুলিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিল;—যোদ্ধাও লম্ফ দিয়া অশ্বে আরোহণ করিলেন,—অশ্বকে পাল্কীর সঙ্গে সঙ্গে ছুটাইলেন।

অপরে তথায় দণ্ডায়মান থাকিয়া, তাঁহাদের দিকে চাহিয়া রহিলেন! যতক্ষণ পাল্কী দেখা গেল, ততক্ষণ তিনি সেই পাল্কীর দিকে চাহিয়া রহিলেন;—তাহার পর ধীরে ধীরে বলিলেন, "দেখা যাক্,—কে জিতে,—কে হারে;—সিংহিনী সিংহিনীতে লড়াই!"

তিনি যমুনার তীরে তীরে যে পথে আসিয়াছিলেন,—সেই পথে চলিলেন ;—এদিকে পাল্কী প্রায় দুই প্রহর পর্য্যন্ত চলিল। পথে অনেক লোকে পাল্কীর দিকে বিস্মিতভাবে চাহিতে লাগিল ;—তবে পাল্কীর সঙ্গে অশ্বারোহী যোদ্ধা ছিলেন,—সুতরাং তাহারা ভাবিল, কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তাঁহার স্ত্রী লইয়া যাইতেছেন।

প্রায় বেলা দুই প্রহরের সময় পাল্কী এক প্রান্তরমধ্যস্থ ভাঙ্গা মন্দিরে উপস্থিত হইল! মন্দিরের চারিদিকে উচ্চ প্রাচীর,—একটী মাত্র দ্বার ছিল ;—সে দ্বারও ভিতর হইতে রুদ্ধ! অশ্বারোহী অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইলেন ;—দ্বারে পুনঃ পুনঃ আঘাত করায়, একটী সন্ন্যাসী বালক দ্বার খুলিয়া দিল। তখন তাহারা সকলে পাল্কী লইয়া মন্দিরে প্রবেশ করিলেন ;—সন্ন্যাসী বালক পূর্ব্বরূপ দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল!

কিয়ৎক্ষণ পরে দরজা খুলিয়া, বেহারাগণ শূন্য পাল্কী লইয়া বাহির হইয়া আসিল ;—যোদ্ধাও বাহিরে আসিলেন। বেহারাদিগকে বিদায় করিয়া, তিনি অশ্বে আরোহণ করিয়া, অশ্ব ছুটাইয়া দিলেন। বালক সন্ন্যাসী দ্বারে দাঁড়াইয়া, তাঁহাদিগকে দেখিতেছিল, তাঁহারা দৃষ্টির বহির্ভূত হইলে, সে দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল। হত-ভাগিনী সর্ব্বসুন্দরীর মৃতদেহের অদৃষ্টে আরও কি আছে,—তাহা কে বলিতে পারে?

বেহারাগণ দূরস্থ গ্রামের দিকে চলিয়া গেল,—অশ্বারোহী আগ্রার দিকে অশ্ব ছুটাইলেন। সহরের নিকটস্থ হইয়া, তিনি অশ্বের বেগ উপশমিত করিয়া, ধীরে ধীরে চলিলেন ;—পথে এক ব্যক্তি তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন,—তিনি তাঁহাকে অশ্ব দিয়া, পদব্রজে সহরের দিকে চলিলেন। দ্বারে এক ব্যক্তি তাঁহাকে দেখিয়া বলিল, "আমি তোমার জন্য অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিতেছি।"

প্রথম ব্যক্তি বলিল, "বেহারীচরণ,—এত শীঘ্র তুমি কেমন করিয়া ফিরিলে ?"

সে বিনীতভাবে বলিল, "আপনার আশীর্ব্বাদে বেহারীচরণও একটু ঘোড়ায় চড়িতে জানে।"

"পথে ঘোড়া পাইলে কোথায় ?"

"রাজকুমার,—বেহারীচরণ আপনাদের অনুগ্রহে যদি রাজপুত যোদ্ধা সাজিতে পারে,—তাহা হইলে, পথে একটা ঘোড়া সংগ্রহ করিতে পারে না ?"

রাজপুত যোদ্ধা হাসিয়া বলিলেন, "কাহার ঘোড়া অপহরণ করিয়াছিলে ?"

বেহারীচরণ হাসিয়া বলিল, "কাহার ঘোড়া জানি না ;—রাজকার্য্যে প্রয়োজন হইলে, এমন কি বাদসার ঘোড়াও লওয়া যায় ; তাহাতে পাপ নাই। যাহাই হউক,—ঘোড়া সহরের বাহিরেই ছাড়িয়া দিয়াছি ;—যাহার ঘোড়া,—তাহার আস্তাবলে সে এতক্ষণ পৌঁছিয়াছে।"

যোদ্ধা বলিলেন, "তোমার সঙ্গে এখানে দেখা হইল,—ভালই হইল ;—আমার আর সহরে যাইবার প্রয়োজন নাই। যাও,—দয়ামনীর সন্ধান লও ;—তাহাকে পাইলে, ভাঙ্গা মন্দিরে লইয়া যাইও। তাহার পর——"

বেহারীচরণ বলিল, "আমার সন্ন্যাসীঠাকুর আমার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন।"

"যাও,—আর তোমার সময় নষ্ট করা উচিত নহে।"

এই বলিয়া, যোদ্ধা ফিরিয়া, নগরের প্রধানতম রাস্তা গোয়ালিয়ারের বিস্তৃত পথ ধরিয়া বরাবর চলিয়া গেলেন ;—বেহারীচরণ কিয়ংক্ষণ নীরবে তথায় দণ্ডায়মান রহিল। তাহার পর ধীরে ধীরে

বলিল, "ঐ দূরের ভাঙ্গা দুর্গটী একটী প্রকাণ্ড "রহস্য-মন্দির"। তাহার সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধ বেহারীচরণ এই দূরদেশে আসিয়া, একটী পূর্ণ রহস্যের ঘাঁটী হইয়া গিয়াছে! এখন দেখি, এই মাগী কোথায় আছে;—যদি ইহারই মধ্যে সরিয়া পড়িয়া থাকে,—তবে বড়ই কষ্টভোগ করিতে হইবে। সে ছুঁড়িই বা কোথায়? সে আমাদের হীরার টুকরা;—তার চারিদিকেই ধার।"

বেহারীচরণ দয়ামনীর সন্ধানে সহরের চকের দিকে চলিল। সে যুবা পুরুষ নহে,—তাহার বয়স ষাট বৎসরের একদিনও কম নহে;—কিন্তু এখনও তাহার দেহে যে বল ছিল,—তাহা প্রায় ওরূপ বয়সের লোকের অনেকের দেহেই নাই! দেশে বেহারীচরণ পূর্ব্বে হরবোলা ও বহুরূপী ছিল;—তাহার ন্যায় ছদ্মবেশ ধরিতে ও নানাবিধ রঙ্গ বেরঙ্গের বুলি বলিতে আর কেহ ছিল না;—এই ব্যবসায় বেহারীচরণ বেশ দু-পয়সা উপার্জ্জন করিত। কিন্তু কেন দেশ ছাড়িয়া, এত দূরদেশে আসিয়াছে,—তাহা বলা যায় না! হয় তো বাদসাহের দরবারের নিকট থাকিলে, সে খুব বড়লোক হইতে পারিবে বলিয়াই, সে তাহার দূর বাঙ্গালাদেশের বাগনাপাড়া ছাড়িয়া, এই ভারতের এক প্রান্তস্থিত আগ্রা সহরে আসিয়াছে। সে জাতিতে গয়লা,—বাঙ্গালী গড়ো গয়লা;—কিন্তু এখানে তাহাকে বাঙ্গালী বলিয়া কেহ জানিত না। এই উপস্থিত এক্ষণে সে সম্পূর্ণ রাজপুত যোদ্ধা;—কে বলিবে সে বাঙ্গালী?—কে বলিবে সে জয়পুরের সৈনিক নহে?

তাহার বাসস্থানের কোন স্থিরতা ছিল না;—সে পারতপক্ষে কাহারও সহিত আলাপ পরিচয় করিত না;—সুতরাং আগ্রার লোক তাহাকে কেহ চিনিত না। সে এদেশে আসিয়া কখনও হরবোলা ও বহুরূপীর ব্যবসা করিয়াছে কিনা সন্দেহ! কিন্তু

তাহার চলিত,—তাহা কেহ জানিত না;—অথচ তাহার পয়সার কখনও অভাব ছিল না,—বরং সে মুক্তহস্তে প্রচুর অর্থাদি ব্যয় করিত!

আগ্রায় অসংখ্য রাজপুত যোদ্ধা,—রাজপুত রাজকুমারদিগের সহিত বাস করিত। অসংখ্য আসিতেছে,—যাইতেছে;—সুতরাং কেহ বড় তাহাদের চিনিয়া রাখিত না;—চিনিবার উপায়ও ছিল না, কারণ প্রায়ই চারিদিকে সে সময়ে যুদ্ধ-বিগ্রহ চলিতেছিল। আজ দশ হাজার রাজপুত লইয়া, কোন যোদ্ধা আগ্রায় বা দিল্লিতে আসিলেন,—কাল আবার তিনি হয় বাঙ্গালার দিকে বা কাশ্মীরের দিকে সসৈন্যে যাত্রা করিলেন;—ইহার উপর সেনাপতি মহাবত খাঁর সঙ্গে সঙ্গে বিশ পঁচিশ হাজার রাজপুত সর্ব্বদাই ফিরিত! আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মহাবত খাঁ মেবারের রাজকুমার,—নামে মাত্র মুসলমান ছিলেন;—তাঁহার ঝোঁক সম্পূর্ণই রাজপুতদিগের দিকে ছিল। রাজপুতগণও তাঁহাকে যথেষ্ট মান্য-ভক্তি করিত;—রাজপুতের বলেই তিনি দিল্লির প্রধান সেনাপতি হইয়াছিলেন,—রাজপুতের সাহায্যেই এমন কি তিনি এক সময়ে স্বয়ং বাদসাহ জাহাঙ্গিরকে বন্দী করিয়াছিলেন;—মোগল-দরবারে রাজপুতের এইরূপ অবস্থা থাকায়, কেহ যদি ছদ্মবেশে লুকাইয়া থাকিবার ইচ্ছা করিত,—তাহা হইলে, তাহার পক্ষে রাজপুত সাজা অপেক্ষা আর সহজ উপায় ছিল না! রাজপুত সাজিলে, তাহাকে বড় কেহ চিনিত না,—সে অনায়াসে লুকাইয়া যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারিত! ধূর্ত্ত গড়ো গয়লা বেহারীচরণ কোন অভিসন্ধি সাধনের জন্য রাজপুত সাজিয়াছিল কিনা,—তাহা বলা যায় না;—কিছু উদ্দেশ্য না থাকিলে সে বাঙ্গালী বেশ,—বাঙ্গালী ভাষা,—বাঙ্গালীর সব পরিত্যাগ করিয়া,—আগুল্‌ফ আশ্মশ্রু রাজপুত হইবে কেন?

বাঙ্গালীর সমাজ পরিত্যাগ করিয়া, এই রাজপুতদিগের নিকটে থাকিবে কেন?

মান সিংহের সময় হইতে দিল্লির দরবারে বাঙ্গালীর অভাব নাই;—তিনি বহুকাল বাঙ্গালার স্নবেদার ছিলেন;—অনেক বাঙ্গালী তাঁহার অধীনে উচ্চপদ লাভ করিয়াছিলেন। অনেকের বিচক্ষণতার কার্য্যদক্ষতার উপর তাঁহার বিশেষ ভক্তি জন্মিয়াছিল,—অনেককে তিনি দিল্লি ও আগ্রায় আনিয়া, উচ্চপদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন;—স্নতরাং আগ্রায় বাঙ্গালীর অভাব ছিল না,—কিন্তু বেহারীচরণ ইহাদের সহিত কখনও মিশিত না;—অন্ততঃ বেহারীচরণ বলিয়া কোন বাঙ্গালী যে আছে,—তাহা আগ্রার লোকে জানিত না!

কিন্তু বিহারীচরণ যে চিরকালই রাজপুত থাকিতেন,—কখনও বাঙ্গালী হইতেন না, তাহাও নহে। কয়েকদিন পূর্ব্বে তিনি ফতেপুর সিক্‌রির সিংহদ্বারের বাহিরে যুবক সন্ন্যাসীর রন্ধনকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, তাহাও আমরা দেখিয়াছি;—এখন সে সন্ন্যাসীঠাকুর কোথায়,—আর বেহারীচরণই বা সহসা রাজপুত যোদ্ধা সাজিয়া হতভাগিনী জুলেখার মৃতদেহ লইবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছিল কেন, তাহা বলা যায় না!

বেহারীচরণ চকে আসিয়া, গাঙ্গীয়া পানওয়ালীর দোকানে উপস্থিত হইল। আগ্রার চকের প্রধান পান, স্নুর্ত্তি, আতর ও গোলাপের দোকান গাঙ্গীয়ার। পান বেচিয়া, সে বড়লোক হইয়াছে,—তানজামে চড়িয়া পান বেচিতে আইসে;—তাহার একটী পানের মূল্য এক স্বর্ণ মোহর পর্য্যন্ত আছে;—হইবে না কেন? তাহার পান মুক্তা ভস্ম করিয়া চুণে প্রস্তুত হয়। রাজ-দরবারে প্রত্যহ তাহার পান সরবরাহ হয়। বড় বড় ওমরাও তাহার

দোকানের, তাহার হস্তের প্রস্তুত পান ব্যতীত অন্য পান ব্যবহার করেন না;—সুতরাং বলা বাহুল্য, গাঙ্গীয়া পানওয়ালী আগ্রার একজন প্রধান লোক।

তাহার বয়স হইয়াছে,—সে বেশ স্থূলকায়;—কিন্তু সে যখন জরদা রঙ্গের সাড়ী পরিয়া, লাল ঠোঁটে, পানের দোকানে বার দিয়া বসিত,—তখন অনেকেরই মস্তক বিঘুর্ণিত হইত;—তাহার ন্যায় ঢং প্রায় আর কাহারও ছিল না;—তাহার ন্যায় সুরসিকা স্ত্রীলোকও বোধ হয়, আগ্রায় আর কেহ ছিল না।

গাঙ্গীয়ার ইতিহাস বড় কেহ জানিত না। লোকে এই পর্য্যন্ত জানিত যে, সে বাঙ্গলা দেশ হইতে মান সিংহের অন্দরের বাঁদী হইয়া, আগ্রায় আসিয়াছিল। রাজা মান সিংহের মৃত্যুর পর, সে আগ্রার চকে আসিয়া, পানের দোকান খুলিয়াছে;—সেও আজ অনেক দিনের কথা। সেই পর্য্যন্ত দিন দিন তাহার পশার প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাইতেছে। এক্ষণে গাঙ্গীয়া পানওয়ালীকে চেনে না,—এমন লোক এ প্রদেশে কেহ নাই; তাহার পান যে একদিনও খায় নাই,—সে ভদ্র-সমাজের উপযুক্ত নহে বলিয়া বিবেচিত;—সুতরাং সে যে তানজামে করিয়া দোকানে আসিবে,—তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? কাশীর প্রধান পান ও সুর্ত্তিওয়ালা আজও হাতীতে আরোহণ করিয়া,—পান বিক্রয় করিবার জন্য দোকানে আইসে।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

পানওয়ালী।

গাঙ্গীয়া দোকানে বার দিয়া বসিয়া, কেবলই মধুর বাণী ছাড়িতেছিল, "আইয়ে খাঁ সাহেব!" "জোনাব মেজাজ সরিফ!" "রাম রাম পাঁড়েজী!" "শ্রীগুরু,—শ্রীগুরু" প্রভৃতি নানাবিধ সম্ভাষণ, নানাবিধ লোকের উপর প্রয়োগ করিতেছিল;—সঙ্গে সঙ্গে পান স্ফূর্ত্তির বিনিময়ে তাহার পিত্তল নির্ম্মিত চাক্‌চিক্যময় বাক্স রজতখণ্ডে পূর্ণ হইয়া যাইতেছিল! বেহারীচরণকে দেখিয়া, সে ভৃত্যকে হিন্দিতে বলিল, "রামধনিয়া;—সিংহজীকে একটা বস্‌বার যায়গা দে।"

বেহারীচরণ বলিলেন, "আর বসিব না,—কাজ আছে;—সে পানের নৌকা এসে পৌছিয়াছে।"

গাঙ্গীয়া বলিল, "হাঁ,—ঠিক সময়ে এসে পৌঁছিয়েছে! তবে বুড়ো পাকা মাল, পথে অনেক লাঠ খেয়েছে।"

"কেন,—সরকারের লোকে খুঁত ধ'রেছিল নাকি?"

"ঠিক তা নয়,—পিছু নিয়েছিল;—শেষ গাঙ্গীয়ার মাল দেখে, বোধ হয় চলে গেছে।"

বেহারীচরণ চারিদিকে বিশেষ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, চকে অসংখ্য লোক;—চারিদিকে একটা হৈ হৈ রৈ রৈ চলিতেছে! কত দেশের কত লোক বেচা কেনা করিতেছে,—কাহার সাধ্য যে, সেই ভিড়ে কাহাকে লক্ষ্য করে? তিনি বলিলেন, "এখনও পাহারায় নাই তো?"

গাঙ্গীয়া মৃদু হাসিয়া বলিল, "থাকে থাক্!"

বেহারীচরণ বলিলেন, "এখনই চালান দিতে হবে যে। আবার পিছু নিতে পারে।"

গঙ্গীয়া হাসিয়া বলিল, "সে কাজ অনেকক্ষণ হ'য়ে গেছে।"

বেহারীচরণ বিস্ময়ে বলিলেন, "হ'য়ে গেছে!"

"হাঁগো সিং সাহেব,—হাঁ;—পচা মাল আমি ঘরে রাখি না।"

"কোথায় চালান দিলে?"

"যমুনার জলে;—পচা মাল আর কোথায় ফেলে?"

বেহারীচরণ বিস্মিতভাবে গঙ্গীয়ার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন! গঙ্গীয়া কেবল যে তাঁহারই সঙ্গে কথা কহিতেছিল,—এরূপ নহে;—সঙ্গে সঙ্গে দশ বারজন খরিদ্দারকে সন্তুষ্ট রাখিতেছিল! গঙ্গীয়া তাহার পান সম্বন্ধে রাজপুতের সহিত কি কথা কহিতেছে ভাবিয়া, সে বেহারীচরণের কথার যে মধ্যে মধ্যে উত্তর দিতেছিল, তাহাতে কেহই কাণ দেয় নাই;—গঙ্গীয়ার সঙ্গে হাস্য পরিহাস করিতেছিল।

বেহারীচরণ তাহার সহিত কোন কথা খুলিয়া বলিতে পারিতেছিলেন না,—পানের দোহাই দিয়া, দয়ামনীর সন্ধান লইতেছিলেন; কিন্তু এখন দেখিলেন যে, তাহার সহিত দুই একটা কথা গোপনে না কহিলে, কোনই কাজ হইতেছে না। তাহাই তিনি তাহার দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা পাইলেন;—কিন্তু একবারও তাঁহার চক্ষের দিকে গঙ্গীয়া চাহিল না। অগত্যা বেহারীচরণ দাঁড়াইয়া, সুবিধা খুঁজিতে লাগিলেন।

গঙ্গীয়া কয়েকজন খরিদ্দার বিদায় করিয়া, তাঁহার দিকে ফিরিয়া বলিল, "সিং সাহেব;—চিটি মত কাজ হ'য়েছে;—কোন ভাবনা নাই!" "আইয়ে খাঁ সাহেব,—আইয়ে;—জনাব,—মেজাস সরিফ!"

বেহারীচরণ মহা বিপদে পড়িলেন! এ সময়ে গঙ্গীয়ার সহিত গোপনে কথোপকথন করা অসম্ভব,—অথচ তিনি দয়ামনীর সংবাদ পাইবার জন্য ব্যাকুল! তিনি গঙ্গীয়ার কথায় এইমাত্র বুঝিলেন

যে, দয়ামনী তাহার বাড়ী আসিয়াছিল,—আসিবার সময় কেহ তাহার পিছু লইয়াছিল;—কিন্তু কিছু তাহার করিতে পারে নাই। গঙ্গীয়ার এখানে আসায় হয় তো আর সন্দেহ করে নাই,—বেগম-মহলের বাঁদীগণ প্রায়ই গঙ্গীয়ার দোকানে পান ও স্ফূর্ত্তির জন্য আসিত;—তবে কেহ যে তাহার উপর নজর রাখিয়াছিল,—তাহার কোন সন্দেহ নাই;—নতুবা অনর্থক তাহার পিছু লইবে কেন? হয় তো এখনও কেহ গঙ্গীয়ার দোকানের উপর নজর রাখিয়াছে; এ মোগল দরবারে,—এ মোগল সহরে,—শত্রু মিত্র স্থির করা বড় সহজ নহে!

বেহারীচরণ গঙ্গীয়ার কথায় ইহাও বুঝিলেন যে, দয়ামনী জুলেখার যে পত্র আনিয়াছিল, গঙ্গীয়া সেই পত্রানুযায়ী কার্য্য করিয়াছে,—তাহাকে এখান হইতে সরাইয়া দিয়াছে;—কিন্তু তাহাতে বেহারীচরণের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতেছে না। সে কোথায় গিয়াছে,—তাহাই অবগত হওয়া আবশ্যক। জুলেখার দাসী যে জিনিষ-পত্র লইয়া, দুর্গ হইতে চলিয়া গিয়াছে,—তাহা শীঘ্রই নুরজিহানের কাণে উঠিবে;—তখন বাদসাবেগম তাহার বিশেষ অনুসন্ধান না করিয়া, নিশ্চিন্ত থাকিবেন না। নুরজিহান যখন যে কাজ করিতেন,—তাহা অৰ্দ্ধেক করিতেন না;—তিনি কখনও কোন কাজের খুঁত রাখিতেন না। যখন তিনি তাঁহার এত দিনের প্রাণের দাসীর প্রাণসংহার করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন,—যখন তিনিই তাহার মৃত্যু ঘটাইয়াছেন,—তখন তিনি যে জুলেখা সম্বন্ধে কাহাকেও আর রাখিবেন, ইহা ভাবা ভুল মাত্র! এমন কি তিনি বৃদ্ধা দয়ামনীকে পাইলে,—তাহারও শির লইবেন! অতি প্রখরা বুদ্ধিমতী জুলেখা রাত্রের ব্যাপারে পূর্ব্বেই বিপদ আশঙ্কা করিয়াছিল,—ফকিরের কথায় বেশ বুঝিয়াছিল যে, নুরজিহানও তাহার উপর

সন্দেহ করিয়াছিলেন,—তাঁহার সে দিনের চিন্তাপূর্ণ গম্ভীরভাবে তাহার এ বিষয়ে আরও দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছিল;—এ বেগম-মহলে সন্দেহ স্থানে মৃত্যু,—এখানে আর দ্বিধাও ছিল না। নুরজিহান যাহাকে সন্দেহ করিতেন,—তাহাকে মৃত্যুহস্ত হইতে আর কেহই রক্ষা করিতে পারিত না;—সে সগুষ্টিতে হত হইত,—নিরুদ্দেশ হইয়া যাইত, তাহাদের অদৃষ্টে কি ঘটিত, তাহা পৃথিবীর কেহ জানিতে পারিত না। সুতরাং বেহারীচরণ বেশ বুঝিয়াছিলেন;—কাল বিলম্ব না করিয়া দয়াননীকে সরাইতে না পারিলে,—তাহার প্রাণ রক্ষার দ্বিতীয় উপায় নাই;—সে বৃদ্ধা বলিয়া রক্ষা পাইবে না। যেখানে পিতা পুত্রকে,—পুত্র পিতাকে,—ভ্রাতা ভ্রাতাকে বিষ খাওয়াইয়া হত্যা করিতে দ্বিধা করে না,—সেখানে দাসী বা বাঁদীর জীবনতো তৃণাদপি তৃণ হইতেও অগ্রাহ্য।

বেহারীচরণ গঙ্গারার দোকানের সম্মুখে দাঁড়াইয়া এই সকল মনে মনে আলোচনা করিতে লাগিলেন। গঙ্গীয়া কি নিজের বিপদও কিছু বুঝিতে পারে নাই? যখন নুরজিহান জানিতে পারিবেন যে জুলেখার সহিত গঙ্গীয়ার আলাপ পরিচয়, ঘনিষ্ঠতা, গুপ্ত সম্বন্ধ ছিল; সে তাহার মৃত্যু নিশ্চিত জানিয়া পূর্ব্ব হইতে তাহার দাসীকে ও তাহার সমস্ত দ্রব্যাদি তাহার নিকট পাঠাইয়া দিয়াছে;—তখন নুরজিহান গঙ্গীয়াকেও জীবিত রাখিবেন না। গঙ্গীয়া কি ইহা বুঝিতে পারিতেছে না? সে এত আমোদপ্রমোদ হাস্য পরিহাস করিতেছে? হয়তো জুলেখার অদৃষ্টে কি ঘটিয়াছে,—তাহা সে জানে না;—কি করিয়াই বা জানিবে? কাল জুলেখা প্রাণ হারাইয়াছে,—আজ এখন পর্য্যন্ত তাহার মৃত্যুর কথা কেহ জানিতে পারে নাই! ইহ জীবনেও আর কেহ তাহার অদৃষ্টে কি ঘটিয়াছে, তাহা জানিতে পারিবে না। বেগম-মহলে লোকের মৃত্যু হয় না,—কেবলমাত্র সে নিরুদ্দেশ হইয়া যায়।

বেহারীচরণ দোকানের সম্মুখে দাঁড়াইয়া এখন কি করা কর্ত্তব্য তাহাই ভাবিতে লাগিলেন;—খরিদ্দারের উপর খরিদ্দার আসিতেছে,—গঙ্গীয়ার এক মুহূর্ত্ত তাঁহার সহিত কথা কহিবার সময় নাই!

সহসা গঙ্গীয়া তাঁহার দিকে ফিরিয়া বলিল, "সিং সাহেব,—আর একটা পান মেহেরবাণী হোক। আপনার কল্যাণে ভাল ভাল পান আমদানি হচ্চে,—আমার খরিদ্দারেরা সকলেই খুসী;—সিং সাহেবই আমার পানের দালালী করেন!"

খরিদ্দারগণ বলিয়া উঠিল, "বটে? বটে?" দুই-একজন তাঁহার রাজপুত যোদ্ধাবেশ দেখিয়া একটু বিস্মিত হইয়া মুখের দিকে চাহিল; একজন মুসলমান মোসাহেব কহিল, "মাড়োয়ারের লোক শয়নে স্বপনে ব্যবসা ভুলে না। সিং সাহেবের লড়াই করাও আছে,—আবার পান বেচাও আছে দেখিতেছি?"

এই রসিকতায় সকলে হাস্য করিয়া উঠিল, গঙ্গীয়াও হাসিতে হাসিতে বলিল, "খাঁ সাহেব,—আমরা কাজের লোক,—আপনাদের মত গোঁপে চাড়া দিয়া আতর মাখিয়া বেড়াই না;—এই দেখুন,—আমার এত রূপ,—তবু পান বেচি!"

সকলে চারিদিক হইতে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল;—গঙ্গীয়ার দোকানে হাসি তামাসা ব্যতীত আর কিছু ছিল না! বেহারীচরণ মৃদুস্বরে বলিলেন, "গঙ্গীয়া বিবি,—কিন্তু কাল পানের মহাজনটী মারা গিয়াছেন!"

অতি বিস্ময়ে,—অতি আতঙ্কে,—গঙ্গীয়ার মুখ রক্তশূন্য হইয়া গেল;—সে বিস্ফারিত নয়নে বেহারীচরণের মুখের দিকে চাহিয়া রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "কি—কি?"

বেহারীচরণ পূর্ব্ব স্বরে বলিলেন, "পানের মহাজনটী মারা গিয়াছেন!"

এই ভয়াবহ কথার অর্থ যেন গঙ্গীয়া ভাল বুঝিতে পারিল না ;— অতি বিস্মিত—অতি বিবর্ণ মুখে বেহারীচরণের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল ;—তাহার খরিদ্দারগণও তাহার সহসা এইরূপ পরিবর্ত্তনে বিস্মিত হইয়া তাহার দিকে চাহিতে লাগিল,—গঙ্গীয়া তাহা লক্ষ করিল ;—নিমিষে আত্মসংযম করিয়া বলিল, "লোকটা আমায় ফাঁকি দিয়া গিয়াছে,—তাহাকে অনেক টাকা দাদন দিয়াছিলাম।"

খাঁ সাহেব বলিলেন, "গঙ্গীয়া বিবি,—তোমার আবার টাকার অভাব! কতই টাকা বা তাহাকে দাদন দিয়াছিলে যে, তাহা যাওয়ায় তুমি এমন আঁতকে উঠিয়াছ ?—তোমার মুখ দেখিয়া আমাদের মনে হইয়াছিল বুঝি তোমার বুড়ী মা বা ছেলে মেয়ে কেউ মারা গেছে! তোমরা বাপু টাকার পিশাচ ;—এই জন্যই তোমাদের কাইয়া নাম হয়েছে ?"

খাঁ সাহেবের এই রসিকতায় আবার সকলে উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিল। গঙ্গীয়া বিষাদ হাসিয়া বলিল, "খাঁ সাহেব,—মুখের রক্ত তুলিয়া টাকা,—তোমরা তা বুঝিবে কেমন করে ? এখন গোস্তাকি মাপ হয়,—আমি সিং সাহেবের সঙ্গে হিসাব করি,—দেখি কত টাকা গেল।"

এই বলিয়া গঙ্গীয়া দোকান ছাড়িয়া উঠিল, "এস ; সিং সাহেব" বলিয়া দোকানের পশ্চাতস্থ ক্ষুদ্র গৃহে প্রবেশ করিল। বাহিরে তাহার লোক জনেরা বেচাকেনা করিতে লাগিল,—তাহার দোকানে কখনও ভিড়ের অভাব ছিল না।

বেহারীচরণ গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলে,—গঙ্গীয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিল ;—তাহারা দুইজনে মৃদু স্বরে কি কথা কহিল,—তাহা কেহই জানিতে পারিল না।—প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা পরে বেহারীচরণ দোকান হইতে বাহির হইয়া অতি দ্রুতপদে চকের ভিড়ের মধ্যে অন্তর্হিত হইলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে গঙ্গীয়াও বাহির হইয়া আসিল; দোকান হইতে টাকার বাক্স লইয়া ভৃত্যদিগকে বলিল, "আমার শরীরটা ভাল নয়, বাসায় চলিলাম;—তোরা দোকান চালা,—বৈকালে আসিব।"

গঙ্গীয়া দোকান হইতে নামিয়া দূরস্থ এক একা ডাকিল;—সে একায় বসিলে,—একাওয়ালা সবলে তাহার অশ্বকে কষাঘাত করিল,—অশ্ব তীরবেগে ছুটিল।

লোকে এই পর্য্যন্ত জানে,—তাহার পর গঙ্গীয়ার কি হইয়াছে, তাহা আর কেহ জানে না। গঙ্গীয়া বৈকালে দোকানে আসিল না,—রাত্রে ভৃত্যগণ বাসায় গিয়া দেখিল গঙ্গীয়া বাড়ী নাই;—গঙ্গীয়া যেন সহসা বাতাসে মিশিয়া গিয়াছে;—অনেক অনুসন্ধানেও সেইদিন হইতে সেই একাওয়ালারও আর কোন সন্ধান পাওয়া গেল না।

দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত।

তৃতীয়খণ্ড।

দিল্লীর সিংহাসন।

তৃতীয় খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

গুরুতর ব্যাপার।

আগ্রার হুলুস্থূল শতগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে! লোকে প্রায় পরস্পরের সঙ্গে কথা কহিতেও শঙ্কিত হইতেছে! আগ্রা হইতে দিল্লি পর্য্যন্ত সমস্ত লোকের একরূপ আহার নিদ্রা বন্দ হইয়া আসিয়াছে,—ব্যবসা বাণিজ্য প্রায় স্থগিত হইয়াছে,—অনেকে দোকান পাঠ বন্দ করিয়াছে! মৃদুস্বরে ফিস্‌ফাস করিয়া কথা ব্যতীত গলা তুলিয়া কেহ কথা কহিতে সাহস করে না! একটা যেন কাল মেঘ সমস্ত দিক ঘেরিয়াছে!

কয়েক মাস হইতে এ প্রদেশের এ অবস্থা দাঁড়াইয়াছে;—দিল্লির ভয়াবহ খুন,—ফতেপুর সিক্‌রির ভূতের দৌরাত্ম্য,—তাহার, উপর সাহাজাদা খসরুর গোয়ালিয়ার হইতে পলায়ন সম্বাদ—চারিদিকে যুদ্ধ বিগ্রহের বিভীষিকা;—এই সকল কথা শত মুখে শতরূপে রঞ্জিত হইয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়া সকলকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল;—ক্রমে কথা পুরাতন হইয়া আসায় লোকে কতকটা আশ্বস্ত হইতেছিল; কিন্তু সম্প্রতি যে সকল কথা চারিদিকে রটিয়াছে,—

তাহাতে আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই অত্যন্ত শশব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে! লোকের মুখে মুখে এই সকল ভয়াবহ বিভীষিকার কথা চারিদিকে যেন কোটী কোটী জীবন্ত বিভীষিকা মূর্ত্তি ছাড়িয়া দিতেছিল;—লোকে—কি করিবে,—কোথায় পালাইবে, তাহার কিছুই স্থির করিতে পারিতেছিল না?

তাহারা শুনিয়াছে যে ফতেপুর সিকৃরিতে এমনই ভূতের দৌরাত্ম্য বৃদ্ধি পাইয়াছে যে অসীম সাহসিক রাজপুত যোদ্ধাগণ আর তথায় তিষ্ঠিতে পারে নাই! অজিত সিংহ ফতেপুর সিকৃরি পরিত্যাগ করিয়া পালাইয়া আসিয়াছেন;—তিনি আগ্রায়ও প্রত্যাগত হন নাই,—পথে একস্থানে শিবির সন্নিবেশ করিয়া আছেন; জয়পুরের সমস্ত রাজপুত সৈন্য আগ্রা পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার শিবিরে চলিয়া গিয়াছেন।

বাদসাহ যোধপুরের অনিল সিংহকে তাঁহার রাজপুত লইয়া ফতেপুর সিকৃরিতে যাইতে আজ্ঞা দিয়াছেন;—কিন্তু এই সিংহ বিক্রম-মাড়োয়ার বীর, সেই ভয়াবহ লোমহর্ষক বিভীষিকার কথা শুনিয়া তিনিও ফতেপুর সিকৃরিতে প্রবেশ করিতে সাহস করেন নাই? তিনিও আগ্রা হইতে দূরে গিয়া সসৈন্যে শিবির সন্নিবেশ করিয়া রহিয়াছেন! ইহাতে জাহাঙ্গির যত না ক্রুদ্ধ হউন,—নুরজিহান ক্রোধে উন্মাদিনী প্রায় হইয়াছেন;—তিনি প্রধান প্রধান মুসলমান মনসবদারদিগকে আহ্বান করিয়া ফতেপুর সিক্‌রিতে গিয়া শিবির সন্নিবেশ করিতে অনুজ্ঞা দিয়াছেন;—কিন্তু তাঁহারা দুইহস্তে দুই কাণ আবরিত করিয়া বলিয়া উঠিয়াছেন, "তোবা! তোবা! বাদসাবেগম আর যাহাদের সহিত লড়িতে বলেন,—এখনই রওনা হইতেছি? দানোর সহিত লড়িবার ক্ষমতা আমাদের নাই।"

নুরজিহানের বৃদ্ধ পিতা প্রধান উজীর পদে অধিরূঢ় হইয়াছিলেন,

ভ্রাতা আজফ খাঁ প্রধান অমাত্য হইয়াছিলেন;—নুরজিহান ভ্রাতাকে ডাকিয়া বলিলেন, "দাদা,—আমার বিশ্বাস হিন্দুরা দিল্লির সিংহাসন দখল করিবার জন্য ফতেপুর সিক্রিতে ষড়যন্ত্র করিতেছে,—তুমি নিজে সসৈন্যে গিয়া তাহার অনুসন্ধান করিয়া আইস! রাজপুতগুলা কাপুরুষ অপদার্থ তাহা আমি জানি;—এ দরবারে মুসলমানের ভিতর যে মানুষ নাই,—তাহাও আমি জানি,—তাহাই তোমায় পাঠাইতেছি?"

আজফ খাঁ বিনীত স্বরে বলিলেন, "বাদসাবেগম, ঐ টুকু মাপ করিও,—আমি যোদ্ধা নই,—অমাত্য মাত্র;—বিশেষতঃ ভূত প্রেতের সহিত দ্বন্দ্ব করিবার ক্ষমতা আমার নাই!"

বাদসা জাহাঙ্গির তাকিয়া ঠেসান দিয়া মুদিতনেত্রে ভ্রাতা ভগিনীর কথোপকথন শুনিতেছিলেন;—সহসা উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন;—ইহাতে নুরজিহান রাগত হইয়া ভ্রুকুটী করিয়া বলিলেন, "বাদসাহ, তুমি হাসিতে পার,—আমি হাসি না। আমি না থাকিলে,—এত দিন হিন্দুরা তোমার নিকট হইতে দিল্লির সিংহাসন কাড়িয়া লইত?"

জাহাঙ্গির হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "আমি এ কথা সহস্রবার স্বীকার করি। এত গোলযোগের কাজ কি? যখন তোমার সন্দেহ হইয়াছে;—তখন চল আমরা স্বয়ংই ফতেপুর সিক্রি রওনা হই? ভূত কখনও দেখি নাই,—দিল্লির বাদসা হইয়া সখ মিটিয়াছে,—কেবল ভূত দেখাটা হয় নাই!"

নুরজিহান অতি গম্ভীর হইয়া বলিলেন, "তাহা কি যাইব না ভাবিতেছ? যখন তোমার দরবারে মানুষ নাই,—তখন আমিই স্বয়ং যাইব।"

বাদসা বলিলেন, "তুমি উপস্থিত হইলে, ভূত কেন,—ভূতের বাবারাও তোমার পদানত হইবে!"

নুরজিহান বাদসাহের কথার উত্তর না দিয়া বলিলেন, "যাও,—সেনা সামন্তে প্রস্তুত হইতে বল, আমরা স্বয়ং ফতেপুর সিক্রি যাইব ?"

সহস্র চেষ্টা করিলেও রাজ-রাজড়ার কথা গোপন থাকে না,—সকলেই শুনিল যে স্বয়ং বাদসা ও দুর্দ্দমনীয়া নুরজিহান ভূত তাড়াইতে ভগ্ন সহর ফতেপুর যাত্রা করিবেন ;—সুতরাং এই ভূতের ব্যাপার লইয়া সমস্ত প্রদেশ যে আলোড়িত হইয়া উঠিবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি ! কেহ বলিতেছে,—"ফতেপুরে কেবলই মনুষ্য কঙ্কাল বিকট চীৎকার করিতে করিতে ছুটিয়া বেড়াইতেছে,"—কেহ বলিল, "মুসলমান দেখিলেই ইহারা ঘাড় মটকাইয়া দিতেছে," - কেহ বলিল, "ফতেপুরে দিন রাত্রি কেবল বিষ্ঠা বৃষ্টি হইতেছে ?" সকলেই সশঙ্কিত ;—ইহাও রটিয়াছে যে এই সকল ভয়াবহ ভূতেরা শীঘ্রই আগ্রা রওনা হইবে ? এই ভয়াবহ ব্যাপারে লোকজন যে দোকান পাঠ বন্দ করিয়া দূরদেশে পালাইবার জন্য ব্যগ্র হইবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি ? আরও বিপদ, ব্যাপারটা প্রকৃত কি ঘটিয়াছে,—তাহা কেহই বলিতে পারে না।

এই তো ফতেপুরের ব্যাপার,—আবার দিল্লির খুন বন্ধ হয় নাই ;—সেইরূপ মাসে মাসে উলঙ্গ মৃতদেহ দিল্লির সিংহদ্বারে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে ;—চারিদিকে রটিয়াছে যে উদয়পুরের মহারাণা কর্ণ সিংহের দেহ পাওয়া গিয়াছে,—কেহ কেহ বলিতেছে, "সে কর্ণ সিংহের দেহ নহে,—সে সাহাজাদা খুরমের দেহ,"—সাহাজাদা যে কোথায় নিরুদ্দেশ হইয়াছেন,—তাহা কেহ বলিতে পারে না !

অনেকেই বলিতেছে এ খুনও ভূতের কাণ্ড ! ভূতেরাই এই ভয়াবহ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করিতেছে ;—শীঘ্রই দিল্লির সকলকে হত্যা করিয়া তাহারা আগ্রায় উপস্থিত হইবে,—ইহাতে আগ্রায়

আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলে ত্রাহী মধুসূধন ডাকিতেছে,—তাহারা কোন দেশে পালাইয়া প্রাণরক্ষা করিবে,—তাহা ভাবিয়া অস্থির হইয়া উঠিয়াছে! একটা প্রকৃতই কান্নাকাটির ব্যাপার পড়িয়া গিয়াছে?

ইহার উপর প্রকৃত যুদ্ধবিগ্রহের সম্ভাবনা হইয়াছে;—কবে যে শত্রু সৈন্য আসিয়া দিল্লি আগ্রা লুণ্ঠন করিবে, তাহার কোন স্থিরতা নাই। উদয়পুরের ভীম সিংহ ও বাদসাহের প্রধান সেনাপতি মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত বিখ্যাত মহাবত খাঁ সাহাজাদা খুরমকে সিংহাসনে বসাইবার জন্য যুদ্ধ সজ্জা করিয়া আগ্রার দিকে আসিতেছেন,—তাঁহাদের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য সাহাজাদা পরবেস সসৈন্যে প্রস্থান করিয়াছেন। যদি পরবেস পরাজিত হয়েন,—তবে ভীম সিংহ ও মহাবত খাঁ শীঘ্রই আগ্রায় আসিয়া আগ্রা লুণ্ঠন করিবেন;—ভূতের হস্তে প্রাণ রক্ষা হইলেও ইঁহাদের হস্তে প্রাণ রক্ষার উপায় নাই?

কেবল ইহাই নহে;—গঙ্গীয়া পানওয়ালীকে চিনিত না, জানিত না,—এমন লোক আগ্রায় কেহ ছিল না;—সহসা বিনা কারণে গঙ্গীয়া নিরুদ্দেশ হইয়াছে। সে একা করিয়া নিজের বাড়ীর দিকে রওনা হইয়াছিল;—কিন্তু সে বা একা তাহার বাড়ী উপস্থিত হয় নাই,—দিনের বেলা পথ হইতেই যেন সে বাতাসে মিলিয়া গিয়াছে,—সে বাঁচিয়া আছে কি মরিয়াছে,—সে হত হইয়াছে বা গুমি হইয়াছে, তাহাও কেহ জানে না! সর্ব্বজন পরিচিতা গঙ্গীয়া পানওয়ালীর অন্তর্দ্ধানে আগ্রাবাসিগণ যে নিতান্ত বিচলিত,—ভীত ও শঙ্কিত হইবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি? আজ দুই সপ্তাহ হইল,—সে নিরুদ্দেশ, কেহ তাহার বিষয় কিছুই বলিতে পারে না! লোকে পরস্পরে পরস্পরের মুখের দিকে চাহে,—মুখ ফুটিয়া কিছুই বলিতে সাহস করে না।

জুলেখা বাঁদীও সর্ব্ব পরিচিতা ছিল। যেমন বেগম নুরজিহানকে সকলে জানিত,—জুলেখা বাঁদীকেও তেমনই জানিত ;—সুতরাং তাহার সহসা অন্তর্দ্ধানের কথা কিছুতেই গোপন থাকিবার নহে,—তাহাও মুখে মুখে প্রচার হইয়া পড়িয়াছে! এ কথা শুনিয়া সকলে স্তম্ভিত ; এতদিন পরে জুলেখা বেগম-মহল পরিত্যাগ করিয়া পালাইবে কেন? নুরজিহানের নিচেই তাহার আধিপত্য ছিল,—সুতরাং সে এ সুখ, এ সমৃদ্ধি,—এ অতুলনীয় ক্ষমতা ত্যাগ করিয়া পালাইবে কেন?

কাজেই সকলের মনে ধারণা জন্মিল যে, সে বেগম-মহলে হত হইয়াছে! সে নুরজিহানের অতি প্রিয় বাঁদী ছিল,—তাহাকে হত্যা করিতে সাহস করে,—এমন বুকের পাটা কাহার? চারিদিক ঘোর রহস্যে ঘেরিয়াছে,—এই সকল গূঢ় জটিল রহস্যের কোনটাই কোন লোকে বুঝিতে পারিতেছে না ;—লোকে যাহার কিছুই বুঝিতে পারে না,—তাহাতেই তাহারা অধিকতর বিচলিত হইয়া উঠে! আগ্রাবাসিদিগেরও ঠিক তাহাই ঘটিয়াছিল,—তাহারা কিছুই বুঝিতে পারিতেছে না ;—তবে এই পর্য্যন্ত বুঝিয়াছে যে, কি এক ভয়াবহ ব্যাপার রাক্ষসের ন্যায় মুখ ব্যাদান করিয়া তাহাদিগকে গ্রাস করিতে আসিতেছে!

যথার্থ কি ঘটিয়াছে,—কি ঘটিতেছে তাহার অনুসন্ধান করিবার কাহার ক্ষমতা ছিল না ;—তাহারা ক্রমে মনে মনে বাদসার উপর ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিতেছিল,—তিনি অষ্ট প্রহর মদ খাইয়া নেশায় বিভোর হইয়া আছেন,—রাজকার্য্য কিছুই দেখেন না ;—নুরজিহান ও তাঁহার বৃদ্ধ পিতা ও ভ্রাতা আজফ খাঁ যাহা অভিরুচি হইতেছে, তাহাই করিতেছে ;—যদি বাদসাহ রাজকার্য্য দেখিতেন,—তাহা হইলে প্রজাগণ এত আতঙ্ক পাইবে কেন? কিন্তু তাহাদের মনের ভাব প্রকাশ করিবার উপায় ছিল না,—কে শত্রু, কে মিত্র,—কে কাহার

চর তাহা অবগত হইবার উপায় ছিল না,—তাহাদের মনের কথা প্রকাশ করিয়া বলিলে তাহারা জানিত, তাহাদের শির এক দিনের জন্যও থাকিবে না। এই পর্য্যন্ত স্থির,—যদি এই সকল ভয়াবহ রহস্যের একটা কিছু বিহিত অতি শীঘ্র সংঘটিত না হয়—তবে তাহারা আর কেহই আগ্রা কেন এ অঞ্চলে তিষ্ঠিতে পারিবে না;—স্ত্রী, পরিবার লইয়া কোন দূরে তাহাদের পালাইয়া যাইতে হইবে?

এমনই দাঁড়াইয়াছে যে লোকে আর সন্ধ্যার পর গৃহের বাহির হইতে সাহস করে না;—রাত্রি হইতে না হইতে যে যাহার দোকান পাঠ বন্দ করিয়া নিজ নিজ গৃহে গিয়া দরজা বন্দ করিয়া ভগবানের নাম করিতে থাকে। কে বলিতে পারে কখন কি ঘটিবে!

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

নুরজিহানের সন্দেহ।

মৃত্তিকা নিম্নস্থ সুসজ্জিত সুশীতল গৃহমধ্যে স্বর্ণ মসনদে অর্দ্ধ শায়িতা হইয়া, জগতসুন্দরী নুরজিহান বেগম একাকিনী কাহার প্রতিক্ষা করিতেছিলেন;—তাঁহার পার্শ্বে সেখসাদী অযত্নে ভূমে লুণ্ঠিত হইয়াছিল। এই সময়ে মসরু আসিয়া অভিবাদন করিল।

নুরজিহান ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিলেন, অতি গম্ভীরভাবে বলিলেন, "আমার আজ্ঞা সব যথামত পালন করিয়াছ?"

খোজা অতি সসম্মানে অভিবাদন করিয়া বলিল, "কবে বাদসা-বেগমের হুকুম তামিল করিতে গোলাম ত্রুটী করিয়াছে?"

নুরজিহান অতি গম্ভীরভাবে ধীরে ধীরে বলিলেন, "আমার সন্দেহ হইয়াছে জলেখা মরে নাই।"

মসরু বিস্ময়ে প্রায় লম্ফ দিয়া উঠিল, বলিল, "বাদসাবেগম,—সম্পূর্ণ অসম্ভব।?"

"কিসে অসম্ভব ?"

"তাহার মুর্দ্দা শিশ মহলের ঘরে ১০।১২ ঘণ্টা পড়িয়াছিল,—যখন রাত্রে তাহাকে লইয়া যায়, তখন আমি দেখিয়াছিলাম যে সে আড়ষ্ট হইয়া গিয়াছে ? তাহার পর আমার লোকেরা সমস্ত রাত্রি কাঁদে করিয়া লইয়া গিয়াছিল,—অসম্ভব—বেগমসাহেব—অসম্ভব—বাঁচিয়া থাকিবার তাহার কোন সম্ভবনা নাই।"

"তাহার হিন্দু সংকার হইয়াছিল !"

"হা,—খোজা দুই জন ভোর রাত্রে এক হিন্দুর শ্মশানে এক মুর্দ্দা দেখিতে পায়,—সেই সুবিধা ভাবিয়া জুলেখার মুর্দ্দার সঙ্গে সেই মুর্দ্দা বদলাইয়া লইয়া দূরে গিয়া সেটাকে জলে ফেলিয়া দিয়াছিল।"

"ইহাতে কিরূপে জানিলে যে তাহার হিন্দু সংকার হইয়াছে।"

"বেগমসাহেব,—আমার লোক দূরে দাঁড়াইয়াছিল,—ঝোপের ভিতর লুকাইয়া ছিল,—তাহারা দেখিল হিন্দুরা আসিয়া জুলেখার মুর্দ্দা তাহাদের মুর্দ্দা ভাবিয়া জ্বালাইয়া দিল !"

বাদসাবেগম ভ্রূকুটী করিলেন, বলিলেন, "তুমি গাধা হইতে পার,—আমায় তুমি কি স্থির করিয়াছ ;—কেহ জুলেখার দেহ তাহাদের নিজের আত্মীয়ের দেহ ভাবিয়া জ্বালাইতে পারে ? কে বলিল যে তাহারা কোন পুরুষের মুর্দ্দা আনে নাই ! পুরুষের পরিবর্ত্তে তাহারা স্ত্রীলোক জ্বালাইবে।

মসরু নির্ব্বাক,—তাহার কোন অপরাধ নাই,—তাহার সাহসী খোজাদ্বয় ফিরিয়া আসিয়া তাহাকে যাহা বলিয়াছিল,—তিনি ঠিক তাহাই বাদসাবেগমকে বলিয়াছিলেন,—কিন্তু এখন দেখিলেন,—তিনিই

প্রকৃত গাধা,—নুরজিহানের চক্ষে ধূলি দিবার ক্ষমতা কাহারই নাই। মসরু নীরবে দাঁড়াইয়া মস্তক কুণ্ডয়ন করিতে লাগিলেন।

নুরজিহান বলিলেন, "তাহারা মুর্দ্দা কোন থানে ফেলিয়া দিয়া চলিয়া আসিয়াছে,—তোমায় মিথ্যা কথা বলিয়াছে।"

"বাদসাবেগম————"

"চুপ—কোন কথা কহিও না,—তাহাদের গাধায় চড়াইয়া সহর হইতে দূর করিয়া দিবে। তুমি জুলেখার দাসীকে জিনিসপত্র লইয়া বেগম-মহল হইতে চলিয়া যাইতে কেন দিয়াছিলে?"

"বাদসাবেগম,—জুলেখা নিজে তাহাকে সঙ্গে করিয়া দুর্গের বাহির করিয়া দিয়া আসিয়াছিল,—আপনার হুকুমে তাহার কথার উপর কথা কহিবার কাহারও ক্ষমতা ছিল না।"

"তুমি জান তাহার যাহা কিছু ছিল,—সে সমস্তই তাহার দাসীকে দিয়া চালান করিয়া দিয়াছে?"

"এখন শুনিয়াছি————"

"চুপ,—সে যদি আগে না জানিত,—তবে সে এ কাজ কিরূপে করিবে?"

"বাদসাবেগম!"

"সে আগেই জানিতে পারিয়াছিল যে, তাহার প্রাণদণ্ড হইবে;—কিরূপে জানিল?"

মসরু কি উত্তর দিবে,—হেট মুণ্ডে নীরবে দণ্ডায়মান রহিল। নুরজিহান বলিলেন, "এই দাসী কোথায় গিয়াছিল;—সন্ধান লইয়াছ?"

"হাঁ, সন্ধান লইয়াছি;—গঙ্গীয়া পানওয়ালীর বাড়ী গিয়াছিল?"

"তারপর?"

"তারপর—তারপর,—সেই দিন হইতে সে আর গঙ্গীয়া দুই জনেই নিরুদ্দেশ হইয়াছে।"

"তুমি জান যে জুলেখা,—এই দাসা, আর এই গঙ্গীয়া তিন জনেই বাঙ্গালী?"

"বাদসাবেগম——

"তুমি একটী প্রকাণ্ড গাধা তাহা বেশ বুঝিতে পারিতেছ?—এই তুমিই বেগম-মহলের অধ্যক্ষ! অপদার্থ,—বিয়াকুব——"

মসরুর দেহের রক্ত জল হইয়া আসিল,—তাহার সর্ব্বাঙ্গে ঘর্ম্ম ছুটিল,—এতদিনে বোধ হয় মাথাটা হারাইতে হইল, নুরজিহান রাগিলে কাহারই রক্ষা পাইবার উপায় ছিল না! মসরুর কণ্ঠতালু শুষ্ক হইয়া আসিল,—তাহার দম বন্দ হইয়া আসিতে লাগিল,—সে কম্পিত পদে জানু পাতিয়া বসিয়া জোড় হস্তে কাতরে বলিল, "বেগমসাহেব,—গোলামের অপরা——"

নুরজিহান বলিলেন, "জুলেখা যদি মরিত তবে ইহারা দুই জনে পালাইত না,—না পালাইলে কে এই বৃদ্ধা দাসীকে সন্দেহ করিত,—কে এই পানওয়ালীকে সন্দেহ করিত, কাহারই সন্দেহ করিবার কারণ ছিল না,—তবে তাহারা পালায় কেন?"

মসরু জোড় হস্তে বলিল, "বেগমসাহেব,—বাঁদী মরিয়া আছে——

নুরজিহান বলিলেন, "তাহাতেই আরও সন্দেহ?" মসরু তাঁহার কথায় কোনই অর্থ গ্রহণ করিতে না পারিয়া বিস্মিতভাবে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল,—নুরজিহান বলিলেন, "আমি গোপনে অনেক বিষয় অনুসন্ধান করিতে চাহি।"

মসরু সোৎসাহে বলিয়া উঠিল, "বাদসাবেগমের হুকুম হইলে গোলাম——'

নুরজিহান রাগত স্বরে তাহাকে প্রতিবন্ধক দিয়া বলিলেন, "তোমার বিদ্যা আমি বিলক্ষণ অবগত আছি;—তোমার প্রাণদণ্ড করিলাম না,—এই তোমার পরম ভাগ্য!"

মসরু মনে মনে বলিল, "বুঝিয়াছি—এখনও ইহার দ্বারা কাজ হাঁসিল করিবার আছে,—যে দিন কাজ হাঁসিল হইয়া যাইবে,—সেই দিনই তুমি আমার মাথাটী এই ধড় হইতে তফাৎ করিতে ক্রুটী করিবে না,—মসরুও তাহার আগে ব্যবস্থা দেখিবে!"

প্রকাশ্যে বলিল, "বাদসাবেগম, গোলামকে রাখিতে পারেন, মারিতে পারেন।"

নুরজিহান তাহার কথায় কর্ণপাত করিলেন না;—বলিলেন, "তোমার হাতে খুব চালাক লোক আছে?"

মসরু বিনীত স্বরে বলিল, "বাদসাবেগম বলিলে কি না মিলিতে পারে!"

নুরজিহান ভ্রুকুটী করিয়া বলিলেন, "তোমার মত প্রকাণ্ড গাধা নয়?"

"না - জাহানাপনা।"

"বিশ্বাস করা যায়?"

"প্রাণ দিয়া!"

"আমি যে সকল সন্ধানের ভার দিব সে তাহার অনুসন্ধান করিতে পারিবে?"

"নিশ্চয়ই,—তাহার ন্যায় গোয়েন্দা এ দেশে আর নাই!"

"সে কে, আমি জানি না?"

"বাদসাবেগম জানেন না,—এ ত্রিসংসারে এমন কে আছে!"

"কে সে?"

"গহরজান!"

"ওঃ!—ঠিক বলিয়াছ,—আশ্চর্য্য তাহার কথা আমার মনে হয় নাই!"

"বাদসাবেগমের অনেক রাজকার্য্য!"

"এখনই তাহাকে এখানে পাঠাইয়া দেও!"

মসরু বাঁচিল,—নুরজিহানের কাছে প্রাণ হাতে করিয়া থাকিতে হইত;—তাঁহার নিকট হইতে ছুটী পাইলে সকলেই জানিত যে সে দিনকার মত প্রাণ বাঁচিয়া গেল! মসরু ভূমি চুম্বন করিয়া পলাইল!

নুরজিহান উঠিয়া চিন্তিতভাবে গৃহমধ্যে পদচারণ করিতে লাগিলেন। বেগম-মহলে আসিয়া পর্য্যন্ত নুরজিহান মোগল সম্রাজ্যের সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়াছেন;—কেহ কখন তাঁহার বিরুদ্ধে কিছু করিতে সাহস করে নাই! স্বয়ং বাদসাহ তাঁহার পদানত,—প্রণত দাস;—পূর্ব্বে দুই একজন যাহারা তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিতে সাহস করিয়াছিল, বহুকাল পূর্ব্বে তাহারা তাঁহার কোপে ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে;—তিনি প্রবল প্রকোপে একাধিপত্য করিতেছেন। তাঁহার বিরুদ্ধে যে কেহ কখনও কিছু করিতে সাহস করিবে,—তাহা তাঁহার স্বপ্নেও একদিন মনে হয় নাই,—সহসা তাঁহার সে ভুল বিশ্বাস দূর হইয়াছে;—তাঁহার বিরুদ্ধে যে ভিতরে ভিতরে একটা ভয়াবহ ষড়যন্ত্র হইতেছে, তাহা তিনি এখন বেশ বুঝিতে পারিয়াছেন,—কিন্তু তাহার এই সকল শত্রু কে তাহা তিনি কিছুই জানিতে পারেন নাই,—কেবল সন্দেহ, —এমন কি তাঁহার স্বয়ং বাদসাহের উপর সন্দেহ জন্মিয়াছে! তিনিও কি তাঁহার আধিপত্য নষ্ট করিবার চেষ্টা পাইতেছেন!

নুরজিহান কখনও কাহাকে বিশ্বাস করিতেন না,—তিনি তাঁহার বৃদ্ধ পিতাকে মোগল সম্রাজ্যের প্রধান মন্ত্রীপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, নিজের সহোদর ভাইকে উচ্চ প্রধানতম অমাত্যপদ দিয়াছেন; কিন্তু নুরজিহান

তাহাদেরও বিশ্বাস করেন না। তাঁহার অসংখ্য চর ছিল,--চরের উপর চর। এক গুপ্তচরের পাহারায় তিনি অন্য গুপ্তচর নিযুক্ত করিতেন,—কিন্তু ইহাতেও এত দিন তিনি কিছুমাত্র জানিতে পারেন নাই,—তাঁহার কিছুমাত্র সন্দেহ হয় নাই,—তিনি জানিতেন মোগল রাজত্ব সম্বন্ধে তিনি যাহা করিবেন, তাহাই হইবে,—তাহাতে প্রতিবন্ধক দেন, এমন সাধ্য কাহারই নাই;—কিন্তু সহসা তাঁহার সে ভ্রম দূর হইয়াছে,—তিনি বুঝিয়াছেন, এক ঘোর ষড়যন্ত্র চলিতেছে,--কিন্তু ষড়যন্ত্রে কে কে আছে,—তাহাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য কি,—তাহার তিনি বিশেষ কিছুই জানিতে পারেন নাই;—তবে একটা ঘোর দুর্ভেদ্য রহস্যে যে তাঁহাকে ঘেরিয়াছে,—তাহা তিনি বেশ জানিতে পারিয়াছেন,—তাহাই তিনি আর নিশ্চিন্ত নহেন;—নিশ্চিন্ত থাকিবার মেয়ে নুরজিহান ছিলেন না,—তিনি তাঁহার শত্রুদিগকে সমূলে নির্ম্মূল করিবার জন্য এক নিমিষও নষ্ট করেন নাই,—তাঁহার প্রিয় বিশ্বস্থ জুলেখা হইতেই তাঁহার প্রতিহিংসা অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়াছে,—এই ভয়াবহ অগ্নিতে কতজন ভস্মীভূত হইয়া যাইবে,—তাহা কে বলিবে!

ফত্তেপুর সিকৃরির ব্যাপার,—দিল্লির ব্যাপার,—সাহাজাদা খুরমের নিরুদ্দেশ,—বাদসাহের ভাবের পরিবর্ত্তন,—জুলেখার মৃত্তি,—তাহার দাসীর পলায়ন,—গঙ্গীয়ার অন্তর্দ্ধান;—এই সকল ব্যাপারে নুরজিহান যথার্থই বিচলিত হইয়া পড়িয়াছেন,—কখন তাঁহার মনে হইতেছে হয়তো প্রধান প্রধান মনসবদারগণ তাঁহাকে দরবার হইতে দূর করিবার জন্য ষড়যন্ত্র করিয়াছে, মুহূর্ত্তের জন্যও তাঁহার জীবন নিরাপদ নহে,—আবার তাঁহার মনে হইতেছে, হয়তো, খুরমকে বাদসা করিবার জন্য এই ষড়যন্ত্র,—তিনি যাহাকে দিল্লির সিংহাসনে বসাইয়া চির দিল্লিশ্বরী থাকিতে চাহেন,—ভিতরে ভিতরে হয়তো তাহা যাহাতে

ঘটিতে না পারে, তাহার চেষ্টা হইতেছে! আবার তাঁহার মনে হইতেছে,—হয়তো হিন্দুগণ যথার্থই মোগল সম্রাজ্য ধ্বংস করিয়া হিন্দুরাজ্য স্থাপনের চেষ্টা পাইতেছে,—তাহাই ভয়াবহ ষড়যন্ত্র! সকলই রহস্য - দুর্ভেদ্য রহস্য, তিনি দিল্লিশ্বরী নুরজিহান, তিনি কি এ রহস্য ভেদ করিতে পারিবেন না, তাহা হইলে তাঁহার জীবনই ধিক্!

এই সময়ে একজন বাঁদী আসিয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিল; নুরজিহান তীক্ষ্নদৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিলেন,—বাঁদী বিনীতস্বরে বলিল, "বাদসাবেগম তলব দিয়াছেন?"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

গহরজান।

নানা চিন্তায় আলোড়িত হইয়া নুরজিহান গৃহমধ্যে পদচারণ করিতেছিলেন, বাঁদীকে দেখিয়া তিনি ধীরে ধীরে মসনদে আসিয়া বসিলেন; আবার কিয়ৎক্ষণ তীক্ষ্নদৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন,—তৎপরে বলিলেন, "হা, আমি তোমায় ডাকিয়াছি!"

বাঁদীর যে কত বয়স তাহা স্থির নিশ্চিত কেহ বলিতে পারে না, - সহসা দেখিলে তাহাকে অতি যুবতী বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু তাহার মুখের দিকে বিশেষ লক্ষ করিলে যেন মনে হয়, যে সে যুবতী নহে, তাহার বয়স হইয়াছে। তাহার বয়স চল্লিস বৎসরের কম নহে!

সে সুন্দরী না হইলেও কুরূপা নহে;—সহসা দেখিলে সে কোন জাতির তাহা স্থির করা যায় না,—সে মোগল হইতে পারে, পারস্য-

বাসিনীও হইতে পারে, হয়তো সে কাশ্মীরদেশীয় ললনা! এ পর্য্যন্ত কেহ তাহার ইতিহাস জানিত না, সেও কখনও তাহার জীবনের কথা কাহাকেও বলে নাই। দিল্লির ক্রীতদাস বাজারে মসরু তাহাকে ক্রয় করিয়া আনিয়া, বেগম-মহলে ছাড়িয়া দিয়াছে, সে অনেক দিনের কথা সেই পর্য্যন্ত সে বেগম-মহলেই রহিয়াছে।

সহসা তাহার মুখ দেখিলে তাহার যে কোন বুদ্ধি শুদ্ধি আছে, তাহা বলিয়া বোধ হইত না, মুখখানা ঠিক মূর্খ অপোগণ্ডের মত দেখিতে, কিন্তু বিশেষ করিয়া দেখিলে দেখিতে পাওয়া যাইত যে তাহার চক্ষু দুইটীতে এক অমানুষিক তেজ ভাসিয়া বেড়াইত;—কিন্তু সে তাহার চক্ষু পূরা উন্মীলিত করিয়া কখনও চাহিত না।

গহরজান যে বেগম-মহলের গুপ্তচর;—সে যে বেগম হইতে বাঁদী, বেগম-মহলের এমন কি কীট পতঙ্গের উপর অহর্নিশ চক্ষু রাখিত, তাহাদের প্রত্যেককে পাহারা দিত, তাহা কেহ জানিত না;—তাহার আজ্ঞাতে বেগম-মহলে কিছুই হইবার সম্ভাবনা ছিল না। সে মসরুর দক্ষিণ হস্ত ছিল, সে না থাকিলে মসরু এক দিনের জন্যও বেগম-মহলে আধিপত্য রাখিতে পারিত না,—এত অর্থের উপরও বসিতে সক্ষম হইত না। বেগম-মহলের গুপ্তচর হইবার উপযুক্ত পাত্র বলিয়াই মসরু তাহাকে সংগ্রহ করিয়াছিল,—সে জানিত গোয়েন্দাগিরিতে গহরজানের জুড়ি এ পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় নাই।

বেগম-মহলের সকলেই জানিত যে, সে অন্যান্য বাঁদীর ন্যায় একজন বাঁদী মাত্র;—কিন্তু সে, যে ভয়াবহ গুপ্তচর তাহা কেহ কখনও জানিত না;—কেহ কখনও তাহাকে সন্দেহও করে নাই, কিন্তু নুরজিহানের কথা স্বতন্ত্র, তাঁহার নিকট কিছুই অবিদিত ছিল না, তিনি গহরজানের সকল কথাই জানিতেন,—সে, যে

আদৌ স্ত্রীলোক নহে,—তাহা মসরু ও তিনি ভিন্ন আর কেহ জানিত না।

মসরু যে নুরজিহানের উপর খুব প্রীত ছিল তাহা নহে, তবে সে অকৃতজ্ঞ নহে;—নুরজিহানই তাহাকে সামান্য ক্রীতদাস হইতে বেগম-মহলের একাধিপত্য পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন;—সুতরাং সে অকৃতজ্ঞ নহে;—নুরজিহানের সেবায় সর্ব্বদাই নিযুক্ত আছে,—ইহাতে তাহার স্বার্থ ষোল আনা,—যদি নুরজিহানের বিপক্ষে গেলে তাহার স্বার্থ থাকে, তবে তাহা হইলে যে সে তাঁহার বিরুদ্ধে যাইত না,—এমন কোন কথা নাই,—তবে সে ইহাও বিশেষ জানিত যে এ মোগল দরবারে নুরজিহানের বুদ্ধির সহিত আটিয়া উঠে এমন লোক কেহ নাই,—তিনি যতদিন বাঁচিয়া আছেন, ততদিন কেহ তাঁহার একাধিপত্য নষ্ট করিতে পারিবে না, তিনি যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে দিল্লির মসনদে বসাইয়া নিজে দিল্লিশ্বরী হইয়া থাকিবেন; সুতরাং এ অবস্থায় তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ মূর্খতা মাত্র। তাহাই মসরু তাহার প্রধানতম গোয়েন্দাকে নুরজিহানের হস্তে ন্যস্ত করিল।

নুরজিহান কিয়ৎক্ষণ অতি তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে গহরজানের দিকে চাহিয়া রহিলেন;—বাঁদী হেটমুণ্ডে বুকে দুই হস্ত স্থাপিত করিয়া অতি বিনীতভাবে দণ্ডায়মানা রহিল, মুখ তুলিয়া বাদসাবেগমের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করা বড় বড় মসনদ-দারের অধিকার ছিল না, সে তো সামান্য বাঁদী মাত্র!

কিয়ৎক্ষণ পরে নুরজিহান ধীরে ধীরে বলিলেন, "তোমার বিষয় আমি সবই জানি তাহা বোধ হয় তুমি জান!"

গহরজান সসম্মানে বলিল, "বাদসাবেগমের নিকট অবিদিত কি আছে?"

"তোমায় কি জন্য ডাকিয়াছি, তাহাও বোধ হয় তুমি মসরুর নিকট শুনিয়াছ!"

"খাঁ সাহেব বলিলেন, - বাদসাবেগম অনুগ্রহ করিয়া গোলামের উপর কোন বিশেষ রাজকার্য্যের ভার দিবেন।"

"হা,—মসরু ঠিক বলিয়াছে, আমি তোমার উপর গুরুতর রাজকার্য্যের ভার দিতে ইচ্ছা করিয়াছি!"

"বাদসাবেগম গোলামকে চিরকালই অনুগ্রহ করেন।"

"তোমায় বিশ্বাস করিব কেন?"

"বাদসাবেগম, জাহানাপনা,—বিশ্বাস ও অন্যান্য জিনিসের মত কেনা বেচা হয়, কিনিয়া লইলেই আপনার হইবে।"

নুরজিহান বাঁদীর এই অভূতপূর্ব্ব কথায় কিয়ৎক্ষণ তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন, তাহার পর ধীরে ধীরে বলিলেন, "তুমি ঠিক বলিয়াছ,—বিশ্বাসেরও কেনা বেচা হয়, তুমি সত্যকথা বলিলে বলিয়া সন্তুষ্ট হইলাম। কি হইলে তোমার বিশ্বাস বেচিতে রাজি আছ?"

গহরজান বলিল, "আমায় দশহাজারী মনসবদার করিবেন,—বাদসা আমায় কাশ্মীরের সুবেদার নিযুক্ত করিদেন,—বাদসা-বেগম আমায় দশ লক্ষ টাকা দিবেন;—আমি আপনার ক্রীতদাস গোলাম।"

এই অত্যাশ্চর্য্য প্রস্তাবে নুরজিহানও বিস্মিত হইলেন;—বলিলেন, কাশ্মীরের সুবেদার হইতে চাহ কেন?"

বাঁদী বলিল, "বাদসাবেগম,—আপনি কাজ চাহেন,—বাজে কথা চাহেন না,—আমি কাশ্মীরের লোক,—আমার জীবনের ইতিহাস শুনিয়া আপনার কোন লাভ নাই;—আমি একদিন কাশ্মীরের অধিপতি হইব বলিয়াই এ বেগম-মহলে ক্রীতদাস—ক্রীতদাসী হইয়াছি

"তোমার এই উচ্চাভিলাসের কথা আর কেহ জানে?"

"না;—আজ এই প্রথম আপনাকে বলিলাম,—অন্য কাহাকে বলিবার প্রয়োজন হয় নাই!"

"মসরু জানে?"

"কিছু মাত্র না,—আমি এ বেগম-মহলে মসরুর গুপ্তচর এই মাত্র।"

নুরজিহান কিয়ৎক্ষণ নীরবে চিন্তা করিতে লাগিলেন;—তৎপরে বলিলেন, "তুমি কি মনে কর না যে তোমার বিশ্বাসের দাম অনেক বেশী চাহিতেছ?"

গহরজান বিনীত ভাবে বলিল, "বাদসাবেগমের যে কাজ করিব,—তাহার হিসাবে আমি যাহা চাহিতেছি,—তাহা সামান্য মাত্র!"

নুরজিহান বলিলেন, "আমি তোমার উপর কি কার্য্যভার দিব তুমি কিরূপে জানিলে?"

বাঁদী সসম্মানে বলিল, "জাহানাপনা গুস্তাগি মাপ করিবেন,—আপনি আমার নিকট কি চাহেন বলিব কি?"

"বলিতে পার!"

"প্রথম যে ষড়যন্ত্র হইয়াছে,—চারিদিকে সে রহস্য ঘটিয়াছে বা ঘটিতেছে,—তাহা ভেদ করা!"

"কি রহস্য?"

"এই ফতেপুরের ভূতের কাণ্ড,—এই দিল্লির খুনের কাণ্ড,—এই জুলেখার মৃত্যু—গঙ্গীয়ার পলায়ন————

"কতকটা তাই!"

"এ সকল অতি কঠিন কার্য্য!"

"সম্ভব,—তবে ইহার জন্য তুমি যাহা চাহিতেছ,—তাহা পাগলামি!

"বাদসাবেগম গুস্তাগি মাপ করিবেন,—তাহা নহে। এই সকল রহস্যের সঙ্গে সঙ্গে দিল্লির সিংহাসন টলিয়াছে,—ইহাতে বৃদ্ধ বাদসার বন্দী হইবার সম্ভাবনা আছে,—আপনার শিরচ্ছেদ হইবার ভয় আছে

সাহাজাদা খুরমের সিংহাসন পাইবার কথা আছে,—হিন্দুর মেয়ের দ্বিতীয় নুরজিহান হইবার যোল আনা সম্ভাবনা হইয়াছে—অথবা একেবারেই মোগল সাম্রাজ্য ধ্বংস হইবে———”

নুরজিহান নীরবে শুনিতেছিলেন,—গহরজান নীরব হইলে বলিলেন,—তুমি এ সম্বন্ধে কতদূর জানিতে পারিয়াছ বল!”

গহরজান বিনীত স্বরে বলিল, “বিশ্বাসটা বিক্রয় হইয়া গেলেই বান্দা আপনার গোলাম।”

নুরজিহান ভ্রুকুটী করিলেন,—বলিলেন, “তোমার পাগলামি প্রস্তাবে যদি আমি অসম্মত হই——”

“জাহানাপনা,—আরও খরিদ্দার আছে!”

নুরজিহান ক্ষিপ্তা সিংহিনীর ন্যায় গর্জ্জিয়া বলিলেন, “তুই আমাদের শত্রুর সহিত যোগ দিতে সাহস করিবি!”

“যোগ দিব বলি নাই,—আমি আপনারই গোলাম। তবে যে উদ্দেশ্যে দেশ ছাড়িয়া বিদেশে আসিয়া ক্রীতদাস হইয়াছি,—সে উদ্দেশ্য পরিত্যাগ করিতে পারি না,—আপনি আমায় ক্রয় না করিলে আমি অপর দলের নিকট বিক্রয় হইব।”

নুরজিহান দন্তে দন্ত পেষিত করিলেন,—এ পর্য্যন্ত কেহ তাঁহার মুখের উপর এ কথা বলিতে সাহস করে নাই! তিনি বলিলেন, “এখনই তোমার শিরচ্ছেদের আজ্ঞা দিলে, কে তোমায় রক্ষা করিবে?”

গহরজান বিনীত ভাবে বলিল, “কেহ না,—আমার মৃত্যু হইলে এমন লোক আর কেহ নাই যে আপনাকে এই ষড়যন্ত্র হইতে রক্ষা করে। আমার মৃত্যুতে অপর পক্ষের কোন ক্ষতি নাই;—বরং উপকার,—আপনার সমূহ অনিষ্ট,—আপনার উদ্দেশ্য কিছুই সফল হইবে না। যে দিন এই বেগম-মহলে প্রবেশ করিয়াছি,—

সেই দিনই প্রাণের মায়া ত্যাগ করিয়াছি ;—তবে আপনি আমাকে হত্যা করিবেন না।"

"কেন,—কিসে এত দৃঢ়বিশ্বাস ?"

"কারণ আমি ব্যতীত আপনাকে রক্ষা করিবার আর দ্বিতীয় ব্যক্তি নাই!"

অন্য সময় হইলে কি হইত বলা যায় না,—নুরজিহান অতি কষ্টে হৃদয়ের ক্রোধ হৃদয়ে উপশমিত করিয়া বলিলেন, "দেখিতেছি তোমার অতি সাহস।"

গহরজান বিনীত স্বরে বলিল, "বাদসাবেগম যে কার্য্যভার প্রদান করিবেন,—তাহাতে অতি সাহসের প্রয়োজন হইবে,—প্রাণ হাতের মুঠোর ভিতর লইয়া কাজ করিতে হইবে।"

নুরজিহান কিয়ৎক্ষণ আবার নীরবে বসিয়া রহিলেন,—তৎপরে ধীরে ধীরে বলিলেন, "আমি তোমার প্রস্তাবে এখন স্বীকার করিয়া পরে তোমায় যদি দূর করিয়া দিই,—তবে কি করিবে?"

"আপনি ইহা করিবেন না!"

"কেন,—কিসে জানিলে?"

"তখন আপনার স্বার্থ হইবে আমায় হাতে রাখা! নুরজিহান নিজের স্বার্থ যে ষোল আনা সর্ব্বদা বুঝে তাহা সকলই জানে।"

প্রকৃতই নুরজিহান আর কখনও এরূপ লোকের হস্তে পতিত হয়েন নাই! কি কষ্টে তিনি ক্রোধ সম্বরণ করিতেছিলেন,—তাহা তিনিই জানেন। তাঁহার এই অসাধারণ আত্মসংযম শক্তি ছিল বলিয়াই তিনি আজ নুরজিহান!

তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "অপর পক্ষ হইতে দর পাইয়াছ?"

"হাঁ!"

"তাহারা তোমার প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছে।"

"সর্ব্বদাই সম্মত।"

"তবে তাহাদের সঙ্গে মিল নাই কেন?"

"হাতের পাখী আর গাছের পাখী,—আপনি ইচ্ছা করিলে আজই আমার প্রার্থনা পূর্ণ করিতে পারেন,—আর তাহাদের সবই ভবিষ্যতের গর্ভে।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

কতদূর জান।

এবার নুরজিহান হাসিয়া উঠিলেন,—বলিলেন, "দেখিতেছি তোমার বুদ্ধি আছে,—তাহা হইলে তুমি বেশ জান যে তাহাদের জয় নিশ্চিত নয়,—আমার জয় নিশ্চিত।

গহরজানও মৃদু হাসিয়া বলিল, "বাদসাবেগমের কাছে অপরের জয় হওয়া সহজ নহে!"

নুরজিহান প্রত্যহ প্রতিমুহূর্ত্তে তোষামোদ শুনিতেন,—তবুও তিনি তোষামোদের বাহিরে যাইতে পারেন নাই;—গহরজানের তোষামোদে মনে মনে প্রীত হইলেন,—বলিলেন, "তাহা হইলে তুমি আমারই দলে থাকিতে প্রস্তুত হইয়াছ?"

"নিশ্চয়ই বেগমসাহেব,—নতুবা এত দিন অপর দলে যাইতাম।"

"কে তোমায় দলে লইবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছিল শুনিতে পাই?"

"এখন বলিতে আপত্তি নাই—জুলেখা বাঁদী!"

নুরজিহান বিস্ময়ে প্রায় উঠিয়া দাঁড়াইতে উদ্যত হইয়াছিলেন,—কিন্তু নিমিষে তিনি তাঁহার মনোভাব গোপন করিলেন,—বলিলেন,

"জুলেখা যখন আমাদের শত্রুপক্ষে যোগ দিয়াছে,—তখন পূর্ব্বে আমায় সম্বাদ দাও নাই কেন?"

গহরজান বিনীত স্বরে বলিল, "বিশেষ প্রমাণ না পাইয়া আপনাকে জুলেখার বিরুদ্ধে বলিলে আমারই শির যাইত!"

নুরজিহান মনে মনে বুঝিলেন সে কথা সত্য,—তিনি সহজে জুলেখার বিরুদ্ধে কোন কথা বিশ্বাস করিতেন না,—বলিলেন, "তুমি কি কি জানিতে পারিয়াছ,—তাহাই আমি শুনিতে চাহি।"

গহরজান মস্তক কুণ্ডয়ন করিতে করিতে বলিল, "বাদসাবেগমের হুকুম হইয়া গেলেই আমি গোলাম,—চিরকালের জন্য ক্রীতদাস?"

"আমার কথায় বিশ্বাস কি?"

"সে বিশ্বাস আমার আছে।"

"আচ্ছা, যদি—তুমি আমার কাজে সম্পূর্ণ সফল হও,—তুমি যাহা চাহিতেছ, তাহাই তোমায় করিব,—তুমি দশহাজারী মনসবদার হইয়া কাশ্মীরে সুবেদারী পাইবে!"

গহরজান অতি সম্মানে বাদসাবেগমকে কুর্ণিশ করিয়া বলিল "তাহা হইলেই হইল; আমি জানি নুরজিহান বেগমের কথার নড়চড় হয় না! তাঁহার নামাঙ্কিত মোহর একশ মোহরের দামে লোকে আদরে কিনিতে ব্যগ্র হইতেছে।"

নুরজিহান মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "তুমি দরবারের মোসাহেব হইবার উপযুক্ত।"

"কৃপা করিয়া বাদসা-বেগম যাহা বলেন।"

"এখন তুমি কতদূর কি জান তাহাই বল।"

গহরজান বলিল, "যখন ভরসা দিয়েছেন, তখন সকলই বলিতেছি। পূর্ব্বেই বলিয়াছি বিশেষ কারণে আমি ক্রীতদাসী হইয়া বেগম-মহলে আসিয়াছি,—উদ্দেশ্য কাশ্মীরের সুবেদার হইব!"

"কাশ্মীর হইতে কতদিন আসিয়াছ?"

"হতভাগ্যের ইতিহাসের সহিত বাদসাবেগমের কোন সম্পর্ক নাই;—যদি বিন্দুমাত্র কিছু থাকিত, সমস্তই বেগমসাহেবকে বলিতাম।"

"যাক্ তোমার ইতিহাস শুনিবার আমার প্রয়োজন নাই—এখন যাহা এখানকার সম্বন্ধে জানিয়াছ তাহাই বল।"

"সঙ্খেপে বলিতেছি। যখন এ উচ্চ আশা লইয়া এখানে আসিয়াছি, তখন বাদসাবেগমকে বলা অনাবশ্যক যে যাহাতে আমার উদ্দেশ্য সফল হয়, দিন রাত্রি আমি সেই চেষ্টায় আছি।"

"উচিত।"

"এ কাজ দুই উপায়ে হইতে পারে; এক বাদসাবেগমের গোলাম হইয়া তাঁহার এমন কিছু কাজ করা, যাহাতে বেগমসাহেব আমার উপর সন্তুষ্ট হইয়া আমার প্রার্থনা পূর্ণ করিবেন। আর অথবা ভবিষ্যতে বেগমসাহেবের স্থানে যিনি বসিবেন তাহার তোষামোদ করা!"

"হাঁ—তার পর?"

"এইজন্য চারিদিকেই একটু নজর রাখিয়াছিলাম,—জুলেখার উপরও নজর রাখিয়াছিলাম!"

"কি জানিতে পারিয়াছ?"

"জুলেখা আপনাপেক্ষাও বুদ্ধিমতী সাহসী,—ইসপাতের খুর।

নুরজিহান ভ্রুকুটী করিলেন, কোন কথা কহিলেন না।

গহরজান বলিল, "এইজন্য বিশেষ কিছু জানিতে পারি নাই;—তবে এইটুকু জানিয়াছি যে সে শত্রুদলের সহিত ষড়যন্ত্র করিতেছে, তাহার সব চালাকী!"

"দুলালী—পাগল মেয়েটা!"

"বাদসাবেগম সে পাগল নহে জুলেখা তাহারই সাহায্যে শত্রু
সহিত ষড়যন্ত্র চালাইতেছিল!"

"আর চালাইতে হইবে না।"

"এ কথা বলা যায় না।"

এবার নুরজিহানও আর বিস্ময়ভাব গোপন করিতে পারিলে
না,—বলিলেন, "সে কি;—তবে তুমি কি মনে কর সে এখন
বাঁচিয়া আছে?"

"নিশ্চিত কিছু বলিতে পারি না—সন্দেহ হয়।"

"কিসে?"

"মসরু তাহার হাত হইতে আপনার নাম অঙ্কিত আংটি
খুলিয়া লইতে ভুলিয়া গিয়াছিল——————"

এবার নুরজিহানও দাঁড়াইয়া উঠিলেন,—বলিলেন, "ঠিক কথা,—
আমারও এ কথা মনে ছিল না—আমার আংটী!"

গহরজান বলিল, হাঁ,—কাল অনেক রাত্রে একজন সেই আংটি
দেখাইয়া দুর্গে প্রবেশ করিয়াছে!"

"কে তোমায় এ কথা বলিল?"

"কাল রাত্রে আমি বেগম-মহলের দ্বারে গিয়া দেখি মসরু
সাহেব ঘুমাইতেছেন, খোজা পাহারায় আছে,—একটু আগে তাহারা
দরজা খুলিয়াছিল দেখিলাম দরজা বন্ধ করিতেছে,—আমি নিকটে
গিয়া বলিলাম, "এত রাত্রে কে?"

তাহারা আমায় চিনিত, বলিল, "জানি না ঘোমটায় মুখ
ঢাকা ছিল!"

আমি বলিয়া উঠিলাম, "তবে কোন আক্কেলে এত রাত্রে
দরজা খুলিয়া দিলে,—খাঁ সাহেব শুনিলে রক্ষা রাখিবেন না!"

তাহারা হাসিয়া বলিল, "ভয় নাই গহরজান! আমরা যাকে

তাকে দরজা খুলিয়া দিই নাই। তাহার হাতে বাদসা-বেগমের আংটী ছিল,—সে আংটী আমরা খুব চিনি!"

আমি বলিলাম, "কে সে?"

তাহারা বলিল, "আবার আর কে! যার দিন রাত্রি অবারিত দ্বার,—জুলেখা বাঁদী!"

নুরজিহান অতি বিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন, "জুলেখা—জুলেখা—জুলেখা মরে নাই,—আবার কাল রাত্রে বেগম-মহলে আসিয়াছে!"

নুরজিহানের অসীম গাম্ভীর্য্য আজ নষ্ট হইল,—এই অত্যদ্ভুত ভয়াবহ সম্বাদে তিনি প্রকৃতই নিতান্ত বিচলিত হইয়া পড়িলেন,—বলিলেন, "তুমি তখনই তাহার অনুসরণ করিলে না কেন?"

গহরজান বলিল, "করিয়াছিলাম,—আজও তাহার অনেক সন্ধান করিয়াছি,—কিন্তু কোনই সন্ধান পাই নাই?"

"কোথায় সে লুকাইয়া আছে?"

"কেমন করিয়া বলিব—সে নাও হইতে পারে। পাঁচ হাজার বাঁদী এ মহলে আছে,—সকলকে চিনিয়া রাখা সম্ভব নহে।"

"জুলেখাকে তুমি খুব ভাল চিনিতে?"

"খুব ভাল চিনিতাম;—তাহাই মনে হইতেছে,—সে আসে নাই, তাহার হাতের আপনার নামাঙ্কিত আংটী লইয়া আর কেহ এখানে আসিয়াছে,—কয়েক ঘণ্টার মধ্যে তাহাকে অনুসন্ধান করিয়া বাহির করা সম্ভব নহে।"

নুরজিহান অতিশয় গম্ভীর হইলেন। গহরজান বলিল, "সে বাঁচিয়া আছে কি মরিয়াছে—তাহা ঠিক বলা যায় না,—তবে এটা স্থির যে তাহার হাতের আংটী অন্য লোকের হাতে পড়িয়াছে!"

নুরজিহান কথা কহিলেন না,—তাঁহার মন যেন কোথায় চলিয়া

গিয়াছে;—গহরজান যে তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান আছে, তাহা তাঁহার জ্ঞান নাই?

গহরজান বলিল, "আরও জানিয়াছি যে, এই গঙ্গীয়া পানওয়ালীর সহিত তাহার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল,—সে তাহার দাসীকে গঙ্গীয়ার নিকট পাঠাইয়াছিল, তাহার পর দুইজনে নিরুদ্দেশ হইয়াছে।

নুরজিহান উঠিয়া দাঁড়াইলেন,—বলিলেন, "এ সব আমি জানি,—আমি যাহা জানি না,—তাহার অনুসন্ধানের ভার তোমার উপর দিলাম,—যদি কার্য্যে সফল হও,—নিশ্চয়ই তোমার প্রার্থনা পূর্ণ করিব।"

গহরজান অভিবাদন করিয়া বিদায় হইতে উদ্যত হইলে, নুরজিহান বলিলেন, "ফতেপুর সিক্রির বিষয়,—দিল্লির বিষয়,—ভীম সিংহ ও মহাবত খাঁর ষড়যন্ত্রের বিষয় কিছু জানিতে পারিয়াছ?"

গহরজান বলিল, "এ সব অনুসন্ধান করিবার সুবিধা ও সময় পাই নাই। এ বেগম-মহলে আবদ্ধ থাকিয়া বাহিরের সন্ধান লওয়া সম্ভবপর নহে। এখন বেগমসাহেবের অনুমতি পাইলাম,—এখন অতি শীঘ্রই বাদসাবেগমকে সম্বাদ দিতে পারিব। অপর পক্ষে খুব চালাক,—খুব বুদ্ধিমান,—খুব চতুর,—খুব বিচক্ষণ সুদক্ষ লোক আছে,—তাহা আমি জানি,—কিন্তু দেখা যাক,—কে জিতে আর কে হারে!"

নুরজিহান বলিলেন, "আমিই যাই। আমার বিশ্বাস দিল্লির খুন ও ফতেপুরের ভূতের রহস্য ভেদ করিতে পারিলেই এই ষড়যন্ত্র বাহির হইয়া পড়িবে,—তখন—তখন——"

নুরজিহানের হৃদয়ে যাহা উদিত হইল,—তাহা তিনি প্রকাশ করিলেন না,—তবে গহরজান তাহা বুঝিল। যাঁহারা সাহাজাদা খসরুর দলে যোগ দিয়াছিল,—জাহাঙ্গিরের হুকুমে তাঁহাদের সকলকে

জীবিতাবস্থায় পাঁঠার ন্যায় ছাড়ান হইয়াছিল! এই ষড়যন্ত্রকারি-দিগকে ধরাইয়া দিলে তাহাদের কি হইবে,—তাহা ভাবিয়া গহর-জানের প্রাণও শিহরিয়া উঠিল! কিন্তু বড় হইবার পথ ফুলে সজ্জিত নহে;—রক্তের নদী পার হইতে না পারিলে,—এ মোগল রাজ্যে উচ্চ সিংহাসনে উঠিবার সম্ভবনা নাই। কাশ্মীরের সুবেদার হইলে কে বলিতে পারে যে এই গহরজানই দিল্লির সিংহাসনে বসিবে না;—ক্রীতদাস বসিয়াছে, ভদ্র সন্তান বসিবে না কেন! মুহূর্ত্তের মধ্যে এই সকল কথা গহরজানের হৃদয়ে উদিত হইল,—সে বিনীত স্বরে বলিল, "বাদসাবেগম, কার্য্য আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে একটী কথা জিজ্ঞাসা করিতে চাই!"

নুরজিহান অতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে বাঁদীর দিকে চাহিলেন,—তৎপরে বলিলেন, "কি জানিতে চাহ বল?"

গহরজান সসম্মানে বলিল, "সাহাজাদা পরবেস বাদসা হইবেননা,—সাহাজাদা সারিয়ার!"

সহসা সম্মুখে অশনি পাত হইলে নুরজিহান এত বিচলিত হই-তেন না;—তিনি রুদ্ধ কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "কে এ কথা বলে!" তাহার পর তিনি কতকটা স্থিরভাবে বলিলেন, "কে না জানে বাদসা সাহাজাদা পরবেসকে সিংহাসন দিতে ইচ্ছা করিয়াছেন? বাদসারও যে ইচ্ছা, আমারও সেই ইচ্ছা!"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

সাহাজাদা সারিয়ার।

চারিদিকে অপূর্ব্ব মধুরতা বর্ষণ করিয়া অতি মধুরে সারঙ্গ বাজিতেছে,—সঙ্গে সঙ্গে এসরাজে তান মারিতেছে;—বায়ুর হিল্লোলে হিল্লোলে এই ত্রীদিব বাঞ্ছিত মধুর বাদ্যধ্বনি স্তরে স্তরে দূরে দূরে আকাশে মিলিয়া যাইতেছে! চারিদিকে যেন কি এক অনির্ব্বচনীয় মধুরতা সিঞ্চিত হইতেছে!

এই মধুর বাদ্যধ্বনিকে শত সহস্রগুণে মধুরতাময় করিয়া সুকণ্ঠী কামিনী-কণ্ঠের মধুর গীতধ্বনি তালে তালে, স্তরে স্তরে উঠিতেছে;—তাল লয় মানে মধুর বাদ্যের মধুরতা সনে নাচিয়া নাচিয়া মধুর গীত ধ্বনি যেন আকাশে আকাশে খেলিয়া বেড়াইতেছে;—মধুরতায় মধুরতা সংযোগ করিয়া রুণুঝুণু নূপূর ধ্বনিত হইতেছে!

সাহাজাদা সারিয়ারের সুসজ্জিত বিলাসিতায় নন্দন কানন সমতুল্য বৃহৎ প্রাসাদের নাচ ঘরে নৃত্যগীত চলিতেছে ;—উপরের সুন্দর ঝাড়ের স্নিগ্ধ আলোককে শতগুণ উজ্জ্বল করিয়া পরম রূপবতী লাবণ্যময়ী সুন্দরিগণ হীরক চুণী পান্না জহরত মণ্ডিত সুগোল কোমল হস্ত নানারঙ্গে নাচাইয়া নৃত্যের সঙ্গে সঙ্গে মধুর গীতে প্রাণ আকুল করিয়া তুলিতেছে!

পুষ্পহারে গৃহ সজ্জিত;—স্থানে স্থানে স্বর্ণপাত্রে গন্ধে বিভোরা গোলাপ স্তুপিকৃত; চারি পার্শ্বে রজত ফুয়ারা অবিরল ধারে গোলাপ জল উদ্গিরণ করিতেছে!

নিম্নে কাশ্মীর-কারপেটের উপর স্বর্ণখচিত শয্যা,—সম্মুখে স্বর্ণরিকাবির উপর সারি সারি মণিমাণিক্য খচিত পিয়ালা,—পার্শ্বে অতুলনীয় কারুকার্য্যমণ্ডিত বৃহৎ সুরাপাত্র।

সাহাজাদা সারিয়ার তাকিয়া অর্দ্ধশায়িত;—তাঁহার বামহস্ত পার্শ্বস্থ এক সুন্দরীর গলায় বেষ্টিত,—পার্শ্বে রূপবতী যুবতী বাঁদিগণ কেহ সুরাপাত্র প্রদান করিতেছে, কেহ স্বর্ণ আলবোলার মণিমাণিক্য খচিত নল মুখে তুলিয়া দিতেছে, কেহ স্বর্ণমণ্ডিত পান মৃগনাভি কস্তুরী প্রভৃতি সৌগন্ধ দ্রব্যে অতি সুন্দর সুস্বাদুরূপে প্রস্তুত করিতেছে, কেহ বা স্বর্ণ পিকদান মুখে ধরিয়াছে!

সারিয়ারের চক্ষু অর্দ্ধ উন্মীলিত,—তিনি মধ্যে মধ্যে অস্পষ্টস্বরে বলিতেছেন, "ঠুংরি—বহুত—আচ্ছা—ঠুংরি!" সারিয়ার জাহাঙ্গিরের কনিষ্ঠ পুত্র; আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময়ে তাঁহার বয়স চব্বিস বৎসরও পূর্ণ হয় নাই,—কিন্তু বিলাসিতায় তিনি মোগল দরবারে শ্রেষ্ঠপদ লাভ করিয়াছেন! তিনি যেরূপ করেন, তাঁহার প্রাসাদে যেরূপ অহর্নিশ নৃত্যগীত চলিত, সুরার নদী ছুটিত, স্ফুর্ত্তির লহর বহিত; তেমন আর কাহারও প্রাসাদে হইত না;—জগতের যেখানে যে কিছু বিলাসিতার দ্রব্য ছিল, সারিয়ার তাহার সকলই সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তিনি তাঁহার প্রাসাদে দেশ বিদেশ হইতে পরমাসুন্দরী যুবতীদিগকে আনিয়া তাহাদের অলৌকিক রূপে আলোকিত করিয়াছিলেন,—জগতে বিলাসিতায় বোধ হয় তাঁহার সমকক্ষ কেহ এ পর্য্যন্ত হইতে পারেন নাই! তিনি দুই হস্তে অর্থ ব্যয় করিতেন,—লক্ষ লক্ষ মুদ্রা ব্যয় হইয়া যাইত, তিনি তাহা একবার ফিরিয়াও দেখিতেন না।

তাঁহার এইরূপ অধঃপাতে যাইবার প্রধান কারণ নুরজিহান! মেহেরুন্নিসা যখন বেগম-মহলে নীতা হয়েন, তখন তাঁহার একটী ক্ষুদ্র কন্যা হইয়াছিল,—যখন তিনি বাদসার বেগম-মহলে আসিলেন, তাঁহার কন্যাও তাঁহার সঙ্গে আসিল। তিনি নুরজিহান বাদসাবেগম হইলে, তাঁহার কন্যা সাহাজাদী নামে পরিচিতা হইল। কন্যা বয়প্রাপ্ত হইলে,

নুরজিহান তাঁহার কন্যার সহিত সাহাজাদা সারিয়ারের বিবাহ দিলেন। তিনি একদিকে বাদসার আদরের ছোট ছেলে, অপরদিকে তিনি নুরজিহানের বড় প্রিয় জামাতা;—এ অবস্থায় সারিয়ারের টাকার অভাব হইবে কেন! তিনি বিলাসিতার গভীর-সাগরে গা ভাসান দিয়াছিলেন।

জাহাঙ্গিরের দরবারে সকলেই বিলাসিতায় নিমগ্ন ছিলেন,—স্বয়ং বাদসা অষ্ট প্রহরই স্ফুর্ত্তির স্রোতে ভাসিতেন, সুতরাং তাঁহার পুত্রেরা, তাঁহার মনসবদার ও ওমরাওগণ আমোদ সাগরে ভাসিবেন না কেন! পরবেসকে আমরা দেখিয়াছি,—সারিয়ারকেও দেখিলাম। সাহাজাদা খুরম নিরুদ্দেশে;—সুতরাং অন্ততঃ তিনি কতকটা এই সুরার তরঙ্গ গায়িকার মাতঙ্গ,—নর্ত্তকীর রঙ্গভঙ্গ,—আতর গোলাপের ছড়াছড়ি, ও যুবতী বিলাসিনীর হুড়াহুড়ির বাহিরে গিয়া পড়িয়াছেন;—ইহাতে তাঁহার উপকার ভিন্ন অনুপকার হয় নাই, তাঁহার কোন কালে দিল্লি সিংহাসনের আশা নাই! জাহাঙ্গির ন্যায়পরায়ণ লোক, তিনি কখনই অন্যায় করিতে প্রস্তুত হইতেন না, তাহাই পরবেস বাদসা হইবার উপযুক্ত নয় জানিয়াও তাঁহাকেই সিংহাসনের জন্য প্রকাশ্য দরবারে মনোনীত করিয়াছেন;—সুতরাং তিনিই দিল্লিশ্বর হইবেন! কিন্তু রাজপুতগণের ইচ্ছা নহে যে পরবেস বাদসা হয়েন, তাঁহাদের ইচ্ছা যে রাজপুত রাজকুমারীর পুত্র সাহাজাদা খুরম সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়েন। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মাড়োয়ার ও আম্বার প্রকাশ্যভাবে জাহাঙ্গিরের বিরুদ্ধাচরণ করিতে ইচ্ছুক নহেন, কিন্তু উদয়পুরের ভীম সিংহ খুরমের প্রাণের বন্ধু ছিলেন, তিনি প্রকাশ্য ভাবেই তাঁহাকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। সাহাজাদা সারিয়ার যে বাদসা হয়েন, এ ইচ্ছা কেহ কখনও প্রকাশ্যভাবে প্রকাশ করেন নাই বটে তবে তাঁহাকে

সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা হইতেছিল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। বাদসা হইবার কথা প্রকাশ হওয়া বড় সুখজনক সম্বাদ নহে; সেইদিন হইতেই মৃত্যু আশে পাশে চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ায়, কখন প্রাণ আছে কখন নাই, তাহার কোন স্থিরতা নাই! এখন পরবেস ও খুরাম উভয়েই প্রাণ হাতে লইয়া আছেন, কখন কে কাহাকে হত্যা করে, কেহ তাহা বলিতে পারে না! বোধ হয় তাঁহাদের ন্যায় প্রাণের ভয় হৃদয়ে লইয়া বেড়াইতে হইলে সারিয়ার এত বিলাসিতায় গা ঢালিয়া দিতে পারিতেন না। বাদসা হইবার ইচ্ছাও বোধ হয় তাঁহার মনে একদিনের জন্য উদিতও হয় নাই! তিনি স্ফুর্ত্তিতে মাতিয়াছেন, সে অবস্থায় তাঁহার আর কিছু ভাবিবার সময় ছিল না।

আজ সারিয়ার আমোদে বিভোর;—কখন নহেন তাহা বলা যায় না। তাঁহার চারিদিকে আমোদের ফুয়ারা ছুটিতেছে,—সহসা আনন্দকাননে যেন বজ্রাঘাত হইল! নিমিষে সহসা গায়িকাগণ গান বন্ধ করিল, নর্ত্তকীগণের পায়ের নূপুর স্তম্ভিত হইয়া নীরব হইল, বাদ্যধ্বনি সহসা স্থগিত হইয়া গেল;—সকলে ভীত ব্যাকুলিতভাবে দ্বারের দিকে চাহিল, দ্বারে বাঁদীগণে পরিবেষ্টিতা হীরা জহরত মণি মাণিক্যে বিভূষিতা দণ্ডায়মানা——নুরজিহান।

সে রাজরাজেশ্বরী মূর্ত্তি দেখিয়া ভয় করিত না কে! সহসা সারিয়ারের প্রাসাদে এই রাত্রে এই নৃত্যগীত আমোদ প্রমোদের মধ্যে উপস্থিত—নুরজিহান! সকলের হৃদয় যেন হৃদয়ের অন্তস্তম প্রদেশে বসিয়া গেল, তাহাদের নিশ্বাস প্রশ্বাস রোধ হইয়া আসিতে লাগিল;—আজ একটা বিপর্য্যয় কাণ্ড হইবে, নতুবা স্বয়ং নুরজিহান এখানে কেন! তাহারা সকলে স্তম্ভিত প্রায় নীরবে দণ্ডায়মানা রহিল, কথা কহিবার চেষ্টা করিলেও বোধ হয় তাহারা কথা কহিতে

পারিত না। নুরজিহান ধীরে ধীরে মত্ত মাতঙ্গিনীর ন্যায় ধীর পদে গৃহে প্রবেশ করিলেন, তখন গায়িকা, নর্ত্তকী, বাঁদীগণের চৈতন্য হইল, তাহারা সসম্ভ্রমে ভূমি চুম্বন করিয়া বাদসাবেগমকে অভিবাদন করিল। নুরজিহান তাঁহার জগৎবিমোহন মধুর হাসি হাসিয়া বলিলেন, "তোমরা আমোদ প্রমোদ কর, আমি একটা কথা সাহা-জাদাকে বলিয়া এখনই যাইতেছি!"

তিনি অগ্রবর্ত্তি হইয়া বলিলেন, "সারিয়ার!"

হতভাগ্য সারিয়ার তাঁহার এই বিলাস কানন মধ্যে স্বয়ং বাদসা বেগমকে দেখিয়া হতজ্ঞান হইয়াছিলেন,—তাঁহার নেশা অৰ্দ্ধেক ছুটিয়া গিয়াছিল, তিনি তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইবার চেষ্টা পাইলেন, কিন্তু পা এতই টলিতে লাগিল যে দাঁড়াইতে পারিলেন না;—নুর-জিহানের পদ নিম্নে মস্তক অবনত করিয়া রহিলেন,—তাঁহার কথা কহিতে সাহস হইল না;—তিনি জানিতেন যে তিনি এখানে স্পষ্ট কথা কহিতে পারিবেন না।

নুরজিহানের মুখ মেঘাচ্ছন্নবৎ হইল;—তিনি ভ্রুকুটী করিলেন, ওষ্ঠে ওষ্ঠ ঈষৎ পেষিত করিলেন, তৎপরে বলিলেন, "ওঠ বিশেষ কথা আছে!"

সারিয়ার দুই হস্তে ভূমিভর করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইবার চেষ্টা পাইলেন কিন্তু পারিলেন না;—নুরজিহান বাঁদিদিগকে ইঙ্গিত করিলেন, তাহারা সাহাজাদাকে টানিয়া তুলিল, নুরজিহান বলিলেন, "এই ঘরে এস, এদের গলায় ভর দিয়া এস!" সাহাজাদা দুই বাঁদীর দুই গলায় হস্ত স্থাপন করিলে তাহারা তাঁহাকে ধরিয়া লইয়া গিয়া এক স্বর্ণ মসনদে বসাইয়া দিল নুরজিহান গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া স্বহস্তে দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিলেন!

আর কেহ কখনও নুরজিহানের এ ভাব দেখে নাই,—সারিয়ারের

ক্রমে নেশা ছুটিয়া আসিতেছিল, তিনিও ভাবিলেন আজ একটা বিপর্য্যয় কিছু হইয়াছে,—হয়তো আজই তাঁহার জীবনের শেষ!

নুরজিহান কিয়ৎক্ষণ তাঁহার সম্মুখে নীরবে দণ্ডায়মানা রহিয়া সাহাজাদার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন,—তৎপরে অতি বজ্র-গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "জান,—আমি তোমার জন্য কি চেষ্টা করিতেছি?"

সারিয়ার বিকৃত স্বরে বলিলেন, "যা—যা ভাল—আপনি—আপনি—তাই কচ্চেন—তা-তা আমি খুব জানি!"

"তুমি কি তার উপযুক্ত?"

"আপনি—আপনি আছেন—আপনি সব দেখ্‌বেন—আমি এমনি করে-কাটিয়ে দেব।"

"দেখ সারিয়ার,—তুমি কি কচ্চো না কচ্চো আমি আজ নিজে তাহাই স্বচক্ষে দেখিতে এসেছিলাম,—যা দেখিলাম, তাহাতে তোমায় পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত চাবুক মারা উচিত!—আজ আমার পা ছুঁয়ে শপথ কর যে আর এ সমস্ত অত্যাচার অনাচার ছেড়ে দিয়ে রাজকার্য্যে মন দিবে,—তুমি এরূপ থাক্‌লে,—তোমায় আমি কখনই বাদসা করিতে পারিব না,—আর পারিলেও করিব না।"

"বাদসা—বাসদা! দাদা ভাইরা আছেন—আমি—আমি—নই!"

নুরজিহান ক্রোধে মুখ বিকৃত করিলেন;—বলিলেন, "আমি এখন চলিলাম,—কাল সকালেই যুদ্ধে রওনা হইতে হবে।"

সারিয়ার সভয়ে বলিয়া উঠিলেন, "যুদ্ধে,—যুদ্ধ যুদ্ধ কেন?"

"কাল জান্‌তে পার্ব্বে।—এখনই প্রস্তুত হও,—খুব প্রাতে রওনা হইতে হবে!"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

সাহাজাদী বেগম!

স্বামীও যেরূপ আমোদ-সাগরের অতল জলে নিমগ্ন হইতেছিলেন,—স্ত্রীও বড় কম ছিলেন না। নুরজিহানের আদুরে মেয়ে সাহাজাদীর ন্যায় সৌখিনা আর কেহ মোগল দরবারে ছিল না;—বেগম নুর-জিহান এক্ষণে সারিয়ারকে পরিত্যাগ করিয়া ধীর পদক্ষেপে সাহাজাদী বেগমের মহলে উপস্থিত হইলেন;—সেই আতর গোলাপের ফুয়ারা ছুটিতেছে,—সেই চামিলি জুই গোলাপ গড়াগড়ী দিতেছে;—সেই রূপসী ষোড়সী বাঁদিগণ হুড়াহুড়ি করিতেছে। নুরজিহানের পিয়ারের কন্যা নৃত্য গীতে মাতিয়া সময়াতিপাত করিতেছেন;—কত রাত্রি হইয়াছে,—কত ঘড়ী বাজিয়াছে,—তাহা তাঁহার জ্ঞান নাই;—সহসা জননীর আবির্ভাবে তাঁহার চৈতন্যোদয় হইল, বাঁদিগণ ভয়ে জড়ষড় হইয়া গেল,—সকলে শশব্যস্ত হইয়া পড়িল। যেখানে লহরে লহরে মধুর হাসির লহরী উঠিতেছিল, সহসা তথায় ঘোর নিস্তব্ধতায় আচ্ছন্ন হইল!

নুরজিহান বাঁদিদিগকে অতি গম্ভীরভাবে বলিলেন, "যাও—তোমরা,—সাহাজাদীর সঙ্গে আমার কথা আছে!" তাহারা নিমিষ মধ্যে সেই গৃহ ত্যাগ করিয়া পালাইল;—তখন গৃহ মধ্যস্থ মসনদে নুরজিহান বসিলেন,—বলিলেন, "লালিয়া,—বোস;—তোর সঙ্গে আমার কথা আছে?"

জননীর গম্ভীর ভাব দেখিয়া সাহাজাদী ভীতা হইলেন,—মায়ের মুখের দিকে বিস্ফারিত নয়নে চাহিয়া তিনি নীরবে মসনদের এক-পার্শ্বে বসিলেন। নুরজিহান বলিলেন, "সারিয়ার কি ক[illegible] খবর রাখ?

সাহাজাদী অবনত মস্তকে বলিলেন, "আমার লাভ কি রাখিয়া।"

নুরজিহান বিরক্ত ভাবে বলিলেন, "দেখিয়া লাভ! স্বামী কি করিতেছে না করিতেছে,—তাহা দেখিয়া স্ত্রীর লাভ কি? এই স্বভাব,—এই ক্ষমতা নিয়ে তুই দিল্লিশ্বরী হইতে চাহিস!"

সাহাজাদী বলিল, "মা,—আমি কোন কালে দিল্লিশ্বরী হতে চাই নে।"

নুরজিহান রাগত হইয়া বলিলেন, "কাজেই,—সের আফগানের মত লোকের মেয়ের মাথায় এত উচু কথা প্রবেশ করিবে কেন!"

কন্যা বলিল, "মা,—এ কথা ঠিক নয়,—তা হলে তুমি দিল্লি-শ্বরী নুরজিহান হতে না!"

নুরজিহানের পিতা সের আফগানের অপেক্ষা জাতাংশে বড় উঁচু ছিলেন না! নুরজিহান কন্যার কথায় মনে মনে হাসিলেন, বলিলেন, "তোর সঙ্গে আমি কথা কাটাকাটি কর্ত্তে আসিনি—তোকে দিল্লিশ্বরী করিতে চাই.—আমার পদ তোকে দিয়ে যেতে চাই!"

"মা—মাপ কর—আমি ও সব চাই না? বাদসাজাদাও বোধ হয় তাহা চান নাই!"

"তার মানে তোরা দুটোই অপদার্থ!"

"সাহাজাদা পরবেস, আমাদের সকলের বড়, তিনি বাদসার জ্যেষ্ঠ পুত্র,—আইন মত বাদসা হওয়া তাঁর অধিকার,—তাঁকে সিংহা-সনে বঞ্চিত করা মা মহাপাপ!"

"রাজপুতেরা পরবেসকে তাড়াইয়া খুরমকে সিংহাসনে বসাইবার জন্য চেষ্টা পাইতেছে,—আমি সারিয়ারকে বাদসা না করিলে খুরম বাদসা হইবে—পরবেস হইবে না! বড় ছেলে হইবে না!"

"তুমি তাঁহাকে সাহায্য করিলে তিনি হইবেন। বাদসা অন্যায় করিবেন কেন! তিনি বড় ছেলেকেই সিংহাসন দিয়া যাইবেন।"

"আমি বলিতেছি সে বাদসা হইবে না—খুরম হইবে?"

"তুমি সাহাজাদা পরবেসকে সাহায্য করিলে তিনিই হইবেন,—তাঁহার নায্য প্রাপ্য তিনি পাইবেন,—আমি মা তোমার দিল্লিশ্বরীত্ব চাই না!"

নুরজিহান ভ্রুকুটী করিলেন,—বলিলেন, "খুরম বাদসা হলে আমাদের,—তোমাদের কি হবে জান?"

সাহাজাদী বলিল, "কেন,—আমরা যেমন আছি,—তেমনই থাকিব

নুরজিহান ঈষৎ ভূমে পদাঘাত করিয়া বলিলেন, "খুরম আমাদের শির লইবে।"

সাহাজাদী বিস্ফারিত নয়নে জননীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "অসম্ভব,—তিনি আমাদের ভালবাসেন! যদি আমার মত লইয়া আমার বিবাহ হইত,—তাহা হইলে আমি সাহাজাদা খুরমকে বিবাহ করিতাম, কারণ তিন ভায়ের মধ্যে তিনিই মানুষ!"

নুরজিহান বলিলেন, "তোর মত মুর্খকে আমি বুঝাইতে পারিব না;—আমার বুদ্ধি আছে,—তাই পূর্ব্ব হইতে আত্মরক্ষার বন্দোবস্ত করিতেছি। খুরম বাদসাহ হইলে আমাদের নির্দ্দয় রূপে বধ করিবে?"

"তা—অসম্ভব!"

"না—অসম্ভব নহে,—সে করিবে না,—ভীম সিংহ আর মহাবত খাঁ করিবে,—তাহারা আমার পরম শত্রু!"

"তাহাদের তুমি সর্ব্বনাশ করিতে গিয়াছিলে—তাহাদের অপরাধ কি!"

"তোর সঙ্গে আমি তর্ক করিতে ইচ্ছা করি না,—কাল সকালে আমরা সারিয়ারকে লইয়া যুদ্ধে রওনা হইব!"

সাহাজাদী শঙ্কিত ও বিস্মিতভাবে বলিয়া উঠিল, "যুদ্ধ—কার সঙ্গে যুদ্ধ?"

নুরজিহান গম্ভীরভাবে বলিলেন, "খুরমের সঙ্গে যুদ্ধ—ভীম সিংহ আর মহাবত খাঁর সঙ্গে যুদ্ধ। আমি বাদসাহকে লইয়া স্বয়ং যুদ্ধে যাইতেছি।"

সাহাজাদীর পরম সুন্দর মুখ বিসন্নতার মেঘে আবরিত হইল। সে বিষাদস্বরে বলিল, "মা রক্তারক্তিতে কাজ কি ?"

নুরজিহান বলিলেন, "দুর্ব্বৃত্ত মহাবত খাঁ আর ভীম সিংহই খুরমকে সিংহাসনে বসাইয়া দিবার জন্য যুদ্ধ করিতে আসিতেছে, নুরজিহান এমন শিক্ষা দিয়া দিবে যে তাহারা জীবনে তাহা কখনও ভুলিবে না।"

সাহাজাদী কিয়ৎক্ষণ কথা কহিল না, সে আদুরে ছিল সত্য কিন্তু তাহার ন্যায় সরল কোমল পবিত্র প্রাণ বোধ হয় বেগম-মহলে আর কাহারও ছিল না! যুদ্ধ বিগ্রহ রক্তারক্তির নামে সে শিহরিয়া উঠিত, এই জন্যই তাহার কখনও দিল্লিশ্বরী হইবার ইচ্ছা হয় নাই।

নুরজিহান বলিলেন, "আমরা কাল সকালে রওনা হইব।"

"কোথায় ?"

"রাজপুতনার দিকে,—হয়তো প্রথমে ফতেপুর সিকৃরি যাইব,—এখনও ঠিক কিছু স্থির করি নাই—সারিয়ার আমাদের সঙ্গে যাইবে।"

"স্বীকার হইয়াছেন।"

নুরজিহান ভ্রুকুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, "স্বীকার। স্বীকার আবার কি – হুকুম।"

সাহাজাদী মৃদু হাসিয়া বলিল, "মা আমরা বাদসা হলেও দেখিতেছি তুমি বাদসা থাকিবে তবে আর আমরা অনর্থক রক্তারক্তির মধ্যে যাই কেন!"

ক্রোধে নুরজিহানের সুন্দর মুখ লাল হইয়া গেল, তিনি কিয়ৎক্ষণ কথা কহিলেন না, সাহাজাদী গুন গুন মধুরস্বরে এক বিষাদ সঙ্গীত গাইতে লাগিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে নুরজিহান বলিলেন, "আমি দিন কতকের জন্য বেগম-মহল হইতে চলিয়া যাইতেছি,—হুকুম দিয়াছি কাল হইতে তুই আমার যায়গায় বেগম-মহলের কর্ত্রী হইবি।"

সাহাজাদী অতি বিস্ময়ে বলিয়া উঠিল, "আমি?"

নুরজিহান দৃঢ়ভাবে বলিলেন, "হাঁ, তুই! আমার ইচ্ছা নয় যে আমার অনুপস্থিতিতে যোধাবাঈ কর্ত্রীত্ব করে।"

নুরজিহানের কন্যা বলিলেন, "তিনি আমার চেয়ে ঢের বয়সে বড় তিনি বাদসাবেগম—তোমার অনুপস্থিতে তাঁহারই কর্ত্রী হওয়া উচিত।"

নুরজিহান বিরক্তস্বরে বলিলেন, সে পরামর্শ তোর দিতে হইবে না, যা যা বলি তাই শোন।"

লালিয়া হতাশস্বরে বলিলেন, "তাই হবে।"

"অন্যে হলে পরম সৌভাগ্য বলে মনে করিত।"

"অন্যের কথা জানি না,—আমার এ সব ভাল লাগে না।"

"যা বলিলাম,—সাবধান, যেন আমার কথা মত কাজ হয়, যেন এদিক ওদিক না হয়।

লালিয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন, কোন কথা কহিলেন না, নুরজিহানও আর কোন কথা কহিলেন না, সদর্পে বাঁদী সমভিব্যবহারে নিজমহলে চলিয়া গেলেন।

সাহাজাদী বহুক্ষণ নীরবে বসিয়া রহিলেন,—প্রকৃতই তাঁহার চির-প্রফুল্ল হৃদয় আজ বিষাদের মেঘে আবরিত হইয়াছে,—সরলা বালিকা আমোদ প্রমোদ জানে,—তাঁহার দিল্লিশ্বরী হইয়া নানা হাঙ্গামায় যাইতে কিছুমাত্র ইচ্ছা নাই! তাহা তাঁহার জননী নুরজিহানের পোষায়,—তিনি এ সব চাহেন না।

যথার্থই সারিয়ার যুদ্ধে যাইতেছেন,—যখন স্বয়ং নুরজিহান

বাদসা-হকে লইয়া যুদ্ধে যাইতেছেন,—তখন নিশ্চয়ই ব্যাপার গুরুতর হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এ বেগম-মহলে বাহিরের অধিক কথা প্রবিষ্ট হইতে পায় না,—সেই জন্য সাহাজাদী বেগম সিংহাসন লইয়া ষড়যন্ত্রের বিষয় কিছুই শুনেন নাই,—তিনি জানিতেন সাহাজাদা পরবেসই বাদসা হইবেন,—তাহাতে কোন গোল হইবে না,—তবে তিনি ইহাও জানিতেন মোগল সিংহাসন লইয়া পিতা পুত্রে বিবাদ,—ইহাতে নূতন কিছুই নাই! যাহাই হউক,—তাঁহার ও সারিয়ারের বাদসা হইবার বিন্দু-মাত্র ইচ্ছা ছিল না,—রক্তারক্তি যুদ্ধ বিগ্রহ, দাঙ্গা হাঙ্গামা এ সকলের নাম শুনিলে লালিয়া শিহরিয়া উঠিত,—আজ তবে যথার্থ পিতা পুত্রে যুদ্ধ হইবে—সকল দোষ তাঁহার মার! মা কেন এই সকল হাঙ্গামায় যান,—তিনি মোগল সম্রাজ্যের সর্ব্বেসর্ব্বা একমাত্র অধিষ্ঠাত্রী দেবী হইয়াও কি সন্তুষ্ট নহেন!

বহুক্ষণ ধরিয়া নুরজিহান কন্যা একাকিনী সেই গৃহমধ্যে বিষন্ন ভাবে বসিয়া রহিলেন,—কতক্ষণ তিনি এইরূপ ভাবে বসিয়াছিলেন তাহা তিনি জানে না,—বোধ হয় বহুক্ষণ বসিয়াছিলেন, -এই সময়ে বাঁদিগণ বলিয়া উঠিল, "সাহাজাদা আসিতেছেন।"

সারিয়ার কম্পিতপদে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিলেন, "লালি,—তোমার মা আমায় যোমালয়ে না পাঠিয়ে ছাড়ছেন না! আমায় কেন বাবা!—আমার সাত পুরুষে বাদসা হতে চায় না! যুদ্ধ বিগ্রহ,—রক্তারক্তি কি? ঠুংরি শোন—এসব কি বাবা!"

লালিয়া ধীরে ধীরে গিয়া স্বামীর হাত ধরিল,—প্রেমপূর্ণ স্বরে বলিল, "জাহাপনা—আপনি বাদসা না হইবেন কেন?"

সারিয়ার স্ত্রীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তুমি বলচ,—লড়িতে চলিলাম—তোমার জন্য বাদসা হব! মার বদলে মেয়ে হবে—আমি বাবার মত থাকিব—শূন্য।"

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

প্রেমের অঙ্কুর।

আমরা মোগল দরবারের বিলাসিতার কিয়দাংশ দেখিয়াছি,—এবার আবাব দূর পরিত্যক্ত সহরের নির্জ্জন সৌন্দর্য্য দেখিব। তথায় দুইটী প্রাণ প্রণয় শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া পরস্পর পরস্পরের দিকে ছুটিতেছিল,—ধীরে ধীরে যে অঙ্কুর অঙ্কুরিত হইতেছিল; তাহাতে যে কি ফল প্রসূত হইবে,—তাহা কেবল ভবিষ্যতেই বর্ণনা করিতে সক্ষম।"

আকাশে পূর্ণচন্দ্র ভাসিতেছিল,—তাহার সেই কোমল স্নিগ্ধ আলোকে চারিদিক যেন এক অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করিয়াছে,—চারিদিকে যেন শত সহস্র মল্লিকা প্রস্ফুটিত করিয়াছে! ধীরে ধীরে সমীরণ চারিদিকে সুশীতলতা রমনীয়তা ছড়াইয়া প্রবাহিত হইতেছে! এক গভীর শান্তিপূর্ণ নির্জ্জনতা যেন প্রকৃতি সতীর মহানভাব প্রচার করিতেছে!

লুলিয়া কুয়ার তীরে আসিয়াছে, সেই প্রথম দিন স্ত্রীবেশী যুবককে দেখিয়া,—সেই দিন হইতেই সে আত্মহারা হইয়াছে!

যুবক বলিয়াছেন, "তাঁহার নাম বিমল সিংহ,—আম্বারে নিবাস,—বাদসা তাঁহার শির লইতে হুকুম দিয়াছেন,—তাহাই তিনি স্ত্রীলোকের ছদ্মবেশে এখানে পালাইয়া আসিয়াছেন,—এখানে লোকজন কেহ নাই;—এখানে লুকাইয়া থাকিলে কেহ তাঁহাকে খুঁজিয়া পাইবে না।" যুবক কাতরে বলিয়াছিলেন, "আপনি নিশ্চয় আমায় ধরাইয়া দিবেন না,—আপনি যদি লুকিয়ে আমায় দুটী দুটী খেতে দেন, তা হলে আমার প্রাণ বেঁচে যায়!?"

কোমল প্রাণা লুলিয়া এই বিপন্ন যুবকের প্রাণ রক্ষা করিবার জন্য ব্যাকুলিতা হইয়া পড়িল,—এমন কি হামিদাকে পর্য্যন্ত যুবকের কথা বলিল না। সেইদিন হইতে নির্জ্জনে যুবকের সহিত

দেখা করিয়া,--সে নিজে আৰ্দ্ধাহারে থাকিয়াও প্রত্যহ লুকাইয়া যুবককে খাদ্যাদি দিয়া গিয়াছে,—প্রত্যহই যুবক কুয়ার ধারে আসিয়া লুলিয়ার সহিত দেখা করিতেন,—তাহার নিকট হইতে আহারাদি লইয়া প্রস্থান করিতেন,—তিনি সহরের ভগ্নস্তূপের কোথায় যে লুকাইয়া আছেন,—তাহা লুলিয়া কখন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করে নাই, তিনিও কখনও তাহাকে সে কথা বলেন নাই!

উভয়ের প্রত্যহই দেখা হইত;—বহুক্ষণ উভয়ে নানা কথোপকথনে সময়াতিবাহিত করিতেন,—তাহার পর সহসা লুলিয়া চমকিত হইয়া উঠিত;—গৃহের কথা, হামিদার কথা তাহার স্মরণ হইত,—সে কষ্টে যুবকের হাত ছাড়িয়া পালাইত!

প্রথম প্রথম তাহার অনেক সময়ে মনে হইয়াছে, "এই যুবককে চিনি না,—জানি না;—ইহার সহিত এরূপ ভাবে দেখা করা কি উচিত! দাদাকে, হামিদাকে ইহার কথা না বলিয়া, বোধ হয় অন্যায় করিতেছি!"

কতবার লুলিয়া মনে করিয়াছে, "না—কেবল খাবার দিতে যাইব,—আর তাঁহার কাছে যাইব না,—কিন্তু সে প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে পারে নাই;-সে আবার যুবকের কাছে গিয়াছে,—তাহার সহিত কথা কহিতে কহিতে আত্মহারা হইয়াছে,—কতকক্ষণ যে কাটিয়া গিয়াছে,—তাহা তাহার জ্ঞান নাই! সে ক্রমে যে আত্মহারা হইয়া যাইতেছে,—তাহা সে নিজেও বুঝিতে পারিতেছে;—সে যে হৃদয়ের সহিত যুদ্ধ করে নাই;—তাহা নহে,--কিন্তু সে পরাজিত হইয়াছে,—হৃদয়েরই জয় হইয়াছে,—এই অপরিচিত অজ্ঞাত কুলশীল যুবককে পাইয়া সে আত্মহারা হইয়া গিয়াছে।

যুবকও যে তাহার প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হইয়াছেন,—তাহা যে দেখিত, সেই বুঝিতে পারিত;—লুলিয়া ইহার কিছুই বুঝিত না,

তাঁহার পার্শ্বে থাকিলে,—তাঁহার সহিত কথা কহিলে, তাহার হৃদয়ে এক অপূর্ব্ব আনন্দ উপলব্ধি হয়,—সেই আনন্দে সে মগ্না,—তাহার আর কিছু দেখিবার ইচ্ছা বা ক্ষমতা আদৌ ছিল না!

আজ জ্যোৎস্নায় চারিদিক ভাসিতেছে,—হামিদা প্রভৃতি সকলে ঘুমাইয়াছে,—পা টিপিয়া টিপিয়া লুলিয়া শয্যা হইতে উঠিয়া পালাইয়াছে,—নিঃশব্দে প্রাসাদের প্রান্তভাগে কুয়ার নিকট আসিয়াছে,—যুবক বিমল সিংহ বহু পূর্ব্বেই আসিয়া কুয়ার তীরে বসিয়াছিলেন!

লুলিয়া হাসিয়া বলিল, "আপনার সঙ্গে আমার এমন করে দেখা করা ভাল নয়!"

বিমল সিংহ লুলিয়ার হাত ধরিয়া তাহাকে পার্শ্বে বসাইলেন,—আদরে বলিলেন, "যে অধিকার জন্মিলে আর কাহারও কিছু বলিবার থাকে না,—সেই অধিকার দিলেই সব গোল মিটিয়া যায়।"

লুলিয়া বিমল সিংহের কথার অর্থ উপলব্ধি করিতে পারিল না, তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল!

এ পর্য্যন্ত বিমল সিংহ পূর্ব্বে আর কখনও তাহার হাত ধরেন নাই,—আজ তিনি লুলিয়াকে হৃদয়ে লইলেন,—দক্ষিণ হস্তে তাহার চিবুক ধারণ করিয়া তাহার গোলাপ বিনিন্দিত ওষ্ঠে পুনঃ পুনঃ চুম্বন করিলেন,—লুলিয়া আবেগে চক্ষু মুদিল!

তাহার শিরায় শিরায় বিদ্যুৎ ছুটিতেছিল,—তাহার সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইয়া গিয়াছে,—তাহার সর্ব্বাঙ্গ থর থর করিয়া কাঁপিতেছে,—তাহার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিয়াছে—সে আর কখনও এ ভাব উপলব্ধি করে নাই,—তাহার লজ্জারও প্রায় বিলুপ্ত হইয়া

গিয়াছিল,—সে অবসন্নভাবে বিমল সিংহের হৃদয়ে বিলুণ্ঠিত হইল ;—বিমল সিংহ তাহাকে আরও হৃদয়ে টানিয়া লইলেন,—লুলিয়ার লাল ওষ্ঠ তাহার উষ্ণ চুম্বনে আরও শতগুণ লাল হইয়া উঠিল।

রাজপুত যুবক অনিমিষ নয়নে তাহার কমনীয় মুখ দেখিতেছিলেন।—তাহার চক্ষেও পলক নাই,—নিশ্বাস সঘনে বহিতেছে ;—সহসা লুলিয়া লম্ফ দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল,—ভীতা ব্যাকুলিতা ভাবে চারিদিকে চাহিতে লাগিল ;-সত্বর বস্ত্রাদি টানিয়া যথাস্থানে নীত করিল ; আত্মসংযম করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা পাইতে লাগিল ;—বিমল সিংহ, বলিলেন, "লুলিয়া রাগ করিলে ?"

লুলিয়া প্রায় অস্পষ্ট স্বরে বলিল, "না,—আমি রাগ করিব কেন !

"তবে বসো !"

যুবক হাত ধরিয়া লুলিয়াকে পার্শ্বে বসাইলেন ;—লুলিয়া না বলিতে পারিল না,—নীরবে তাঁহার পার্শ্বে সলজ্জভাবে বসিল। এতদিন আর কখনও সে যুবকের নিকট লজ্জা বোধ করে নাই,—কিন্তু আজ কোথা হইতে কি এক লজ্জা আসিয়া তাহাকে ঘেরিয়াছে। সে মস্তক উত্তোলিত করিয়া যুবকের মুখের দিকে চাহিতে পারিল না,—এতদিন সে বালিকা ছিল,—আজ সে যুবতী হইয়াছে! আজ যে তাহার জীবনের এক ঘোর পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইল,—তাহা সে বেশ বুঝিল ;—কিন্তু এক অপার আনন্দ ব্যতীত আর কিছু বোধ করিবার ক্ষমতা তাহার ছিল না।

বিমল সিংহ বলিলেন, "লুলিয়া,—এতদিন বলিব বলিব বলিয়া বলিতে পারি নাই;—কিন্তু আর না বলা ভাল নয়। আমি আমার বিষয় তোমায় সবই বলিয়াছি ;—আমারে সামান্য জমি জায়াত আছে,—এই মাত্র ;—সম্বল ছিল মোগল দরবারের চাকরি,—তাহাও

গিয়াছে। আবার বাদসা শির লইতেও হুকুম দিয়াছেন,—সুতরাং আমাকে কোন গতিকে এ দেশ ছাড়িয়া অন্য দেশে যাইতে হইবে ;— এইতো অবস্থা,—এ অবস্থায় তুমি কি আমায় বিবাহ করিতে সম্মত হইবে! আর যদি সম্মত না হও,—তাহা হইলে এ জীবন নিজেই নষ্ট করিব,—জল্লাদের হস্তে মৃত্যু অপেক্ষা আত্মহত্যা ভাল!"

লুলিয়া বিস্মিতভাবে যুবকের মুখের দিকে চাহিয়াছিল,—তাহার কথা ভাল বুঝিতে পারিল কিনা সন্দেহ! যুবক নীরব হইলেও লুলিয়া কোন কথা কহিল না ;—যুবক বলিলেন, "আমি তাড়াতাড়ি জবাব দিতে বলি না,—আজ ভাবিয়া দেখ,—কাল রাত্রে এইখানে দেখা হইবে। রাত্রি হইয়াছে,—আজ আর তোমায় কষ্ট দিব না।"

এই বলিয়া যুবক দ্রুতপদে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন,—বি লুলিয়া নড়িল না! সেইখানে বসিয়া যুবক যে দিকে নিরুদ্দেশ হইয়াছিলেন,—সেইদিকে অনিমিষ নয়নে চাহিয়া রহিল! কতক্ষণ সে এইরূপ বাহ্যজ্ঞানশূন্যভাবে নির্জ্জন কুয়ার পার্শ্বে বসিয়াছিল তাহা সে জানে না!

এতক্ষণ সে অমিয় পান করিতেছিল,—কে যেন বলে তাহার হস্ত হইতে সে সুধাভাণ্ড কাড়িয়া লইল! এতক্ষণ সে যেন পরম রমণীয় সুখের স্বপ্ন দেখিতেছিল,—তাহা সহসা ভাঙ্গিয়া গেল। সে চারিদিক অন্ধকার দেখিতে লাগিল! তাহার বোধ হইল যেন পৃথিবী ধীরে ধীরে তাহার পদনিম্ন হইতে সরিয়া যাইতেছে!

সে যাহা চাহে,—যুবক সেই প্রস্তাব করিয়াছেন। তিনি নিজের জাতিধর্ম্ম নষ্ট করিয়া, তাহার মত মুসলমান কন্যাকে বিবাহ করিতে চাহিতেছেন,—ইহাপেক্ষা সৌভাগ্যের কথা আর কি হইতে পারে! কিন্তু তিনি ফেরারি আসামী,—ধরা পড়িলেই ঘাতকের হস্তে

মৃত্যু ঘটিবে;—তিনি অজ্ঞাতকুলশীল,—সম্পূর্ণ অপরিচিত;—ইঁহার সহিত বিবাহ দিতে দাদা মহাশয় কখনই স্বীকৃত হইবেন না। লুলিয়া মনে মনে বলিল, তিনি আমার পিতৃসম,—তাঁহাকে না বলিয়া, গোপনে আমি কিছু করিব না। নিজের কষ্ট হয়,—সহ্য করিব;—তাঁহার প্রাণে কিছুতেই কষ্ট দিব না।"

মুহূর্ত্তের পর মুহূর্ত্ত উত্তীর্ণ হইয়া গেল;—কতকক্ষণ কাটিয়া গেল,—তাহা লুলিয়া জানে না।—আজ তাহার মস্তিষ্ক মধ্যে প্রবল ঝটিকা উঠিয়াছে,—তাহার সুখের প্রাণে আজ প্রথম দুঃখের-মেঘ উদিত হইয়াছে!

সহসা সে চীৎকার করিতে উদ্যতা হইল,—কিন্তু পারিল না; সহসা কোথা হইতে কি আসিয়া, তাহার মস্তক ঘেরিয়া ফেলিল; সে চারিদিক ঘোর অন্ধকার দেখিল! পরে বুঝিল, কাহারা নিঃশব্দে তাহার নিকটে আসিয়া, তাহার মুখ বাঁধিয়া ফেলিয়াছে!

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

নিশীথ রাত্রে।

বিমল সিংহ কোন্ বাড়ীতে লুকাইয়া ছিলেন,—তাহা তিনি কখনও প্রকাশ করিতেন না;—এ পর্য্যন্ত তাঁহার সন্ধান কেহ লয় নাই! মহম্মদজান বা হামিদা কিম্বা বৃদ্ধ ওমরাও তাঁহার এই অজ্ঞাতবাসের কথা জানিতেন কি না, তাহা বলা যায় না;—যেহেতু তাঁহারা কখনও তাঁহার সন্ধান লইতেন না! লুলিয়া যে প্রায় প্রত্যহ যুবকের সহিত সাক্ষাৎ করে,—তাহা সুতীক্ষ্ণবুদ্ধি হামিদা [illegible]

জানিতে পারে নাই,—এ কথা বলা যায় না।—সে যদি জানিয়া থাকে,—তবে মহম্মদজান ও বৃদ্ধ ওমরাও একথা নিশ্চয়ই জানিতে পারিয়াছেন;—কিন্তু তাঁহারা যে কিছু জানিয়াছেন,—এ ভাব প্রকাশ হইতে দেন নাই!

অজিত সিংহ সদলে সহর পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন!—যতদিন তিনি তাঁহার রাজপুত সৈন্য লইয়া এ সহরে বাস করিয়াছিলেন,—সেই কয়দিন বিমল সিংহ বিশেষ সাবধানে সতর্কতার সহিত বাহির হইতেন;—এক্ষণে তাঁহারা আর নাই;—সুতরাং তিনি রাত্রে অবাধে সহরমধ্যে বিচরণ করিতেন। তিনি জানিতেন, এ সময় তাঁহাকে দেখিবার লোক এ সহরে আর কেহ নাই।

তাহাই তিনি একটু বিস্মিতভাবে স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলেন। কাণ পাতিয়া শুনিতে লাগিলেন,—কিন্তু কোন দিকে কিছু শুনিতে পাইলেন না;—চারিদিকে ঘোর নিস্তব্ধতা বিরাজ করিতেছে!

তিনি তবুও চারিদিক বিশেষ সতর্কতার সহিত পর্য্যবেক্ষণ করিলেন,—কিন্তু কোথায়ও কাহাকে দেখিতে পাইলেন না;—সকলই নীরব নিস্তব্ধ!

কিন্তু তিনি স্পষ্ট কাহার পদশব্দ শুনিয়াছেন;—কিছুতেই তাঁহার ভুল হয় নাই! কেবল একজনের পদশব্দ নহে,—অন্তত দুইজন লোক ছুটিয়া যাইতেছে;—হয়তো তাহারা কোন ভারি দ্রব্য বহন করিয়া লইয়া যাইতেছে! এত রাত্রে—এরূপ ভাবে কাহারা যায়!

বিমল সিংহ কিয়ৎক্ষণ তথায় দণ্ডায়মান রহিলেন,—কিন্তু আর পদশব্দ শুনিতে পাইলেন না! মনে মনে বলিলেন, "নির্জ্জন রাত্রে বহুদূরের শব্দও সময় সময় অতি নিকটে বলিয়া বোধ হয়,—কিন্তু এ রাত্রে এখানে কে আসিবে! ভীম সিংহ তো নয়! না,—

কখনই আড্ডা ছাড়িয়া, সহরের মধ্যে আসিবে না;—তবে হয় তো আমার অনেক দেরি হইয়া গিয়াছে,—তাহাই আমার সন্ধানে সহরে আসিয়াছে!

বিমল সিংহ দুই পদ অগ্রসর হইয়া আবার দাঁড়াইলেন; বলিলেন, "না,—সাবধানের মার নাই;—কি জানি কেহ যদি অনুসরণ করিয়াই থাকে,—দেখা ভাল।"

বিমল সিংহ ফিরিলেন,—রাস্তা দিয়া বহুদূর আসিলেন;—চারিদিকই জ্যোৎস্নায় বিভাসিত,—সকলই স্পষ্ট দেখা যাইতেছে;—কোনদিকে কাহারও চিহ্ন নাই!

তিনি আবার ফিরিলেন; বলিলেন, "বোধ হয় আমারই ভুল হইয়াছে!" কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই তিনি বিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন, "না,—ভুল নয়! এই তো সেই শব্দ!"

বিমল সিংহ কাণ পাতিয়া শুনিতে লাগিলেন,—এবার স্পষ্ট পদশব্দ শুনিতে পাইলেন;—বেশ বুঝিলেন, দুইজন লোক কি একটা দ্রব্য লইয়া, অতি সতর্কতার সহিত ছুটিয়া যাইতেছে;—তাহাদের পায়েও বোধ হয় কাপড় বা অন্য কিছু জড়ান ছিল,—কারণ পদশব্দ স্পষ্ট শোনা যাইতেছিল না,—অস্পষ্ট ধ্বনিত হইতেছিল। নির্জ্জন, নিস্তব্ধ, নিশীথ রাত্রি না হইলে, বোধ হয়, এ শব্দ শুনিবার কোনই সম্ভাবনা ছিল না!

শব্দ নিতান্ত নিকটে নয়;—কোন্ দিক হইতে শব্দ আসিতেছে, বিমল সিংহ তাহা স্থির করিতে পারিলেন না।—অতি সাবধানে শুনিতে লাগিলেন;—কিন্তু আবার পদশব্দ নীরব হইয়া গেল! বিমল সিংহ বলিলেন, "দেখিতেছি, লোক দুইটা মাঝে মাঝে দাঁড়াইতেছে! এরূপ করিবার কারণ কি? এত রাত্রে ইহারা কি লইয়া যাইতেছে,—ইহারাই বা কাহারা? সম্ভবমত চোর;—বৃদ্ধ

ওমরাওর বাড়ী হইতে কি চুরি করিয়া লইয়া পলাইতেছে;—যাহাই হউক,—আমাকে দেখিতে হইল।"

এই বলিয়া বিমল সিংহ যে দিক হইতে শব্দ আসিতেছিল, সেই দিকে ধীরে ধীরে অতি সতর্কে চলিলেন! বলিলেন, "এখনই আবার ছুটিবে,—সুতরাং কে ইহারা জানিতে আমার বিশেষ ক্লেশ হইবে না!"

সঙ্গে সঙ্গে আবার পদশব্দ আরম্ভ হইল,—বিমল সিংহও সেই দিকে ছুটিলেন।—সহসা তাঁহার মনে হইল, "ইহাদের সঙ্গে অস্ত্র থাকিতে পারে,—আমার এরূপ নিরস্ত্র ভাবে এই রাত্রে কাহারও সম্মুখেই যাওয়া উচিত নহে;—কি জানি কে কি ভাবে ঘুরিতেছে! কিন্তু অস্ত্র আনিতে গেলে, ইহারা ততক্ষণে পলাইবে!"

বিমল সিংহ ভীরু ছিলেন না,—তিনি পদশব্দ ধরিয়া সেই দিকে দ্রুতপদে চলিলেন! বোধ হয় লোক দুইটীও তাঁহার পদশব্দ শুনিতে পাইয়াছিল,—কারণ তাহাদের পদশব্দে বিমল সিংহ বেশ বুঝিলেন যে, লোক দুইটা তাহাদের গতির বেগ আরও বৃদ্ধি করিয়াছে,—এখন ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিতেছে!

বিমল সিংহ দেখিলেন, তাহারা সিংহদ্বারের দিকে ছুটিতেছে! তিনি মনে মনে বলিলেন, "চোরই নিশ্চয়,—বাহিরের চোর;—কিছু চুরি করিয়া লইয়া পলাইতেছে!"

তিনি মোড় ঘুরিবামাত্র দেখিলেন, দূরে দুইজন লোক কি বহিয়া লইয়া ছুটিতেছে! জ্যোৎস্নার আলোকে চারিদিক ফুট ফুট করিতেছে,—সকলই বেশ দেখা যাইতেছে;—সুতরাং বিমল সিংহের কিছুই দেখিবার কষ্ট হইল না। কিন্তু তিনি যাহা দেখিলেন,—তাহাতে সহসা যেন তাঁহার মস্তকে বজ্রাঘাত হইল! তিনি দেখিলেন, দুই দুর্ব্বৃত্ত এক স্ত্রীলোকের দেহ লইয়া পলাইতেছে!

লুলিয়ার বস্ত্র,—লুলিয়ার মূর্ত্তি;—বিমল সিংহের চক্ষের উপর অষ্ট প্রহর জাজ্বল্যমান রহিয়াছে;—তিনি দেখিবামাত্র বুঝিলেন যে, কোন দুরাত্মা লুলিয়াকে লইয়া চলিয়াছে,—তাহাকে চুরি করিয়া লইয়া পলাইতেছে!

মুহূর্ত্তের জন্য বিমল সিংহ সংজ্ঞাশূন্য স্তম্ভিতপ্রায় হইয়াছিলেন,—কিন্তু সে কেবল মুহূর্ত্তের জন্য;—লুলিয়াকে চুরি করিয়া লইয়া যাইতেছে! তিনি জগত সংসারের অস্তিত্ব বিস্মৃত হইলেন,—তিনি নিরস্ত্র;—দুর্ব্বৃত্তদিগের নিকট অস্ত্র থাকিতে পারে,—এ সমস্তই তিনি বিস্মৃত হইলেন! তিনি উন্মাদের ন্যায় দুর্ব্বৃত্তদ্বয়কে আক্রমণ করিতে ছুটিলেন!

লোক দুইটী ফিরিয়া, তাঁহাকে দেখিল;—পরে লুলিয়ার দেহ ভূমে রাখিয়া, প্রাণপণে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিল! বিমল সিংহ হাঁপাইতে হাঁপাইতে তথায় উপস্থিত হইলেন। তিনি দুর্ব্বৃত্তদিগের অনুসরণ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন,—কিন্তু দাঁড়াইলেন;—অতি সত্বর ক্ষিপ্রহস্তে লুলিয়ার মুখের বন্ধন খুলিয়া দিলেন। এদিকে লোক দুইটা সিংহদ্বার দিয়া অন্তর্হ্নত হইয়া গেল! তাহারা কোন্ দিকে পলাইল,—বিমল সিংহ তাহা স্পষ্টরূপে নিরীক্ষণ করিতে সক্ষম হইলেন না!

মুখ খোলা হইলে, লুলিয়া সত্বর উঠিয়া বসিল;—বিস্মিত ভাবে চারিদিকে চাহিতে লাগিল! এই নিশীথ রাত্রে সে আবার একাকিনী বিমল সিংহের সহিত রহিয়াছে,—সে সলজ্জভাবে মস্তক অবনত করিল;—মৃদু স্বরে বলিল, "আপনি!"

বিমল সিংহ সবেগে বলিলেন, "হাঁ,—ব্যাপার কি?—কি হইয়াছে?—এরা কে?"

লুলিয়া বলিল, "জানি না;—আপনি চলিয়া আসিলে, আমি বাড়ী

ফিরিতেছিলাম,—এই সময় কে পেছন থেকে আসিয়া আমার মুখ বাঁধিয়া ফেলিল;—তাহার পর তাহারা আমায় ধরাধরি করিয়া কোথায় লইয়া যাইতেছিল,—তাহার পর বোধ হয় এখানে ফেলিয়া পলাইয়াছে!"

বিমল সিংহ বলিলেন, "হাঁ,—দুজন লোক তোমায় চুরি করিয়া লইয়া পলাইতেছিল,—আমি ছুটে আসায়, তোমাকে এখানে ফেলে পালিয়েছে!"

লুলিয়া বলিল, "কে তাহারা?"

যুবক বলিলেন, "তাহা জানি না;—ভাল করিয়া মুখ দেখিতে পাই নাই। তবে ভদ্রলোক নয়,—মুটে মজুর হিসাবের লোক।

লুলিয়া বলিল, "এরা আমায় কোথায় নিয়ে যাইতেছিল?"

বিমল সিংহ বলিলেন, "তা কিরূপে বলিব? তবে এটা স্থির, লুলিয়া,—রাত্রে বা অন্য সময়ে তোমার একাকিনী বাহিরে থাকা ভাল নয়! দেখিতেছি,—এখানে শত্রু আছে;—এস, বাড়ীতে পৌছাইয়া দি। সাবধান,—কখনও একাকিনী এরূপ ভাবে বাহিরে থাকিও না।"

লুলিয়া বলিল, "এই কতদিন এখানে আছি,—কেহ কখনও আমার গায় হাত দিতে সাহস করে নাই!"

"তখন তোমাদের শত্রু বোধ হয় কেহ ছিল না।"

"আমরা কাহার কি অনিষ্ট করিয়াছি যে, লোকে আমাদের শত্রু হইবে?"

"লোকে আপনা আপনিই শত্রু হয়;—যাহাই হউক,—তুমি খুব সাবধানে থাকিও।"

"আমি যে এখানে আছি,—তা পর্য্যন্ত কেউ জানে না। আমি কখনও কাহারও সম্মুখে যাই না। হামিদা, মহম্মদজান বা দাদা মহাশয় আমার কথা কাঁহাকেও বলেন না।"

বিমল সিংহ বলিলেন, "তাহা হইতে পারে,—কিন্তু দেখিলে তো! আমি হঠাৎ এদিকে না আসিয়া পড়িলে,—কি সর্ব্বনাশই হইত! ভাবিলে গা শিহরিয়া উঠে! দুর্ব্বৃত্তগণ তোমায় কোথায় লইয়া যাইত,—কে বলিতে পারে!"

লুলিয়া বলিল, "আপনাকে দেখিয়া পলাইল কেন?—আপনাকে কি চেনে?"

যুবক বলিলেন, "কি করিয়া বলিব? আমাকে না চিনিবারই কথা। হয়তো তাহারা যাহাকে দেখিত,—তাহাকে দেখিয়াই পলায়ন করিত;—চোরের চরিত্র এই রকমই হয়। একটু ভয় পাইলেই, প্রাণের ভয়ে পলায়।"

লুলিয়া চিন্তিত স্বরে বলিল, "যদি চোরই হয়,—তবে এত দ্রব্য থাকিতে আমায় চুরি করিতেছিল কেন?"

বিমল সিংহ মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "লুলিয়া,—তোমার সরল প্রাণ,—এ সকল কথা বুঝিতে পারিবে না;—এই বাড়ীতে আসিয়াছ,—যাও, খুব সাবধানে থাকিও।"

লুলিয়া ভিতরে গিয়া দ্বার রুদ্ধ করিল;—তাহার পর সে কিয়ৎক্ষণ নিস্পন্দ,—নিশ্চল ভাবে দণ্ডায়মানা রহিল! সে স্পষ্ট শুনিল, বাহিরে কে হাসিতে হাসিতে বলিতেছে, "সাহাজাদা,—নিশীথ রাত্রে প্রজা রক্ষায় বিশেষ নিযুক্ত রহিয়াছেন দেখিতেছি!"

কিয়ৎক্ষণ সে দ্বারের নিকট স্তম্ভিতপ্রায় দণ্ডায়মানা রহিল, কিন্তু আর কাহারও কোন কথা শুনিতে পাইল না;—তখন সে সাহসে ভর করিয়া দ্বার ঈষৎ উন্মুক্ত করিল,—কিন্তু দেখিল, বাহিরে কেহ নাই! বিমল সিংহও চলিয়া গিয়াছেন। লুলিয়া মনে মনে বলিল, "তবে কি আমার শুনিবার ভুল হইল! কে কথা কহিল?—তিনি কি তবে রাজপুত নহেন?"

নবম পরিচ্ছেদ।

নিশীথ চিন্তা।

লুলিয়ার নিদ্রা নাই! তাহার সরল প্রাণে,—তাহার কোমল নবনী-সদৃশ হৃদয়ে চিন্তারূপ কীট প্রবেশ করিয়া, তাহাকে তিল তিল করিয়া গ্রাস করিতেছে! কোটরে কালসর্প দেখিলে, বিহগীছানা যেমন সভয়ে কম্পিত হইতে থাকে,—ঠিক সেইরূপ তাহার প্রাণ আজ ধড়্ফড়্ করিতেছে! সে ছট্‌ফট্ করিতেছে;—তাহার যেন দম বদ্ধ হইয়া আসিতেছে! সে তাহার গৃহের গবাক্ষ উন্মুক্ত করিয়া দিল,—গবাক্ষের সম্মুখে দণ্ডায়মানা হইয়া, সুশীতল সমীরণ যেন ব্যাকুলে পান করিতে লাগিল! কেন তাহার এ অবস্থা হইল,—কখনতো সে দুঃখ কষ্ট কি,—তাহা জানিত না;—আজ সহসা তাহার মস্তিষ্কমধ্যে কে আগুণ জ্বালাইয়া দিল!

রাজপুত যুবককে প্রাণমন সর্ব্বস্ব দিয়া সে যে ভাল বাসিয়াছে, তাহা সে বেশ বুঝিতে পারিয়াছে। সে নিতান্ত বালিকা নহে;—কিন্তু এ ভালবাসায় যে কেবলই গরল উদ্গীরণ করিবে,—তাহাও সে বেশ বুঝিতে পারিতেছে! ফেরারি—পলাতক,—প্রাণ দণ্ডে দণ্ডিত রাজপুত্র তাহাকে বিবাহ করিতে চাহিলেও,—তাহার সহিত তাহার বিবাহ হইবে না;—দাদা মহাশয়ও ইহাতে কিছুতেই স্বীকৃত হইবেন না,—সুতরাং আজীবন তাহাকে চক্ষের জলে ভাসিতে হইবে। কি কুক্ষণে এই অজ্ঞাতকুলশীল যুবক তাহাদের এই ভগ্নস্তূপে লুকাইয়া থাকিতে আসিয়াছিলেন! তাঁহাকে সে যদি দেখিতে না পাইত, তাহা হইলে তাহার আজ এ দশা হইত না,—তাহাকে হৃদয়ের উত্তপ্ত অগ্নিতে দগ্ধ হইতে হইত না। কোন জন্মে তাহার বিবাহের ইচ্ছা ছিল না,—বৃদ্ধ দাদা মহাশয়কে ত্যাগ করিয়া যাইবার তাহার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা

ছিল না। এক দিনের জন্যও কেন সে এইরূপ বাহ্যজ্ঞানশূন্যভাবে নির্জ্জন কুয়ার পার্শ্বে বসিয়াছিল ;—তাহা সে জানে না!

কালও সে অপরূপ আনন্দে ভাসমান হইতেছিল ;—কেন বিমল সিংহ তাহাকে বিবাহ করিবার প্রস্তাব করিলেন? যদি তিনি এ কথা না বলিতেন,—তাহা হইলে তাহার সুখের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া যাইত না ;—সে সহসা ঘোর অন্ধকারে নিমগ্ন হইত না।

সহসা তাহার মনে সেই কথা উদিত হইল! কে বলিতেছিল,—সাহাজাদা? কে কাহাকে সাহাজাদা বলিয়া সম্বোধন করিল! এই যুবক কে? সাহাজাদা,—কোন সাহাজাদা? সাহাজাদা এখানে আসিবেন কেন?" আবার অপর লোকই বা কে? এই নিশীথ রাত্রে কে তাহাদের এই পরিত্যক্ত সহরে আসিয়াছে? লুলিয়া এই সকলের কিছুরই কোন উত্তর দিতে পারিল না? এক অভূতপূর্ব্ব ভয় ও বিস্ময়ে তাহার হৃদয় পূর্ণ হইয়া গেল! সে মনে মনে পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিল, "সাহাজাদা—সাহাজাদা—সাহাজাদা কে?"

নানা চিন্তায় সে নিতান্ত অধীরা হইয়া উঠিল। সে স্থির হইয়া একস্থানে দণ্ডায়মানা থাকিতে পারিল না ;—গৃহমধ্যে পিঞ্জরাবদ্ধ বিহঙ্গিনীর ন্যায় ছটফট করিতে লাগিল। কখন যে রাত্রি শেষ হইয়া গিয়াছে,—তাহা সে কিছুই জানিতে পারে নাই। চন্দ্র বিমলিন হইয়া পশ্চিম গগণে লুটাইয়া পড়িতেছে,—পূর্ব্ব গগণ লোহিত রঙ্গে রঞ্জিত করিয়া সূর্য্য ধীরে ধীরে উঠিতেছে,—ক্রমে চারিদিক পরিষ্কার হইয়া আসিতেছে ;—কিন্তু পূর্ণচন্দ্রের আলোক সহসা স্তিমিত হইয়া যাওয়ায় চারিদিকে এক গভীর অন্ধকার দেখা দিয়াছে। পূর্ব্বে সকল দ্রব্য যত পরিষ্কার দেখা যাইতেছিল,—এখন আর তত পরিষ্কার দেখা যাইতেছে না,—সকলই যেন কি এক আবছায়ায় ঢাকিয়াছে!

সহসা লুলিয়া চমকিত হইয়া প্রায় লম্ফ দিয়া উঠিল!—দূরে দূরে কিসের এক ভয়াবহ চীৎকার ধ্বনি ধ্বনিত হইল,—সেই শব্দে যেন কি এক ভয়াবহ বিভীষিকায় চারিদিক ঘেরিল। লুলিয়ার দেহের সমস্ত রক্ত যেন জল হইয়া গেল,—তাহার হৃদপিণ্ড যেন সহসা পাষাণে পরিণত হইয়া গেল,—সে সেই চীৎকারের সঙ্গে সঙ্গে স্পষ্টতঃ বিমল সিংহের কাতর আর্ত্তনাদ শুনিতে পাইল;—সে উন্মাদিনীর ন্যায় বাহিরের দিকে ছুটিতেছিল,—সম্মুখে হামিদা!

সেও এই ভয়াবহ শব্দ শুনিয়াছিল;—সেই শব্দে সে চমকিত হইয়া শয্যা হইতে উঠিয়া ব্যাপার কি দেখিবার জন্য বাহিরের দিকে যাইতেছিল,—লুলিয়াকে দেখিয়া দাঁড়াইল,—বলিল, "কি হইয়াছে?"

সে বিস্মিতভাবে লুলিয়ার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল,—তাহার মুখ দেখিয়া সে ভীতা হইল। লুলিয়ার চক্ষু বিস্ফারিত,—তাহার মুখে রক্তের চিহ্ন মাত্র নাই,—সে ভীতা, ব্যাকুলিতা,—উৎকণ্ঠিতা! হামিদা বলিল, "কি হইয়াছে—কিসের শব্দ?"

লুলিয়া রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "জানি না,—তিনি——

লুলিয়া সহসা নীরব হইল;—সে প্রায় বিমল সিংহের কথা বলিয়া ফেলিয়াছিল,—ঢোক গিলিল। হামিদা কিয়ৎক্ষণ নীরবে লুলিয়ার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল,—তাহার পর ধীরে ধীরে বলিল, "তুমি বাহির হইও না,—আমি দেখিতেছি!"

লুলিয়া কি বলিতে যাইতেছিল,—কিন্তু এই সময়ে মহাম্মদজান ছুটিয়া তথায় আসিল;—সে হাপাইতেছিল,—সে যে বহুদূর হইতে ছুটিয়া আসিতেছে,—তাহা তাহাকে দেখিলেই বেশ বুঝিতে পারা যায়। সে রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "শীঘ্র—শীঘ্র——"

সে কি বলিতেছে, লুলিয়া তাহার কিছুই বুঝিতে পারিল না;—

বিস্মিতভাবে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল ;—মহম্মদজান আবার বলিল, "শীঘ্র—শীঘ্র———"

হামিদা তাহার উদ্দেশ্য বুঝিল,—সে ছুটিয়া গিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিল,—তাহার পর লুলিয়ার হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে ভিতর দিকে লইয়া চলিল! মহম্মদজান তখন বাহিরের দিকে প্রস্থান করিল।

প্রাতে উঠিয়া সলাবত খাঁ বাহিরের ঘরে আসিয়া বসিয়াছেন ; মহম্মদজান দ্রুতপদে সেই খানে উপস্থিত হইল,—সলাবত খাঁ বলিলেন, "হয়েছে ?"

মহাম্মদজান বলিল, "হাঁ,—সে জন্যে কোন ভাবনা নেই!"

'তিনি "!

'কোন খবর পাই নাই!"

"কোথায় আছেন,—জানা উচিত।"

"এখনই সন্ধান লইব।"

"খুব সাবধান!"

"বলিতে হইবে না!

"আম্বার—মাড়োয়ার—দুইই হয় যুদ্ধ করিবে না,—অথবা বাদসাহর সাহায্য করিবে————

"তাহাতে আমাদের কিছু যায় আসে না। এর কাছে কিছু হইবার সম্ভাবনা নাই।"

"হঠাৎ এদিকে আসিবার উদ্দেশ্য কি তাহার কিছু সন্ধান পাইয়াছ ?"

"কিছু নয় ;—তবে এই পর্য্যন্ত বুঝিয়াছি,—এখানে চর আসিয়াছে, আমাদের উপর নজর রাখিয়াছে-

"কে সে ?"

"এখনও কিছুই সন্ধান করিতে পারি নাই।"

এই সময়ে বাহিরে কে কথা কহিল,—কে সে মহম্মদজান তাহাই দেখিতে গেল। বৃদ্ধ সলাবত খাঁ অন্যমনস্কভাবে বসিয়া রহিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে সে একটী মোগল যুবককে সঙ্গে করিয়া তথায় আসিল; বলিল, "এই লোকটী আপনার সঙ্গে দেখা করিতে চান!"

সলাবত খাঁ দেখিলেন, যুবক সুপুরুষ,—বয়স পঁচিস ছাব্বিশের ঊর্দ্ধ নহে,—বেশ ভদ্র মোগলদিগের মত,—দেখিলে ভদ্র সন্তান বলিয়া বোধ হয়!

বৃদ্ধ ওমরাও তাহাকে সসম্মানে বসিতে আসন দিলেন;—যুবক বসিয়া মহম্মদজানের দিকে চাহিতে লাগিলেন,—তাহা দেখিয়া মহম্মদ-জান তথা হইতে প্রস্থান করিল,—তবে দূরে যাওয়া যুক্তি সঙ্গত বিবেচনা করিল না,—দ্বারের পার্শ্বে লুক্কাইতভাবে থাকিয়া তাহাদের কথোপকথন শুনিবার প্রয়াস পাইতে লাগিল।

যুবক বলিলেন, "ওমরাও সাহেব,—আমি গোপনে আপনার সঙ্গে দুই একটা কথা বলিতে চাহি;—এখানে কথা হইলে, বোধ হয় কেহ শুনিতে পাইবে না?"

"না,—আমার সঙ্গে কেবল ভৃত্য মহম্মদজান আছে,—সে অন্য কাজে গিয়াছে;—সুতরাং এ বাড়ীতে আর জনমানব নাই। আপনার যাহা বলিবার আছে,—তাহা অনায়াসেই বলিতে পারেন।"

যুবক গৃহের চারিদিকে চাহিতে লাগিলেন দেখিয়া, সলাবত খাঁ বলিলেন, "আপনার কোথা হইতে আসা হইতেছে?—আমার নিকট কি প্রয়োজন?"

যুবক কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিলেন, "আমি আগ্রা হইতে আপনার নিকটই আসিতেছি।"

সলাবত খাঁ বিস্মিতস্বরে বলিলেন, "আমার কাছে! আমার কাছে কি প্রয়োজন?"

যুবক মৃদুস্বরে বলিলেন, "বিশেষ প্রয়োজন।"

তাহার পর স্বর আরও নিম্ন করিয়া বলিলেন, "কোন দলে?"

বৃদ্ধ আরও বিস্মিত হইয়া, তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন! দুই একবার মৃদুস্বরে বলিলেন, "কোন দলে,—কোন দলে!"

তিনি কোন কথা কহেন না দেখিয়া যুবক বলিলেন, "আমার নাম আবদুল গনি।"

"শুনিলাম,—কি কাজ বলুন!"

"বলিলামই তো,—আমি শুনিতে আসিয়াছি;—আপনি কোন দলে?"

বৃদ্ধ বলিলেন, "আমি আপনার কথা কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।"

যুবক মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "বুঝিতে সবই পারিতেছেন। তবে বোধ হয় আপনাকে ভাল করিয়া, আমার বুঝাইয়া দেওয়া আবশ্যক।

বৃদ্ধ একটু বিরক্তভাবে বলিলেন, "আপনার যদি কিছু বলিবার প্রয়োজন থাকে, তাহা হইলে সত্বর বলুন;—আমার অন্য কাজ-কর্ম্ম আছে।"

যুবক ধীরে ধীরে বলিলেন, "আমার নাম গহরজান।"

সলাবত খাঁ হাসিয়া বলিলেন, "এই ছিলে আবদুল গণি,—এখন হইলে গহরজান;—হয়তো আবার একটু পরে হইবে—কেমন নূরজিহান?"

যুবক বলিলেন, "বিচিত্র কি!"

বৃদ্ধ ওমরাও এই কথায় অতি বিস্মিতভাবে যুবকের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন! শেষ ধীরে ধীরে হাসিলেন; মনে মনে বলিলেন, "লোকটা এই বয়সে ক্ষেপিয়া গিয়াছে;—বড়ই দুঃখের বিষয়,—বড়ই দুঃখের বিষয়!"

যুবক নিজ বস্ত্রমধ্য হইতে একটা কি বাহির করিয়া, বৃদ্ধ সলাবত খাঁর সম্মুখে ধরিল! বৃদ্ধ লম্ফ দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন! তিনি যাহা দেখিলেন,—তাহা দেখিবার প্রত্যাশা এ জীবনে কখনও করেন নাই! মুহূর্ত্তের জন্য তাঁহার কণ্ঠতালু শুষ্ক ও মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল!

দশম পরিচ্ছেদ।

বাদসা শিবিরে।

যুদ্ধ বাঁধিয়াছে? এতদিন আগ্রা দিল্লি প্রদেশের আবাল বৃদ্ধ বণিতা যাহা ভয় করিতেছিল,—তাহাই ঘটিয়াছে। দিল্লির ভয়াবহ রহস্যপূর্ণ হত্যাকাণ্ড,—ফতেপুরের তদপেক্ষাও বিভিষিকাপূর্ণ ভৌতিক কাণ্ড,—সকলের সহিত নানাবিধ দুর্ভেদ্য রহস্যের কথা শুনিয়া তাহারা সকলে ভীত, আতঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছিল,—কি করিবে কিছুই স্থির করিতে পারিতেছিল না,—ইহার উপর তাহারা যে ভয় করিতেছিল,—তাহাই করিয়াছে, প্রকৃতই যুদ্ধ বাঁধিয়াছে!

আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময়ে যুদ্ধ কিছু নূতন কথা ছিল না,—ভারতের কোন না কোন অংশে যুদ্ধ চলিত,—শত সহস্র লোকের উষ্ণ শোণিতে পৃথিবী প্লাবিত হইয়া যাইত,—সৈন্যদিগের লুণ্ঠনে,—অত্যাচারে,—পদদলনে হতভাগ্য কৃষকগণ

[ট]কা ফসল সমূলে নষ্ট হইয়া যাইত;—তাহারা ঘর বাড়ী [ছা]ড়িয়া স্ত্রী পরিবার লইয়া গভীর জঙ্গলে গিয়া আশ্রয় লইত। [যু]দ্ধবিগ্রহ ঘটিলে চারিদিকে হাহাকার পড়িয়া যাইত;—ধনীর ধন [লু]ণ্ঠিত হইত,—সতীর সতীত্ব নষ্ট হইত,—সৈনিকগণ ছাড়া পাইয়া [স্ব]েচ্ছাচারে দেশ উৎসন্ন দিত;—কিন্তু আমরা যে সময়ের কথা [ব]লিতেছি সে সময়ে অন্ততঃ দিল্লি আগ্রার নিকট,—এমন কি [ভ]ারতের অধিকাংশ প্রদেশ,—শান্তির ক্রোড়ে বিশ্রাম লাভ করিতে [স]ক্ষম হইয়াছিল।—জাহাঙ্গির নিজে আমোদে ও সুরাপাত্রে মগ্ন [থ]াকিতেন,—যুদ্ধ বিগ্রহের দিকে আদৌ আকৃষ্ট হইতেন না। রাজপুতা-[না]ও যুদ্ধবিগ্রহ পরিত্যাগ করিয়া বাদসার অধীনতা স্বীকার [ক]রিয়াছে। এ প্রদেশে বহুকাল হইতে আর যুদ্ধবিগ্রহ নাই;—[লো]কে প্রকৃতই অতি সুখসচ্ছন্দে কালাতিপাত করিতেছিল;—[কি]ন্তু যুদ্ধ যে কি ভয়াবহ লোমহর্ষণ ব্যাপার,—তাহা তাহারা [স]কলেই জানিত।—তাহাই যুদ্ধের সম্বাদ পাইয়া আবাল বৃদ্ধ বনিতা [স]কলেই ভয়ে সশঙ্কিত হইয়া উঠিল! পূর্ব্বে যুদ্ধের আশঙ্কা মাত্র ছিল, [ত]াহার কেবল অস্পষ্ট জনরব মাত্র শুনিতেছিল,—তাহাতেই তাহারা আকুল হইয়া উঠিয়াছিল,—কিন্তু আর সন্দেহ নাই;—যুদ্ধ বাধিয়াছে।

অথচ এ যুদ্ধ সাধারণ যুদ্ধ নহে;-দূর বিদেশী শত্রুর সহিত [য]ুদ্ধ নহে;—বাদসা নূতন রাজ্যজয়ের জন্য যুদ্ধযাত্রা করিতেছেন না,—কোন বিদেশী বিজাতি শত্রু ভারত সিংহাসন কাড়িয়া লইবার জন্য দিল্লির দিকে অগ্রসর হইতেছেন না;—যুদ্ধ পিতা পুত্রে,—ভ্রাতায় [ভ্র]াতায়! জাহাঙ্গির যে তাঁহার সুখসচ্ছন্দতা বিলাসিতা ত্যাগ করিয়া স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইবেন,—তাহা তাঁহার অগণিত প্রজার মধ্যে কেহ কখনও একবার প্রাণেও ভাবে নাই! তাহাই [ত]াহারা বিস্ময়ের উপর বিস্মিত হইল। ব্যাপার কে কিছু অতি

গুরুতর হইয়াছে, তাহা তাহারা বেশ বুঝিতে পারিল,—কিন্তু তাহাদের নিকট সকলই অন্ধকার,—সকলই রহস্যময়,—সকলই সন্দেহপূর্ণ,—তাহাই তাহারা এত ভীত, এত উৎকণ্ঠ,—এত ব্যাকুলিত হইয়াছে!

কেন যুদ্ধ ঘটিয়াছে তাহারা তাহা ঠিক জানে না;—এই যুদ্ধের সহিত দিল্লির হত্যাকাণ্ড ও ফতেপুরের ভৌতিক কাণ্ডের কোন সম্বন্ধ আছে কিনা, তাহা তাহারা জানে না!—তবে বহুদিন হইতে তাহারা এ বিষয়ে বিশেষ সন্ধিহান হইয়াছে;—বেগম-মহলের ষড়যন্ত্র হইতে যে এই সকল ভয়াবহ কাণ্ড ঘটিতেছে, তাহা তাহারা অনেক দিন হইতে সন্দেহ করিতেছে;—কিন্তু ভাল কিছুই বুঝিতে পারে নাই,—বুঝিবার কোন সান্তবনাও তাহাদের ছিল না,—মোগল দরবারের কাণ্ড বুঝিবার শক্তি অল্প লোকেরই ছিল!

এখন যুদ্ধ যে বাধিয়াছে, তাহার কোন সন্দেহ নাই! বাদসাহ স্বয়ং যুদ্ধে বহির্গত হইলে, সে কথা কখনও গোপন থাকিতে পারে না! আগ্রাবাসী দেখিল, মহা সমারোহে বাদসাহ সসৈন্যে আগ্রা হইতে যাত্রা করিলেন;—স্বয়ং নুরজিহান বেগম সদলে বহু বাঁদীসহ সঙ্গে চলিলেন।—লোকে আরও দেখিল, সাহাজাদা সারিয়ার বিষণ্ণ বদনে হস্তিপৃষ্ঠে চলিয়াছেন;—তাহাকে দেখিলেই বোধ হয় যে কে যেন তাঁহার নিতান্ত অনিচ্ছা স্বত্বে তাঁহাকে এই বিগ্রহের মধ্যে টানিয়া লইয়া যাইতেছে। সহরের প্রধান পথে কাতারে কাতারে লোক দাঁড়াইয়া এই অসংখ্য সৈন্য প্রয়ান দেখিতে লাগিল। কত অশ্বারোহী,—কত পদাতিক,—কত গোলন্দাজ তাহার সংখ্যা হয় না। স্বয়ং বাদসাহ তাঁহার বৃহৎ বহুমূল্য ভূষণে সজ্জিত হস্তিপৃষ্ঠে স্বর্ণ হাওদায় চলিয়াছেন,—সে সময়েও তাঁহার সুরাপানের বিরাম নাই। সুরাবরদার মধ্যে মধ্যে স্বর্ণপাত্রে তাহার হস্তে উষ্ণ সুরা প্রদান করিতেছে!

পশ্চাতে অসংখ্য মকমল কিংখাপের ঘেরাটপ মণ্ডিত তানজাম, পাল্কি,—বিবিধ প্রকারের বিবিধ যানে,—বেগমগণ ও বাঁদীগণ চলিয়াছেন।—গায়িকা ও নর্ত্তকীগণও চলিয়াছে,—মোগলের যুদ্ধক্ষেত্রও বিলাস কানন ছিল।

ফতেপুরের নিকট বাদসাহ আসিয়া শিবির সন্নিবেশ করিলেন। কাশ্মীরের উৎকৃষ্ট সালনির্ম্মিত পটমণ্ডপ স্বর্ণ ও রৌপ্য দণ্ডের উপর শোভা পাইতে লাগিল। বাদসাহের সুন্দর অনুপমেয় পটমণ্ডপের উপর কিংখাপ নির্ম্মিত অর্দ্ধচন্দ্রাঙ্কিত বাদসাহী পতাকা বায়ুভরে উড়িল। চারিদিকে ঐন্দ্রজালিক মন্ত্রে যেন সুন্দর পুষ্পোদ্যান ফুটিয়া উঠিল। শিবিরের প্রান্তভাগে বৃহৎ বাজার বসিল। দেশ বিদেশ হইতে নানা দুর্মূল্য পণ্যদ্রব্য লইয়া সহস্র সহস্র ক্রেতা বিক্রেতা সমবেত হইল। তাম্বুতে তাম্বুতে নাচ গাহনা চলিল। গায়িকাগণের সুমধুর গীত ধ্বনিতে চারিদিকে মধুরতা বিকির্ণ হইতে লাগিল। চারিদিকেই মহা সমারোহ;—এ দৃশ্য দেখিলে কাহারই মনে হইত না যে এই সকল সহস্র সহস্র যোদ্ধা যুদ্ধ যাত্রা করিয়াছে;—দুইদিন পরে চারিদিকে রক্তস্রোত ছুটিবে;—কত হতভাগ্য প্রাণ হারাইবে;—কত গৃহে গৃহে ক্রন্দনের রোল উঠিবে!

কিন্তু কাহার সহিত যুদ্ধ তাহা কেহ স্থির করিতে পারিল না। লোকে শুনিয়াছে যে পূর্ব্বে সাহাজাদা পরবেস যুদ্ধ যাত্রা করিয়াছেন;—তিনি সসৈন্যে রাজপুতনার দিকে রওনা হইয়াছেন। লোকে শুনিয়াছে,—সাহাজাদা খুরামকে দিল্লির সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য মেবারের ভীম সিংহ বদ্ধ পরিকর হইয়াছেন। মোগল সিংহাসনের দক্ষিণ হস্ত,—বীরের উপর মহাবীর,—মেবারের রাজকুমার মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বি মহাবত খাঁ ভীম সিংহের সহিত যোগদান করিয়াছেন। উভয় বীরের অসংখ্য সেনানী যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়া ধীরে ধীরে আগ্রারদিকে

অগ্রসর হইতেছে;—কিন্তু সাহাজাদা খুরম নিরুদ্দেশ! তিনি যে কোথায় গিয়াছেন,—কি করিতেছেন,—তাহা কেহ অবগত নহে! তাহারা এইমাত্র শুনিয়াছে যে, সাহাজাদা খুরম নিরুদ্দেশ হইয়াছেন;—তিনি জীবিত আছেন কি না, তাহা কেহ বলিতে পারে না। মোগল দরবারে নিরুদ্দেশ অর্থেই মৃত্যু,—সুতরাং অনেকের বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, জাহাঙ্গির তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র পরবেসকে সিংহাসন দিবেন স্থির করিয়াছেন;—একাধিপত্যশালিনী নুরজিহান বেগমও অন্ততঃ প্রকাশ্যে বাদসাহের মতে মত দিয়াছেন; এ অবস্থায় সাহাজাদা খুরম সিংহাসন লাভের চেষ্টা করিলে, তিনি যে গুপ্তভাবে হত হইবেন,—তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? মোগল দরবারে এরূপ হত্যাকাণ্ড স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম ছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

তবে অনেকে ইহাও বলিতে লাগিল, "যদি সাহাজাদার যথার্থই মৃত্যু হইয়া থাকে, তবে ভীম সিংহ ও মহাবত খাঁ কাহাকে লইয়া বাদসাহের সহিত লড়িতে আসিতেছেন;—সুতরাং সাহাজাদা খুরম মরেন নাই, বাঁচিয়া আছেন। তবে তিনি যে রাজপুত শিবিরে নাই,—এটাও স্থির।" সকলেই সকলকে মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, "তবে সাহাজাদা খুরম কোথায়?"

পরবেস, ভীম সিংহ ও মহাবত খাঁর সহিত যুদ্ধ করিতে গিয়াছেন,—কিন্তু বাদসাহ যুদ্ধযাত্রা করিয়া, তাঁহার সাহায্যে না গিয়া, এরূপ ভাবে ফতেপুর সিকৃরির নিকট শিবির সংস্থাপন করিলেন কেন? কেহই এই সকলের কিছুই বুঝিতে পারিল না। কেহই এই সকল প্রশ্নের কোন উত্তর দিতে পারিল না! এমন কি বাদসাহের সৈন্যগণ,—তাঁহার মনসবদার ও ওমরাওগণ,—এই সকল কথার কিছুই জানিতেন না;—তাঁহাদের উপর যেরূপ

হুকুম হইয়াছে, তাঁহারা সেইরূপ করিতেছেন। কেন করিতেছেন, তাহা তাঁহারা কিছুই অবগত নহেন!

স্বয়ং বাদসাহ ইহার কিছু জানিতেন কি না,—সে বিষয়েও অনেকের বিশেষ সন্দেহ ছিল! তিনি আগ্রা হইতে এই প্রান্তরে আসিয়া, শিবির সংস্থাপন করিয়াছেন সত্য,—কিন্তু বহুকাল হইতে তিনি রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন;—মধ্যে মধ্যে দরবারে না আসিলে, নিতান্ত নহে বলিয়া, তাহাই তিনি দরবারে আসিতেন। যথাসম্ভব শীঘ্র দরবার কার্য্য শেষ করিয়া, আবার সুরাপাত্র লইয়া বসিতেন;—মধুর যুবতীকণ্ঠের মধুমাখা স্বর তাঁহার চারিদিকে উত্থিত হইয়া, তাঁহাকে এক মধুর রাজ্যে লইয়া যাইত;—তিনি জগত-সংসার ভুলিয়া যাইতেন! নুরজিহান ইহার জন্য মধ্যে মধ্যে তাঁহাকে বাক্য-যন্ত্রণা দিতেন;—কিন্তু তিনি মৃদু হাসিয়া বলিতেন, "তুমি আছ,—ভয় কি?"

প্রজাগণ, ওমরাওগণ, মনসবদারগণ ও রাজকর্ম্মচারিগণ সকলেই জানিতেন যে, নুরজিহান ও তাঁহার পিতা এবং তাঁহার ভ্রাতা আজফ খাঁ যাহা করেন, তাহাই হয়;—সম্রাট কিছু দেখেন না, দেখিবার ইচ্ছাও করেন না।

তবে তিনি মহা পণ্ডিত, মহা কবি, মহা গুণী ও মহা ক্ষমতাপন্ন লোক ছিলেন,—তাহা ভারতের সকলেই অবগত ছিল। তিনি রাজকার্য্য দেখিলে, প্রজাগণের যে অনেক দুঃখ কষ্ট দূর হয়, তাহা তাহারা সকলেই জানিত;—তবে ভয়ে সাহস করিয়া কেহ এ কথা বলিতে পারিত না! হয় তো একবার যদি জাহাঙ্গির ইঙ্গিতে বলিতেন যে, তিনি আর নুরজিহানকে চাহেন না,—তাহা হইলে, তাঁহার কোটী কোটী প্রজা তাঁহার সাহায্যার্থে অগ্রসর হইত। নিমিষে নুরজিহানকে তাহারা সবংশে মোগল দরবার

হইতে দূরীভূত করিত;—কিন্তু তাহারা ইহাও জানিত যে, সেদিন কখনও আসিবে না!

এদিকে বাদসাহ শিবিরে সুমধুর গীত বাদ্যের ঝঙ্কার উঠিতেছে,—নর্ত্তকীগণের মধুর নূপুরধ্বনি তালে তালে বাজিতেছে,—ফুলের সৌরভে চারিদিক আকুল করিতেছে,—সুরার ফুয়ারা ছুটিয়াছে;—অন্য দিকে নুরজিহানের বিশ্বস্ত ও প্রিয় মনসবদারগণ তাঁহাদের মোগল পাঠান লইয়া, জ্যোৎস্নার আলোকে বহুদূর হইতে নিঃশব্দে ধীরে ধীরে ফতেপুর সিক্‌রির পরিত্যক্ত সহর বেষ্টন করিতেছে! কখন কিরূপে এ কাজ হইতেছে,—তাহা কেহ জানে না; ফতেপুরে যাহারা আছে,—তাহারা ইহার বিন্দু বিসর্গ কিছু জানিতে পারেন নাই;—সকলই নীরবে নিঃশব্দে হইতেছে! মাড়োয়ার রাজকুমার অনিল সিংহ ও আম্বারের রাজকুমার অজিত সিংহ উভয়েই ফতেপুরের অনতিদূরে অবস্থিতি করিতেছিলেন,—কিন্তু তাঁহারাও ইহার কিছুমাত্র অবগত হইতে পারেন নাই! নুরজিহানের জাল নীরবে নিঃশব্দে ধীরে ধীরে বিস্তৃত হইতেছিল!

একাদশ পরিচ্ছেদ।

পরিত্যক্ত সহরে।

জ্যোৎস্নার আলোকে জগত-সংসার বিস্মৃত হইয়া, বিমল সিংহ ও লুলিয়া কত কথায় রাত্রি যাপন করিয়াছিলেন,—তাঁহারাও ইহার বিন্দুমাত্র কিছু জানিতে পারেন নাই! লুলিয়াকে দুই দুর্ব্বৃত্ত মুখ বাঁধিয়া, চুরি করিয়া লইয়া যাইতেছে, দেখিয়াও বিমল সিংহের বিন্দুমাত্র কোন সন্দেহ হয় নাই;—তিনি ভাবিয়াছিলেন,—হয় তো

অজিত সিংহের অথবা অনিল সিংহের যোদ্ধাদিগের মধ্যে কোন দুর্ব্বৃত্ত লুলিয়াকে দেখিয়া, তাহার অনুপমেয় রূপে উন্মত্ত হইয়া, তাহাকে চুরি করিতে উদ্যত হইয়াছিল। তবে তিনি অজিত সিংহ ও অনিল সিংহ উভয়েরই চরিত্র জানিতেন;—তাঁহাদের ন্যায় নির্ম্মল চরিত্রের বীরপুরুষ যে অসহায়া বালিকার উপর অত্যাচার করিবে, ইহা তিনি কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। লুলিয়াকে গৃহে রাখিয়া ফিরিতেছিলেন,—এই সময়ে সম্মুখে দেখিলেন, এক সশস্ত্র রাজপুত যোদ্ধা!

তিনি অন্যমনস্ক ও চিন্তিতভাবে আসিতেছিলেন। যোদ্ধা কি বলিলেন, ভাল বুঝিতে পারিলেন না;—চমকিত হইয়া মুখের দিকে চাহিলেন! আগন্তুক হাসিয়া বলিলেন, "ভালবাসার ব্যাপারটা পরে করিলে, বোধ হয় ভাল হয়।"

বিমল সিংহ হাসিয়া বলিলেন, "বন্ধুপ্রবর,—তোমার কাছে আমার গোপনীয় কি আছে? আমি পূর্ব্বে বহুতর স্ত্রীলোক দেখিয়াছি,—কিন্তু আর কাহাকেও কখন ভালবাসি নাই।"

রাজপুত যোদ্ধা হাসিয়া বলিলেন, "এখন আমাদের কাহারই প্রেম করিবার সময় নাই,—শিয়রে শমন!"

বিমল সিংহ বলিলেন, "নূতন সংবাদ কিছু আছে?"

রাজপুত যোদ্ধা বলিলেন, "নূতন সংবাদ,—যুদ্ধ দুই একদিনের মধ্যে হইবে।"

"এদিকে নুরজিহান স্বয়ং বাদসাহকে সঙ্গে লইয়া বাহির হইয়াছেন।"

"হউন,—তাহাতে বড় আসে যায় না;—পরবেস হারিলে পথ পরিষ্কার হইবে——————"

"নাও হারিতে পারেন!"

"যুদ্ধে জয় হইলেও, মৃত্যু নিশ্চয়।"

বিমল সিংহ বিস্মিতভাবে বন্ধুর মুখের দিকে চাহিলেন! ধীরে ধীরে বলিলেন, "ভীম সিংহ,—এরূপ হত্যা আমার ইচ্ছা নহে; পাপে তোমাদিগের হস্ত কলুষিত করিতে আমি আদৌ ইচ্ছা করি না।"

ভীম সিংহ মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "রাজপুতেরা এরূপ হত্যা করিয়া, হাত কলুষিত করে না;—কেবল মোগল দরবারেই ইহা সম্ভব।"

"তুমি কি বলিতেছ, ভাল বুঝিতে পারিতেছি না।"

"পরবেস যুদ্ধে হত না হইলেও,—মুরজিহান তাহাকে জীবিত রাখিবে না।"

বিস্ময়ে ও আতঙ্কে বিমল সিংহ প্রায় স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলেন! অতি বিস্মিতভাবে রাজপুত যোদ্ধার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন! এই অভূতপূর্ব্ব সংবাদে তাঁহার মুখ হইতে বাক্য নিঃসৃত হইল না!

ভীম সিংহ বলিলেন, "গুপ্তচরের দ্বারা সংবাদ পাইয়াছি,—মুরজিহান দুই সাহাজাদাকেই সরাইবার জন্য ষড়যন্ত্র করিতেছে; দুইজনকেই গোপনে হত্যা করিবার চেষ্টা পাইতেছে!"

সেই জ্যোৎস্নার আলোকে বিমল সিংহের মুখ রক্তশূন্য হইয়া গেল,—তিনি রুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন, "কেন?"

ভীম সিংহ বলিলেন, "কেন?—কারণ মুরজিহান তাহার জামাতা সারিয়ারকে বাদসাহ করিতে চায়। মুরজিহানের অসাধ্য কাজ কি আছে?"

বিমল সিংহ কোন কথা কহিলেন না,—উভয়ে নীরবে সিংহদ্বারের নিকটস্থ হইলেন। এই সময়ে সহসা এক বিকট আর্ত্তনাদে

চারিদিক প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল! উভয়ে অতি বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলেন! সভয়ে সশঙ্কিতভাবে চারিদিকে চাহিতে লাগিলেন। প্রায় ভোর হয়;—তখনও জ্যোৎস্নার আলোকে চারিদিক হাসিতেছে;—যতদূর দৃষ্টি যায়,—সকলই সুস্পষ্ট দেখা যাইতেছে;—কিন্তু কোনদিকে কেহ নাই!

আর্ত্তনাদ একবার মাত্র উঠিয়া, চারিদিকে প্রতিধ্বনি জাগাইয়া, বাতাসে মিলিয়া গিয়াছিল;—আবার চারিদিক ঘোর নিস্তব্ধতা-সাগরে নিমগ্ন হইয়াছিল;—আর কোনদিকে সূচী পতনের শব্দ পর্য্যন্ত বোধ হয় শ্রুত হইত,—এতই নীরব নিস্তব্ধ!

বিমল সিংহ ভীম সিংহের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "ব্যাপার কি?"

ভীম সিংহ বলিলেন, "কিছু বুঝিতে পারিতেছি না,—শব্দটা ঠিক দুর্গের বাহির হইতে উঠিয়াছিল বোধ হয়।"

বিমল সিংহের হৃদয় লুলিয়ার জন্য ব্যাকুল হইল। কোন দুর্ব্বৃত্ত তো আবার তাহাকে আক্রমণ করে নাই? না,—তাহা হইলে, শব্দ বৃদ্ধ ওমরাওর গৃহ হইতে উঠিত;—শব্দ বাহির হইতে উঠিয়াছে; কিসের শব্দ,—কাহার আর্ত্তনাদ?

বিমল সিংহ কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া বলিলেন, "চারিদিকেই বিপদ;—কিছুই বুঝিতেছি না!"

ভীম সিংহ বলিলেন, "বাদসাহ না হউক,—নুরজিহান সন্দেহ করিয়া নিকটে আসিয়া, শিবির সন্নিবেশ করিয়াছে। আমি বাদসাহ শিবির আজ এই রাত্রেই পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আসিয়াছি—"

বিমল সিংহ বিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন, "বল কি? যদি কেহ চিনিতে পারিত—"

ভীম সিংহ হাসিয়া বলিলেন, "সকলে আমোদে মত্ত,—সকলেই

দুই দশটা মেয়ে মানুষ সঙ্গে করিয়া আনিয়াছে,—গান বাজনা ও সুরার তুফান ছুটিতেছে;—আমায় লক্ষ্য করিবে কে! বিশেষতঃ আমার মাড়োয়ারের যোদ্ধৃবেশ ছিল,—খুব গালপাট্টা ও দাড়ি লাগাইয়াছিলাম———”

সহসা বিমল সিংহ বলিয়া উঠিলেন, “এ কি;—দেখ,—দেখ,—চারিদিকেই যেন ধূলা উড়িয়াছে!”

ভীম সিংহ এক ভগ্নস্তূপে উঠিয়া, চারিদিকে বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখিতে লাগিলেন;—ক্রমে তাঁহার মুখ গম্ভীর হইল,—তিনি ধীরে ধীরে বলিলেন, “দেখিতেছি, অসংখ্য অশ্বারোহী এই সহর চারিদিক হইতে ঘেরিয়া নিকটস্থ হইতেছে! কাহার সৈন্য? এ সৈন্য সকল আমাদের তো নহে!”

বিমল সিংহ বিষাদ হাসি হাসিয়া বলিলেন, “ভীম সিংহ, অন্য সকলে ঠুংরি, টপ্পা, মদ লইয়া মাতিতে পারে,—দেখিতেছ, নুরজিহান সে পাত্রী নহে;-সে রাত্রে নিঃশব্দে এই সহর ঘেরিয়াছে;—আমরা———”

লম্ফ দিয়া বিমল সিংহ কয়েকপদ সরিয়া দাঁড়াইলেন,—তাঁহার পদনিম্নে পার্শ্বস্থ গৃহের উপর হইতে একটা বাঁদর লম্ফ দিয়া পতিত হইয়াছিল! ভীম সিংহ ও বিমল সিংহ এই রাত্রে সহসা তাঁহাদের সম্মুখে এই কৃষ্ণকায় বাঁদরকে দেখিয়া, বিস্মিতভাবে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন! বাঁদর বিকটভাবে দন্ত বাহির করিল,—তাহার পর হাসিল;—বলিল, “পত্র আছে।”

উভয়েই বিস্মিত ও স্তম্ভিত;—কাহারও সাধ্য নাই যে, এই ভয়াবহ মূর্ত্তিকে বাঁদর ভিন্ন আর কিছু কেহ স্থির করে! বাঁদর দুই পদে দণ্ডায়মান হইয়া, কুক্ষিমধ্য হইতে এক ক্ষুদ্র কাগজ খণ্ড বাহির করিল! ভীম সিংহ বলিয়া উঠিলেন, “তুই কে?”

বাঁদর বলিল, "আমি—দুলালী!" উভয়েই সবিস্ময়ে সমস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "দুলালী!—তুই—এ বেশে—এখানে?"

দুলালী বলিল, "রাজকুমার,—আর বাজে কথা কহিবার সময় নাই।—বাদসার সৈন্য সহরের চারিদিক ঘেরিয়াছে,—এখান হইতে আর কাহারও পালাইবার উপায় নাই!"

বিমল সিংহ ভীত ও শঙ্কিতভাবে ভীম সিংহের মুখের দিকে চাহিলেন;—ভীম সিংহ কাগজ খণ্ড খুলিয়া পাঠ করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহা বিমল সিংহের হস্তে দিলেন। তাহাতে লিখিত আছে ঃ——

"মরিয়ম বিবির ঘর,—বাদসার শিবিরে আছি।"

ভীম সিংহ অতি মৃদুস্বরে বলিলেন, "কে পত্র দিয়াছে!"

দুলালী তাহার কাণের নিকট মুখ লইয়া গিয়া কি বলিল, ভীম সিংহ বলিলেন, "আর এক মুহূর্ত্তও সময় নাই।—যাও—যাও—মরিয়ম বিবির ঘর!"

বিমল সিংহ বলিলেন, "আর তুমি?" ভীম সিংহ বলিলেন, "বাহিরে আমার ঘোঁড়া আছে,—আমি মাড়োয়ার শিবিরে মাড়োয়ার সেনার মধ্যে মিশিয়া পড়িব।"

"তাহাতে বিপদ আছে!"

"বিপদই রাজপুতের সম্বল।—যাও,—যাও—আর এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব করিও না!"

"আমি তোমায় বিপদে যাইতে দিতে ইচ্ছা করি না।" ভীম সিংহ ভ্রুকুটী করিলেন;—বলিলেন, "যাও—সময় নষ্ট করিলে আপনি বিপদ ডাকিয়া আনা হইবে!"

দুইপদ অগ্রসর হইয়া বিমল সিংহ দাঁড়াইলেন; বলিলেন, "প্রাণ দিয়া লুলিয়াকে রক্ষা করিতে হইবে,—তাহার রক্ষার উপায় কি!"

ভীম সিংহ উত্তর দিবার পূর্ব্বেই বাঁদর রূপিনী দুলালি বলিল,

"কোন ভয় নাই—আমি আছি! বিমল সিংহ তাহার মুখেরদিকে চাহিয়া ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন;—দেখিয়া ভীম সিংহ বলিলেন, "আমাদের বন্ধুগণ তাহাকে রক্ষা করিবার একটা ব্যবস্থা নিশ্চয়ই করিবেন। তুমি যাও,—তুমি বিপদে পড়িলে, সকল কার্য্য পণ্ড হইবে।"

দুলালী বলিল, "যাও রাজকুমার,—লুলিয়ার ঢের লোক আছে। এই আমি এখান থেকে নড়িতেছি না। ঐ সব ছাদে ছাদে লাফাইয়া বেড়াইব।—যদি মোগলেরা আসে, তবে দুলালী বাঁদরের একটু আচড়ান কামড়ানর স্বাদও তাহারা পাইবে। তারপর,—এই একটু আগে যে চেঁচান চেঁচিয়েছি,—তাহাতে তাদের আক্কেল গুড়ুম হয়ে গেছে!"

বিমল সিংহ বলিলেন, "তুমিই তা হলে অমন বিকট আর্ত্তনাদ করেছিলে?"

দুলালী বলিল, "না হলে বদমাইশ গহরজান আমাকে চিনিতে পারিত,—তাহার চোক সর্ব্বনেশে চোক!"

উভয়েই বলিয়া উঠিলেন, "সে কে?"

দুলালী বলিল, "নুরজিহানের চর!"

"সে এখানে এসেছে!"

"হাঁ,—আমি একটু আগে তার সম্মুখে গিয়ে পড়েছিলাম;—বিকট শব্দ না করিলে সে আমায় ধরিয়া ফেলিত!"

"সে কোথায়?"

"সলাবত খাঁর বাড়ী গেছে!"

"তবে উপায়?"

"উপায় আমি;—উপায় তিনি। গহরজান তাঁর কড়ে অঙ্গুলীর যোগ্য নয়!"

এই সময়ে মোগলগণ নিকটে আসিয়া মহাশব্দে জয়ধ্বনি করিয়া

উঠিল। আর কথা কহিবার সময় নাই;—ভীম সিংহ বলে বিমল সিংহকে ঠেলিয়া দিয়া, উর্দ্ধশ্বাসে দুর্গের বাহিরে পাহাড় জঙ্গলের দিকে ছুটিলেন,—তথায় তাহার অশ্ব ও ছদ্মবেশ ছিল।

বিমল সিংহও আর তথায় কাল বিলম্ব করিলেন না;—দ্রুতপদে পরিত্যক্ত সহরের ভগ্নস্তুপের ভিতর অন্তর্হিত হইলেন।—তখন দুলালী অতি গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কিয়ৎক্ষণ অন্যমনস্কে তথায় দণ্ডায়মান রহিল;—তৎপরে কোলাহল আরও নিকটস্থ হওয়ায়, সেও এক ভগ্নস্তুপে লুকাইল!

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

বাঁদরী।

প্রত্যুষে মোগলসেনা ফতেপুর দুর্গের চারিদিক বেষ্টন করিয়া শিবির সন্নিবেশ করিল। মোগল সেনাপতি স্বয়ং দুর্গদ্বারে নিজ পট-মণ্ডপ সংস্থাপন করিলেন;—আর কাহারও তাঁহার অনুমতি ব্যতীত এ সহর হইতে বাহির হইবার উপায় ছিল না। তিনি অনুমতি না দিলে, কাহারও আর এ সহরে প্রবেশ করিবারও সাধ্য ছিল না। মুরজিহানের এইরূপই আজ্ঞা ছিল।

যখন শিবির সন্নিবেশ কার্য্য শেষ হইল,—তখন বেশ একটু বেলা হইয়াছে;—সূর্য্য কিরণে মসজিদের স্বর্ণমণ্ডিত চূড়া সকল ঝক ঝক করিয়া জ্বলিতেছে! চারিদিক পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে;—মসজিদে মৌলভী সাহেব উচ্চৈঃস্বরে নামাজ পাঠ করিতেছেন;—তাঁহার স্বর বাতাসে বাতাসে গড়াইতে গড়াইতে সিংহদ্বার পর্য্যন্ত আসিতেছে। মোগল সেনাগণ এই বিখ্যাত মসজিদে নামাজ করিবার

জন্য সেনাপতির অনুমতি প্রার্থনা করিল,—কিন্তু তিনি ঘাড় নাড়িলেন;—বলিলেন, "হুকুম নাই!" অগত্যা মোগলগণ দুর্গের বাহিরে প্রান্তরে রাজপথে নামাজে বসিল।

সেনাপতি দ্বারে বার দিয়া বসিয়া সলাবত খাঁকে ডাকিতে লোক পাঠাইলেন। সম্বাদ পাইবামাত্র বৃদ্ধ সলাবত খাঁ যষ্টিতে ভর করিয়া কষ্টে চলিতে চলিতে মোগল সেনাপতির সম্মুখে আসিয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন। বৃদ্ধের শ্বেত দীর্ঘ শ্মশ্রু ও সৌম্যভাব দেখিয়া মোগল সেনাপতি তাঁহাকে পার্শ্বে বসিতে আসন প্রদান করিলেন। ঋষিতুল্য সংসারবিবাগী সলাবত খাঁর নাম সকলেই জানিত;—সকলই তাঁহার ধর্ম্ম নিষ্ঠার জন্য তাঁহাকে ভক্তিমান করিত;—তিনি যে কখনও কোন ষড়যন্ত্রে যোগদান করিতে পারেন, তাহা কেহ কখনও ভাবিতে পারিত না।—বহুকাল হইতে তিনি মোগল-দরবারের জাঁকজমক বিলাসিতা পরিত্যাগ করিয়া, ফকিরের ন্যায় এই জনশূন্য পল্লিস্থ সহরে বাস করিতেছেন;—কখনও লোকালয়ে যান নাই;—সাংসারিক কোন বিষয়ে কখনও আকর্ষণ প্রকাশ করেন নাই,—নতুবা সকলেই জানিত তাঁহার ন্যায় বিচক্ষণ বুদ্ধিমান লোক ইচ্ছা করিলে আজ দিল্লির দরবারের প্রধান উজীরের পদ লাভ করিতে পারিতেন।

মোগল সেনাপতি এ সকলই জানিতেন;—সেই জন্য নুরজিহান যে বৃদ্ধের উপর সন্দেহ করিয়াছেন, ইহাতে তিনি বিস্মিত হইয়াছিলেন;—কিন্তু নুরজিহানের হুকুম,—তিনি নীরবে সে হুকুম পালন করিতেছিলেন,—বাদসাবেগম অদ্বিতীয়া নুরজিহানের তোষামোদ করিত না কে?

মোগল সেনাপতি বৃদ্ধ ওমরাওকে সসম্মানে পার্শ্বে বসাইয়া তাঁহার কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিলেন, তৎপরে বলিলেন, "আপনাকে একটু

বিরক্ত করিলাম, ত্রুটী মার্জ্জনা করিবেন,—বাদসাহের এইরূপই হুকুম।"

সলাবত খাঁ বিনীত স্বরে বলিলেন, "বাদসাহ নিকটেই শিবির সন্নিবেশ করিয়াছেন;—কেবল কাল রাত্রে সম্বাদ পাইয়াছি,—আজই তাঁহাকে কুর্ণিস করিতে যাইতাম! অধীনের উপর কি হুকুম? এতদিন পরে বাদসাহের কি এই জনশূন্য সহরের কথা স্মরণ হইয়াছে? তিনি কি এখানে পদার্পণ করিবেন।"

সেনাপতি বলিলে, "সে হুকুম এখনও পাই নাই।"

"তবে আপনারা এখানে————"

"এই ভগ্ন সহর সৈন্য দ্বারা ঘেরিয়া রাখিবার জন্য আমার উপর হুকুম হইয়াছে;—বাদসাহের অনুমতি ব্যতীত আমি কাহাকেই এ সহরে প্রবেশ করিতে দিতে পারিব না। তাঁহার অনুমতি ব্যতীত কাহাকেও এ সহর হইতে বাহির হইতে দিতেও আমার হুকুম নাই।"

সলাবত খাঁ অতি বিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন, "কেন! ঐ সহরে আমি ও মৌলভী সাহেব ব্যতীত আর কেহ নাই——"

সেনাপতি বিনীতভাবে বলিলেন, "কিছু মনে করিবেন না,—এইরূপই আমার উপর হুকুম।"

"মৌলভী সাহেবও কি বাহির হইতে পারিবেন না?"

"না—কেহ নয়।"

"কেন,—অধীনের উপর এ হুকুম কেন?"

"তাহা বিশেষ জানি না;—এখন বাদসাহের হুকুমে আমি আপনাকে দুই একটী কথা জিজ্ঞাসা করিতে বাধ্য হইতেছি।"

বৃদ্ধ মস্তকে দুই হস্ত স্থাপন করিয়া বলিলেন, "বাদসাহের আজ্ঞা শিরোধার্য্য,—আমি তাহার গোলামের গোলাম!"

সেনাপতি একটু নীরব থাকিয়া বলিলেন, "বৃদ্ধ মৌলভী সাহেব ব্যতীত আর এ সহরে কে কে বাস করে?"

সলাবত খাঁ বলিলেন, "আমি—আর আমার ভৃত্য মহম্মদজান, আর আমার দাসী হামিদা।"

সেনাপতি অতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সলাবত খাঁর মুখের দিকে চাহিয়াছিলেন;—ধীরে ধীরে বলিলেন, "ঠিক বলিতেছেন আর এখানে কেহ বাস করে না?"

সলাবত খাঁ বলিলেন, "আমি বহুকাল এই পরিত্যক্ত সহরে বাস করিতেছি,—আর কখনও কাহাকে এ সহরে বাস করিতে দেখি নাই।"

সেনাপতি বলিলেন, "দেখুন, ওমরাও সাহেব,— আপনার সমূহ বিপদ হইবার সম্ভাবনা!"

এই কথায় বৃদ্ধ ওমরাওর মুখ লাল হইয়া গেল;—তিনি ধীরে ধীরে বলিলেন, "বাদসাহ বোধ হয় অবগত আছেন যে বৃদ্ধ সলাবত খাঁ কখনও মিথ্যা কহে না।"

মোগল সেনাপতি মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "আমরা প্রমাণ পাইয়াছি যে আপনার বাড়ীতে আর একজনও বাস করে।"

বৃদ্ধ সবেগে বলিলেন, "মিথ্যা কথা!"

সেনাপতি আবার মৃদু হাসিলেন;—বলিলেন, "সত্য মিথ্যা অধিকক্ষণ গোপন থাকিবে না।—যাহা হউক, আপনি স্বীকার করেন না যে আপনার বাড়ীতে, হয় আপনার কন্যা না হয়, নাতিনী বাস করেন না।?"

বৃদ্ধ সুদৃঢ় স্বরে বলিলেন, "না,—বাস করে না।"

মোগল বলিলেন; "তবে সেই বালিকা আপনার কেহ নাও হইতে পারে। সেও হামিদা বা আপনার মহম্মদজানের কন্যা বা অন্য কেহ হইতে পারে!"

সলাবত খাঁ বলিলেন, "সেনাপতি,—আমার বা আমার দাসদাসীর

যদি কোন আত্মীয়া বালিকা আমার বাড়ীতে বাস করিত,—তাহা হইলে তাহা আমি জানিতাম না!"

"তাহা হইলে ইহা আপনি সম্পূর্ণ অস্বীকার করিতেছেন?"

"সম্পূর্ণ!"

"আপনার ভৃত্য ও বাঁদী ভিন্ন আর কেহ আপনার বাড়ীতে নাই?"

"না,—থাকিলে লুকাইব কেন?"

"তাহা আমি জানি না,—আমার উপর এ সহর তন্নতন্ন করিয়া অনুসন্ধানের হুকুম হইয়াছে। যে কেহ থাকুক আর না থাকুক শীঘ্রই প্রকাশ হইয়া পড়িবে। ইহা স্বত্বেও আপনি অস্বীকার করিতেছেন?"

"হাঁ—নিশ্চয়ই!"

মোগল সেনাপতি কিয়ৎক্ষণ নীরব রহিলেন,—তৎপরে ধীরে ধীরে বলিলেন, "আপনি তাহা হইলে নিশ্চয়ই বলিবেন যে এখানে সাহাজাদা খুরম লুক্কাইত নাই?"

সলাবত খাঁ যেন আকাশ হইতে পড়িলেন, অতি বিস্ময়ে চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বলিলেন, "সাহাজাদা খুরম! সাহাজাদা এখানে লুকাইয়া আছেন?"

"হাঁ,—আমরা এই রকমই সম্বাদ পাইয়াছি!"

বৃদ্ধ বলিলেন, "অসম্ভব! আমি তাহা জানিতে পারিতাম না!"

সেনাপতি মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "আপনি সকলই জানেন,—কেবল বলিবেন না এই মাত্র!"

বৃদ্ধ ওমরাও ক্রোধে কম্পিত কলেবর হইলেন,—রুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন, সেনাপতি, এ বৃদ্ধ বয়সে আমায় অপমানিত করিবার হুকুম কি দিসা দিয়াছেন?"

সেনাপতি বলিলেন. "না.—আপনাকে অপমানিত করিবার হুকুম

আমার উপর নাই। তবে আপনি যদি এই বালিকার কথা ও সাহাজাদার কথা অস্বীকার করেন,—তবে আপনাকে বাদসার শিবিরে পাঠাইয়া দিবার হুকুম পাইয়াছি!"

বৃদ্ধ বলিলেন, "বাদসাহের আজ্ঞা শত সহস্রবার শিরোধার্য্য,—আমি এখনই বাড়ী হইতে প্রস্তুত হইয়া স্বয়ং বাদসাহর চরণে উপস্থিত হইব।"

সলাবত খাঁ উঠিতে যাইতেছিলেন,—কিন্তু সেনাপতি ধীরে ধীরে বলিলেন, "আপনাকে গৃহে ফিরিয়া যাইতে দিবার হুকুম নাই!"

একটু ভীতভাবে সলাবত খাঁ বলিয়া উঠিলেন, "তবে কি আপনি আমায় বন্দী করিতেছেন?"

সেনাপতি বলিলেন, "হা,—কতকটা,—বাদসাহর হুকুম,—আমি কি করিব,—আমার ক্রটী মার্জ্জনা করিবেন।"

মুহূর্ত্তের জন্য সলাবত খাঁর মুখ ভীত ও শঙ্কিত হইল,—কিন্তু তিনি পর মুহূর্ত্তেই আত্মসংযম করিয়া অতি অবিচলিতভাবে বলিলেন, "বাদসাহের আজ্ঞা শিরোধার্য্য! তবে আমার ভৃত্যকে কি একবার সম্বাদ দিতে পাইব না,—বাড়ীর সমস্তই অগোচালো পড়িয়া আছে।"

সেনাপতি বলিলেন, "ওমরাও সাহেব,—আপনার ভৃত্য মহম্মদ জান আর আপনার বাঁদী হামিদা,—উভয়েই সম্রাটের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করা অপরাধে ধৃত হইয়াছে,———"

ওমরাও বলিয়া উঠিলেন, "হামিদা—মহম্মদজান ধৃত হইয়াছে,—সম্রাটের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র! সে কি,—আপনার কথা কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না!"

সেনাপতি বলিলেন, "ক্রটী মার্জ্জনা করিবেন, আর কিছু বলিবার আমার হুকুম নাই!"

সলাবত খাঁ জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার ভৃত্য ও দাসীকে কোথায় পাঠাইয়াছেন, জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি?"

"হা—নিশ্চয়ই,—তাহারা এক্ষণে বন্দী আছে,—শীঘ্রই বধ্য ভূমিতে প্রেরিত হইবে।"

সহসা এই ভয়াবহ সম্বাদে প্রকৃতই বৃদ্ধ সলাবত খাঁ কিয়ৎক্ষণ স্তম্ভিতপ্রায় বসিয়া রহিলেন;—তাহার মস্তিষ্ক নানা চিন্তায় আলোড়িত হইতেছিল;—কিন্তু তিনি জানিতেন তীক্ষ্ণবুদ্ধি মোগল সেনাপতি অতি তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাঁহার প্রতি চাহিয়া আছেন;—তাঁহার মনের প্রকৃত ভাব অবগত হইবার জন্য বিশেষ চেষ্টা পাইতেছেন। তাহাই সলাবত খাঁ দুর্দ্দমনীয় বলে হৃদয়কে উপশমিত করিয়া অবিচলিত ভাবে বসিয়াছিলেন,—কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহাদের অপরাধ কি প্রমাণ হইয়াছে?"

"হাঁ—হইয়াছে!"

"কে প্রমাণ করিল?"

"গহরজান!"

"কে সে—এইমাত্র একজন আমার সঙ্গে দেখা করিয়া বলিতেছিল,—তাহার নাম গহরজান।"

"ওমরাও সাহেব,—আমার এত কথা কহিবার হুকুম নাই! যাহা লিয়াছি,—তাহা কেবল আপনার খাতিরে।"

"তাহা হইলে আমারও প্রমাণ হইয়াছে,—আমাকেও বধ্যভূমে াইতে হইবে?"

"যে সম্বাদ আমি দিতে পারি না,—বাদসাহর নিকট আপনাকে প্রেরণ করিবার হুকুম আছে!"

"এই বৃদ্ধ বয়সে বাদসাহ এই অবিচার করিলেন?"

সহসা চারিদিকে একটা গোল উঠিল,—মোগল সেনাগণ গোলমাল করিয়া বলিতে লাগিল, "একটা বাঁদর—একটা বাঁদর!" বাঁদর নহে,—সে দুলালী বাঁদরী?

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

অনুসন্ধান।

বাঁদর লইয়া গোল হইবার একটা বিশেষ কারণ ছিল;—যখন মোগল সেনাপতি বৃদ্ধ সলাবত খাঁর সহিত গম্ভীরভাবে কথোপকথন করিতেছিলেন,—ঠিক সেই সময়ে একটী ইষ্টকখণ্ড সবলে আসিয়া, তাঁহার মুখে পতিত হইল;—তিনি "তোবা তোবা" বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া, দুই হস্তে মুখ চাপিয়া ধরিলেন! তাঁহার নাসিকা প্রায় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না! কিন্তু ইহাতেই ইষ্টক বৃষ্টি স্থগিত হইল না;—খরবেগে ইষ্টক ও প্রস্তরখণ্ড বর্ষণ হইতে লাগিল! তখন সকলে দেখিল, সম্মুখস্থ একটা ভাঙ্গা বাড়ীর উপর হইতে দুষ্ট বাঁদর মুষলধারে প্রস্তরখণ্ড বর্ষণ করিতেছে! তখন সকলে "বাঁদর বাঁদর" বলিয়া, সেই দুষ্ট বাঁদরকে ধরিতে ছুটিল;—কিন্তু বাঁদর বিকটভাবে মুখ বিকৃত করিয়া, ছাদ হইতে পলাইল! সেনাপতি অপমানে ও রাগে উন্মত্তপ্রায় হইয়া হুকুম করিলেন, "যেমন করিয়া হয়, এই বাঁদরকে এখনই মারিয়া ফেল।" তাঁহার আজ্ঞা পাইয়া, দশ বিশজন অস্ত্রশস্ত্র লইয়া, বাঁদর মারিতে ছুটিল!

সেনাপতি কয়েকজন সৈনিককে বলিলেন, "এই বৃদ্ধকে বাদসাহের শিবিরে লইয়া যাও!"

তাহারা অগ্রসর হইতে উদ্যত হইলে, সলাবত খাঁ বলিলেন, "অপমান করিবেন না;—আমি নিজেই যাইতেছি।"

তিনি ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইলেন,—তৎপরে বলিলেন, "মৃত্যুর পূর্ব্বে আমি কি একবার আমার ভৃত্য ও দাসীর সহিত দেখা করিতে পারি?"

সেনাপতি নানা কারণে অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন,—অতি রাগতস্বরে বলিলেন, "না,—হুকুম নাই!"

সলাবত খাঁ আর কোন কথা বলিলেন না,—নীরবে সৈনিক-দিগের অনুসরণ করিলেন।

মুসলমান রাজত্বকালে কাহারও জীবন কখন নিরাপদে ছিল না,—সকলেই সর্ব্বদা মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকিতেন;—তাহাতে বিচার কানুন কিছুই ছিল না! কেন তাঁহার প্রাণদণ্ড হইতেছে, তাহাও তিনি কখনও জানিতে পারিতেন না। সুতরাং বৃদ্ধ সলাবত খাঁ আসন্নমৃত্যু দেখিয়াও, বিশেষ বিচলিত হইলেন না;—অথবা হয়তো তাঁহার বিচলিত না হইবার কোন কারণ ছিল। যাহাই হউক, তিনি একরূপ নিশ্চিন্তভাবে সৈনিকদিগের সহিত বাদসাহের শিবিরে যাত্রা করিলেন। মহম্মদজান ও হামিদা কোথায় আছে,—তাহাদের কি হইয়াছে;—তাহার কিছুই তিনি জানিতে পারিলেন না!

সলাবত খাঁ চলিয়া গেলে, মোগল সেনাপতি সভাভঙ্গ করিলেন; সৈনিকদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "তোমরা দশ দশজনে এক একটা দল হইয়া, এই সহর তন্নতন্ন করিয়া অনুসন্ধান কর;—প্রতি বাড়ী,—প্রতি ঘর,—প্রতি রাস্তা,—প্রতি গলি,—কিছুই যেন ফাঁক না যায়। যদি কাহাকেও দেখিতে পাও,—তখনই তাহাকে ধৃত করিয়া এখানে আনিবে;—আর যদি সে কোনরূপে পলাইতে চেষ্টা পায়,—তবে তখনই তাহাকে হত্যা করিবে। শীঘ্র যাও।"

এই সময়ে যাহারা বাঁদর মারিতে গিয়াছিল,—তাহারা হতাশ-ভাবে ফিরিয়া আসিল;—বলিল, "হুজুর,—অনেক অনুসন্ধানেও বাঁদরটাকে দেখিতে পাইলাম না।"

সেনাপতি অতি রাগত হইয়া বলিলেন, "সে বাতাসে মিলিয়া

যাইতে পারে না,—আবার যাও;—যেমন করিয়া হয়,—তাহাকে মারাই চাই;—বাহিরেও হুকুম পাঠাও, যেন তাহারা বাঁদর দেখিলেই হত্যা করে!”

সৈনিকগণ পরস্পরের মুখের দিকে চাহিয়া ইতস্ততঃ করিতে লাগিল দেখিয়া, সেনাপতি ক্রুদ্ধস্বরে বলিলেন, “কি হইয়াছে,—স্পষ্ট বলিতে পার না;—মুখে কথা নাই?”

তখন এক ব্যক্তি মস্তক কুণ্ডয়ন করিতে করিতে বলিল, “হুজুর, ভূতের কথাটা বোধ হয় মিথ্যা নয়!”

সেনাপতি ভ্রুকুটী করিয়া বলিলেন, “সে কি! কি দেখিয়াছিস,—এখনই বল্?”

সৈনিক বিনীতস্বরে বলিল, “হুজুর,—আমরা বাঁদরটাকে তাড়া করিয়া যাইতেছিলাম,—হঠাৎ দেখি, সে আর বাঁদর নাই।”

মোগল সেনাপতি ঘৃণাপূর্ণ হাসি হাসিয়া বলিলেন, “বাঁদর নাই! তবে কি হইয়াছে;—কেমন জিনি, নয়?”

সৈনিক বলিল, “হুজুর,—স্বচক্ষে দেখিলে হাসিতেন না,—সকলেই দেখিয়াছে;—সকলকেই জিজ্ঞাসা করুন!”

“কি হইয়াছে,—তাহাই শুনিতে চাই?”

'সে বাঁদরটা হঠাৎ একটা বাড়ীর ছাদে গিয়া, একটা ছোট দশ বার বছরের মেয়ে হইয়া গেল!”

বটে! মহাশয়েরা তাকে এখানে ধরিয়া আনিলেন না কেন?'

আমরা দশ বারজনে সেই বাড়ীর ছাদে উঠিলাম,—অন্য সকলে সেই বাড়ীর চারিদিকে পাহারায় রহিল;—কিন্তু—কিন্তু—হুজুর;—সেই মেয়েটাকে কিছুতেই আর খুঁজিয়া পাইলাম না!”

সেনাপতি দন্তে দন্ত পেষিত করিয়া বলিলেন, “গাধা!' তাহার পর স্পষ্টস্বরে বলিলেন, “এই সহরে আরও লোক

আছে;—এখানেও অনেক গুপ্তঘর,— গুপ্তপথ,—গুপ্তদ্বার আছে। যাও,—সকলে তন্নতন্ন করিয়া অনুসন্ধান কর;—আমিও মৌলভীর সঙ্গে দেখা করিয়া নিজেও অনুসন্ধান করিব। বাহিরে হুকুম পাঠাও,—যে এই সহর হইতে পলাইবার চেষ্টা করিবে,—তখনই তাহারা যেন তাহাকে ধৃত করিয়া এখানে পাঠাইয়া দেয়; শীঘ্র যাও!”

সৈনিকগণের ধ্রুববিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, তাহারা যাহা দেখিয়াছে,—তাহা ভূত ভিন্ন আর কিছু নহে;—বাঁদর কখনও হঠাৎ মানুষ হইতে পারে না; আর যদি সে যথার্থ মানুষ হইত,—তাহা হইলে কখনই তাহাদের চক্ষুর উপর বাতাসে মিলাইয়া যাইতে পারিত না। পূর্ব্ব হইতেই তাহারা ফতেপুরের ভূতের দৌরাত্ম্যের কথা নানা ভাবে শুনিয়াছিল,—তাহাই অতি সহজেই ইহা ভূতের ব্যাপার বলিয়া তাহাদের দৃঢ়প্রত্যয় জন্মিল;—তবে এখন দিন, দিনে তাহাদের ভীত হইবার বিশেষ কারণ নাই;—আর ভয় করিলেই বা চলে কই;—সেনাপতির আজ্ঞা অমান্য করিলে, কাহারই প্রাণ থাকিবে না! তাহারা যে যাহার অস্ত্রশস্ত্র লইয়া দলে দলে সহরের চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল!

মোগল সেনাপতি মৌলভীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য সেলিম ফকিরের কবরের দিকে চলিলেন;—মনে মনে বলিলেন, “আজ কাল দেখিতেছি, এই সকল মৌলভীর বড়ই স্পর্দ্ধা বাড়িয়াছে! স্বয়ং বাদসাহ ধর্ম্মের মালিক হইয়া, যখন স্বধর্ম্ম রক্ষা করেন না, যখন প্রকাশ্যভাবে মুসলমান ধর্ম্মের মাথায় পদাঘাত করিতেছেন,—দিনের মধ্যে পাঁচবার নমাজের স্থানে একবারও নমাজ করেন না,—তখন স্বভাবতঃই লোকে মৌলভীদের শরণাপন্ন হয়;—তাহাই এই সকল মৌলভীর স্পর্দ্ধাও বাড়িয়াছে! আমি এখানে আসিয়াছি,

এই মৌলভী তাহা জানে ;—তবু এত বড় স্পর্দ্ধা বাড়িয়াছে যে, একবার আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিল না। বাদসাহকে বলিলে, তিনি হাসিয়া বলেন, “থাক্, - ওদের কিছু বলিও না ; আমরা ধর্ম্মের ধার ধারি না,—ওরাই ধর্ম্ম বজায় রাখিতেছে ;— কাজেই ওদের একটু আব্দার সহ্য করিতে হইবে,—উত্তম ব্যবস্থা ! প্রকৃত মুসলমান বাদসাহ্ না হইলে, মোগল রাজ্য কখনই থাকিবে না।”

কে যেন তাঁহার পশ্চাতে বলিল, “তাহা হইলেই রাজ্যের বিসর্জ্জন হইবে।”

সহসা তীর বিদ্ধ হইলে, মানুষের যেরূপ হয়,—মোগল যোদ্ধারও ঠিক সেই ভাব হইল ;—তিনি তীরবেগে ফিরিলেন,—কিন্তু নিকটে কেহ নাই ;—তিনি আসে পাশে চারিদিকে দেখিলেন,—কেহই কোথাও নাই ;—কেবল দূরে দূরে তাঁহার সৈনিকদিগের কোলাহল শ্রুত হইতেছে !

মোগল সেনাপতি নিতান্ত বিস্মিত হইলেন,—বলিলেন, “আমার কিছুতেই ভুল হয় নাই,—আমি স্পষ্ট শুনিয়াছি, কে কথা কহিয়াছে ;—না,—কখনই ভুল হইতে পারে না! আরও মনে হয়,— যেন কোন স্ত্রীলোক কথা কহিয়াছে! এখানে যে লোক আছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই ;—বৃদ্ধ সলাবত খাঁ আগাগোড়া মিথ্যা কথা বলিয়াছে! যেই থাকুক,—সে আমার হাতে রক্ষা পাইবে না ;—যদি প্রয়োজন হয়,—সমস্ত সহর ভাঙ্গিয়া দূরে নিক্ষেপ করিব ;—যেখানেই যে লুকাইয়া থাকুক,—নিশ্চয়ই ধরা পড়িবে!”

সেনাপতি আরও কিয়ৎক্ষণ চারিদিক বিশেষ সতর্কতার সহিত অনুসন্ধান করিলেন,—কিন্তু কাহাকেও কোথায়ও দেখিতে পাইলেন না ;—তিনি তখন অগ্রসর হইয়া বলিলেন, “এখানে জীবনও এক

মুহূর্ত্তের জন্য নিরাপদ নহে,—কোথা হইতে কে অস্ত্র চালাইবে,—তাহার কোন স্থিরতা নাই।"

তিনি চিন্তিত মনে সেলিমের কবরের নিকট আসিলেন;—দেখিলেন,—তথায় কেহ নাই;—তিনি পশ্চাৎ দিকে গিয়া দেখিলেন, এক ক্ষুদ্র গৃহমধ্যে কে এক ব্যক্তি সর্ব্বাঙ্গ বস্ত্রে আচ্ছাদিত করিয়া শয়ন করিয়া আছে। তিনি বলিলেন, "কে হে তুমি;—মৌলভী সাহেব কোথায় জান?"

তখন তাঁহার স্বরে সেই ব্যক্তি কম্পিতহস্তে মুখের কাপড় খুলিল;—লম্বা দীর্ঘ দাড়ি দেখিয়া সেনাপতি বুঝিলেন,—ইনিই মৌলভী। দেখিলেন,—তিনি শীতে কাঁপিতেছেন;—দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়, তাঁহার ভয়ানক জ্বর আসিয়াছে!

তিনি কাতরে গোঙড়াইতে গোঙড়াইতে বলিলেন, "আসুন,—বড়—বড় - জ্বর!"

সেনাপতি বলিলেন, "দেখিতেছি,—আপনি একাকী পড়িয়া আছেন;—আপনার সেবা-শুশ্রূষা করিবে কে?"

মৌলভী কাতরে বলিলেন, "ফকির,—বাবা;—ফকির মানুষ,—আল্লা আছেন।"

"বোধ হয় শুনিয়াছেন, বাদসার হুকুমে সসৈন্যে এখানে আসিয়াছি।"

'হাঁ বাবা,—বসো;—বাবা!"

বলেন তো আপনার সেবা-শুশ্রূষা করিবার জন্য লোক পাঠাইয়া দিই।"

"না,—বাবা;—আমার জন্য কষ্ট করিতে হইবে না! ফকির মানুষ,—বাবা;—ফকির মানুষ,—আমার আর কেহই নাই;—কেবল আছেন।"

"আপনাকে তবে আর বিরক্ত করিব না;—তবে ছুই একটা কথা না জিজ্ঞাসা করিলে নয়।"

"বল বাবা,—বল।"

"এখানে কেহ কি লুকাইয়া আছে?"

"না বাবা,—না;—তাহা হইলে জানিতে পারিতাম।"

বৃদ্ধ সলাবত খাঁ,—তাহার ভৃত্য আর দাসী ভিন্ন আর এখানে কেহ নাই?"

"আর আমি আছি।"

"তবে কেহ নাই?"

"আর জনমানব নাই।"

"এই ভূতের কথা কি বিশ্বাস করেন?"

"সর্ব্বৈব মিথ্যা বাবা,—সর্ব্বৈব মিথ্যা!"

"তবে বিশ্রাম করুন;—আর এখন আপনাকে অধিক বিরক্ত করিব না।"

সেনাপতি বিদায় হইলেন;—মনে মনে বলিলেন, "এই মুসলমান ফকিরও কি স্পষ্ট মিথ্যা কথা বলিল! না,—হয় তো এ কোন খবর রাখে না;—কিছুই বুঝিতে পারা যাইতেছে না! যদি কেহ লুকাইয়া থাকে,—তবে সে এখনই ধরা পড়িবে;—এ কি!"

এই বলিয়া মোগল সেনাপতি মহম্মদ ডোকী উচ্চে লম্ফ দিয়া উঠিলেন!

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

ভূত না মানুষ ?

মোগল-বীরের এরূপ লম্ফ দিয়া উঠিবার বিশেষ কারণ ছিল ;—তাঁহার মনে হইল, একটা ভয়ঙ্কর সর্প ফোঁস্ করিয়া, তাঁহাকে কামড়াইতে উদ্যত হইয়াছে! দুর্দ্দান্ত কেউটে যেরূপ গর্জ্জিতে থাকে,—ঠিক সেইরূপ গর্জ্জন করিয়া, কোন সর্প তাঁহাকে দংশন করিতে উদ্যত হইয়াছে ;—ইহাতে না লম্ফ দেওয়াই আশ্চর্য্য। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ দিয়া ঘাম ছুটিয়াছে ;—তাঁহার মুখের রক্ত কোথায় অন্তর্হিত হইয়াছে ;—তাঁহার শ্বাস প্রশ্বাস সবলে বহিতেছে ;—আসন্ন মৃত্যুর হস্তে পতিত ভাবিয়া, তাঁহার মুখ বিবর্ণ ও চক্ষু বিস্ফারিত হইয়াছে!

তিনি একেবারে দশ হস্ত দূরে গিয়া পতিত হইয়াছিলেন,—নিমিষে কোষ হইতে অসি নিষ্কোসিত করিয়াছিলেন ;—কিন্তু সাপ কোথায়? তিনি চারিদিকে চাহিতে লাগিলেন,—কিন্তু কোথাও সাপের চিহ্ন দেখিতে পাইলেন না ;—সাপটা কি পার্শ্বের কোন ভগ্নস্তূপে পলাইল? তিনি কাণ পাতিয়া শুনিতে লাগিলেন,—কিন্তু আর কোন শব্দ শুনিতে পাইলেন না ;—তখন বলিলেন, "পড়ো সহর,—সাপ থাকা আশ্চর্য্য কি? না থাকায়ই আশ্চর্য্য!"

যেদিক হইতে তাঁহার লোকজনের কলরব শব্দ উত্থিত হইতেছিল,—তিনি সেই দিকে দ্রুতপদে চলিলেন ;—কিন্তু কয়েকপদ অগ্রসর হইয়া ফিরিয়া দেখিলেন,—পশ্চাতে কেহ নাই! তখন তিনি আবার দ্রুতপদে অগ্রসর হইলেন,—কিন্তু তাঁহার বেশ বোধ হইল যে, কে যেন তাঁহার অনুসরণ করিতেছে,—কে যেন তাঁহার দিকে চাহিয়া আছে! অথচ চারিদিকে ভাল করিয়া দেখিলেন, কোথায়ও

কাহাকে দেখিতে পাইলেন না! দুই একবার তাঁহার বোধ হইল যেন পশ্চাতে কাহার পদশব্দও শ্রুত হইতেছে। কিন্তু কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া, মনে মনে বলিলেন, "পড়ো সহর,—আমার শব্দেরই প্রতিধ্বনি হইতেছে!"

কয়েকপদ অগ্রসর হইয়া, তাঁহাকে আবার দাঁড়াইতে হইল। পার্শ্বের বাড়ীতে কে অতি সুমধুরভাবে সেতার বাজাইতেছে! মহম্মদ ডোকী মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "তবে কে বলে এই সহরে লোক নাই? এবার কোথায় যাবে! আমরা আসিয়াছি,—তবুও গ্রাহ্য নাই;--আপন মনে সেতার বাজান হইতেছে!"

গৃহের দ্বার উন্মুক্ত,--পড়ো বাড়ী;—সেনাপতি উন্মুক্ত অসি হস্তে করিয়া, গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন! বহু বৎসরের ধূলিতে গৃহ পূর্ণ,—কেহ কখনও যে সে বাড়ীতে বাস করিয়াছে, তাহা বলিয়া বোধ হয় না। মহম্মদ ডোকীও একটু বিস্মিত হইলেন! বলিলেন, "এমন পড়ো বাড়ীতে কে সেতার বাজায়? এই তো পাশের ঘরে বাজাইতেছে!

সেনাপতি পার্শ্বের গৃহে প্রবেশ করিলেন;—গৃহমধ্যে কেহ নাই। গৃহ বহু বৎসরের ধূলিতে পূর্ণ! মহম্মদ ডোকী বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "কোথায় বাজাইতেছে;—এখন বাহিরের ঘরে বলিয়া বোধ হইতেছে!"

হাঁ,—তিনি যে গৃহ হইতে এ গৃহে আসিয়াছিলেন,—স্পষ্টতঃ সেই গৃহে বসিয়া সেতার বাজাইতেছে! অথচ তিনি সে গৃহে জনমানব দেখিতে পান নাই! তবুও তিনি ফিরিয়া সেই গৃহে আসিলেন,—গৃহ জনশূন্য! অথচ স্পষ্ট গৃহমধ্যে সেইরূপ সেতার বাজিতেছে!

মহম্মদ ডোকী কাপুরুষ ছিলেন না;—তবুও এই অভূতপূর্ব্ব

ব্যাপারে তিনি বিস্মিত, ভীত ও স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলেন! প্রায় অস্পষ্টস্বরে বলিলেন, "তবে ভূতের কথা মিথ্যা নহে!"

পরমুহূর্ত্তে "আল্লা আল্লা" শব্দে একেবারে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া বাহিরে আসিয়া পড়িলেন। সহসা তাঁহার পশ্চাতে একটা গর্দ্দভ এমন ভয়াবহ বিকট শব্দ করিয়া উঠিয়াছিল যে, অপর কেহ হইলে এই ভয়াবহ শব্দে নিশ্চয়ই মূর্চ্ছা যাইত। মহম্মদ ডোকী বাহিরে আসিয়া হাঁপাইতে লাগিলেন;—তখন তিনি চারিদিকে স্ত্রীকণ্ঠ সুলভ খিল খিল শব্দে মধুর হাস্যধ্বনি শুনিতে পাইলেন! আর এখানে তিলার্দ্ধ একাকী থাকা যুক্তি সঙ্গত নহে ভাবিয়া, তিনি দ্বারের দিকে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিলেন! তাঁহার বোধ হইল, তাঁহার পশ্চাতে কে হাততালি দিতে দিতে হাসিতে হাসিতে ছুটিতেছে! তাঁহার পশ্চাতে ফিরিয়া চাহিতে সাহস হইল না,—তিনি একটা মোড় ফিরিয়া তাঁহারই সৈনিকদলের উপর আসিয়া পতিত হইলেন! সেনাপতির এই ভাব দেখিয়া, সকলেই অতি বিস্ময়ে তাঁহার মুখের দিকে চাহিতে লাগিল! মহম্মদ ডোকীও অপ্রস্তুত হইলেন,—অতি কষ্টে আত্মসংযম করিয়া বলিলেন, "এই পথে একটা লোক পলাইতেছিল, কোথায় গেল?"

সৈনিকগণ পরস্পর পরস্পরের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, 'না হুজুর,—এ পথে কাহাকেও দেখিতে পাই নাই।"

সেনাপতি বলিলেন, "তবে আমারই হয় তো দেখিবার ভুল; া, আমি নিজে সহর তন্নতন্ন করিয়া দেখিব। তোমরা এ পর্য্যন্ত কিছু দেখিতে পাইয়াছ?"

তাহারা বিনীতস্বরে বলিল, "না,—হুজুর। সব বাড়ীই খালি পড়িয়া আছে,—ধুলায় ধুলাময়;—এ সব বাড়ীতে অনেকদিন কেহ বাস করে নাই।"

"ভাল,—অন্য বাড়ী দেখ।"

এই বলিয়া মহম্মদ ডোকী অগ্রসর হইলেন ;—তিনি যাহা দেখিয়াছেন বা শুনিয়াছেন,—তাহা তাঁহার লোকজনকে বলা তিনি যুক্তি সঙ্গত বিবেচনা করিলেন না। ইহারা সকলেই এখানকার ভূতের দৌরাত্ম্যের কথা শুনিয়াছে,—তাহার উপর তাঁহার নিকট কিছু শুনিলে; ইহাদের এখানে রাখাই দুঃসাধ্য হইয়া উঠিবে ;—তখন তাঁহাকেই বাদসাহের নিকট হাস্যাস্পদ হইতে হইবে। তিনি অগ্রসর হইয়া বলিলেন, "চল,—আমি প্রথমে সলাবত খাঁর বাড়ী দেখিতে যাই।"

তখন সকলে সেই দিকে চলিলেন। বৃদ্ধ ওমরাওয়ের গৃহের দ্বার উন্মুক্ত পড়িয়া আছে,—মহম্মদজান ও হামিদাকে হঠাৎ ধরিয়া লইয়া গিয়াছিল ;—সুতরাং তাহারা দ্বার পর্য্যন্ত বন্দ করিয়া যাইতে পারে নাই,—বাড়ীর যেখানকার যে জিনীস সেইখানেই পড়িয়া আছে; বাহিরের ঘরে এখনও আলবোলা হইতে তামাকের সুগন্ধে গৃহ পূর্ণ রহিয়াছে !

সেনাপতি প্রতি ঘর তন্নতন্ন করিয়া দেখিলেন, কোন স্থানে গুপ্তদ্বার কিম্বা গুপ্তপথ আছে কি না দেখিবার জন্য প্রতি প্রাচীরের প্রত্যেক স্থান আঘাত করিয়া দেখিলেন। সুদৃঢ় লাল প্রস্তরে অট্টালিকা নির্ম্মিত,—কোন স্থানে কোন গুপ্তপথ আছে বলিয়া বোধ হইল না। তিনি বাহিরের গৃহ হইতে পাকশালা পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র অনুসন্ধান করিলেন ;—এমনকি বাক্স পেঁটরা ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন, কিন্তু কোথায়ও কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। তিনি মনে মনে বলিলেন, "বাদসাবেগমের সহিত কেহ কৌতুক করিয়াছে দেখিতেছি, এখানে কোন যুবতী স্ত্রীলোক থাকিলে,—তাহার বেশ-ভূষা, সাজ-সজ্জার কিছু না কিছু চিহ্ন থাকিত। কই,—তাহার তো কোন চিহ্নই

দেখিতেছি না!—আশ্চর্য্যের বিষয় এই বৃদ্ধের সমস্ত বাক্স পেঁটরা দেখিলাম,—কোথায়ও একটী টাকার নাম গন্ধ নাই,—ইহার চলিত কিরূপে ?”

সহসা মোগল সেনাপতির গহরজানের কথা মনে পড়িল,—তিনি তাহার সৈনিকদিগের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, “গহরজান বলিয়া কাহাকেও দেখিতে পাইয়াছ ?”

সৈনিকেরা বলিল, “কই হুজুর,—এ পর্য্যন্ত এ সহরে কাহারও সঙ্গে দেখা হয় নাই।”

“চল—অন্যান্য বাড়ী ভাল করিয়া দেখি!”

এই বলিয়া মহম্মদ ডোকী বৃদ্ধ ওমরাওয়ের বাড়ী হইতে বাহির হইলেন। তখন বেলা প্রায় দুই প্রহরের সন্নিকটবর্ত্তী হইয়াছে,—একজন সৈনিক মস্তক কুণ্ডয়ন করিতে করিতে বিনীত স্বরে বলিল, “হুজুর,—অনেক বেলা হয়েছে————”

তাহাকে প্রতিবন্ধক দিয়া মহম্মদ ডোকী ভ্রূকুটী করিয়া বলিলেন, “না,—সমস্ত সহর তন্নতন্ন করে দেখে—তাহার পর খানাপেনা!”

সৈনিকেরা আর কথা কহিল না,—নীরবে তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিল,—এই সময়ে অন্যান্য দলও একে একে সেনাপতির নিকট ফিরিয়া আসিতে লাগিল,—তাহারা কেহই কিছু দেখিতে পায় নাই, অধিকাংশ বাড়ীই ভগ্নস্তূপ,—সকল বাড়ীই খালি পড়িয়া আছে,—কোন বাড়ীরই দ্বার রুদ্ধ নহে,—সকলই ধূলির আকর,—দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় বহু বৎসর এই সকল বাড়ীতে কেহ একদিনের জন্যও বাস করে নাই!

সেনাপতি নীরবে শুনিলেন,—কোন কথা কহিলেন না,—তিনি স্বয়ং প্রত্যেক বাড়ী প্রত্যেক স্থান তন্নতন্ন করিয়া দেখিতে লাগিলেন,

কিন্তু সকলই জনশূন্য,—এমন কি পশু পক্ষী পর্য্যন্ত শূন্য,—জলের অভাবে জানোয়ারও এই পরিত্যক্ত সহরে বাস করিতে পারে নাই।

মহাম্মদ ডোকী যে মনে মনে বিশেষ বিস্মিত হইতেছিলেন,—তাহা বলা বাহুল্য,—তবে তাঁহার লোক জনেরা ভয় পাইবে ভয়ে তিনি নিজ মনোভাব কিছুমাত্র প্রকাশ করিলেন না ;—মরিয়ম বেগমের প্রাসাদের সম্মুখে আসিয়া দাড়াইয়া বলিলেন, "দেখিতেছি,—কেবল এই বাড়ীটাতেই চাবিবন্দ আছে—ভাঙ্গ।"

এক্ষণে প্রায় শতাধিক লোক তাঁহার সঙ্গে আসিতেছিল,—তাহারা হুকুম পাইয়া চাবি ভাঙ্গিল না,—একেবারে দরজাই ভাঙ্গিয়া ফেলিল। ভিতরের উদ্যান যেন আরও জঙ্গলে পরিণত হইয়া গিয়াছে। সেনাপতি প্রাসাদে প্রবেশ করিলে তাহার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সৈনিকগণও পিল পিল করিয়া উদ্যান মধ্যে আসিল,—তখন এক বিপর্য্যয় কাণ্ড ঘটিল! তাহারা সকলে স্তম্ভিত, ভীত, বিস্মিত হইয়া পরস্পরের মুখের দিকে চাহিল ;—সহসা গৃহমধ্যে ক্রন্দনের রোল উঠিল,—হঠাৎ কাহারও মৃত্যু হইলে তাহার আত্মীয় স্বজন স্ত্রীলোকগণ যেরূপ চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠে,—ঠিক সেইরূপ ক্রন্দনের রোল উঠিল! এই প্রাসাদের দ্বার বাহির হইতে চাবি বন্দ ছিল,—ইহার চারিদিকে উচ্চ প্রাচীর,—তবে কাহারা কোথা হইতে এই প্রাসাদে বাস করিতেছিল,—কেই বা এখানে হঠাৎ মরিল! এই জনশূন্য সহরে কেহ নাই, সকলেই বলিতেছে,—অথচ এত লোক এখানে কাঁদিয়া উঠিয়াছে। অন্যের কথা দূরে থাকুক,—মহম্মদ ডোকীও কিয়ৎক্ষণ অতি বিস্ময়ে স্তম্ভিত প্রায় দণ্ডায়মান রহিলেন। ক্রন্দনের রোল ক্রমেই উপরে উঠিতেছে ;—অসংখ্য স্ত্রীলোক বুক-চাপড়াইয়া হাহাকার করিয়া কাঁদিতেছে,—সেনাপতি বলিয়া

উঠিলেন, "হাঁ করিয়া কি দেখিতেছ!—যাও—শীঘ্র দেখ কে মরিল।"

কিন্তু সৈনিকগণ নড়িল না;—পরস্পরের মুখের দিকে চাহিতে লাগিল। "অপদার্থ!" বলিয়া তিন লম্ফে মহম্মদ তোকী দ্বার সবলে উদ্ঘাটন করিয়া, গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন;—অমনই ক্রন্দনের রোল নীরব হইল! যেরূপ সহসা ক্রন্দন ধ্বনি উঠিয়াছিল, আবার ঠিক সেইরূপ সহসা ক্রন্দন রোল বন্ধ হইল!

মহম্মদ তোকী গৃহমধ্যে গিয়া দেখিলেন,—গৃহে কেহ নাই!—তাঁহার শিরার রক্ত জল হইল;—তিনি কষ্টে তাঁহার লোক জনকে ডাকিলেন;—তাহারা নিতান্ত অনিচ্ছা স্বত্বে গৃহমধ্যে আসিল। গৃহে কেহ নাই দেখিয়া, তাহাদের মুখ পাঙ্গাসবর্ণ রক্তশূন্য হইয়া গেল! তাহারা যেন পাষাণ মূর্ত্তিতে পরিণত হইল! সহসা তখন চারিদিকে এক বিকট অট্টহাস্য ধ্বনি উঠিল! "দোহাই হুজুর" বলিয়া মোগলগণ ত্রাহিমধুসূদন ডাকিতে ডাকিতে সিংহ দ্বারের দিকে ছুটিল। মহাবীর মহম্মদ তোকীও,—কেন জানেন না,—তাহাদের অনুসরণ করিলেন। তাঁহার বোধ হইল যেন শত শত পিশাচ অট্টহাস্য করিতে করিতে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিয়া আসিতেছে!

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

শিবির ভঙ্গ।

এ কথা সৈনিকদিগের মধ্যে রাষ্ট্র হইতে অধিক বিলম্ব হইল না; মুখে মুখে কথা আরও শতগুণ বিভীষিকা পূর্ণ হইয়া উঠিল। স্বয়ং সেনাপতি ঊর্দ্ধশ্বাসে পালাইয়া আসিয়াছেন,—সুতরাং তাহারা কোন্ ছার! বাদসাহ শির লয়েন সেও শতগুণ শ্রেয়,—দানোর হাতে প্রাণ খোয়াইতে পারিব না;—সকলের মুখেই এই এক কথা; তাহারা আর কিছুতেই এ সহরে একদিনের জন্যও বাস করিবে না,—তাহারা মনে মনে এ দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিল। সেনাপতি আজ্ঞা দিলেই, তাঁহারা স্পষ্ট তাহার মুখের উপর এ কথা বলিবে; সুতরাং বলা বাহুল্য সমস্ত সৈন্য মধ্যে একটা হুলুস্থুল পড়িয়া গেল। দিনের বেলা—দুই প্রহরের সময়,—এইরূপ ভয়াবহ ব্যাপার,—না জানি রাত্রি হইলে কি সর্ব্বনাশই হইবে!

মহম্মদ তোকী নিজ তাম্বুতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন;—কাহারও সহিত কোন কথা কহিলেন না,—প্রকৃতই তিনি সর্ব্বসমক্ষে হাস্যাস্পদ হইয়াছেন ভাবিয়া মনে মনে নিজের উপর অতিশয় রাগত হইতেছিলেন;—কিন্তু উপায়ই বা কি? তিনি যে সেতায় বাজনা শুনিয়াছেন,—তাঁহারা সকলে যে ক্রন্দন ও হাস্যধ্বনি শুনিয়াছেন,—তাহা ভৌতিককাণ্ড ব্যতীত আর কিছুই হইতে পারে না। যদি তাহাই হয়,—তবে মৌলভী বা সলাবত খাঁ, এ কথা অস্বীকার করে কেন? তাহাদের উপর কি এই প্রেতাত্মাগণ কোন অত্যাচার করে না,—কেবল বাদসাহের লোকের উপরই করিতেছে! অথচ এ কথা বলিলে বাদসাহ হাসিবেন,—তাঁহাকে নিতান্ত অপদার্থ স্থির করিবেন;—বাদসাহবেগম তাঁহাকে যে একটু বিশ্বাস ও স্নেহ

করেন, তাহা সমস্তই নষ্ট হইয়া যাইবে। হয়তো নুরজিহানের কোপে প্রাণ পর্য্যন্ত হারাইতে হইবে। মহম্মদ তোকী নিতান্তই ব্যাকুলিত হইয়া পড়িলেন;—এই সময়ে তাঁহার ভৃত্য আসিয়া অভিবাদন করিয়া বলিল, "সেনাধ্যক্ষগণ সাক্ষাৎ করিতে চাহেন!"

সেনাপতি বলিলেন, "আসিতে বল।" তাহার পর মনে মনে বলিলেন,—"ইহাদের সহিত পরামর্শ করা উচিত;—এ কথা গোপন থাকিবে না।"

তিন চারিজন বিশ্বস্ত সুদক্ষ সেনাধ্যক্ষকে সহরের চারিদিক রক্ষার ভারার্পণ করিয়াছিলেন;—তাঁহারা চারিজনে চারিদিকে সসৈন্যে শিবির সংস্থাপন করিয়াছিলেন;—এক্ষণে তাঁহারাই চারিজনে উপস্থিত হইলেন। এখনও কাহারও আহারাদি হয় নাই;—সকলেই এই ভূতের কথা লইয়া ব্যস্ত,—সকলের আহারাদি ঘুরিয়া গিয়াছে।

মহম্মদ তোকী সকলকে সমাদরে বসাইলেন; তৎপরে বলিলেন, "কিছু নূতন সম্বাদ পাইয়াছেন কি?"

একজন বলিলেন, "না,—সহরের চারিদিকেই বিশেষ পাহারা আছে,—কেহ সহর হইতে বাহির হয় নাই,—কেহ ভিতরেও আসে নাই। আসিলেই সৈনিকেরা তাহাকে ধরিয়া আপনার নিকট লইয়া আসিবে ——"

"তবে অসময়ে————"

"সেনাপতি,—সেনানীদের মধ্যে হুলুস্থুল পড়িয়া গিয়াছে;—তাহারা আর একদিনও এখানে থাকিতে চাহে না!"

"কেন?"

"ভূতের ভয়ে। আপনিও নাকি————

"আমি ভয় পাইয়াছি, এ কথা বলিতে পারি না;—তবে বিস্মিত হইয়াছি। কিছুই ভাবিয়া স্থির করিতে পারি নাই!"

"ইহারা যাহা বলিতেছে, তাহা কি ঠিক?"

সেনাপতি যাহা যাহা দেখিয়াছিলেন,—শুনিয়াছিলেন,—সমস্তই বলিলেন;—তাহার পর বলিলেন, "দিনের বেলা,—সুতরাং ভুল হইবার সম্ভবনা কি?"

"অতি আশ্চর্য্যের বিষয় সন্দেহ নাই। আমরা একবার সেই বাড়ীটায় গিয়া দেখিতে চাই।"

"অনায়াসে—মরিয়ম বিবির প্রাসাদ।"

"জানি না কোনটী।"

সেনাপতি ভৃত্যকে ডাকিতে যাইতেছিলেন,—কিন্তু তাহা না করিয়া উঠিলেন;—বলিলেন, "চলুন,—আমিই সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতেছি।"

তাঁহারা পাঁচজনে আবার সেই জনশূন্য সহরে প্রবেশ করিলেন। চারিদিক রৌদ্রে ঝা ঝাঁ করিতেছে,—কোন দিকে কোন শব্দ নাই;—দূরে শিবিরে সৈন্যগণের কোলাহলও নীরব হইয়া গিয়াছে;—তাহারা পরস্পরে মৃদুস্বরে কথা কহিতেছে;—গলা উচ্চে তুলিয়া কথা কহিবার তাহাদের আর সাহস নাই। যাহারা অবাধে যুদ্ধে প্রাণ দেয়, সেই সকল বীরহৃদয় যোদ্ধাগণই ভূতের নামে শিহরিয়া উঠে,—ভূতের ভয়ে একেবারে শশঙ্কিত হইয়া পড়ে;—মানুষে ভূতের ভয় এত করে কেন?

যাইতে যাইতে মহম্মদ তোকী বলিলেন, "আমি নিজে সহরের প্রত্যেক বাড়ী, প্রত্যেক স্থান, তন্নতন্ন করিয়া দেখিয়াছি,—কিন্তু কোথায়ও জনমানবের চিহ্ন দেখিতে পাই নাই;—অথচ যাহা ঘটিয়াছে, তাহা সমস্তই আপনাদের বলিলাম।"

সেনাধ্যক্ষগণ বলিলেন, "আশ্চর্য্যের বিষয় সন্দেহ নাই!"

তাঁহারা মরিয়ম বিবির প্রাসাদে উপস্থিত হইলেন। ভগ্নদ্বার উন্মুক্ত পড়িয়া আছে;—সেই ভয়াবহ স্থানে প্রবেশ করিতে মহাবীর মহম্মদ তোকীর হৃদয়ও সবলে স্পন্দিত হইয়া উঠিল। তিনি হৃদয়ে সাহস বাঁধিয়া উদ্যানে আসিলেন;—সঙ্গে সঙ্গে সেনাধ্যক্ষগণও চলিলেন।

এবার কোন শব্দ নাই,—চারিদিক ঘোর নিস্তব্ধ! একজন বলিলেন, "কই,—কিছুইতো দেখিতেছি না।

মহম্মদ তোকী কেবল মাত্র বলিলেন, "আশ্চর্য্য!

কিয়ংক্ষণ তাঁহারা পাঁচজনে তথায় দণ্ডায়মান রহিলেন;—সকলই নীরব•নিস্তব্ধ! তখন একজন সেনাধ্যক্ষ বলিলেন, "আসুন,—ভিতরে কি আছে দেখা যাক্।"

সকলে নীরবে ভিতরে প্রবিষ্ট হইলেন। জনশূন্য অট্টালিকা সকলই নীরব!—পাঁচজনে উপরের গৃহে আসিলেন,—তাহাও জনশূন্য—নীরব। একজন সেনাধ্যক্ষ বলিলেন, "এই ঘরের অবস্থা দেখিলে মনে হয়, এখানে কোন লোক বাস করে!"

সেনাপতি বলিলেন, "আমারও তাহাই মনে হইয়াছে,—কিন্তু সহরে যে জনমানব আছে,—তাহা মনে হয় না।"

"মৌলভী কি বলেন?"

"তিনিও বলেন বৃদ্ধ ওমরাও, তাঁহার ভৃত্য ও দাসী ভিন্ন এ সহরে আর জনমানব নাই!"

"আশ্চর্য্যের বিষয় সন্দেহ নাই!

তাঁহারা বহুক্ষণ গৃহমধ্যে অপেক্ষা করিলেন,—কিন্তু কোন শব্দ শুনিতে পাইলেন না;—তখন একজন বলিলেন, "আপনার ভুল হয় নাই তো।"

মহম্মদ তোকী বলিলেন, "আমি একা হইলে মনে করিতাম আমার ভুল হইয়াছে।—আমার সঙ্গে প্রায় একশ লোক ছিল, তাহাদের ভুল হইবার সম্ভবনা কি?"

তাঁহারা বলিলেন, "সে কথাও ঠিক!"

তাঁহারা কিছুই দেখিতে না পাইয়া ফিরিলেন;—পথে আসিতে আসিতে সেনাপতি বলিলেন, "এখন কি করিতে আপনারা পরামর্শ দেন।"

"সৈনিকগণ এবং অন্য সকল লোক আর এক রাত্রিও এখানে থাকিতে চাহিতেছে না।

"উপায় নাই! বাদসাহের হুকুম না পাইলে, আমরা একপাও এখান হইতে নড়িতে পারি না।"

"বিশেষতঃ সাহাজাদাই সত্য সত্য এখানে লুকাইয়া আছেন কিনা, তাহা আমরা এখনও জানিতে পারি নাই।"

"যতদূর সন্ধান করিয়াছি, তাহাতে এখানে যে জনমানব কেহ আছে, তাহা বলিয়া বোধ হয় না!"

"তবুও নিশ্চিত কিছু জানা যায় নাই। বাদসাহ হয়তো এ সকল কথা হাসিয়া উড়াইয়া দিবেন!"

"নিশ্চয়ই!"

তাঁহারা সিংহদ্বারে আসিয়া বিস্মিত হইয়া দাঁড়াইলেন।—দেখিলেন,—সৈন্যগণ তাম্বু তুলিতে আরম্ভ করিয়াছে,—মালপত্র গোযানে বোঝাই দিতেছে,—ঘোড়ায় জিন লাগাইতেছে,—চারিদিকে একটা হুলুস্থুল পড়িয়া গিয়াছে! এক শিবির ভাঙ্গিয়া অন্যত্র যাইবার সময় যে বিষম গোলযোগ উপস্থিত হয়,—ঠিক সেই ব্যাপার ঘটিতেছে।

সেনাধ্যক্ষগণ ও সেনাপতি,—সকলেই অতি বিস্মিত হইয়া অবাক

হইয়া এই ব্যাপার দেখিতে লাগিলেন। মহম্মদ তোকীর মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল;—তিনি বলিলেন "ইহারা বিনা হুকুমে পালাইতেছে!"

সেনাধ্যক্ষকগণ সমস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "অসম্ভব!"

এই সময়ে একজন মোগল অশ্বারোহী তাঁহাদের নিকট আসিয়া অভিবাদন করিল। সে যে তাহার অশ্ব প্রবল বেগে ছুটাইয়া আসিয়াছে, তাহা তাহার লাল মুখ দেখিলেই সহজে বুঝিতে পারা যায়! সে বুকের ভিতর হইতে এক পত্র বাহির করিয়া সেনাপতির হস্তে দিল;—পত্র বাদসাহের।

মহম্মদ তোকী তৎক্ষণাৎ পত্র খুলিলেন,—পত্রে লিখিত;—

"দশ হাজারী মনসবদার মহম্মদ তোকী সাহেব,—বাদসাহের সেলাম জানিবে। সাহাজাদা পরবেস পরাজিত হইয়াছেন,—মহাবত খাঁ ও ভীম সিংহ আগ্রা আক্রমণে আসিতেছে। তুমি এই পত্র পাইবামাত্র এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব না করিয়া, তৎক্ষণাৎ রাজপুতানায় রওনা হইবে। আমি স্বয়ং ফতেপুরে সন্ধ্যার পূর্ব্বে নিশ্চয়ই উপস্থিত হইব।"

অশ্বারোহীর উপর হুকুম ছিল, সে উপস্থিত হইবামাত্র শিবির ভাঙ্গা সংবাদ প্রচার করিয়া দিবে;—সে তাহাই করিয়াছে;—সৈন্যগণ মহা উৎসাহে শিবির ভাঙ্গিতে আরম্ভ করিয়াছে;—মনে মনে আল্লাকে ধন্যবাদ দিতেছে। এই ভূতের সহরে রাত্রে থাকিলে, তাহারা নিশ্চয়ই মারা যাইত!

সেনাধ্যক্ষগণ আর কোন কথা না কহিয়া, উর্দ্ধশ্বাসে নিজ নিজ শিবিরে ছুটিলেন। মহম্মদ তোকীর আহার হইল না,—তিনি তৎক্ষণাৎ অশ্বে আরোহণ করিলেন। গুরুতর রাজকার্য্য,—এক মুহূর্ত্তও বিলম্বের সময় নাই! এক মুহূর্ত্তে ভারতের অদৃষ্টাকাশে ঘোর পরিবর্ত্তন সাধিত হইতে পারে;—এমন কি মোগলরাজ্য ধ্বংসীভূত

হইয়া, হিন্দুরাজ্য সংস্থাপিত হইতেও পারে! সাহাজাদা খুরম কোথায়?

কাহারও আর কোন কথা ভাবিবার সময় হইল না;—অর্দ্ধ ঘটিকা অতীত হইতে না হইতে, জনশূন্য ফতেপুর আবার জনশূন্য হইয়া গেল!

তৃতীয় খণ্ড সম্পূর্ণ।

চতুর্থ খণ্ড।

মোগল শিবির।

চতুর্থ খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

যুদ্ধের পূর্ব্বাহ্নে।

প্রায় সহস্র বৎসর ধরিয়া দিল্লির সিংহাসন লইয়া যত যুদ্ধ-বিগ্রহ,—যত হত্যাকাণ্ড,—যত রহস্য সংঘটিত হইয়াছে,—তাহা বোধ হয় পৃথিবীর আর কুত্রাপি হয় নাই! ষড়যন্ত্রের উপর ষড়যন্ত্র,—প্রকাশ্য ও গুপ্ত রক্তপাতে,—চারিদিক প্লাবিত হইয়া গিয়াছিল! দূর পল্লীগ্রামে হতভাগ্য প্রজাগণ লক্ষ লক্ষ মহামারি ও দুর্ভিক্ষে প্রাণ হারাইত;—যাহারা কোন গতিকে বাঁচিয়া থাকিত, তাহারা দস্যুর অত্যাচারে সর্ব্বস্বান্ত হইত! তাহার উপর সৈনিকগণের লুটপাট অত্যাচার এ দেশের অঙ্গের ভূষণ হইয়া পড়িয়াছিল;—কাহারই ধন-মান-প্রাণ একদিনের জন্যও নিরাপদ ছিল না!

মোগল রাজত্বকালে দিল্লি ও আগ্রা সুন্দর সুন্দর সৌধমালায় সুশোভিত হইয়াছিল;—মণি মাণিক্য জহরতে প্লাবিত হইয়াছিল;—আতর, গোলাপ, ফুল ও সুরায় অহরহ ওতোপ্রোত হইত;—কিন্তু

সতীর সতীত্বনাশ,—ভীষণ ষড়যন্ত্র প্রভৃতি বিভীষিকায় পূর্ণ ছিল। দিল্লির প্রাসাদ প্রাচীরে মোগল সম্রাট লিখিয়া গিয়াছেন, "যদি কোথায়ও স্বর্গ থাকে,—তবে সে এই স্বর্গ;—এই স্বর্গ,—এই স্বর্গ!"

মোগল দরবার প্রকৃতই স্বর্গের সমস্ত শোভায় পূর্ণ ছিল;—তবে তথায় কতদূর স্বর্গের সুখ ছিল, তাহা বলা যায় না। যেখানে প্রতি মূহুর্ত্তেই গুপ্তহত্যার সম্ভাবনা,—যেখানে সকলে দিনরাত্রি নিজ নিজ প্রাণ লইয়া শশব্যস্ত,—তথায় সুখের সম্ভাবনা কোথায়?

জাহাঙ্গির আমোদ-সাগরে অঙ্গ ভাসাইয়া,—তিনি ভারত-সাম্রাজ্য নুরজিহানের পদে উপঢৌকন দিয়া,—রাজকার্য্যের কিছুই দেখিতেন না। ইহাতে তাঁহার মোগল দরবারের অনেক মনসবদার বিশেষ সন্তুষ্ট ছিলেন না;—তবে প্রকাশ্যভাবে কেহ অসন্তোষ প্রকাশ করিতে সাহস করিতেন না! কিন্তু আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, সহসা দুইজন অতি প্রবল পরাক্রান্ত মনসবদার প্রকাশ্যভাবে বিদ্রোহ-পতাকা উড্ডীয়মান করিলেন! তাঁহারা সম্রাটের জীবিতকালেই তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া, তাঁহার মধ্যম পুত্র,—রাজপুত বেগমের পুত্র,—সাহাজাদা খুরমকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। ভীম সিংহকে দরবার হইতে দূর করিবার জন্য সম্প্রতি নুরজিহান তাঁহাকে গুজরাটের সুবাদার নিযুক্ত করিয়া, অনতি-বিলম্বে তথায় উপস্থিত হইতে অনুজ্ঞা করিলেন; কিন্তু সাহাজাদা খুরমের প্রাণের বন্ধু মেবারের রাজভ্রাতা ভীম সিংহ গুজরাট যাত্রা করিলেন না। তিনি সসৈন্যে আগ্রা পরিত্যাগ করিয়া, প্রকাশ্য-ভাবে বিদ্রোহানল জ্বালিলেন। জাহাঙ্গিরের প্রধান সেনাপতি তাঁহার অসংখ্য দুর্দ্দমনীয় রাজপুত যোদ্ধা লইয়া, ভীম সিংহের সহিত যোগদান করিলেন; নুরজিহান সাহাজাদা খুরমকে একরূপ

বন্দী দশায় রাখিয়াছিলেন;—একদিন রাত্রে খুরম রাজপ্রাসাদ হইতে নিরুদ্দেশ হইলেন;—সেই পর্য্যন্ত তিনি নিরুদ্দেশ! তিনি কোথায় আছেন, তাহা কেহ জানে না;—তবে তিনি যে ভীম সিংহ ও মহাবত খাঁর শিবিরে নাই,—সে বিষয়ে কাহারও কোন সন্দেহ ছিল না!

আমোদপ্রিয় অপদার্থ পরবেস যুদ্ধের নামে শিহরিয়া উঠিতেন! কিন্তু তিনিই সম্রাট হইবেন;—তাঁহারই সিংহাসন রক্ষা করা কর্ত্তব্য;—সুতরাং নুরজিহান একরূপ বলে তাঁহাকে তাঁহার সঙ্গিনী-গণের উন্মুক্ত ক্রোড় হইতে ছিন্ন করিয়া যুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বে পরবেস যুদ্ধে চলিলেন; তবে তিনি তাঁহার বিলাসিনীগণ এবং সুরাপাত্র পরিত্যাগ করিয়া গেলেন না;—যুদ্ধক্ষেত্রেও তাহারা তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিল। ভিতরে ভিতরে তাঁহার নিয়তিচক্র কিরূপ ধীরে ধীরে ঘুরিতেছে,—তাহা হতভাগ্য কিছুই বুঝিতে পারিল না!

নুরজিহান পরবেসের বিদ্যা-বুদ্ধি, শৌর্য্যবীর্য্য সকলেই জানিতেন; তাহাই তিনি অতি বিশ্বস্ত মহা পরাক্রান্ত মোগল মনসবদারদিগকে তাঁহার সঙ্গে দিলেন। ভিতরে ভিতরে কি ভয়াবহ ষড়যন্ত্র চলি-তেছে,—তাহা তাঁহারাও কেহ জানিতে পারিলেন না। প্রায় পাঁচ সহস্র সৈন্য লইয়া, পরবেস রাজপুতনার প্রান্তভাগে ভীম সিংহ ও মহাবত খাঁর শিবিরের নিকট আসিয়া, শিবির সংস্থাপন করিলেন। মোগল দরবারের শ্রেষ্ঠ সৈনিকগণ ও বাছা বাছা সেনাধ্যক্ষগণ তাঁহার চারিদিকে স্ব স্ব শিবির সংস্থাপন করিয়া তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া রহিলেন।

সম্রাট আম্বাররাজ ও মাড়োয়াররাজ উভয়কেই পরবেসের সাহায্যে প্রেরণ করিলেন বটে,—কিন্তু তাঁহারা মোগলসেনার সহিত যোগদান না করিয়া, দূরে শিবির সন্নিবেশ করিলেন। বোধ হয় তাহারা কোন পক্ষেই যোগদান না করিয়া, মোগলের ভাগ্যলক্ষ্মী

পরীক্ষা করিবার জন্য কেবল কিঞ্চিৎ দূরে নির্লিপ্তভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন!

সাহাজাদার শিবির জাঁকজমকে অদ্বিতীয় অতুলনীয়! কতই হাতী,—কতই ঘোড়া,—কতই উঠ,—কতই লোকজন,—তাহার সংখ্যা হয় না! সারি সারি কাশ্মীরসাল নির্ম্মিত তাম্বু,—রজত ও স্বর্ণের উপর মণি, মাণিক ও মুক্তার ঝালরে সুশোভিত; বহুমূল্য কিংথাপে মণ্ডিত;—মোগল সম্রাটগণ যুদ্ধক্ষেত্রেও দিল্লির স্বর্গ সঙ্গে লইয়া যাইতে ক্রটী করিতেন না! শত শত সুন্দরী যুবতী,—বাঙ্গালা হইতে তুরস্ক পর্য্যন্ত সর্ব্বদেশের শ্রেষ্ঠা বিলাসিনী ললনাকুল, যুদ্ধক্ষেত্রেও তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকিত। কাল প্রাতে কিম্বা আজ রাত্রে ভয়াবহ যুদ্ধ হইবে;—তবুও সাহাজাদার শিবিরে নৃত্য, গীত, ঠুংরি, টপ্পা চলিতেছে;—সুরার ফুয়ারা ছুটিতেছে!

অপর শিবিরে ইহার কিছুই নাই। রাজপুতগণের অধিকাংশই পর্ব্বতপার্শ্বে, বৃক্ষনিম্নে আশ্রয় লইয়া বাস করিতেছে। যে যাহার অশ্ব নিজের পার্শ্বে বাঁধিয়া রাখিয়াছে। সেখানে কালিয়া, কোর্ম্মা, পোলাও, ফুল, আতর, গোলাপ, মদ, মেয়েমানুষ নাই;—চানা বা অর্দ্ধদগ্ধ রূটী তাহাদের একমাত্র সম্বল!

মহাবত খাঁর শিবিরে অপেক্ষাকৃত কিঞ্চিৎ জাঁকজমক আছে। তিনিও রাজপুত,—মুসলমান হইয়াছেন এই মাত্র! তিনি হৃদয়ের সহিত মোগলের বিলাসিতা ঘৃণা করিতেন। তিনি বীর,—বীরত্ব লইয়াই তাঁহার জীবন;—আমোদ প্রমোদের সময় তাঁহার ছিল না।

দূরে মাড়োয়ার ও আম্বার শিবির। তথায় রাজপুত যোদ্ধাগণ কি করিবে না করিবে, কিছুই স্থির না থাকায়, সকলেই নিতান্ত সন্দেহ দোলায় দোলায়মান হইতেছিল! মাড়োয়াররাজ গজ সিংহ মোগল

সম্রাটের দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ ছিলেন;—মহাবত খাঁর নিম্নেই তাঁহা অপেক্ষা যোদ্ধা আর কেহ মোগল সেনানী মধ্যে ছিল না। এক্ষণে মোগল দরবারে তাঁহার প্রতিপত্তিই সর্ব্ব প্রধান। আম্বারের মান সিংহের মৃত্যুর পর, তিনিই তাঁহার স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন;—কিন্তু এ যুদ্ধে গজ সিংহ কি করিবেন, তাহা কেহই জানে না! মোগলগণও অতিশয় সন্দিহান অবস্থায় রহিয়াছে! মহাবত খাঁ ও ভীম সিংহের দশ হাজার সৈন্যের অধিক ছিল না; মোগলসৈন্য পঞ্চাশ হাজারের অধিক আসিয়াছে। ইহার সহিত গজ সিংহের সেনা ও আম্বারের রাজপুতগণ যোগদান করিলে, সাহাজাদা খুরমের কোনই আশা নাই! ভীম সিংহ ও মহাবত খাঁর যুদ্ধে জয়ের আশা বিন্দুমাত্র কিছু ছিল না;—তবুও দুর্দ্দমনীয় ভীম সিংহ ইহাতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হয়েন নাই! তাঁহার রাজপুতগণ সকলেই তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে প্রাণ দিতে প্রস্তুত হইয়াছে!

রাত্রি হইয়াছে;—মহারাজা গজ সিংহ শিবিরে বসিয়া অতি গভীর চিন্তায় নিমগ্ন রহিয়াছেন! চিন্তিত হইবারই কথা! মোগল সিংহাসন টলটলায়মান হইয়াছে! সম্মুখে মহা যুদ্ধ;—এই যুদ্ধের ফলে কি ঘটিবে, তাহা কেহই বলিতে পারে না;—হয়তো মোগল সাম্রাজ্য ধ্বংসীভূত হইবে;—হয়তো সাহাজাদা খুরম বাদসাহ হইবেন;—আবার হয়তো তিনি জীবিত নাই,—উদয়পুরের কর্ণ সিংহই ভারতেশ্বর পদে বরিত হইবেন! কি হইবে,—কেহই তাহা বলিতে পারে না!

এই সময়ে একজন যোদ্ধা আসিয়া অভিবাদন করিয়া বলিল, "মহারাজ,—মেবার রাজকুমার শিবিরদ্বারে।"

মেবার রাজকুমার শিবিরদ্বারে,—সে কি! গজ সিংহ অনুচরের বাক্য ভাল বুঝিতে পারিলেন না;—বিস্মিতভাবে তাহার মুখের

দিকে চাহিলেন! যোদ্ধা আবার বলিল, "মেবারের ভীম সিংহ সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন।"

গজ সিংহ ইহা কখনও প্রত্যাশা করেন নাই! যতই হউক, মেবার রাজবংশ রাজপুতানার শীর্ষস্থানীয়;—সকলের মাননীয়। এমন কোন রাজপুত নাই যে, মেবার রাজবংশের সম্মাননা করিতে ক্রটী করেন! গজ সিংহ সত্বর উঠিয়া দাঁড়াইলেন;—ব্যগ্রভাবে বলিলেন, "শীঘ্র যাও,—এখনি তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া এইখানে লইয়া আইস!"

কিয়ৎক্ষণ পরে ভীম সিংহ তথায় উপস্থিত হইলেন। গজ সিংহ বয়স্থ, প্রবীণ;—ভীম সিংহ উদ্ধত যুবক মাত্র। তিনি শিবির মধ্যে আসিয়া, স্তম্ভিতভাবে দাঁড়াইলেন;—কি করিবেন,—কি বলিবেন, কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না!

গজ সিংহ সাদরে তাঁহার হাত ধরিয়া, আপনার পার্শ্বে বসাইলেন; বলিলেন, "মেবার রাজকুমার,—অধীনের এখানে কি উদ্দেশ্যে আসিয়াছেন? যদি আমার সাধ্যায়ত্ত হয়, আপনার অনুরোধ শিরোধার্য্য করিব।"

ভীম সিংহ বলিলেন, "মহারাজ,—আপনি এই যুদ্ধে কি করিবেন স্থির করিয়াছেন, তাহাই আমি আপনার মনোভাব জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছি।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

রাজপুতে রাজপুতে।

গজ সিংহ একটু নীরব থাকিয়া বলিলেন, "বাদসাহের সহায়তা করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ আছি; সুতরাং রাজকুমার,—রাজপুতের কথা কখনও মিথ্যা হয় না।"

ভীম সিংহ অতি সুদৃঢ় স্বরে বলিলেন, "তাহা হইলে, আপনি এ যুদ্ধে মোগলের সহিত যোগ দিবেন?"

গজ সিংহ বলিলেন, "রাজকুমার, মোগলের সহিত এখনও যোগ দিই নাই, তাহা বোধ হয় দেখিতেছেন!"

"যদি যোগ দেওয়াই স্থির করিয়া থাকেন, তবে যোগ দিয়া দাসত্বের পরাকাষ্ঠা দেখাইতেছেন না কেন?"

কিন্তু গজ সিংহ ভীম সিংহের শেষ কথায় কাণ না দিয়া, ধীরে ধীরে বলিলেন, "একটা কারণ আছে। যদি এ যুদ্ধ বাদসাহের কোন শত্রুর সহিত হইত, তাহা হইলে এতক্ষণ কখনই নিশ্চিন্ত বসিয়া থাকিতাম না। যতদূর দেখিতেছি, তাহাতে ইহাই বুঝিয়াছি,—এ যুদ্ধ বাদসাহের দুই পুত্রে হইতেছে; সুতরাং এ অবস্থায় যোগদান করা উচিত কি না, তাহা এখনও স্থির করিতে পারি নাই;—তাহাই দূরে রহিয়াছি।"

ভীম সিংহ উষ্ণরক্ত যুবক,—তিনি ক্রোধে বলিলেন, "তবে এত দূর কোমর বাঁধিয়া আসিয়াছেন কেন?"

"বাদসাহের আদেশ।"

"না,—নুরজিহানের হুকুম?"

"দুইই এক কথা।"

"আর আপনি এই অপদার্থ স্ত্রীলোকের গোলামি করিতেছেন,—

ইহা প্রকাশ্যভাবে বলিতে লজ্জিত হইতেছেন না? আপনি কি রাজপুত কলঙ্ক নহেন।”

গজ সিংহের মুখ মেঘাবৃত হইল;—তিনি কিয়ৎক্ষণ কোন কথা কহিলেন না,—তৎপরে বলিলেন, “আপনি কি করিতে বলেন?”

ভীম সিংহ সতেজে বলিলেন, “হয় মোগলের গোলামি করিয়া মোগলের হইয়া যুদ্ধ করুন,—নতুবা————”

“কি বলুন?”

“নতুবা এখান হইতে বিদায় হউন!”

“যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করা কি রাজপুত ধর্ম্ম, রাজকুমার?”

“তবে যুদ্ধ করুন।”

“তাহাই হইবে!”

ক্রোধে ভীম সিংহের শিরায় শিরায় বিদ্যুত ছুটিতেছিল,—তিনি তন্মুহূর্ত্তেই দ্রুতপদে সে স্থান ত্যাগ করিলেন। যদি ভীম সিংহ ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে পারিতেন,—যদি তিনি প্রকৃত রাজনৈতিক হইতেন,—যদি তিনি গজ সিংহের সহয়তা বিনয় সহকারে প্রার্থনা করিতেন,—তাহা হইলে হয়তো মোগল ইতিহাস অন্যভাবে লিখিত হইত। মহা তেজবান অহঙ্কারী গজ সিংহ ভীম সিংহের কথায় নিজেকে অপমানিত বোধ করিয়া সেই রাত্রেই শিবির ভাঙ্গিয়া মোগল সৈন্যের সহিত যোগদান করিলেন।

অতি প্রত্যুষে যুদ্ধ বাধিল। মোগলগণ বাইরাম খাঁর অধীনে ও রাজপুতগণ গজ সিংহের অধীনে রাত্রি থাকিতে থাকিতে রাজপুত শিবির আক্রমণ করিল। ভীম সিংহ নিজ শিবিরে প্রত্যাগত হইয়া মহাবত খাঁকে সকল কথা বলিলে, তিনি তৎক্ষণাৎ যুদ্ধ সজ্জার আজ্ঞা প্রচার করিলেন। এই জন্য মোগলগণ কিয়দ্দূর অগ্রবর্ত্তী হইতে না হইতে, রাজপুতগণ তাহাদিগকে আক্রমণ করিল;—মহাযুদ্ধ

বাধিল। উভয় পক্ষে প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে লাগিল,--যুদ্ধক্ষেত্র রক্তে প্লাবিত হইয়া গেল! আহত নিহত সৈনিকগণের আর্ত্তনাদে,—যোদ্ধাগণের চীৎকারে,—অশ্বের ঘোর হ্রেস্বারবে, হস্তীর ভয়াবহ গর্জ্জনে,—উষ্ট্রের বিকট চীৎকারে,—চারিদিক পূর্ণ হইয়া গেল;—কিন্তু দূরে সাহাজাদার শিবিরে এখনও রাত্রি ভোর হয় নাই! এখনও ঠুংরি টপ্পা গজেল ছুটিতেছে;—এখনও যুবতীগণ ঢুলু ঢুলু নয়নে অর্দ্ধ উলঙ্গ দেহে, রুণু রুণু ধ্বনিতে নৃত্য করিতেছে! এতই উন্মত্ত—এতই আমোদে নিমগ্ন যে, তাহাদের কর্ণে যুদ্ধের ভয়াবহ কোলাহল প্রবেশ করিতে পারে নাই!

সাহাজাদা সুরায় উন্মত্ত! তিনি শয়ন করিয়াছেন,—তাঁহার চক্ষু উন্মীলিত করিবার আর ক্ষমতা নাই;—উঠিবার সামর্থ্য নাই! সহসা এই সময়ে নৃত্য গীত বন্ধ হইল,—বিলাসিনীগণ ভীতভাবে ব্যাকুল রক্তশূন্য বদনে পরস্পরের মুখের দিকে চাহিতে লাগিল! তাহার পর তাহারা শয্যাশায়ী সাহাজাদার দিকে চাহিল,—তিনি নিস্পন্দ নিশ্চল;—বোধ হয় ঘোর নিদ্রায় নিমগ্ন হইয়াছেন।

যুদ্ধের শব্দ ভয়াবহ হইতে ভয়াবহ হইয়া নিকট হইতে নিকটতর হইয়া আসিল। চারিদিকে যে ব্যাপার সংঘটিত হইতেছে,—তাহার বর্ণনা হয় না! মানুষ যে বন্য পশু হইতেও সহস্রগুণ হিংস্রক হইয়া পরস্পর পরস্পরকে হত্যা করিতে পারে, ইহা দেখিবার ইচ্ছা হইলে যুদ্ধক্ষেত্রই তাহার উপযুক্ত স্থান।

তখন নর্ত্তকীগণ,—বিলাসিনীগণ,—বাঁদীগণ,—একে একে পা টিপিয়া টিপিয়া সাহাজাদার ত্রীদিব শোভায় সুশোভিত কাশ্মীরি শাল নির্ম্মিত পটমণ্ডব হইতে পলাইল! সকলেই পালাইল,—কেবল একজন নড়িল না;—এ একজন সামান্যা বাঁদী!

মোগল শিবিরে প্রায় এ দৃশ্য সর্ব্বদাই ঘটিত। রমণীগণের মধ্যে যে

পালাইতে পারিত,—সে পলাইত ;-যে পলাইতে পারিত না,—সে শত্রু হস্তে পতিতা হইয়া তাহাদের বিলাসিনী, বাঁদী, রঙ্গিণীরূপে পরিগণিতা হইয়া যাইত ;—কিন্তু আজ কাহার জয় হইবে, তাহা তাহারা জানে না! স্বাধীনতা থাকিলে, তাহাদের মধ্যে কেহই এরূপ ভয়াবহ স্থানে ইচ্ছা করিয়া আসিত না।

সকলে পলাইল,—একজন পালাইল না। সে দন্তে দন্ত পেষিত করিয়া আরক্তিম নয়নে শয্যাশায়িত সাহাজাদাকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখিতেছিল! তাহার দুই চক্ষু হইতে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতেছিল! সে যুবতী,—সুরূপা,—সুন্দরী,—সাধারণ বাঁদী বলিয়া তাহাকে বোধ হয় না।

কিয়ৎক্ষণ পরবেসের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া; বাঁদী সহসা বস্ত্রমধ্য হইতে ক্ষীপ্রহস্তে কি বাহির করিয়া পরবেসের স্বর্ণ নির্ম্মিত সুরাপাত্রে মিশাইয়া দিল ;—তৎপরে সর্পের ন্যায় গর্জ্জিয়া বলিল, "এতদিনে—এতদিনে—এতদিনে—ভগবান দিন দিয়াছেন ;—এতদিনে নুরজিহানের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল ;—আমারও—আমারও—এই হৃদয়ের আগুণ নিবিল!"

সে একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিল ;—কিয়ৎক্ষণ কোন পাতিয়া শুনিল ;—তাহার পর ক্ষিপ্তাসিংহিনীর ন্যায় লম্ফ দিয়া গিয়া সাহাজাদার সুমসৃণ সুদীর্ঘ বাবরী চুল সবলে ধরিয়া তাঁহাকে টানিয়া তুলিল ;—সাহাজাদা যন্ত্রণায় বলিয়া উঠিলেন, "কি বিবি,—একি কায়দা! লাগে যে যাদু! এক পেয়লা—এক পেয়েলা—মুনে ভরে দে————"

মুদিত চক্ষু পরবেসের মুখে বাঁদী পেয়লা ধরিল ;—তিনি তাহা গলাধঃকরণ করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "বাপ্—আগুণ!"

তাহার পরমুহূর্ত্তেই তাঁহার মুখ ভয়াবহ বিকৃত হইয়া গেল ;—

াহার চক্ষু কপালে উঠিল ;–তিনি নিস্পন্দ নিশ্চল দৃষ্টিতে তাঁহার সম্মুখস্থ উন্মাদিনীর দিকে চাহিয়া রহিলেন!

তখন বাঁদী বলিল, "চিনিতে পারিতেছ না? তা কেমন করিয়া পারিবে? তুমি আমার স্বামীকে হত্যা করিয়া, আমায় কাড়িয়া আনিয়াছিলে! আমার সর্ব্বনাশ সাধন করিয়া, আমায় কুকুরের ন্যায় পদাঘাতে দূর করিয়াছিলে,—মনে পড়ে?"

ভয়াবহ কালকুট বিষ পরবেশের দেহ ক্রমে পাষাণে পরিণত করিতেছিল ;---তিনি কথা কহিবার চেষ্টা পাইলেন,—কিন্তু তাঁহার জিহ্বা আড়ষ্ট হইয়া গিয়াছে,—তিনি বাক্য নিঃসৃত করিতে চেষ্টা পাইলেন, কিন্তু তাঁহার মুখ ফেনে পরিণত হইল ;—তিনি সেইরূপ নিশ্চল নিস্পন্দ দৃষ্টিতে এই ভয়ঙ্করী স্ত্রীমূর্ত্তির দিকে চাহিয়া রহিলেন!

রমণী বলিল, "হাঁ,—এখন আমায় চিনিতে পারিবে কেন? তুমি—তুমি যে সাহাজাদা, আর আমি যে গরিবের মেয়ে,—গরিবের স্ত্রী! কিন্তু আমি তোমায় ভুলি নাই! কোন পতিব্রতা সাধ্বী সতী স্বামীহন্তাকে ভুলিতে পারে না! সে তাহার সর্ব্বস্ব লুণ্ঠনকারী দুরাত্মাকে ভুলিতে পারে না!. আমি তোমায় ভুলি নাই!"

সাহাজাদা পরবেস অসাড়—নিস্পন্দ! বাঁদী বলিল, "স্বামী-হন্তার সমুচিত দণ্ড দিব বলিয়াই তোমাদের পাপপুরীতে দাসী পর্য্যন্ত হইয়াছিলাম,—আজ এই এক বৎসর সুবিধা খুঁজিতেছিলাম ;—এত দিনে ভগবান দিন দিয়াছেন! দুরাত্মা, তুমি বাদসাহ হইলে আরও কতজনের সর্ব্বনাশ করিতে,—তাই বিষ দিয়াছি,—হলাহল বিষ দিয়াছি! এতদিনে আমার হৃদয়ের আগুণ নিবিল,—যা,—যমালয়ে তোর দণ্ড হইবে।"

বাঁদী দ্রুতপদে পটমণ্ডব হইতে বাহির হইয়া যাইতে উদ্যত

হইয়া ফিরিল ;—সে বলিল, "নুরজিহানের হাতে,—ষড়যন্ত্রে মরিতে,— তাহাপেক্ষা তোর এ মৃত্যু ভালই হইল!"

এই সময়ে নিকটে একটা কোলাহল উঠিল। বাঁদী আর তিলার্দ্ধ তথায় বিলম্ব না করিয়া পলাইল;—মুহূর্ত্ত মধ্যে সে গোলযোগের মধ্যে অন্তর্হিতা হইল!

বাহিরে ভয়াবহ যুদ্ধ চলিতেছে;—যাহাকে লইয়া যুদ্ধ, সেই হতভাগ্যের কি অবস্থা ঘটিয়াছে, তাহা যোদ্ধাগণ কেহই জানে না;—পরবেস কি খুরম সম্রাট হইবেন,—তাহাই লইয়া হিন্দু মুসলমানে,—হিন্দুতে হিন্দুতে,—রক্তারক্তি হইতেছে!

এ পর্য্যন্ত উভয় পক্ষের কোন পক্ষই অপর পক্ষকে পশ্চাৎপদ করিতে পারেন নাই! বেলা দুই প্রহর উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে, তবুও উভয় পক্ষে মহা সমর চলিতেছে। মহারাজা গজ সিংহ বাইরাম খাঁর নিকট আসিয়া অতি ব্যগ্রস্বরে বলিলেন, "সাহাজাদাকে শীঘ্র হস্তী পৃষ্ঠে উঠাও,—নতুবা জয়ের আশা নাই! তাঁহাকে না দেখিতে পাইয়া আমার রাজপুতগণ ভগ্নোৎসাহ হইতেছে।"

মোগল সেনাপতি বলিলেন, "মহারাজ,—ঠিক বলিয়াছেন,— আমার মোগলগণও ইতস্ততঃ করিতেছে।"

"শীঘ্র সাহাজাদাকে হস্তী পৃষ্ঠে উঠিতে বলুন,—তাঁহাকে না দেখিতে পাইলে, সৈন্যগণ পরাজিত হইবে;—আমাদের স্বসৈন্যে ধ্বংশ হইতে হইবে!"

"আমি স্বয়ং এখনই তাঁহার নিকট যাইতেছি!"

এই বলিয়া বাইরাম খাঁ সাহাজাদার শিবিরের দিকে ছুটিলেন। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময়ের যুদ্ধ এখনকার মত যুদ্ধের ন্যায় ছিল না। বাদসাহ, নবাব বা সেনাপতি,—যিনি সৈন্যের মাথা থাকিতেন,—তাঁহাকে দেখিতে না পাইলে, সৈন্যগণ

যুদ্ধে ভঙ্গ দিত। তিনি যদি হত বা পলাতক হইতেন, তাহা হইলেই সৈন্যগণ রণে ভঙ্গ দিয়া চারিদিকে ছোড়ভঙ্গ হইয়া পড়িত,—আর যুদ্ধ জয়ের কোনই আশা থাকিত না। এইরূপে ভারত ইতিহাসে কত পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে, তাহা কেহই বলিতে পারে না।

সাহাজাদা পরবেস যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত না হইলে আর যুদ্ধ জয়ের কোন সম্ভাবনা নাই! ভীম সিংহ ও মহাবত খাঁ মহা পরাক্রমে যুদ্ধ করিতেছেন! বাদসাহের সৈন্য বহুসংখ্যক হইলেও, তাহা অল্প সংখ্যক রাজপুতের সম্মুখে তিষ্ঠিতে পারিতেছে না! বাইরাম খাঁ তাহাই অতি ব্যগ্রভাবে সাহাজাদাকে যুদ্ধস্থলে আনিবার জন্ম ছুটিলেন।

তিনি শিবির দ্বারে আসিয়া অশ্ব হইতে লম্ফ দিয়া ভূমে অবতীর্ণ হইলেন। শিবিরের ভাব দেখিয়া একটু বিস্মিত হইলেন! তাঁহার বোধ হইল, সকলেই যেন শিবির ত্যাগ করিয়া পলাইয়াছে! এ সময়ে আর কায়দা কারণ দেখিতে গেলে চলে না;—তিনি বিনানুমতিতেই সাহাজাদার শিবিরে প্রবেশ করিলেন;—তাহার পর একেবারে ভয়াবহরূপ স্তম্ভিতভাবে তথায় দণ্ডায়মান হইয়া রহিলেন!

—৩১৮

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

যুদ্ধের পরে।

বাইরাম খাঁ যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার শিরার রক্ত জল হইয়া গেল;—তাঁহার দেহ যেন পাষাণে পরিণত হইল! তিনি বিস্ফারিত নয়নে স্তম্ভিতভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন!

সম্মুখে ভয়াবহ বিভৎস দৃশ্য! চারিদিকে কিংখাপ মণ্ডিত তাকিয়া সকল ইতঃস্তত বিক্ষিপ্ত;—মকমলের শয্যা স্থানে স্থানে ছিন্নভিন্ন কুঞ্চিত ছিন্ন পুষ্প ও পুষ্পহার বিক্ষিপ্ত;—আতর গোলাপের সুবর্ণ-পাত্র সকল এখানে সেখানে পতিত;—বাদ্যযন্ত্র অযত্নে উৎক্ষিপ্ত;—সুরারগন্ধে পটমণ্ডপ পূর্ণ;—দেখিলেই বোধ হয়, যাহারা এখানে ছিল, তাহারা সভয়ে যে যে অবস্থায় ছিল, সে সেই অবস্থায়ই পালাইয়াছে!

কেবল আছেন সাহাজাদা! তিনি তাকিয়ায় অর্দ্ধশায়িতাবস্থায় রহিয়াছেন। তাঁহার মুখ বিকৃত হইয়া গিয়াছে;—দেহ আড়ষ্ট হইয়া পড়িয়াছে! দেখিবামাত্র বাইরাম বুঝিলেন, সাহাজাদার বহুক্ষণ মৃত্যু হইয়াছে।

বাইরাম খাঁ এরূপ দৃশ্য জীবনে আর কখনও দেখেন নাই তাঁহার প্রাণ শিহরিয়া উঠিল;—তিনি ক্ষিয়ৎক্ষণ পাষাণ মূর্ত্তিতে দণ্ডায়মান রহিলেন! কি করিবেন, কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। সাহাজাদার মৃত্যু হইয়াছে,—এ কথা প্রচার হইলে সৈন্যগণ এখনই রণে ভঙ্গ দিবে;—অথচ এ ভয়াবহ সম্বাদ গোপন রাখাও সম্ভব নহে,—এখন কি করা কর্ত্তব্য!

কেহ যে সাহাজাদাকে হত্যা করিয়াছে, তাহা বুঝিতেও বাইরাম খাঁর অধিক বিলম্ব হইল না! বিষ ভিন্ন কাহারও মৃতদেহের মুখের অবস্থা এরূপ ভয়াবহ হয় না! সাহাজাদা কাট—আড়ষ্ট!

ক এমন ভয়ানক কাণ্ড করিল! এরূপ শত্রু কিরূপে চারিদিকে
াত্রী পাহারার মধ্যে প্রবেশ করিল! বিদ্যুতের ন্যায় তড়িতবেগে
াতসহস্র প্রশ্ন বাইরাম খাঁর হৃদয়ে উদিত হইল;—কিন্তু কোন কথা
াবিবার তাঁহার সময় ছিল না, শীঘ্র—নিমিষ মধ্যে,—কিছু না
িরিলে, সর্ব্বনাশহইয়া যাইবে,—রাজপুতের হস্তে মোগলসেনা ধ্বংসী-
ত হইবে,—কে জানে দিল্লির সিংহাসনের কি অবস্থা ঘটিবে!

সহসা বাহিরের কোলাহলের মহাশব্দে তাঁহার চৈতন্য হইল;—তিনি
পষ্ট শুনিলেন কোন স্ত্রীলোক মহা আর্ত্তনাদ করিতে করিতে
লিতেছে,—"সাহাজাদা খুন হইয়াছেন,—পালাও,—পালাও।"

আর এক মুহূর্ত্ত সময় নষ্ট করিলে মোগলসেনা ছোড়ভঙ্গ হইবে!
াইরাম খাঁ বাহিরে আসিয়া লম্ফ দিয়া অশ্বে আরোহণ করিলেন,
ভয় নাই—সাহাজাদা আসিতেছেন", বলিয়া সৈন্যগণকে আশ্বাস
দলেন! তাঁহাকে দেখিয়া তাহারা মহা নিনাদ করিয়া রাজপুতদিগকে
াক্রমণ করিল।

কিন্তু বাঁদীর চীৎকার আর্ত্তনাদ মুখে মুখে চারিদিকে ছড়াইয়া
ড়িতেছে! যখন যুদ্ধ জয় হয় হয় হইয়াছে,—যখন গজ সিংহ
হাবত খাঁর সৈন্য বিধ্বস্ত করিয়া তুলিয়াছেন,—যখন ভীম সিংহ
াহত হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রের পশ্চাতে নীত হইয়াছেন,—যখন তাঁহার
াজপুতগণ পশ্চাৎপদ হইয়াছে,—ঠিক সেই সময়ে সমস্ত মোগল
িবিরে প্রচার হইল যে সাহাজাদা পরবেস মরিয়াছেন! তবে আর
াহার জন্য যুদ্ধ! মোগলগণ রণে ভঙ্গ দিল;—মহাবত তখন ক্ষিপ্ত
াঘ্রের ন্যায় মোগলসেনা বিধ্বস্ত করিতে লাগিলেন। গজ সিংহ মোগলকে
লাইতে দেখিয়া ক্রোধে উন্মত্ত প্রায় হইয়া উঠিলেন, তিনি
াহার রাজপুত লইয়া ঘৃণায়, দুঃখে, ক্রোধে, যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ
রিলেন।

যে যুদ্ধে শত সহস্র যোদ্ধা প্রাণ দিয়াছে,—যে যুদ্ধ সমস্ত দিন চলিয়াছে,—যে যুদ্ধে মোগলগণ নিশ্চিতই জয়ের সম্মুখিন হইয়াছে,—সে যুদ্ধ একটা সামান্য বাঁদীর কথায় সমস্তই নষ্ট হইয়া গেল। মোগলগণ দিক বিদিক শূন্য হইয়া যে যেদিকে পাইল, সেইদিকে পলাইল! একটু পূর্ব্বে যে শিবির বিলাসকানন ছিল,—তাহা মুহূর্ত্তমধ্যে শ্মশানে পরিণত হইয়া গেল! কে কোথায় গেল,—কাহার কি হইল,—তাহা কেহই বলিতে পারে না! পলাতক মোগল ও জয় উৎফুল্লিত রাজপুত উভয়েই বাদসা শিবির মনের সাধে লুটিয়া লইল!

বাইরাম খাঁ তাঁহার বিশ্বস্ত কয়েকজন মোগল যোদ্ধা সমভিব্যাহারে কোন গতিকে প্রাণরক্ষা করিয়া আগ্রার দিকে ছুটিলেন। তখন মহাবত খাঁ আসিয়া সাহাজাদার শিবির অধিকার করিলেন। তাঁহাদের জয় হইল বটে, কিন্তু তাঁহাদের জয়ে আনন্দ নাই! ভীম সিংহ গুরুতর রূপে আহত হইয়াছেন,—তাঁহার প্রাণের আশা নাই যাহার জন্য এই যুদ্ধ,—এই রক্তপাত,—এই হত্যাকাণ্ড,—লুণ্ঠন,—লোমহর্ষণ ব্যাপার,—তিনি কোথায়? সেই সাহাজাদা খুরম কোথায় তিনি কোন শিবিরেই নাই! তবে কি তাঁহারও হতভাগ্য পরবেসের অবস্থা ঘটিয়াছে! আর ইহারা সেই হত সাহাজাদাকে দিল্লির সিংহাসনে বসাইবার জন্য নিজেরা পরস্পর কাটাকাটি করিয়া মরিতেছে!

মহাবত খাঁ সাহাজাদার শিবিরে আসিয়া দেখিলেন, তিনি পূর্ব্ব-ভাবেই আড়ষ্ট হইয়া পড়িয়া আছেন! তাঁহার শিবিরের বহুমূল্য দ্রব্য সকলই লুট হইয়া গিয়াছে। কিন্তু কেহ সাহাজাদার দেহ স্পর্শ করে নাই। তাঁহার গলায় বহুমূল্য হার তেমনই ঝক ঝক করিতেছে! তাঁহার অঙ্গুলীস্থ হীরক, চুনি পান্না, মরকত মণ্ডিত অঙ্গুরীয় সকল তেমনই শোভা পাইতেছে! কেহ সাহাজাদাকে স্পর্শ করিতে সাহস করে নাই!

বিচক্ষণ মহাবত খাঁ এক দৃষ্টে কিয়ৎক্ষণ পরবেসের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাহার পর ধীরে ধীরে বলিলেন, "এতো দেখিতেছি,—বিষ! এ আর কাহারও কাজ নহে,—এ সেই শয়তানী নুরজিহানের কাজ! বহুদিন হইতেই সে পরবেস ও খুরমের মৃত্যুর হুকুম দিয়া রাখিয়াছে! খুরম না পলাইলে, তাঁহারও এই অবস্থা হইত! সে তাহার জামাতা সারিয়ারকে সিংহাসন দিবে! সেটা আবার এটা হইতেও অপদার্থ!"

মহাবত খাঁ এ কথা তাঁহার সেনানিদিগকে বলিতে ক্রটী করিলেন না। সকলেই শুনিল যে, নুরজিহান গুপ্তচর দ্বারা বিষ দিয়া, সাহাজাদা পরবেসকে হত্যা করিয়াছে! দেখিতে দেখিতে চারিদিকে এই কথা রাষ্ট্র হইয়া পড়িল;—সকলেই নুরজিহানকে শত ধিক দিল;—কিন্তু প্রকৃতপক্ষে হতভাগ্য পরবেস কাহার হস্তে প্রাণ দিয়াছে,—তাহা কেহই জানিতে পারিল না! পরবেসকে হত্যা করিবার ইচ্ছা নুরজিহানের ছিল কি না, তাহা ভগবান জানেন; যে তাঁহাকে হত্যা করিল, সে নুরজিহানের জন্য তাঁহাকে হত্যা করে নাই; কিন্তু নুরজিহানই তাঁহার হত্যাকারিণী রূপে সকলের নিকট গণ্যা হইলেন!

মহাবত খাঁ অতি সমারোহে ও যত্নে সাহাজাদার সৎকারের উপযোগী দ্রব্য সকল আয়োজন করিয়া, পরবেসের দেহ আগ্রায় কবর দিবার জন্য পাঠাইয়া দিলেন। তবে শিবিরের লুণ্ঠনের অবশিষ্ট যাহা কিছু রসদাদি, অশ্ব, হস্তী, উষ্ট্র ও যান প্রভৃতি পাইলেন, তাহা বাজাপ্ত করিয়া লইলেন। রসদাদি সম্বন্ধে তাঁহার অভাবও যথেষ্ট ছিল। এক উপযুক্ত স্থানে সৈনিকদিগকে শিবির সন্নিবেশ করিতে আজ্ঞা দিয়া, তিনি ভীম সিংহকে দেখিতে গেলেন। রাজপুত বীর মৃত্যুশয্যায় শায়িত হইয়াছিলেন,—তিনি বন্ধুর

জন্য প্রাণ দিলেন। খুরম ও ভীম সিংহ উভয়ে এক প্রাণ বলিলেও কিছু অত্যুক্তি হইত না।

মহাবত খাঁকে দেখিয়া, ভীম সিংহ বিষাদ হাসি হাসিয়া বলিলেন, "শুনিলাম,—আমাদের জয় হইয়াছে?"

মহাবত খাঁ বলিলেন, "হাঁ রাজকুমার, আমাদেরই জয়লাভ হইয়াছে।"

"আপনি তাহাতে প্রফুল্লিত নন কেন?"

"প্রথম, রাজকুমার, আপনি আহত হইয়াছেন।"

ভীম সিংহ মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "ক্ষত্রিয়ের পক্ষে ইহাপেক্ষা প্রার্থনীয় কি? আমার জন্য আপনি দুঃখিত হইবেন না। বন্ধুবর খুরম বাদসাহ হইয়াছেন,—এ সম্বাদ শুনিলে, আমি সুখে আনন্দের সহিত মরিব। কিন্তু আমি চলিলাম,—আপনি থাকিলেন,—দেখিবেন, যেন খুরম ভিন্ন আর কেহ দিল্লির সিংহাসনে উপবিষ্ট হইতে না পায়।"

মহাবত খাঁ বলিলেন, "হিসাব মত সাহাজাদা খুরমই এক্ষণে বাদসাহ হইবেন।"

ভীম সিংহ একটু বিস্মিতস্বরে বলিলেন, "কেন? পরবেস সহজে নিরস্ত হইবে না,—নুরজিহান সহজে নিরস্ত হইবে না।"

"পরবেস আর নাই।"

"নাই!"

বলিয়া ভীম সিংহ প্রায় শয্যা হইতে উঠিয়া বসিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাঁহার অনুচরগণ তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিল;—তিনিও আহত স্থানে গুরুতর যন্ত্রণা পাইলেন। তিনি দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া ভীম সিংহ বলিলেন, "আমায় সব বলুন।"

মহাবত খাঁ যতদূর অনুসন্ধান করিয়াছিলেন এবং তিনি স্বচক্ষে যাহা যাহা দেখিয়াছিলেন,—সমস্তই রাজকুমারকে বলিলেন। তিনি সকল কথা শুনিয়া চিন্তিতস্বরে বলিলেন, "তাহা হইলে, নুরজিহান সারিয়ারকেই সিংহাসন দিবে! আমি চলিলাম;—সেনাপতি, আপনি রহিলেন!"

মহাবত খাঁ অতি সুদৃঢ় গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "রাজপুত বীর,—আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন;—আমি সাহাজাদা খুরমকে কখনও পরিত্যাগ করিব না। আর ইহাও আপনার নিকট ভবিষ্যৎ বাণী কহিতেছি যে, সাহাজাদা খুরমই জাহাঙ্গীরের পর বাদসাহ হইবেন;—তবে যতদিন বাদসাহ জীবিত আছেন, ততদিন আমার ইচ্ছা নহে যে————"

ভীম সিংহ তাঁহাকে প্রতিবন্ধক দিয়া বলিলেন, "তাহা হইলে, খুরমের আশা কম!"

মহাবত খাঁ বলিলেন, "রাজকুমার, এখন বিশ্রাম করুন;—আপনি সুস্থ হইলে, এ সকল বিষয় আলোচনা করিব।"

তিনি গমনে উদ্যত হইলে, ভীম সিংহ বলিলেন, "সাহাজাদাকে সম্বাদ দিবেন,—তাঁহার জীবন এখন কোথায়ও নিরাপদ নহে!"

মোগল সেনাপতি বলিলেন, "তাঁহার রক্ষার ভার যাহাদের উপর আছে, তাহারা প্রাণ দিয়া তাঁহাকে রক্ষা করিবে।"

"তাহা আমি জানি,—তিনি কোথায়?"

"তাহা ঠিক বলিতে পারি না।"

ভীম সিংহ হাসিয়া বলিলেন, "তিনি আমাদের সুসহায় বা লক্ষ্মী?"

মহাবত খাঁও হাসিলেন;—বলিলেন, "রাজকুমার,—বরং তাঁহাকে বলা যায়, মোগল রাজ্যের বেনো জল। তাঁহার অসীম ক্ষমতা না পাইলে. আমরা এ পর্য্যন্ত কিছুই করিতে পারিতাম না।"

ভীম সিংহ বলিলেন, "কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাঁহার উদ্দেশ্য কি বুঝিতে পারিলাম না!"

"বোধ হয়, দ্বিতীয় নুরজিহান হইবার ইচ্ছা।"

ভীম সিংহ বলিয়া উঠিলেন, "না,—না! তিনি খুরমের মায়ের বয়সী;—তাঁহাকে মায়ের মত স্নেহ করেন। সেনাপতি, আপনি রহিলেন,—আমি চলিলাম;—দেখিবেন।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

জাহাঙ্গির।

এই ভয়াবহ সম্বাদ ফতেপুরে ও বাদসাহ শিবিরে উপস্থিত হইলে, যে একটা মহা বিপর্য্যয় কাণ্ড উপস্থিত হইবে,—তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

পরবেস,—সাহাজাদা পরবেস,—হত হইয়াছেন;—সহসা এই জনরব প্রচার হইয়াছে! কে এ কথা প্রচার করিল,—তাহা কেহ জানে না;—অথচ বাদসা শিবিরে এমন কেহ নাই যে, এ কথা শুনে নাই। সামান্য বাঁদী ও গোলাম হইতে, স্বয়ং বাদসাহ পর্য্যন্ত এ কথা সকলেই শুনিয়াছেন, কিন্তু কোথা হইতে কে এই ভয়াবহ সম্বাদ আনিল, তাহা কেহই বলিতে পারে না! জনরব সত্য কি মিথ্যা,—তাহাও কেহ জানে না; অথচ সমস্ত শিবিরে একটা ঘোর বিপর্য্যয় উপস্থিত হইয়াছে! নুরজিহানকে সহজে কেহ কখনও বিচলিতা হইতে দেখিতে পাইত না;—আজ সকলেই দেখিল, তিনি নিতান্ত বিচলিতা হইয়াছেন;—তাঁহার মুখ অতি গম্ভীর,—তাঁহার চক্ষু অতিশয় চঞ্চল;—তিনি এক মুহূর্ত্তের জন্য স্থিরভাবে বসিয়া

াকিতে পারিতেছেন না ;—তাঁহার বহুমূল্য কাণাত গৃহে তিনি ্টফট্ করিতেছেন !"

জাহাঙ্গীর চিরকালই আমোদ প্রিয় লোক ছিলেন। তাঁহার ন্যায় উচ্চ দার মন বোধ হয় আর কাহারও ছিল না। তিনি গুরুতর ব্যাপারেও াস্য ভিন্ন চিন্তার স্থান হৃদয়ে দিতেন না,— নুরজিহান পর্য্যন্ত কোন গুরুতর রাজকার্য্যের কথা বলিতে আসিলে, তিনি হাসিতে হাসিতে বলিতেন, "তুমি আছ,—আমায় আর কেন ?" আজ সেই জাহাঙ্গীরও চিন্তামগ্ন হইয়াছেন, তাঁহার সদা প্রফুল্লিত মুখ বিষণ্ণতার মেঘে ঢাকিয়াছে ; তিনি বহুদিন পরে আজ সুরা-পাত্র অযত্নে দূরে নিক্ষেপ করিয়াছেন !

বাদসাহের নিকট আজফ খাঁর ডাক পড়িয়াছে ! তিনি আসিয়া বাদসাহকে অভিবাদন করিলে, জাহাঙ্গির বলিলেন, "এ সকল কি শুনিতেছি ! যথার্থই কি পরবেস হত হইয়াছে ?"

বিনীতস্বরে আজফ খাঁ বলিলেন, "জাহাপনা, এ পর্য্যন্ত যুদ্ধক্ষেত্র হইতে কোন সম্বাদ আসে নাই।"

বাদসাহ ভ্রুকুটী করিলেন ; বলিলেন, "তবে এ কথা কে রটাইল ?"

আজফ খাঁ বলিলেন, "বলিতে পারিতেছি না,—অনুসন্ধান করিতেছি। যতদূর অনুসন্ধানে জানিলাম, এ জনরব প্রথম বাদসাবেগম শিবির হইতে উঠিয়াছে ! কোন বাঁদী নাকি এ কথা প্রথম রটাইয়াছে !"

"কে সে ! তাহাকে এখনই আমার সম্মুখে লইয়া আইস।"

জাহাপনা, কে সে, তাহা অনেক অনুসন্ধানেও স্থির করিতে পারিতেছি না। বাঁদীদিগের প্রত্যেককে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে, কিন্তু তাহারা কেহই একথা স্বীকার করে না। বলে, তাহারা কেহ এ জনরব রটায় নাই।"

হাঙ্গিরের মুখ আরও গম্ভীর হইল; তিনি কিয়ৎক্ষণ নীরবে বসিয়া রহিলেন। সকলেই অবগত ছিল যে জাহাঙ্গির তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র পরবেসকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভাল বাসিতেন। তাঁহার মৃত্যু সম্বাদে তিনি নিতান্তই বিচলিত হইলেন, কিন্তু বাহিরে কেহই তাঁহার মনভাব কিছুই জানিতে পারিল না। এইমাত্র দেখিল যে আজ তাঁহার চির প্রফুল্লিত আনন বিষণ্ণতায় পূর্ণ হইয়াছে,—আজ তিনি চিন্তামগ্ন হইয়াছেন।

তিনি নুরজিহানকে সর্ব্বস্ব দিয়া বিশ্বাস করিয়াছিলেন;—এক দিনের জন্যও কখনও নুরজিহানকে তিনি নিমিষের তরেও সন্দেহ করেন নাই;—কিন্তু আজ তিনি তাঁহাকে প্রথম অবিশ্বাস করিলেন। তিনি জানিতেন, তিনি যাহা ইচ্ছা করেন, নুরজিহানও তাহাই ইচ্ছা করেন; কোনরূপে কখনও তাঁহার ইচ্ছার বিরূদ্ধে কোন্ কাজ করেন না। তিনি সারিয়ার সম্বন্ধে কোন কোন কথা শুনিয়াছিলেন। সারিয়ারকে নুরজিহান জামাতা বলিয়া যে, ভালবাসেন,—তাহাকে লক্ষ লক্ষ আসরাফি লুকাইয়া দিয়া তাহার মাথা খাইতেছেন, জাহাঙ্গীর তাহাও জানিতেন; তবে নুরজিহান যে তাহাকে বাদসাহ করিতে চাহেন, একথা তাঁহার মনে একবারও উদিত হয় নাই। প্রকাশ্যে নুরজিহান সর্ব্বদাই যাহাতে পরবেস্ সম্রাট হয়েন, তাহারই চেষ্টা করিতেন। তিনিই প্রথম ভীমসিংহ ও মহাবত খাঁর ষড়যন্ত্র অবগত হয়েন;—তিনিই উদ্‌যোগী হইয়া পরবেসকে সসৈন্যে যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠাইয়াছেন; তাঁহার সহিত শ্রেষ্ঠ মোগলসেনা প্রেরিত হইয়াছে। তিনিই মাড়োয়ার ও আম্বাররাজকে সাহাজাদার সাহায্যে প্রেরণ করিয়াছিলেন;—তিনিই ভীমসিংহ ও মহাবত খাঁকে তাহাদের ষড়যন্ত্র ও বিদ্রোহিতার জন্য সমুচিত দণ্ড দিবার জন্য নিতান্ত ব্যগ্র হইয়াছিলেন,—তিনিই খুরমের সন্ধানে অজিত সিংহকে ফতেপুরে পাঠাইয়াছিলেন;-

তিনিই আবার স্বয়ং তাঁহাকে ও সারিয়ারকে লইয়া যুদ্ধযাত্রা করিয়াছেন! জাহাঙ্গির জানিতেন, নুরজিহান এ সমস্তই সাহাজাদা পরবেসের জন্য করিতেছেন;—কিন্তু আজ সহসা পরবেসের মৃত্যু সম্বাদ পাইয়া তাঁহার হৃদয় সন্দেহপূর্ণ হইয়া গিয়াছে! সন্দেহ হইবার আরও এক বিশেষ কারণ ছিল। যদি নুরজিহান পূর্ব্ব হইতে ইহার কিছু না জানিতেন, তবে প্রথমে তাঁহার শিবির হইতে এ জনরব উঠিবে কেন? এখনও যুদ্ধক্ষেত্র হইতে কোন সম্বাদ আসে নাই; তবে কিরূপে সহসা এই ভয়ারহ জনরব প্রচার হইবার সম্ভাবনা।

জাহাঙ্গির অতি সুবুদ্ধিসম্পন্ন লোক ছিলেন; তাহাই তিনি এত চিন্তামগ্ন হইয়াছিলেন। তবে কি তাঁহার কর্ণে সময় সময় যে কথা আসিয়াছে,—যে কথা তিনি একদিনের জন্যও বিশ্বাস করেন নাই,—তাহাই কি সত্য? যথার্থই কি নুরজিহান ভিতরে ভিতরে সারিয়ারকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা পাইতেছেন! সেই জন্যই কি তিনি খুরমকে দেশত্যাগী করিয়াছেন? এক্ষণে গুপ্ত ষড়যন্ত্রে পরবেসকে হত্যা করিয়াছেন? বাদসাহের প্রাণ শিহরিয়া উঠিল! তিনি শতবার বলিতে লাগিলেন, "না,—নুরজিহান এতদূর রাক্ষসী নহে।"

তিনি বহুক্ষণ নীরবে বসিয়া রহিলেন। তাঁহার ভাব দেখিয়া নুরজিহান ভ্রাতা আজফ খাঁ তথা হইতে নড়িতে পারিলেন না; তিনি বুকের উপর দুই হস্ত স্থাপিত করিয়া হেটমুণ্ডে বাদসাহের সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিলেন।

সহসা জাহাঙ্গির জিজ্ঞাসা করিলেন, "পাকা খবর লইবার জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে বাইরাম খাঁর নিকট লোক পাঠাইয়াছ?"

আজফ খাঁ বলিলেন, "হাঁ,—তখনই লোক পাঠাইয়াছি।"

এই সময়ে এক যোদ্ধা আসিয়া অভিবাদন করিয়া বলিলেন, "যুদ্ধক্ষেত্র হইতে মনসুর খাঁ আসিয়াছেন,—জাহাপনার সাক্ষাৎ প্রার্থনা!"

বাদসাহ অতি ব্যগ্রভাবে বলিয়া উঠিলেন, "এখনই তাহাকে এইখানে লইয়া আইস।"

পর মুহূর্ত্তেই সেনাধ্যক্ষ দুহাজারি মনসবদার মনসুর খাঁ বাদসাহের সম্মুখে আসিয়া কুর্ণিস করিলেন। যোদ্ধার সর্ব্বাঙ্গ ধূলায় ধূসরিত,—দেখিলেই বোধ হয়, তিনি বহুদূর হইতে অশ্বারোহণে আসিয়াছেন; —পথে কোন স্থানে এক মুহূর্ত্তের জন্যও বিশ্রাম করেন নাই। প্রায় তাঁহার শ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ হইয়া গিয়াছে। তিনি প্রথমে কোন কথা কহিতে সক্ষম হইলেন না, —স্তম্ভিতভাবে বাদসাহের সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিলেন।

জাহাঙ্গির ভ্রুকুটী করিলেন; বলিলেন, "কি হইয়াছে বল।"

তখন মনসুর খাঁ যুদ্ধক্ষেত্রে যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, আনুপূর্ব্বিক সমস্তই বাদসাহের নিকট বিবৃত করিলেন; কিন্তু সেনামধ্যে নুর-জিহান সম্বন্ধে যে ভয়াবহ জনরব উঠিয়াছে, তাহাই কেবল বলিলেন না।

জাহাঙ্গির নীরবে সমস্ত শুনিলেন, তৎপরে অতি ভয়াবহ গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "পেয়ালা!" গোলাম তৎক্ষণাৎ সুরাপাত্র ধরিল;—বাদসাহ সুরা পান করিয়া, ভৃত্যের হস্তে পেয়ালা প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তাঁহার ভাব দেখিয়া, সকলেরই প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল! এ পর্য্যন্ত কেহ কখনও জাহাঙ্গিরের এ ভাব দেখে নাই! আজ তিনি আবার পূর্ব্বের সেই জাহাঙ্গির হইয়াছেন;—আর তাঁহার সে তামসিক ভাব নাই; রাজসিক ভাবে তাঁহার দেহ মন পূর্ণ হইয়াছে। তাঁহার চক্ষু হইতে এক অভাবনীয় তেজ নির্গত হইতেছে। বেগম-মহলে নুরজিহানের আগমন হইতে তিনি স্বয়ং আর কোন আজ্ঞা প্রচার করেন নাই;—আজ তাঁহার সে ভাব গিয়াছে। তিনি অতি গম্ভীরভাবে বলিলেন, "আজফ খা, এখনই ফতেপুরে সম্বাদ পাঠাও। মহম্মদ তোকী সসৈন্যে এখনই বাইরাম খাঁর সহিত মিলিত হয়————আর————

জাহাঙ্গির কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিলেন, "আর——আমি স্বয়ং ফতেপুর যাইব ;—যাও।"

সকলে গমনে উদ্যত হইলে বাদসাহ মনসুর খাঁকে বলিলেন, "যাও,—তুমি এখনই বাইরাম খাঁর শিবিরে প্রস্থান কর ;—সাহা-জাদার সহিত যে সকল স্ত্রীলোক ছিল,—তাহারা কোথায় ?"

মনসুর বিনীতস্বরে বলিলেন, "জাহাপনা, মোগলগণ যুদ্ধে ভঙ্গ দেওয়ায়, তাহারা যে যেথানে পাইয়াছে পলাইয়াছে——— -

বাদসাহ ভ্রুকুটী করিয়া বলিলেন, "তাহারা বাতাসে মিলিয়া যাইতে পারে না। বাইরাম খাঁকে বলিবে যে বাদসাহের আজ্ঞা,—এই সকল স্ত্রীলোক যেথানে যে পালাইয়া থাকে, বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া তাহাদের প্রত্যেককে গ্রেপতার করিবে,—আর তাহাদের সকলকে যত শীঘ্র হয়, আমার শিবিরে পাঠাইয়া দিবে ; যাও।"

সকলেই মনে মনে থরহরি কাঁপিতেছিলেন,—জাহাঙ্গিরকে এ মূর্ত্তিতে কেহ বহুকাল দেখেন নাই! তাঁহারা নীরবে বাদসাহকে অভিবাদন করিয়া তথা হইতে পলাইলেন!

বাদসাহ বহুক্ষণ তথায় নীরবে পদ-চারণ করিতে লাগিলেন। পুত্রশোক সকলেরই লাগে,—বিশেষতঃ যে ভাবে হতভাগ্য পরবেস হত হইয়াছেন, তাহাতে জাহাঙ্গিরের প্রাণে বড়ই লাগিয়াছিল। তাহার উপর রাগে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ প্রজ্জলিত হইতেছিল। তিনি অন্য আর কাহারই উপর রাগত হন নাই,—নিজের উপরই রাগত হইয়াছিলেন। তিনি মনে মনে বলিলেন, "আমি মানুষ হইলে, আমার পুত্রেরা কথনই এরূপ হইতে পারিত না। যাহা হউক, যাহা হইয়া গিয়াছে, তাহার আর উপায় নাই। জাহাঙ্গির এতদিন নিদ্রিত ছিল, আজ তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়াছে।"

তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁহার শিবিরের প্রধান সেনাপতিকে আহ্বান

করিলেন। তিনি আসিলে আজ্ঞা দিলেন,—"এখনই শিবির ভঙ্গ কর, অর্দ্ধ ঘটিকার মধ্যে আমি ফতেপুর রওনা হইব।"

এ সম্বাদ শীঘ্রই নুরজিহানের নিকট উপস্থিত হইল;—বাদসা-বেগম ভ্রুকুটী করিলেন। এ পর্য্যন্ত জাহাঙ্গির তাঁহার সহিত পরামর্শ না করিয়া কোন কাজ করিতেন না;—আজ এই প্রথম করিলেন। নুরজিহান বুঝিলেন এতদিনে তিনি ভুল করিয়াছেন, এই ভুলের পরিণামে কি ঘটিবে, তাহা কেবল ভগবান জানেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

বধ্যভুমে।

বাদসাহের আজ্ঞা প্রচার হইবামাত্র, সেই মহা বিস্তৃত, মহা জাঁকজমক সমন্বিত মোগল শিবিরে এক মহা বিপর্য্যয় উপস্থিত হইল। চারিদিকে এক মহা কলরব পড়িয়া গেল। চারিদিকে ছুটাছুটী হুড়াহুড়ির তরঙ্গ উঠিল;—সে গোলযোগের বর্ণনা হয় না!

বাদসা কাহারও জন্য অপেক্ষা করিলেন না! তিনি এমনকি নুরজিহানের সহিত দেখা পর্য্যন্ত করিলেন না, তিনি তাঁহার প্রিয় হস্তী গোলাম মহম্মদকে সজ্জিত করিয়া আনিতে আজ্ঞা দিলেন। পাঁচ মিনিট উত্তীর্ণ হইতে না হইতে সুসজ্জিত হস্তি মণিমুক্তাহারে সাজিয়া বাদসাহের শিবিরে আসিয়া দাঁড়াইল। জাহাঙ্গির অতি শীঘ্র যোদ্ধৃবেশে সজ্জিত হইলেন। বহু বৎসর পরে তিনি এই বেশ ধারণ করিলেন। তিনি আর নিমিষের জন্যও কালবিলম্ব না করিয়া, হস্তীপৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন। তাঁহার সহস্র শরীররক্ষক অশ্বারোহী যোদ্ধা তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিল। তিনি আজফ খাঁকে ডাকিয়া আজ্ঞা করিলেন,

"এখানে আর এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব করিবে না,—এখনই ফতেপুর সিক্‌রি রওনা হও।"

বাদসাহ প্রস্থান করিলেন। সেনাধ্যক্ষগণ যথাসম্ভব শীঘ্র শিবির ভাঙ্গিয়া, তাঁহার অনুসরণ করিলেন। কেহ নুরজিহানের অনুমতি চাহিল না;—নুরজিহানের মুখ ক্রোধে ও অভিমানে লাল হইয়া গেল;—তিনি কাহাকে কিছু না বলিয়া, পাল্কীতে গিয়া উঠিলেন।

তাঁহার বিনানুমতিতে এ পর্য্যন্ত কেহ কিছু করিতে সাহস করে নাই। আজ কেহ তাঁহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়াই হঠাৎ শিবির ভাঙ্গিয়া চলিল। আজ বাদসাহ তাঁহাকে কোন কিছু না বলিয়া, তাঁহাকে একরূপ শিবিরে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন! বেগম-মহলে আসিয়া নুরজিহান আর কখনও এরূপ অপমানিতা হন নাই! ক্রোধে,—অপমানে,—লজ্জায়,—তিনি নিতান্ত ম্রিয়মানা হইয়া পড়িলেন।

কিয়দ্দূর পাল্কী আসিলে, নুরজিহান পাল্কী সারিয়ারের শিবিরে লইয়া যাইতে অনুজ্ঞা করিলেন। এখনও এমন সাধ্য কাহারও হয় নাই যে, তাঁহার আজ্ঞা পালনে ক্রটী করিতে সাহস করে! বেহারাগণ ও শান্ত্রিগণ পাল্কী সাহাজাদা সারিয়ায়ের শিবিরে আনিয়া উপস্থিত করিল। সাহাজাদার শিবিরেও মহা হুলুস্থুল পড়িয়া গিয়াছিল! আমোদপ্রিয় সারিয়ার নিতান্ত অনিচ্ছা স্বত্বে রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করিয়া এই কষ্টদায়ক যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিলেন। কোনরূপে এই শিবিরেও একরূপ আমোদ-প্রমোদে কালাতিপাত করিতেছিলেন;—কিন্তু সহসা আবার কি কাণ্ড! কাহারও আহার পর্য্যন্ত হয় নাই,—কোন কথাবার্ত্তা নাই,—আবার সকলে শিবির ভাঙ্গিয়া কোথায় ছুটিল! বাদসাহের হুকুমে তাঁহারও শিবির ভাঙ্গিয়া ফেলিতেছে! কিছুই বুঝিতে না পারিয়া, সারিয়ার নিতান্ত রাগত ও বিরক্ত হইয়া

উঠিয়াছিলেন;—কিন্তু উপায় নাই। তিনি অনিচ্ছা স্বত্তে আবার মোগল সেনার সঙ্গে সঙ্গে যাত্রা করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন! এই সময়ে নুরজিহানের যান তাঁহার শিবির দ্বারে নামিল!

নুরজিহানই তাঁহার মালিক,—তাঁহার অধিষ্ঠাত্রী দেবী,—তাঁহার কর্ত্রী। তিনি নুরজিহানের যান দেখিয়া, সত্বর ছুটিয়া তথায় আসিলেন। বাদসাবেগম পাল্কীর দরজা খুলিয়া ফেলিলেন,—সারিয়ার তাঁহার মুখ দেখিয়া বিস্মিত হইয়া স্তম্ভিতভাবে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলেন।

নুরজিহান বলিলেন, "শুনিয়াছ কি কিছু?"

সারিয়ার বলিলেন, "কিছুমাত্র না।" যাহা শিবিরের সকলে শুনিয়াছিল,—সারিয়ার তাহা পর্য্যন্ত শুনেন নাই! নিয়তিচক্রে তিনি যদি বাদসাহ হইতেন,—তাহা হইলে ভারতের অদৃষ্টাকাশে সম্পূর্ণ নূতন ব্যাপার সংঘটিত হইত। তাহা হইলে জগত বিখ্যাত তাজমহল নির্ম্মিত হইত না, ঔরাঙ্গজীবকেও বাদসাহ হইতে হইত না! হয়তো ভারতে মুসলমান রাজত্ব ধ্বংস হইয়া হিন্দুরাজ্য সংস্থাপিত হইত, কারণ ফরাসী বা ইংরেজ কেহই তখন ভারতে আইসেন নাই।

সাহাজাদার কথা শুনিয়া, বাদসাবেগম বিরক্তভাবে ভ্রুকুটী করিলেন;—তৎপরে ধীরে ধীরে বলিলেন, "বিশেষ রাজকার্য্যে আমরা এখনই ফতেপুর রওনা হইতেছি;—আর তোমাকে আমাদের সঙ্গে যাইতে হইবে না। যাও,—এখনই আগ্রায় ফিরিয়া যাও।"

আহ্লাদে সারিয়ার প্রায় নৃত্য করিয়া উঠিলেন;—বলিলেন, আঃ! বাঁচলেম! তুমি আমার যথার্থ মাইজী!"

নুরজিহান ভয়াবহ ভাবে ভ্রুকুটী করিয়া বলিলেন, "পাল্কী উঠাও।

ততক্ষণে অর্দ্ধেক শিবির ফতেপুর যাত্রা আরম্ভ করিয়াছে। নুরজিহান তাহাদের অনুসরণ করিলেন,—বাদসাহ বহু পূর্ব্বেই চলিয়া গিয়াছেন। সারিয়ার পশ্চাৎ হইতে সদলে সরিয়া পড়িলেন;—তাঁহার

লোসিনগিণ ও লোকজন লইয়া, তিনি আগ্রারদিকে যাত্রা করিলেন। াদসার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আজফ খাঁ ও প্রধান প্রধান সেনাধ্যক্ষগণ অগ্রসর ইয়াছিলেন,—তাঁহারা কেহই জানিলেন না যে সাহাজাদা পশ্চাৎ ইতে সরিয়া পড়িয়াছেন! জানিতে পারিলে হয়তো একটা বিপর্য্যয় টিত। পরবেসের মৃত্যু হইয়াছে,—খুরম নিরুদ্দেশ,—স্বয়ং বাদসা আগ্রা হইতে অনুপস্থিত,—এ অবস্থা, সারিয়ার আগ্রা উপস্থিত হইয়া রজিহানের প্রবঞ্চনায় ও সাহায্যে নিজেকেই যে বাদসাহ বলিয়া োষণা করিবেন না, তাহা কে বলিতে পারে?

মহম্মদ তোকী বাদসাহের অনুজ্ঞা পাইয়া এক মুহূর্ত্তও আর ফতেপুরে বিলম্ব করেন নাই;—তিনি তৎক্ষণাৎ সসৈন্যে রাজপুতানার-দিকে বাইরাম খাঁর সহিত সম্মিলিত হইবার জন্য প্রস্থান করিলেন। তখন বাহাদের সলাবত খাঁ, মহম্মদজান ও হামিদাকে বাদসাহের শিবিরে লইবার হুকুম ছিল,—তাহারা মহা বিপদে পড়িল! সেনাপতি এত তাড়াতাড়ি চলিয়া গেলেন যে, তিনি এই তিন বন্দী সম্বন্ধে বিশেষ কোন হুকুম দিয়া যাইবার সময় পাইলেন না। সুবেদার কাসিম খাঁ পঞ্চাশজন মোগল অশ্বারোহী লইয়া পশ্চাতে রহিলেন;—বন্দী তিনজন তাঁহাদের হস্তেই রহিল!

এখন ইহাদিগকে এখানে রাখা উচিত না বাদসাহের শিবিরে লইয়া যাওয়া উচিত! কিন্তু বাদসা ফতেপুর সিকৃরি রওনা হইয়াছেন,—তিনি শীঘ্রই এখানে আসিয়া পৌঁছিবেন,—এ অবস্থায় ইহাদের টানিয়া লইয়া যাইবার প্রয়োজন কি! সুবেদার মনে মনে এই সকল ভাবিতেছিলেন,—এই সময়ে তাঁহার অধীনস্থ একজন যোদ্ধা তাঁহার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, "সুবেদার সাহেব, আপনি তো শুনিয়াছিলেন যে সেনাপতি বলিলেন এই গোলাম আর এই বাঁদীর শিরচ্ছেদের হুকুম হইয়াছে!"

সুবেদার ব্যগ্রভাবে বলিয়া উঠিলেন, "হাঁ,—হাঁ,—ঠিক বলিয়াছ, আমার এখন মনে হইয়াছে,—কিন্তু এই বুড়ো ওমরাওর উপর সে হুকুম নাই!"

যোদ্ধা বলিল, "আপনিও যেমন। এই তিনটাকে লইয়া টানা পড়েন করিয়া লাভ কি? কাজ সারিয়া ফেলুন না!"

সুবেদার বলিলেন, "তাহার পর ইহা লইয়া একটা গোলযোগ হউক!"

"আপনিও যেমন! এই হাঙ্গামার সময় কে এত খবর নেবে!"

সুবেদার মাথা নাড়িলেন, ধীরে ধীরে বলিলেন, "না হে না,—বোঝো না। শেষে নিজেদের মাথা লইয়া টানাটানি পড়িবে। বাদসাহ ইহাদের কেন গ্রেপ্তার করিয়াছেন, তাহা আমরা জানি না।"

যোদ্ধা মনে মনে বলিল, "আমি জানি।" সে অপর কেহ নহে, ছদ্মবেশী গহরজান। সকলে তাড়াহুড়া করিয়া ফতেপুর হইতে চলিয়া গিয়াছিল, কিন্তু সে সেখান হইতে নড়ে নাই। সে বৃদ্ধ সলাবত খাঁ ও তাহার দাসী ও ভৃত্য তিন জনেরই ইহলীলা শেষ করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছিল। সে অনেক কথা জানিত,—কিন্তু সুবেদার তাহার কিছুই জানিতেন না। অথচ সে কোন কথাই সুবেদারকে খুলিয়া বলিতেও পারিতেছে না;—কাজেই সুবেদারের কথার উত্তরে বলিল, "তবে ইহাদের বাদসাহের শিবিরে লইয়া চলুন!"

এই সময়ে সুবেদার বলিয়া উঠিলেন, "এ আবার কে?" একজন অশ্বারোহী তীরবেগে তথায় আসিয়া অশ্ব হইতে লম্ফ দিয়া ভূমে অবতীর্ণ হইয়া রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "সুবেদার কাসিম খাঁ!"

সুবেদার অগ্রবর্ত্তী হইয়া বলিলেন, "আমিই সুবেদার কাসিম খাঁ।"

অশ্বারোহী তাঁহার মুখের উপর বাদসাবেগমের নামাঙ্কিত অঙ্গুরী ধরিয়া বলিলেন, "চিনিতে পারিয়াছ?"

সুবেদার অঙ্গুরী মস্তকে রাখিয়া বিনীত স্বরে বলিলেন, "বাদসা-বেগমের হুকুম,—গোলাম হাজির আছে!"

অশ্বারোহী অতি গম্ভীরভাবে বলিল, "বাদসাবেগমের হুকুম,—তোমরা এখনই বৃদ্ধ সলাবত খাঁ ও তাহার গোলাম ও বাঁদীকে ছাড়িয়া দিবে ——"

পূর্ব্বোক্ত যোদ্ধা বলিল, "অসম্ভব,—এ হুকুম বাদসাবেগম কখন দিবেন না।"

অশ্বারোহী তাহার কথায় কর্ণপাত না করিয়া বলিলেন, "এ লোকটার নাম গহরজান। জাল ছদ্মবেশী! বাদসাবেগমের হুকুম,—তোমরা ইহাকে এখনই বন্দী করিয়া, আগ্রায় লইয়া যাইবে;—এক মিনিট দেরি করিবে না। সাহাজাদা আগ্রায় ফিরিয়াছেন,—বাদসা-বেগমও শীঘ্র ফিরিবেন——"

ছদ্মবেশী গহরজান বলিল, "এ সমস্তই মিথ্যা কথা!"

যোদ্ধা শ্লেষস্বরে বলিল, "সুবেদার সাহেব, বাদসাবেগমের আজ্ঞা পালনে অস্বীকৃত হয়েন,—আমি সেই সম্বাদ তাঁহাকে দিব। আরও তিনি বলিয়াছেন,—সাহাজাদা খুরম অসংখ্য সৈন্য লইয়া এই দিকে আসিতেছেন;—আর অধিক বিলম্ব করিলে, তোমরা সকলে বন্দী হইবে।"

গহরজান বলিল, "আমি জানি, বাদসাবেগমের এই আংটী অনেক দিন হারাইয়া গিয়াছে! ইহা তাঁহার বাঁদী জুলেখার হাতে ছিল——"

অশ্বারোহী হাসিয়া বলিলেন, "সুবেদার,—এ লোকটা ছদ্মবেশে তোমার দলে কেন? এখন আমি শুনিতে চাই,—তুমি বাদসা-বেগমের হুকুম পালন করিবে কি না?"

স্থূল মস্তিষ্ক কাসিম খাঁ মহা বিপদে পড়িলেন;—ইতস্ততঃ

করিয়া বলিলেন, "বাদসাবেগমের হুকুম অমান্য করে, এমন সাহস কাহার আছে!"

অশ্বারোহী বলিলেন, "তবে ইহাদের এখনই ছাড়িয়া দেও। জুয়াচোরকে এখনই বাঁধিয়া আগ্রায় লইয়া যাও;—নতুবা এখানে আর বিলম্ব করিলে, সাহাজাদা খুরমের হাতে মারা পড়িবে। তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ যে করিয়াছে,—তাহাদের কাহারই তিনি শির রাখিবেন না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

বিমল সিংহ।

গহরজান অনেক ভয় দেখাইল,—অনেক তর্জ্জন গর্জ্জন করিল,—পরে সুবেদারের অনেক তোষামোদ করিতে লাগিল;—কিন্তু কাসেম খাঁ নুরজিহানের অঙ্গুরীয় সহ হুকুম পাইয়াছেন,—তিনি তাহার কোন কথা শুনিলেন না;—তাহাকে একটা অশ্ব পৃষ্ঠে সুদৃঢ় রজ্জুতে বাঁধিয়া কাসেম খাঁ তৎক্ষণাৎ সদলে সে স্থান পরিত্যাগ করিলেন অশ্বারোহী, সলাবত খাঁ, মহম্মদজান ও হামিদা, সেই স্থানে দণ্ডায়মান থাকিয়া,—যতক্ষণ তাহারা দৃষ্টির বহির্ভূত না হইল,—ততক্ষণ সেই দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহারা দৃষ্টির বহির্ভূত হইলে, অশ্বারোহী পুরুষ হো হো শব্দে হাসিয়া উঠিলেন;—তাঁহার হাসি আর থামে না! বৃদ্ধ সলাবত খাঁ বলিলেন, "এখনও আমাদের হাসিবার সময় আসে নাই।"

যোদ্ধা বলিলেন, "আমি বাদসাবেগমের গহরজানের অবস্থা দেখিয়া হাসিতেছি। এমন জব্দ বোধ হয়, জীবনে আর কেহ হ

নাই! পণ্ডিত কাসেম খাঁ কিছুতেই তাহাকে ছাড়িবে না! এখন দাড়িটা খুলে ফেলা যাক্,—গরমে প্রাণ যায়!"

সলাবত খাঁ বলিলেন, "কুমার সাহেব, আপনি সুন্দর সাজিয়াছিলেন,—আমিও আপনাকে চিনিতে পারি নাই!"

বিমল সিংহ হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "আপনার বেহারীচরণের শিক্ষা নবিষিতে এই কয়দিনে ছদ্মবেশ বিদ্যায় সিদ্ধহস্ত হইয়াছি, কি বল বেহারীচরণ?"

মহম্মদজান বলিল, "হুজুর,—আমি এখন ওমরাও সাহেবের গোলাম মহম্মদ জানি।"

কুমার হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "তোমার জুড়ি মেলে না! তুমি মহম্মদ তোকীকে যে মরাকান্না শুনাইয়াছ,—সে জীবনে তাহা কখনও ভুলিবে না! যদি ভগবান দিন দেন,—তখন তোমার গুণের কথা,—তোমার ক্ষমতার কথা,—ভারতের এক কোণ হইতে আর এক কোণ পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইবে।"

মহম্মদজান বিনীতস্বরে বলিল, "হুজুরের অনুগ্রহ থাকিলেই হইল।"

সলাবত খাঁ বলিলেন, "বাদসাহ শীঘ্রই এখানে আসিয়া উপস্থিত হইবেন। এখন কি করা কর্ত্তব্য,—তাহাই আমাদের বিবেচনা করা উচিত।"

বিমল সিংহ হাসিয়া বলিলেন, "ওমরাও সাহেব, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন;—আপনার বেহারীচরণ বাদসাহের উপযুক্ত সম্মান রক্ষা করিবে।"

সলাবত খাঁ বলিলেন, "আমাদের বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া ফেলা আবশ্যক হইয়াছে। বাদসার কোন লোক এ বেশে আমাদের দেখিতে পাইলে বিপদে পড়িব।"

মহম্মদজান বলিল, "সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকুন,—সে ভার আমার উপর রহিল।"

এই সময়ে বিমল সিংহ কয়েকপদ সরিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, এটা কে রে!"

এই সময়ে একটা বাঁদর সেই স্থানে লাফাইয়া পড়িল! বিমল সিংহ বাঁদরকে দেখিয়া, হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "এটাও কি বেহারীচরণের সৃষ্টি?"

বাঁদর উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "কুমার সাহেব,—অধিনীকে দাসী বলিয়া জানিবেন।"

কুমার বিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন, "কি মুস্কিল! দেখিতেছি, স্ত্রীলোক!"

এই সময়ে বৃদ্ধ সলাবত খাঁ বলিলেন, "কুমার সাহেব,—দেখুন, বাদসা আসিয়া পড়িয়াছেন;—তাঁহার সৈন্য সামন্তের ধূলায় দক্ষিণ দিক একেবারে অন্ধকার হইয়া গিয়াছে।"

বিমল সিংহ সেইদিকে চাহিলেন,—তাঁহার মুখ মুহূর্ত্তের জন্য মেঘাচ্ছন্ন হইল;—তিনি বলিলেন, "আপনারা যখন আছেন, তখন আমার কোন ভয় নাই।"

সলাবত খাঁ বলিলেন, "প্রাণ থাকিতে আপনার পদে কণ্টক বিদ্ধ হইতে দিব না। যান,—বিলম্ব করিবেন না;—যদি কিছু সম্বাদ দিবার আবশ্যক থাকে,—তবে এই দুলালীই আপনাকে সম্বাদ দিবে।"

বিমল সিংহ বাঁদরের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, "তাহা হইলে, তুমি আমারও দুলালী হইলে!"

দুলালীর সেই কর্দ্দমাক্ত বাঁদরের মুখ লাল হইয়া উঠিল,—তাহার শিরায় শিরায় বিদ্যুৎ ছুটিল;—সে চারিদিকে অন্ধকার

দখিল;—সে চক্ষু মুদিল। যখন সে চক্ষুরুন্মীলন করিল,—তখন দখিল, বিমল সিংহ কোথায় চলিয়া গিয়াছেন!

ধূলারাশি নগরের আরও নিকটস্থ হইয়াছে;—বোধ হয়, অর্দ্ধ ঘটিকার মধ্যে বাদসাহ নগর দ্বারে উপস্থিত হইবেন। আর এক মুহূর্ত্তও সময় নষ্ট করিবার অবসর নাই! সলাবত খাঁ হামিদাকে লইয়া, দ্রুতপদে দূরস্থ গ্রামের দিকে প্রস্থান করিলেন। বাঁদরী লোলী সহরের ভগ্নস্তূপ মধ্যে অন্তর্হিতা হইল। তখন মহম্মদজান দ্রুতপদে একটী গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। পাঁচ মিনিট,—দশ মিনিট,—অতীত হইয়া গেল;—সে আর বাড়ী হইতে বাহির হইল না! কিয়ৎক্ষণ পরে সেই বাড়ী হইতে মস্‌জিদের বৃদ্ধ মৌলভী বাহির হইয়া আসিয়া বলিলেন, "দেখিতেছি, বাদসাহ আরও নিকটস্থ হইয়াছেন!"

বিমল সিংহ ভগ্ন সহরে প্রবেশ করিয়া, বরাবর সলাবত খাঁর গৃহে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার গৃহের দ্বার উন্মুক্ত,—বাড়ী জনশূন্য হইয়া পড়িয়া আছে। বিমল সিংহ গৃহের পর গৃহ উত্তীর্ণ হইয়া, অট্টালিকার পশ্চাৎ দিকে আসিলেন;—অমনই কোথা হইতে ব্যাকুলভাবে লুলিয়া, ছুটিয়া, তাঁহার কাছে আসিয়া বলিল, "দাদা মহাশয়, দাদা মহাশয়——"

বিমল সিংহ হাসিয়া বলিলেন, "লুলিয়া, তোমার দাদা মহাশয়ের কেশ স্পর্শ করে, এমন ক্ষমতা এ পৃথিবীতে কাহারও নাই!"

লুলিয়া বলিল, "আর—আর—হামিদা,—মহম্মদজান——"

"মোগলেরা তাহাদের ছাড়িয়া দিয়াছে,—সে ভারি মজা!"

"কি মজা,—আমায় বল।"

বিমল সিংহ হাসিতে হাসিতে গহরজানের দুর্দ্দশার কথা বলিলেন। লুলিয়াও মহা আনন্দে হাসিতে লাগিল;—তাহার পর সে

বলিল, "তাহা হইলে, আর কেহ আমাদের আর এখানে বিরক্ত করিতে আসিবে না?"

বিমল সিংহ বলিলেন, "যে একবার এসেছে,—সে আর সহজে এ ভূতের সহরে আসিবে না।"

লুলিয়া হাঁপ ছাড়িয়া বলিল, "বাঁচা গেল! কি জ্বালাতনে পড়িয়াছিলাম!"

বিমল সিংহ বলিলেন, "এই জ্বালাতনের জন্যই আমি এখানে এতদিন আটক হইয়া পড়িয়াছিলাম,—নতুবা এতদিন প্রাণ লইয়া অন্য কোথায় পলাইতাম।"

লুলিয়া ব্যাকুলভাবে বিমল সিংহের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "কেন যাইবে? এখানে তোমাকে কেহ খুঁজিয়া পাইবে না।"

"চিরকাল কি তোমাদের গলগ্রহ হইয়া থাকিব?"

"এ আর গলগ্রহ কি?"

বিমল সিংহ লুলিয়ার হাত ধরিয়া, তাহাকে নিজের দিকে টানিয়া লইয়া বলিলেন, "লুলিয়া,—আমি এখান থেকে চলিয়া গেলে, দুঃখিত হও?"

লুলিয়ার দুই চক্ষু জলে পূর্ণ হইয়া আসিল; সে অস্পষ্ট রুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, "হই।"

বিমল সিংহ তাহাকে হৃদয়ে টানিয়া লইয়া, পুনঃ পুনঃ তাহার মুখচুম্বন করিলেন;—আবেশে লুলিয়া চক্ষু মুদিল!

বিমল সিংহ বলিলেন, "যদি ভগবান কখনও দিন দেন, তবে আমার এই ভালবাসার চিহ্ন জগতে রাখিয়া যাইব;—তাহার তুলনা আর পৃথিবীতে কেহ কোথায়ও করিতে পারিবে না।"

বিমল সিংহ কি বলিলেন,—লুলিয়ার কর্ণে তাহা প্রবেশ করিল না;—সে সম্পূর্ণ আত্মহারা হইয়াছিল! কিয়ৎক্ষণ পরে সে

বলিল, "তুমি সত্য করিয়া বল,—কখনও আমায় ত্যাগ করিয়া যাইবে না?"

বিমল সিংহ বলিলেন, "লুলিয়া,—মৃত্যুতেও কেহ তোমায় আমার হৃদয় হইতে লইতে পারিবে না!"

কিয়ৎক্ষণ উভয়ে নীরবে রহিলেন;—উভয়ে উভয়ের ভালবাসায় নিমগ্ন! এ ভালবাসা কথায় প্রয়োজন হয় না;—এ ভালবাসার কি বর্ণনা করিব?—এ ভালবাসা কল্পনার অতীত! এ ভালবাসা স্বর্গীয়,—এ ভালবাসা ত্রীদিববাঞ্ছিত;—এ ভালবাসায় সংসারিকত্ব কিছু নাই!

কিয়ৎক্ষণ পরে লুলিয়া বলিল, "তাহা হইলে, আর ইহারা জ্বালাতন করিবে না। কেন ইহারা এখানে আসিয়া অত্যাচার করিতেছে,—আমরা বাদসার কি করিয়াছি!"

বিমল সিংহ হাসিয়া বলিলেন, "লুলিয়া,—এ সকল উচ্চ রাজনৈতিক কথা তোমার শুনিয়া মাথা খারাপ করিবার প্রয়োজন নাই;—সে জন্য তোমার দাদা মহাশয় আছেন!"

"আর তো তাহারা দাদা মহাশয়ের উপর অত্যাচার করিতে আসিবে না! আমাদের আর চোরের মত লুকায়ে থাকিতে হইবে না! দাদার সময়ে খাওয়া হইতেছে না,—সময়ে ঘুম হইতেছে না,—কত কষ্ট হইতেছে!"

বিমল সিংহ দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "উপায় নাই,—এবার স্বয়ং বাদসা আসিতেছেন!"

লুলিয়া অতি বিস্ময়ে বলিয়া উঠিল, "স্বয়ং বাদসা আসিতেছেন কেন?"

বিমল সিংহ বলিলেন, "তিনিই জানেন! বাদসার মনের কথা কিরূপে বলিব!"

লুলিয়া যেন আপনা আপনি বলিতে লাগিল, "বাদসা আসিতেছেন!—কেন,—এখানে কেন? হয়তো তিনি দাদাকে জল্লাদের হাতে দেবেন;—তা হ'লে,—তা হ'লে— —"

তাহার দুই চক্ষু জলে পূর্ণ হইয়া গেল;—সে দাদার চক্ষের মাণিক ছিল;—সেও দাদাকে প্রাণ দিয়া ভালবাসিত। বিমল সিংহ তাহাকে হৃদয়ে লইয়া বলিলেন, "লুলিয়া, তোমার দাদার জন্য কোন ভয় নাই;—প্রয়োজন হয় আমি—আমি—প্রাণ দিয়া তাঁহাকে রক্ষা করিব।"

লুলিয়া চক্ষের জল চক্ষে মিলাইয়া বলিল, "তা আমি জানি।"

এই সময়ে নিকটে খুব কোলাহল উঠিল। শুনিয়া বিমল সিংহ মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "এই বাদসা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন দেখিতেছি! এস, উপরে গিয়া দেখি।"

লুলিয়া সভয়ে বলিল, "যদি আমাদের দেখিতে পায়!"

বিমল সিংহ হাসিয়া বলিলেন, "বেহারীচরণের কৃপায় আমরা বাতাসে মিলিয়া যাইতে জানি।"

এবার লুলিয়াও হাসিয়া ফেলিল;—বলিল, "চল,—আমি বাদসা কখন দেখি নাই;—বাদসা দেখিতে কেমন?"

বিমল সিংহ হাসিয়া বলিলেন, "যেমন আমি।"

লুলিয়া সলজ্জভাবে অবনত মস্তকে বলিল, "যাও!"

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

ভয়াবহ সংবাদ।

বাদসাহ ফতেপুরের সম্মুখে আসিয়া, শিবির সন্নিবেশ করিলেন। সেনাধ্যক্ষগণকে আদেশ দিলেন, "এই নগর বেষ্টন করিয়া, শিবির সন্নিবেশ কর;—আমার অনুমতি ব্যতীত কাহাকেও সহরে প্রবেশ করিতে দিবে না। আর যে কেহ সহরে আছে,—আমার কাছে এখনই লইয়া আইস।"

একজন সেনাধ্যক্ষ মস্তক কুণ্ডয়ন করিতে করিতে বলিলেন, "জাঁহাপনা,—বাদসাবেগম——"

জাহাঙ্গির ভ্রুকুটী করিলেন; তৎপরে বজ্রগম্ভীর স্বরে বলিলেন, "তাঁহার হুকুম সহস্রবার শিরোধার্য্য করিবে।"

সেনাধ্যক্ষগণ আর কোন কথা কহিতে সাহস করিল না,—নীরবে সকলে বাদসাহের আজ্ঞা পালনার্থে প্রস্থান করিল। চারিদিকে মহা গোলমালে সেনাগণ শিবির সন্নিবেশে নিযুক্ত হইল। বাদসাহ নিজ পট্টাবাস স্থাপিত হইবামাত্র তথায় প্রবেশ করিয়া, ভৃত্যগণকে সুরাপাত্র আনয়ন করিবার জন্য অনুজ্ঞা প্রদান করিলেন; আরও বলিলেন, "বাদসাবেগম বিশ্রাম করিলে, তাঁহাকে আমার এ শিবিরে আসিবার জন্য অনুরোধ করিবে।"

বাদসাহ-শিবিরে ইন্দ্রজালের ন্যায় কার্য্য হইত! যেন কোন যাদুকর তাহার অসীম ঐন্দ্রজালিক শক্তিবলে সকল সংঘটিত করিতেছে! এক ঘটিকা উত্তীর্ণ হইতে না হইতে ফতেপুরের ধূলি ও কাঁকরপূর্ণ বৃক্ষশূন্য প্রান্তর এক সুন্দর সুবৃহৎ নগরীতে পরিণত হইল। সারি সারি সুন্দর সুন্দর তাম্বু পড়িল,—মধ্যে মধ্যে সুপ্রশস্ত পথ নির্ম্মিত হইল,—ভিস্তিগণ সেই সকল পথে গোলাপ জল

সিঞ্চিত করিতে লাগিল,—চারিদিকে সুমধুর সুগন্ধময় সুশীতল সমীরণ বহিল। মহা বিকট,—মহা রোলকারী বাদ্য বন্দ হইল;—তাহার স্থলে এস্‌রাজ ও সারঙ্গের মধুর ধ্বনি চারিদিকে ধ্বনিত হইতে লাগিল। সুন্দরী বাঁদিগণ এ তাম্বু হইতে অন্য তাম্বুতে বিবিধ বিলাস দ্রব্য ও আহারীয় লইয়া ছুটাছুটি করিতে লাগিল কে বলিবে এ যুদ্ধ শিবির! কে বলিবে মোগল সম্রাট যুদ্ধে প্রয়ান করিতেছেন! সকলই অদ্ভুত,—অত্যাশ্চর্য্য,—চমকপ্রদ,—চমৎকার!

জাহাঙ্গির সুরা ওষ্ঠে তুলিতেছিলেন,—এমন সময়ে ভৃত্য অভিবাদন করিয়া বলিল, "জাহাপনা,—সহর হইতে মৌলভী সাহেবকে আনা হইয়াছে;—তিনি দ্বারে দণ্ডায়মান আছেন।"

বাদসাহ তাকিয়া ঠেসান দিয়া অর্দ্ধশায়িত ছিলেন,—উঠিয় বসিলেন। বলিলেন, "যাও;—তাঁহাকে এইখানে আসিতে বল;—আর কাহারও আসিবার প্রয়োজন নাই।"

মৌলভীদিগের উপর বাদসাহ প্রীত ছিলেন না,—তাঁহারা তাঁহার অমুসলমানিক ব্যবহারে,—তাঁহার মুসলমান ধর্ম্ম বিরু অস্পৃশ্য সুরাপানে,—তাঁহার উপর সন্তুষ্ট ছিলেন না।—সময় সুবিধা পাইলেই তাঁহারা জনসমাজে তাঁহার বিরুদ্ধে বক্তৃতা করিতে ক্রুটী করিতেন না;—এই জন্য মৌলভীমাত্রকেই জাহাঙ্গির দু চক্ষে আদৌ দেখিতে পারিতেন না;—কিন্তু বাহ্যিক তিনি তাঁহাদে যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করিতেন;—কেহ সহজে তাঁহার প্রকৃত মনে ভাব উপলব্ধি করিতে পারিত না।

ফতেপুর সিক্‌রির মৌলভীকে তিনি চিনিতেন।—মৌলভী কখন কখনও দরবারে যাইতেন;—ফতেপুরের সমস্ত সংবাদ প্রদান করি তেন;—এবং যথা সময়ে তাঁহার বৃত্তির তঙ্কা লইয়া নিজ গৃ

প্রত্যাবর্ত্তন করিতেন। একরূপ প্রধানতঃ তাঁহার উপরই পরিত্যক্ত সহরের অট্টালিকাদি,—বিশেষতঃ মস্‌জিদ ও সেলিমের কবর,—তত্ত্বাবধারণের ভার ছিল। জাহাঙ্গিরের রাজত্বের প্রথম হইতেই এই মৌলভী ফতেপুরে রহিয়াছেন;—কবে হইতে তিনি আসিয়াছেন,—কবে তিনি ফতেপুরের অধ্যক্ষরূপে নিযুক্ত হইয়াছেন,—তাহা এ পর্য্যন্ত কেহ জানে না;—বাদসাহেরও তাহা ঠিক স্মরণ হয় না। বৃদ্ধ মৌলভী ফতেপুরে আছেন,—ইহাই সকলে জানে;—আর তাঁহার বিষয় কেহই কিছু জানে না!

বৃদ্ধ ওমরাও সলাবত খাঁ নির্জ্জনে বাস করিয়া, জীবনের অবশিষ্টাংশ ধর্ম্মচিন্তায় অতিবাহিত করিবেন বলিয়া, ফতেপুর সিক্‌রির একটা ভগ্ন অট্টালিকায় বাস করিবার অনুমতি প্রার্থনা করিলে, বাদসাহ তাঁহাকে সে অনুমতি দিয়াছিলেন। বৃদ্ধ সেই পর্য্যন্ত ফতেপুরে আছেন। তাঁহার দরবারে কোন প্রয়োজন থাকিলে, তাহা মৌলভী সাহেবকে দিয়াই সংসাধিত করিতেন;—কখনও নিজে কোথায়ও যাইতেন না। বহু বৎসর হইতে কেহ কখনও তাঁহাকে ফতেপুরের বাহিরে যাইতে দেখে নাই!

জাহাঙ্গির রাজকার্য্যের কিছুই দেখিতেন না বটে,—কিন্তু তিনি এ সংবাদ রাখিতেন যে, ফতেপুরে কেবল মৌলভী ও বৃদ্ধ সলাবত খাঁ ব্যতীত আর কেহই নাই! প্রথমে তিনি বাদসাবেগম নুরজিহানের নিকট অবগত হইলেন যে, সাহাজাদা খুরম আগ্রা হইতে পলাইয়া এই ভগ্ন সহরে লুক্কাইত আছেন;—এ জনরব যথার্থ কি না, তাহাই অবগত হইবার জন্য বেগম কোন কথা কাহাকে না বলিয়া, আম্বারের অজিত সিংহকে ফতেপুরে বাস করিতে পাঠাইয়াছেন।

নুরজিহানের কথায় জাহাঙ্গির হাসিয়া বলিয়াছিলেন, "তুমি যাহা করিয়াছ, ভালই করিয়াছ—তুমিই মোগলের রাজলক্ষ্মী!" সত্য কথা বলিতে

কি,—সাহাজাদা খুরমের পলায়নে যে গুরুতর কিছু ঘটিয়াছে,—তাহা সম্রাট একবারও মনে করেন নাই। তিনি ভাবিয়াছিলেন,—ইহা যৌবন সুলভ চাঞ্চল্য ব্যতীত আর কিছুই নহে। কিন্তু ক্রমে তাঁহার মতের পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে; এখন তিনি বুঝিয়াছেন,—যথার্থ দিল্লির সিংহাসন লইয়া, ভিতরে ভিতরে একটা ষড়যন্ত্র চলিতেছে। পূর্ব্বে তিনি ভাবিয়াছিলেন, "ইহা উদ্ধত ভীম সিংহ ও চতুর মহাবত খাঁর কাণ্ড;—কিন্তু আজ সহসা প্রিয়পুত্র পরবেসের মৃত্যু সংবাদে তাঁহার মন এক বিষম সন্দেহ-দোলায় দোলায়মান হইতেছে।—তবে কি সমস্তই নুরজিহানের কাজ! সে সারিয়ারকে সিংহাসন দিবার জন্য এই ভয়াবহ ব্যাপার সংঘটিত করিতেছে! ভিতরে ভিতরে ভয়াবহ ষড়যন্ত্র চালাইতেছে! আজ এ সন্দেহে হৃদয় উদ্দীপ্ত না হইলে, বোধ হয় এতকাল পরে জাহাঙ্গির আজ আবার জাহাঙ্গির হইতেন না।

মৌলভী আসিয়া অভিবাদন করিলে, বাদসাহ সসম্মানে তাঁহাকে আসন গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। বৃদ্ধ শ্বেত দীর্ঘ শ্মশ্রুধারি অতি সাম্যমূর্ত্তি মৌলভী ধীরে ধীরে বাদসাহের ঈষৎ দূরে উপবেশন করিলেন;—বলিলেন, "জাহাপনা, আমি একাকী আজ এ সহরের পাহারায় রহিয়াছি————

জাহাঙ্গির তাঁহার কথায় প্রতিবন্ধক দিয়া বলিলেন, "কেন,—সলাবত খাঁ কি আর ফতেপুরে নাই?"

মৌলভী বিনীত স্বরে বলিলেন, "আজ সকাল পর্য্যন্ত তিনি এ সহরে ছিলেন;—প্রাতে মনসবদার মহম্মদ তোকী তাঁহাকে ও তাঁহার বৃদ্ধ ভৃত্য ও দাসীকে বন্দী করিয়াছিলেন————"

কেন? কাহার হুকুমে?"

জাহাপনা,—অধীন তাহা বলিতে পারে না।"

"তাঁহারা এখন কোথায়?"

"তাহার বিষয়ও কিছু অবগত নই। বোধ হয় মহম্মদ তোকী সাহেব তাঁহাদের সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়াছেন———"

"না,—বন্দী সঙ্গে লইয়া সে কখনই যুদ্ধক্ষেত্রে ছুটিবে না——"

"তবে হয়তো শিরচ্ছেদ করিয়াছেন।"

"বৃদ্ধ—অতি বৃদ্ধ সলাবত খাঁর শিরচ্ছেদ করিয়াছে! সে কি—কাহার হুকুমে!"

"এ বিষয়ের আমি কিছুই অবগত নহি। জাহাপনার আগমন বার্ত্তা শুনিয়া পর্য্যন্ত সিংহদ্বারে অপেক্ষা করিতেছি। এক্ষণে এই পতিত ভগ্ন সহরে একাকী বসবাস করা দুর্ঘট হইবে;—জাহাপনা অন্য কাহাকে কার্য্যভার দিয়া অধীনকে অবসর দিলে অধীন অনুগৃহীত হয়!"

বাদসাহ অন্যমনস্ক ছিলেন,—বোধ হয় বৃদ্ধ মৌলভীর দীর্ঘ বক্তৃতা শুনিলেন না;—তিনি ভৃত্যকে ডাকিয়া বলিলেন, "আজফ খাঁ পৌছিয়াছেন।"

"জাহাপনা,—পৌছিয়াছেন!"

"এখনই তাঁহাকে এই খানে লইয়া আইস।"

বাদসাহ ধীরে ধীরে মৌলভীর দিকে ফিরিলেন;—কিয়ৎক্ষণ তাঁহার মুখের দিকে তীক্ষ্নদৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন, "মৌলভী সাহেব, আমি জানি,—আপনি আমার চির অনুগত,—বিশ্বাসী,—মোগলের চির হিতাকাঙ্ক্ষী———"

মৌলভী সসম্মানে মস্তক অবনত করিয়া বলিলেন, "জাহাপনার অনুগ্রহ!"

বাদসাহ স্বর একটু কঠোর করিয়া বলিলেন, "আপনি বৃদ্ধ,—ধর্ম্মপরায়ণ,—প্রকৃত মুসলমান।"

"জাহাপনার অনুগ্রহ!"

"আমি জানি আপনি কখন আমার নিকট মিথ্যা কথা কহিবেন না!"

"এ জীহ্বা কাটিয়া কুকুরকে দিব,——

"তবে শুনিতে চাহি,—যথার্থই কি আপনি ও বৃদ্ধ সলাবত খাঁ ব্যতীত আর কেহ এখানে নাই—বা ছিল না?"

"জাহাপনা,—আমার জ্ঞাতসারে আর কেহ ছিল না, কেহ এখন নাই। আর যদি কেহ থাকিত,—তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই তাহা জানিতে পারিতাম। সলাবত খাঁ কখন কোন কথা আমার নিকট গোপন করেন না,—তিনিও যদি জানিতেন,—তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই আমায় এ কথা বলিতেন।"

জাহাঙ্গির মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "তাহার কোন অর্থ নাই, আপনি মৌলভী মানুষ;—ধর্ম্মকর্ম্ম লইয়া আছেন,—সলাবত খাঁ বৃদ্ধ হইলেও মৌলভী নহেন;—তাঁহার রাজকার্য্যে হস্তক্ষেপ অসম্ভব নহে। তিনি যদি কোন ষড়যন্ত্রে যথার্থ যোগ দিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই তাহা আপনাকে বলিবেন না।"

"জাহাপনা,—হুজুর যাহা আজ্ঞা করিতেছেন, তাহা ঠিক!"

"সুতরাং আপনি জানেন না,—সলাবত খাঁ কোন লোককে আপনার অজ্ঞাতসারে এ পড়ো সহরে অনায়াসে লুকাইয়া রাখিতে পারেন!"

বৃদ্ধ মৌলভী তাঁহার শ্বেতশ্মশ্রু ঈষৎ টানিতে টানিতে বলিলেন, "জাহাপনার আজ্ঞা শিরোধার্য্য! অধীন ধর্ম্মকর্ম্ম লইয়া থাকে,—বড় অন্য বিষয় লক্ষ্য করে না।"

বাদসাহ মৌলভীর দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, "এই ভুতের ব্যাপারটা কি?" এবার মৌলভী একটু বেগপূর্ণ স্বরে বলিলেন, "হুজুর,—এটা সর্ব্বৈব মিথ্যা কথা!"

জাহাঙ্গির মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "কি সে জানিলেন, মৌলভী সাহেব ?"

মৌলভী সাহেব তেজপূর্ণ স্বরে বলিলেন, "যেখানে সেলিম সাহেবের কবর রহিয়াছে,—যেখানে মক্কায় মস্‌জিদের ন্যায় মস্‌জিদে পাঁচওক্ত নমাজ হইতেছে, সেখানে দৈত্য দানা থাকিতে পারে না।"

বাদসাহ হাসিলেন ; বলিলেন, "যান,—আপনার সময় নষ্ট করিব না, আমিই স্বয়ং আজ আপনাদের সহরে রাত্রিযাপন করিব ;—স্বয়ংই দেখিব দৈত্য না দানা ;—প্রেত না মানুষ ?"

এই বলিয়া বাদসাহ সুরা পাত্রের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিলেন ; মৌলভী সাহেব দুই হস্তে কর্ণ আবরিত করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "তোবা—তোবা !"

জাহাঙ্গির উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিলেন ; বলিলেন, "যান,—আপনার উপর আমি খুনী আছি !"

মৌলভী কুর্ণিস করিতে করিতে পালাইলেন ;—বাদসাহ সুরাপাত্র মুখে তুলিলেন ;—এই সময়ে সহসা শিবিরের সমস্ত কোলাহল নিমিষে যেন স্থগিত হইল,—মহা কোন বিপর্য্যয় না ঘটিলে এরূপ হয় না !"

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

এ কি কথা।

বাদসাহের বৃহৎ শিবির হইতে যে একটা অভূতপূর্ব্ব কলরব আকাশে উঠিবে, তাহাতে বিচিত্র কি! সহস্র সহস্র সেনা,—সহস্র সহস্র লোক জন,—সহস্র সহস্র হাতী ঘোড়া উট,—সুতরাং সে গোলযোগের বর্ণনা হয় না! সহসা এই কলরব স্থগিত হওয়ায় বাদসাহও বিস্মিত হইয়া চারিদিকে চাহিতে লাগিলেন। পর মুহূর্ত্তে শিবিরের গোলযোগ শতগুণ বৃদ্ধি পাইয়া আকাশ বিলোড়িত করিয়া তুলিল। একটা যে কিছু হইয়াছে,—তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। সহসা কি কোন শত্রু তাঁহার শিবির আক্রমণ করিল? বাদসাহ উঠিয়া দাঁড়াইলেন;—তিনি বাহিরে গমনে উদ্যত হইলেন,—সম্মুখে আজফ খাঁ।

বাদসাহের এরূপ বিচলিত হওয়া লজ্জাস্কর ভাবিয়া, জাহাঙ্গির মুহূর্ত্তে আত্মসংযম করিয়া নিজ ফরাসে আসিয়া বসিলেন।—আজফ খাঁর দিকে চাহিয়া গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "শিবিরে কিসের গোল শুনিতেছি?"

"জাহাপনা———"

বলিয়া আজফ খাঁ মস্তক কুণ্ডয়ন আরম্ভ করিলেন। বাদসাহ বিরক্ত হইয়া ভ্রকুটী করিয়া বলিলেন,—"মুখে কথা নাই কেন? শিবিরে কি হইয়াছে?"

বাদসাহের প্রশ্ন,—জাহাঙ্গিরকে বহুকাল আজফ খাঁ এ অবস্থায় দেখেন নাই;—আর উত্তর দিতে বিলম্ব করিলে সমূহ বিপদের আশঙ্কা!—আজফ খাঁ অতি বিনীত স্বরে বলিলেন, "জাহাপনা,—বিশেষ দুঃখের,—বিশেষ ভয়াবহ সম্বাদ পাইয়াছি!"

জাহাঙ্গিরের মুখ দৃঢ় হইল,—তিনি বলিলেন, "তুমি কি মনে কর আমি স্ত্রীলোক?"

আজফ খাঁ হেট মুণ্ডে বলিলেন, "জাহাঁপনা—জাহাপনা——"

জাহাঙ্গির ক্রোধে দণ্ডায়মান হইয়া ভূমে পদাঘাত করিয়া বজ্রগম্ভীর স্বরে বলিলেন, "জাহাপনা—জাহাপনা—তাহাও আমি জানি—তাহার পর কি?"

আজফ খাঁ অস্পষ্ট স্বরে বলিলেন, "সাহাজাদা—সাহাজাদা—মারা গিয়াছেন!"

জাহাঙ্গির অতি রাগত স্বরে বলিলেন, "তাহা আমি জানি;—মহাশয় কি সে কথা এখন শুনিলেন?"

আজফ খাঁ অতিশয় ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন;—দেখিয়া জাহাঙ্গিরের মুখ ক্রোধে লাল হইয়া গেল;—তিনি গর্জ্জিয়া বলিলেন, "তোঁমার যদি ইহা ছাড়া আর কিছু বলিবার না থাকে,—তবে এখান হইতে দূর হও!"

আজফ খাঁ অতি কাতরে বলিলেন, "জাহাপনা, আমি সাহাজাদা পরবেসের কথা বলিতেছি না?"

জাহাঙ্গির বিস্ময়ে চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বলিলেন; "তবে কে?"

আজব খাঁ জোড় হস্তে বলিলেন, "সাহাজাদা খুরম!"

জাহাঙ্গির ধীরে ধীরে বসিলেন,—ধীরে ধীরে বলিলেন, "সাহাজাদা খুরম! সাহাজাদা খুরম!—এ কথা নূতন বটে! কি হইয়াছে বল।"

"সাহাজাদা খুরম মারা গিয়াছেন!"

"কিরূপে!"

"দিল্লির সিংহদ্বারে উলঙ্গ অবস্থায় তাঁহার মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছে———"

"কে বলিল!

"দিল্লির সুবেদার সম্বাদ পাঠাইয়াছেন;—অশ্বারোহী অশ্ব ছুটাইয়া এই মাত্র এখানে পৌঁছিয়াছে,——

"তার পর?"

"তিনি সাহাজাদার দেহ কবরের জন্য আগ্রায় পাঠাইয়াছেন।"

"দুই সাহাজাদাকে একস্থানে কবর দিবার হুকুম পাঠাও;—যাও।"

আজফ খাঁ আরও কি বলিতে যাইতেছিলেন,—কিন্তু আর কোন কথা বলিতে সাহস করিলেন না। তিনি জীবনে জাহাঙ্গিরের এ ভয়াবহ মূর্ত্তি কখনও দেখেন নাই;—তিনি তৎক্ষণাৎ তথা হইতে পালাইলেন।

জাহাঙ্গির গভীর দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন, স্বয়ং সুরাপাত্রে সুরা ঢালিয়া এক নিশ্বাসে বহু পরিমাণে গলাধকরণ করিলেন! তাহার পর বলিলেন, "দোষ আমার,—দোষ আর কাহারই নয়!—তবে এক দিনে—দুই পুত্র শোক—অনেকের হয় না!"

কে পশ্চাতে মৃদু মধুর স্বরে বলিল, "এ কথা আমি বিশ্বাস করি না।"

বাদসাহ চমকিত হইয়া পশ্চাতে ফিরিলেন,—দেখিলেন, শতরূপে চারিদিক আলো করিয়া দণ্ডায়মানা—নুরজিহান। মুখে মৃদু মৃদু হাসি,—অতুলনীয় বক্ষে অতুলনীয় ভাব,—শত শোভায়, নুরজিহান বিভূষিতা;—তাঁহার উপস্থিতে যেন চারিদিকে বিমল জ্যোৎস্না ছড়াইয়া পড়িয়াছে! এ ভাব, এ রূপ,—এ বুদ্ধি,—না থাকিলে কেহ কি ভারতের অদ্বিতীয়া অধিষ্ঠাত্রী অধিশ্বরী হইতে পারে?

জাহাঙ্গির কিয়ৎক্ষণ এই অপরূপ সৌন্দর্য্যের দিকে চাহিয়া রহিলেন;—মুহূর্ত্তের জন্য তাঁহার হৃদয়ে যে সন্দেহ, যে ক্রোধ উদিত হইয়াছিল,—তাহা নিমিষে নিমিলিত হইয়া গেল;—তিনি অতি বিষণ্ণতা-পূর্ণ স্বরে বলিলেন, "শুনিয়াছ?"

পটমণ্ডপের পশ্চাতস্থ দ্বার দিয়া নিঃশব্দে নুরজিহান প্রবেশ

করিয়াছিলেন,—তাঁহার ভ্রাতা আজফ খাঁ বাদসাহকে যাহা বলিয়াছেন, তাহা তিনি সকলই শুনিয়াছিলেন। তিনি নিকটে আসিয়া বলিলেন, "আমি এ কথা বিশ্বাস করি না।"

জাহাঙ্গির নুরজিহানের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন;—বাদসা-বেগম তাঁহার পার্শ্বে বসিলেন,—স্বর্ণপাত্রে নিজ হস্তে সুরা ঢালিয়া বাদসাহের মুখে ধরিলেন;- বলিলেন, "জাহাপনা,—পান করুন,—আমার বিশ্বাস সাহাজাদার দুই জনের এক জনও মরেন নাই!"

জাহাঙ্গির কোন কথা কহিলেন না,—নুরজিহানের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তৎপরে ধীরে ধীরে বলিলেন, "সব শুনিয়াছ কি?"

নুরজিহান বলিলেন, "সব শুনিয়াছি। সব শুনিয়া আমার বিশ্বাস দুই সাহাজাদার একজনও মরেন নাই!"

জাহাঙ্গির বিস্মিতভাবে বাদসাবেগমের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তিনি জানিতেন, নুরজিহান যত সম্বাদ রাখেন, তিনি তাঁহার শতাংশের একাংশও জানেন না।—তিনি ইহাও জানেন, নুরজিহানের যে বুদ্ধি আছে, তাহা তাঁহার দরবারে আর কাহারও নাই; সুতরাং তিনি নুরজিহানের কথায় প্রথমে বিস্মিত হইলেন, ও তাহার পর তাঁহার কথাই সত্য বলিয়া তাহার বোধ হইল। প্রকৃতই দুই পুত্রের একদিনে মৃত্যু সম্বাদ শুনিয়া তাঁহার হৃদয়ে দারুণ আঘাত লাগিয়াছিল। নুরজিহানের কথায় তাঁহার প্রাণ অতিশয় আশ্বস্ত হইল। যে দুঃখ সম্বাদ দেয়, লোকে সহজে তাহার কথা বিশ্বাস করিতে চাহে না;- যে সুখের সম্বাদ দেয়, মন তাহার কথাই বিশ্বাস করিতে ব্যগ্র হয়। জাহাঙ্গির বলিলেন, "তুমি কি সত্য সত্যই জানিতে পারিয়াছ যে, সাহাজাদা পরবেস বা খুরম কেহই মরে নাই?"

নুরজিহান বলিলেন, "সত্য সত্যই জানিতে পারিয়াছি, একথা ঠিক বলিতে পারি না, তবে এইরকম অনুমান করি। আমার অনুমান প্রায় মিথ্যা হয় না।"

"কিসে এরূপ অনুমান করিতেছ বল ;- ...তেই পারিতেছ আমি বড় ব্যস্ত হইয়াছি।"

"নাথ, সেইজন্য আপনাকে এতদিন যাহা বলি নাই,—বলা আবশ্যক বিবেচনা করি নাই, তাহাই বলিতেছি। জাহাপনা যদি এই সকল আপনাকে জানান আবশ্যক বিবেচনা করিতাম, তাহা হইলে আপনাকে অনেক পূর্ব্বেই জানাইতাম,—তাহা আপনি জানেন।"

"তা আমি জানি, নুরজিহান।"

আমার সর্ব্বত্রই চর আছে——"

"তাহাও জানি।"

"আমি যতদূর জানিতে পারিয়াছি তাহাই বলি।"

বাদসাহ কোন কথা কহিলেন না। নুরজিহান একটু নীরব থাকিয়া জুলেখার আদ্যোপান্ত বৃত্তান্ত তাঁহাকে বলিলেন। জুলেখার সহিত পানওয়ালী গঙ্গীয়ার গুপ্ত সম্বন্ধ ছিল, তাহাও বলিলেন। জুলেখার সঙ্গে সঙ্গে গঙ্গীয়াও যে নিরুদ্দেশ হইয়াছে, তাহাও বলিলেন। তাহার পর জুলেখা ও গঙ্গীয়া যে ভীমসিংহ, মহাবত খাঁর সহিত মিলিত হইয়া, সাহাজাদা খুরমকে দিল্লির সিংহাসনে বসাইতে চেষ্টা পাইতেছে, তাহাও বলিলেন। জাহাঙ্গির নীরবে বসিয়া আদ্যোপান্ত শুনিলেন, একটী কথাও বলিলেন না। নুরজিহান নীরব হইলে, বাদসাহ বিষাদ হাসি হাসিয়া বলিলেন, "আমার বিশ্বাস ছিল পৃথিবীতে নুরজিহানের জুড়ী কেহ নাই! এখন দেখিতেছি আমার সে বিশ্বাস ভুল ?"

নুরজিহানের মুখ মেঘাবৃত হইল। তিনি ধীরে ধীরে বলিলেন,

"জুলেখার নিকট আমি কতকটা হারিয়াছি, তাহা স্বীকার করি; কিন্তু হজরত শেষ পর্য্যন্ত দেখুন।"

জাহাঙ্গির হাসিয়া বলিলেন, "শেষে তোমারই যে জিত হইবে, তাহাও আমি জানি। এখন তোমার বিশ্বাস যে এই জুলেখা মরে নাই? তাহার গলা জল্লাদগণ কাটিবার পূর্ব্বেই সে তোমার চক্ষে ধূলি দিবার জন্য নিজেই বিষ খাইয়াছিল! বিষ খাইয়া ঠিক মড়ার মত হইয়াছিল! তুমিও ভাবিয়াছিলে, যে সে যথার্থ মরিয়াছে,—কিন্তু সে বিষে মৃত্যু হয় না——এই তো! কেবল দেহটা মৃতের মত হয়———"

নুরজিহান বিষণ্ণস্বরে বলিলেন, "এখন কতকটা তাহাই বোধ হইতেছে"

জাহাঙ্গির হাসিয়া বলিলেন, "তোমার মত বুদ্ধিমতীর বোঝা উচিত ছিল না কি; যখন সে এত তাড়াতাড়ি স্ব ইচ্ছায় বিষ খাইতেছে, তখন ইহার ভিতর কিছু আছে?"

নুরজিহান বলিলেন, "আমি তাহাকে কখনও অবিশ্বাস করি নাই।"

"করা উচিত ছিল। সে হিন্দুর মেয়ে;—যে স্বামী কন্যা হারাইয়া সানন্দে তোমার দাসী হইতে পারে, তাহাকে প্রথম হইতে তোমার অবিশ্বাস করা উচিত ছিল।"

"এখন তাহা বুঝিতেছি।"

"তাহার পর যখন অবিশ্বাস করিলে,—সন্দেহ করিলে,—তখন তাহার তাড়াতাড়ি বিষ খাওয়া সম্বন্ধেও সন্দেহ করা উচিত ছিল।"

"এখন তাহা বেশ বুঝিয়াছি।"

"এই জুলেখা মরে নাই, এটা ঠিক!—তাহার কোন সন্ধান পাইয়াছ?"

"এখনও পাই নাই। মসরুরের বিশ্বাসী গহরজান বলিয়া একজনকে এ কাজে নিযুক্ত করিয়াছি!

"মসরুর ও তোমার এই গহরজান যে, বিশ্বাসী তাহা কিরূপে জানিলে?"

"কখন অবিশ্বাসের কারণ পাই নাই।"

"তোমার জুলেখাকেও তুমি কখনও অবিশ্বাসের কোন কারণ পাও নাই।"

আজ নুরজিহান প্রথম নির্ব্বাক হইলেন!—যথার্থই একজন তাঁহাকে পদে পদে পরাজিত করিয়াছে,—এখনও করিতেছে, তিনি যাহা কিছু করিতেছেন,—তাহার সমস্তই সে জানিতে পারিতেছে,—অথচ সে কি করিতেছে,—তিনি তাহার কিছুই জানিতে পারিতেছেন না। প্রকৃতই তিনি জুলেখার নিকট হারিয়াছেন! এ পর্য্যন্ত নুরজিহানকে এ সংসারে কেহ পরাজিত করিতে পারে নাই,—কিন্তু এই জুলেখা তাহা পারিয়াছে! সে নুরজিহানের উপর নুরজিহান হইয়াছে!

বাদসাহের কোন কথারই উত্তর দিতে নুরজিহান আজ মুখ তুলিয়া কথা কহিতে পারিতেছেন না;—আর কখনও জাহাঙ্গির এরূপ ভাবে তাঁহার সহিত কোন কথা কহেন নাই! নুরজিহান বুঝিলেন, আজ বাদসাহের মনের এক ঘোর পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে!

নবম পরিচ্ছেদ।

স্বয়ং জাহাঙ্গির।

কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া, জাহাঙ্গির দৃঢ়স্বরে বলিলেন, "নুরজিহান, তোমাকে প্রাণ দিয়া ভালবাসি;—আজ ভালবাসি তাহা নহে! যখন আমি বাদসা হই নাই,—তখন হইতে তোমায় ভালবাসি। তুমি জান, আমি হাঙ্গামার লোক নহি।—আমি খাঁটি লোক,—মাতাল লোক! যখন দেখিলাম, তুমি অদ্বিতীয়া বুদ্ধিমতী,—তুমি দিল্লির অধিশ্বরী হইবারই একমাত্র উপযুক্তা পাত্রী,—তখন আমি সাম্রাজ্যের সমস্ত ভার তোমার উপর দিয়া, গোলযোগের বাহিরে শান্তিতে ছিলাম;—নিজের আনন্দে নিমগ্ন হইয়াছিলাম;—কেমন,—নয় কি?"

জাহাঙ্গিরকে এরূপভাবে কথা কহিতে নুরজিহান আর কখনও দেখেন নাই। বাদসাবেগম বিস্মিত ও উদ্‌গ্রীব ভাবে বিস্ফারিত নয়নে তাঁহার মুখের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন;—তিনি কোন কথা কহিলেন না! বাদসা বলিলেন, "আমার বিশ্বাস ভুল বিশ্বাসে পরিণত হয় নাই। তুমি এতদিন আমার অপেক্ষাও উৎকৃষ্টরূপে এ সাম্রাজ্য চালাইয়া আসিয়াছ,—আমার কোন কথাই বলিবার প্রয়োজন হয় নাই! এতদিন সাম্রাজ্যে কোন গোল ঘটে নাই,—আজ ঘটিয়াছে;—কেন জান নুরজিহান?"

প্রায় অর্দ্ধস্ফুট স্বরে নুরজিহান বলিলেন, "কেন, জাহাপনা?"

জাহাঙ্গির গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "এতদিন তোমার নিজের কোন স্বার্থ ছিল না,—আমার যে স্বার্থ,—তোমারও সেই স্বার্থ ছিল;—তাহাই সাম্রাজ্য সুশৃঙ্খলার সহিত চলিয়াছে;—কোন গোল ঘটে

নাই। এখন ইহাতে তোমার নিজের স্বার্থ যেমন আসিয়াছে, অমনই ঘোর গোল উঠিয়াছে। অস্বীকার কর কি?"

"কিরূপে অস্বীকার করিব, জাহাপনা?"

"এখন আমার স্বার্থ যাহা,—তোমার স্বার্থ তাহা নহে। তুমি এখন তোমার মেয়ের স্বার্থ দেখিতেছ;—মেয়েকে তোমার অনুপস্থিতিতে দ্বিতীয় নুরজিহান করিতে ইচ্ছা করিয়াছ; – তাহাই তুমি ভিতরে ভিতরে সারিয়ারকে সম্রাট করিবার চেষ্টা পাইতেছ! নয় কি বাদসাবেগম?"

নুরজিহানের মুখ লাল হইয়া গেল। তিনি বুঝিলেন, এখন এ কথা অস্বীকার করা বৃথা!—তিনি কোন কথা কহিলেন না,—অন্য দিকে মুখ ফিরাইলেন।

জাহাঙ্গির বলিলেন, "এই জন্যই তোমার কন্যার সহিত সারিয়ারের বিবাহ দিবার ইচ্ছা আমার ছিল না। কেবল তোমার নিতান্ত জেদাজিদিতে স্বীকৃত হইয়াছিলাম। তুমিও আমার কাছে শপথ করিয়াছিলে যে, তুমি কখনও সারিয়ারকে তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পরিবর্ত্তে সিংহাসনে বসাইতে বিন্দুমাত্র চেষ্টা পাইবে না। নয় কি নুরজিহান?"

নুরজিহান নির্ব্বাক! জাহাঙ্গির আজ বহু পূর্ব্বের জাহাঙ্গির হইয়াছেন;—আজ জাহাঙ্গির আবার পূর্ব্বের সেলিম হইয়াছেন। একদিন ভারতে তাঁহার সমকক্ষ যোদ্ধা মেবারের চির গৌরব প্রতাপ সিংহ ব্যতীত আর কেহ ছিল না। তিনি বলিলেন, "তুমি সারিয়ারকে সিংহাসন দিবার চেষ্টা না পাইলে, খুরম কখনই তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে দূর করিয়া দিয়া, সিংহাসন পাইবার জন্য ব্যগ্র হইত না; সে সেরূপ ছেলে নহে। সারিয়ার অতি অপদার্থ,—তোমার আদরে আরও অধঃপাতে গিয়াছে। পরবেস সম্পূর্ণ অকর্ম্মণ্য,

যদি কেহ বাদসাহ হইবার উপযুক্ত থাকে সে খুরম, তবে সে স্বার্থপর নহে,—সে উদরচেতা বীর, সে দাদার অধীনে থাকিয়া সম্রাজ্য চালাইত,—কখনও সিংহাসনের প্রার্থী হইত না।"

জাহাঙ্গির গভীর দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন,—কিয়ংক্ষণ নীরবে বসিয়া রহিলেন, তৎপরে ধীরে ধীরে বলিলেন, "নুরজিহান, তুমি যদি সারিয়ারকে সিংহাসনে বসাইয়া তোমার মেয়ে লালিয়াকে দ্বিতীয় নুরজিহান করিবার জন্য ব্যগ্র না হইতে, তাহা হইলে মহাবতের ন্যায় লোক কখনই খুরমকে সিংহাসনে বসাইবার ইচ্ছা করিত না! আমার দরবারের শ্রেষ্ঠ মনসবদারগণ সকলে যখনই দেখিবে তুমি অপদার্থ সারিয়ারকে সিংহাসনে বসাইয়া মোগল সাম্রাজ্যের ঘোর অনিষ্ট সাধন করিতেছ, তখনই তাহারা সকলেই তোমার বিরুদ্ধে দাঁড়াইবে,—খুরমকে সিংহাসন দিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা পাইবে। আমি ইহাও ভবিষ্যংবাণী করিতে পারি যে তোমায় নিজের ভাই আজফ খাঁও খুরমের পক্ষে যাইবে।"

এতক্ষণে নুরজিহান কথা কহিলেন; বলিলেন, "জাহাপনা, আমি স্ত্রীলোক বইতো নই!"

জাহাঙ্গির বিষাদ হাসি হাসিয়া বলিলেন, "এ কথা স্বীকার করিলে এও আমার পরম সৌভাগ্য! তুমিই মোগল দরবারে এ আগুন জ্বালিয়াছ!—যতদূর বুঝিতেছি,—তোমার বাঁদী তোমায় পদে পদে পরাজিত করিয়াছে,—সুতরাং এ আগুন নিবাইবার ক্ষমতা তোমার নাই। তাহাই জাহাঙ্গির তাঁহার সাধের সুরা প্রায় বন্দ রাখিয়া নিজে রাজকার্য্যের ভার স্বহস্তে লইতে বাধ্য হইয়াছে। এ গোল মিটাইয়া জাহাঙ্গির আবার যে জাহাঙ্গির সেই জাহাঙ্গিরই হইবে;—তুমি আবার যে নুরজিহান সেই নুরজিহানই থাকিবে।'

এই বলিয়া বাদসা নুরজিহানকে হৃদয়ে লইয়া সপ্রেমে তাঁহার

অতুলনীয় বিম্বাধরে পুনঃ পুনঃ চুম্বন করিলেন,—নুরজিহান আবেগে বলিল, "দাসী চিরকালই ঐ চরণে!"

জাহাঙ্গির স্বহস্তে সুরা ঢালিয়া পান করিলেন;—হাসিয়া বলিলেন, "তোমার জন্য আমি খুরমকে দেশত্যাগী করিয়া দিব;—কিন্তু ইহা জানিও, আমার মৃত্যুর পর সেই বাদসাহ হইবে,—কেহই সারিয়ারের পক্ষ হইবে না।"

নুরজিহান ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তাহা হইলে হজরতেরও বিশ্বাস যে সাহাজাদা মরেন নাই।"

জাহাঙ্গির বলিলেন, "আজ তোমার কাছে যে জুলেখার কথা শুনিলাম, সে খুরমকে বুকে বুকে রাখিবে;—তাহার পায় কাঁটা বিঁধিতে দিবে না।—তাহাই মনে হইতেছে খুরম মরে নাই;—এই দিল্লিতে তাহার মৃত্যু সম্বাদ তোমার এই জুলেখা রত্নের আর একটা চাল মাত্র!"

"আর পরবেস—সাহাজাদা পরবেস!"

"তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য জুলেখা নাই;—সুতরাং খুব সম্ভব সেই হতভাগ্য খুন হইয়াছে!"

প্রকৃতই জাহাঙ্গিরের দুই চক্ষু জলে পূর্ণ হইয়া আসিল,—জাহাঙ্গিরের হৃদয় নবনী হইতেও কোমল ছিল,—তাঁহার উপর তিনি পরবেসকে সকল ছেলে হইতে ভাল বাসিতেন।

নুরজিহানের মনে কি হইল, আমরা বলিতে পারি না;—কিন্তু তিনি বাদসাহের মুখের দিকে চাহিতে পারিলেন না,—অবনত মস্তকে উপবিষ্ট রহিলেন। আজ নুরজিহানের জীবনে যাহা ঘটিল, তাহা আর কখনও ঘটে নাই!

জাহাঙ্গির আবার সুরাপান করিলেন। বিশেষ করিয়া লক্ষ করিলে সকলেই বুঝিতে পারিত, তিনি হৃদয়ের সহিত যুদ্ধ করিতেছেন। এখনও তাঁহার পূর্ব্বতেজ লোপ পায় নাই,—তিনি শীঘ্রই আত্মসংযম

করিয়া বলিলেন, "যতদূর শুনিলাম,—তাহাতে বোধ হয়, তোমার সন্দেহই ঠিক।—তোমার জুলেখা স্বদলে এই পড়ো সহরে লুকাইয়া আছে;—খুব সম্ভব খুরমও এখানে আছে। লুকাইয়া থাকিবার পক্ষে এমন উপযুক্ত স্থান আর কোথায়?"

নুরজিহান ব্যগ্রভাবে বলিলেন, "আমার ইহা দৃঢ় বিশ্বাস।"

জাহাঙ্গির বলিলেন, "আমি আজ স্বয়ং এই সহরে রাত্রি কাটাইব;—ভূত হউক, আর প্রেত হউক,—দানা হউক, আর দৈত্যই হউক,—আমাকে আজ তাহাদের সহিত একটু মোলাকাত করিতে হইবে——"

নুরজিহান ভীতস্বরে বলিলেন, "ভূতই হউক, আর নাই হউক,—আর এই রাক্ষসী জুলেখা স্বয়ং বা তাহার লোকই হউক,—রাত্রে কোন স্থানে হজরতের একা থাকা যুক্তি সঙ্গত নহে! কি জানি, শত্রুতে কি ষড়যন্ত্র করিয়াছে!"

"কোন ভয় নাই!—আজ আর বুড়ো জাহাঙ্গির নয়;—আজ সে তোমার বাদসা, আকবরসাহের বীর-ছেলে।"

"হজরতকে আমি একাকী থাকিতে দিব না;—দাসী সঙ্গে থাকিবে।"

"জানি তুমি আমায় ভালবাস;—কিন্তু আজ আমি বাদসাহ,—তুমি কেবল বেগম;—আমি স্বামী,—তুমি আমার স্ত্রী;—আজ তোমায় আমার হুকুম শুনিতে হইবে।"

নুরজিহান বিনীতস্বরে বলিলেন, "কবে হজরতের হুকুম অমান্য করিয়াছে?"

জাহাঙ্গির বিষাদ হাসি হাসিয়া বলিলেন, "তাহা বলিতেছি না;—উপস্থিত পরবেস ও খুরমের কি হইয়াছে, তাহা জানা আবশ্যক। সন্দেহে থাকিবার অপেক্ষা কষ্টকর আর কি আছে?"

তিনি একজন বাঁদীকে ডাকিয়া,—আজফ খাঁকে তখনই ডাকিয়া আনিতে আজ্ঞা করিলেন ;—দাসী ছুটিল।

জাহাঙ্গির বহুক্ষণ নীরবে চিন্তিত মনে বসিয়া রহিলেন! নুর জিহান তাঁহাকে বিরক্ত করিলেন না,—তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া, স্বর্ণ-চামরে তাঁহাকে ব্যজন করিতে লাগিলেন।

অনতিবিলম্বে আজফ খাঁ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বাদসাহ বলিলেন, "এখনই আগ্রায় লোক পাঠাইয়া দেওয়া হউক ;—দুই সাহাজাদার মৃতদেহই যেন অনতিবিলম্বে এখানে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। আমার সম্মুখে কবর হইবে। আর তৈল প্রভৃতি আরকে যেন দেহ রাখা হয় ;—দেহ কোনরূপে নষ্ট হইলে, আজফ খাঁ, আমি তোমায় দায়ী করিব ;—যাও!"

আজফ খাঁ নীরবে বিদায় হইতেছিলেন ; বাদসাহ বলিলেন, "আরও একটা কথা তোমায় জিজ্ঞাসা করি,—আম্বারের অজিত সিংহ কোথায়?"

আজফ খাঁ কলের পুত্তলির ন্যায় ফিরিলেন ; বলিলেন, "তিনি হজরতের হুকুমে যুদ্ধক্ষেত্রে চলিয়া গিয়াছেন।"

"তিনি এ সহরের কোন্ স্থানে ভূত দেখিয়াছিলেন,—কিছু শুনিয়াছ?"

"তিনি নিজে বড় কিছু দেখেন নাই,—তবে তাঁহার সেনাধ্যক্ষ রঘুবীর সিংহ দেখিয়াছিলেন।"

"কোথায়?"

"মরিয়ম বিবির প্রাসাদে।

"ভাল,—আজ রাত্রে আমি মরিয়ম বিবির গৃহে থাকিব ;—সমস্ত বন্দোবস্ত ঠিক রাখিও,—যাও!"

"আজফ খাঁ বিদায় হইলেন। জাহাঙ্গির বলিলেন, "নুরজিহান

আমার জন্য চিন্তা করিও না;—আমি স্বয়ং দেখিতে চাহি, এ ব্যাপারটা কি!"

নুরজিহান অতি বিনীতস্বরে বলিলেন, "জাহাপনা,—দাসীকে সঙ্গে——————"

বাদসাহ তাঁহাকে প্রতিবন্ধক দিয়া বলিলেন, "না,—নুরজিহান; তোমার এ অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিলাম না।"

নুরজিহানের মুখ বিষণ্ণ হইল,—তিনি আর কোন কথা কহিলেন না;—স্বর্ণ পানপাত্রে সুরা ঢালিয়া বাদসাহের মুখে ধরিলেন। নুরজিহানের ন্যায় মায়াবিনী এ সংসারে আর কে জন্মগ্রহণ করিয়াছে?

দশম পরিচ্ছেদ।

আবার বেগম মন্দিরে।

মরিয়ম বিবির প্রাসাদে বাদসাহ আজ রাত্রি যাপন করিবেন,—সুতরাং পরিত্যক্ত ফতেপুর সিক্‌রিতে আবার বহুকাল পরে বাদসাহের বাস ঘটিবে। ভগ্ন সহরে একটা হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছে! বহু লোকজনে মরিয়ম বিবির প্রাসাদ বাদসাহের বাসোপযোগী করিবার জন্য নিযুক্ত হইয়াছে! চারিদিকের পতিত জঙ্গলাকীর্ণ উদ্যান পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা হইয়াছে! প্রাসাদের উপরের গৃহে বাদসাহের শয্যা রচিত হইয়াছে! আবার বহুকাল পরে সুন্দর প্রাসাদ নানা আলোকমালায় আলোকিত হইয়াছে;—বহুকাল পরে আবার মরিয়ম বিবির গৃহ বাদসাবেগমের বাসোপযোগী হইয়াছে!

আজফ খাঁ বহু লোক সমভিব্যাহারে সহরের প্রত্যেক স্থানে

তন্নতন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিয়াছেন,—কিন্তু কোথাও জনপ্রাণীর চিহ্ন দেখিতে পান নাই;—কোন স্থানে মনুষ্যবাসের চিহ্ন নাই! সেলিমসার দরগায় বৃদ্ধ মৌলভী বাস করিতেন,—তিনি ব্যতীত এ সহরে যে আর কেহ নাই;—তাহা আজফ খাঁর সম্পূর্ণ বিশ্বাস জন্মিয়াছে! তবে কি অজিত সিংহ স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন!—অথবা যথার্থই সকলই কেবল ভৌতিক কাণ্ড মাত্র!

সমস্ত আয়োজন স্থির হইলে, আজফ খাঁ বাদসাহের নিকট আসিয়া সকল কথা জ্ঞাপন করিয়াছেন;—তিনি কোন কথা কহেন নাই। কেবল মাত্র বলিয়াছেন, "আহারাদির পর আমি মরিয়ম বিবির প্রাসাদে শয়ন করিব।"

আজফ খাঁ বিনীতস্বরে বলিলেন, "লোকজন ও সৈনিক——"

বাদসাহ তাঁহাকে প্রতিবন্ধক দিয়া বলিলেন, "ভিতরে কেবল আমি ও আমার বিশ্বস্ত খোজা আলম সা থাকিবে।—তুমি এই প্রাসাদের চারিদিকে সৈনিক পাহারা রাখিবে;—তাহারা সমস্ত রাত্রি পাহারায় থাকিবে। যদি কাহাকেও দেখিতে পায়,—তবে তখনই তাহাকে গ্রেপ্তার করিবে।"

আজফ খাঁ আবার বিনীতস্বরে বলিলেন, "জাহাপনা,—হুজরতের কি একাকী থাকা——"

জাহাঙ্গির বলিয়া উঠিলেন, "আজফ খাঁ,—আমি আর কাপুরুষ নই!"

আজফ খাঁ আর কিছু বলিতে সাহস করিলেন না;—ধীরে ধীরে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

রাত্রি প্রায় নয় ঘটিকার পর, বাদসাহ আহারাদি শেষ করিয়া, তাঁহার অতি বিশ্বস্ত ভৃত্য আলম সাকে সঙ্গে লইয়া, মরিয়ম বিবির গৃহে চলিলেন। ভীমমূর্ত্তি আলম সা অস্ত্রে শস্ত্রে আপাদ মস্তক সজ্জিত

করিয়াছে! তাহার অস্ত্র শস্ত্রের বড় প্রয়োজন হইত না,—তাহার দেহে যে বল ছিল, তাহাতে সে বহু লোককে অনায়াসে টিপিয়া মারিতে পারিত;—বিশেষতঃ ভয় বলিয়া কোন দ্রব্য আলম সার বিস্তৃত হৃদয়ে আদৌ ছিল না!

বাদসা দেখিলেন, সিংহদ্বার হইতে পথের দুইপার্শ্বে সৈনিকগণ মশাল হস্তে কাতার দিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে। এইরূপ মশালধারী বরাবর মরিয়ম বেগমের প্রাসাদ পর্য্যন্ত দণ্ডায়মান।—প্রাসাদের চারিদিকেও এইরূপ মশালধারী;—সকলে নীরবে প্রস্তরমূর্ত্তির ন্যায় দণ্ডায়মান রহিয়াছে! সৈনিকগণ অস্ত্র শস্ত্র লইয়া চারিদিকে দণ্ডায়মান,—স্বয়ং আজফ খাঁ সশস্ত্রে দণ্ডায়মান থাকিয়া, সকল তত্ত্বাবধারণ করিতেছেন;—আলোকে আলোকে চারিদিক দিনের ন্যায় আলোকিত হইয়াছে।

বাদসাহ আজফ খাঁকে দেখিয়া মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "আজফ খাঁ,—তুমি যে বন্দোবস্ত করিয়াছ,—তাহাতে ভূতের বাবাও এখানে আসিতে পারিবে না!—অধিকন্তু যদি কেহ এ সহরে লুকাইয়া থাকে,—তবে তাহারা আরও গুপ্তভাবে লুকাইবে;—কিছুতেই দেখা দিতেছে না!"

আজফ খাঁ সানুনয়ে বলিলেন, "জাহাপনা, আমি বিশেষ অনুসন্ধান করিয়াছি;—কাহাকেও এখানে দেখিতে পাই নাই!"

বাদসা হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "বোধ হয়,—আমিও কাহাকেও দেখিতে পাইব না! যাক্,—তুমি আর কেন?—আমায় রক্ষা করিবার তুমি যে বন্দোবস্ত করিয়াছ,—তাহা যথেষ্টের উপর যথেষ্ট হইয়াছে! যাও,—নিজ শিবিরে যাও!"

আজফ খাঁ মস্তক কুণ্ডয়ন করিতে করিতে বলিলেন, "বাদসা-বেগমের হুকুম———"

"কি হুকুম আবার?"

"যতক্ষণ হজরত এখানে থাকিবেন,—ততক্ষণ আমার এখান হইতে একপাও নড়িবার হুকুম নাই!"

জাহাঙ্গির হাসিয়া বলিলেন, "তবে থাক।" তিনি আর কোন কথা না কহিয়া, প্রাসাদে প্রবেশ করিলেন। আলম সা তাহার বৃহৎ মূর্ত্তি লইয়া, উন্মুক্ত খড়্গ হস্তে বাদসাহের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। নুরজিহান মানুষ বশ করিতে জানিতেন,—জাহাঙ্গির পুনঃ পুনঃ মনে মনে বলিলেন, "নুরজিহান যথার্থই আমাকে অতিশয় ভালবাসে!"

ভিতরে, উদ্যানে, প্রাসাদের চারিদিকে বোধ হয় সহস্র সহস্র মশাল জ্বলিতেছে! দিনেও বোধ হয় এত আলো হয় না;—তবে প্রাসাদমধ্যে বাদসার হুকুমে কেহ আইসে নাই,—উদ্যানেও কেহ নাই;—সৈনিকগণ প্রাচীরের বাহিরে চারিদিকে সশস্ত্র পাহারা দিতেছে!

জাহাঙ্গির প্রাসাদমধ্যে প্রবেশ করিলেন। নীচের বৃহৎ গৃহ আলোকমালায় সজ্জিত,—বাদসাহের হুকুমে সমস্ত জানালা দ্বরজা ভিতর হইতে ভাল করিয়া বন্দ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। বাদসাহ ভিতরে প্রবেশ করিয়া বলিলেন, "আলম সা,—দ্বরজা ভাল করিয়া ভিতর হইতে বন্দ করিয়া দেও।"

আলম সা তৎক্ষণাৎ দ্বার রুদ্ধ করিল। জাহাঙ্গির তখন নিজে প্রত্যেক গবাক্ষ দ্বার ও সমস্ত প্রাচীর ভাল করিয়া দেখিয়া বলিলেন, "এ গৃহে বাহির হইতে কাহারও আসিবার উপায় নাই!"

আলম সা অভিবাদন করিয়া বলিল, "জাহাপনা,—অসম্ভব!"

"ভাল,—উপর দেখা যাক্।"

এই বলিয়া বাদসাহ উপরে চলিলেন,—ভীমমূর্ত্তি আলম সা পশ্চাৎ

পশ্চাৎ চলিল। উপরের গৃহ আরও আলোকমালায় সজ্জিত;—নিম্নের ন্যায় জানালা ও দ্বরজা সমস্ত বন্দ! জাহাঙ্গির উপরের ঘরও বিশেষ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া বলিলেন, "এখানেও কাহারও আসিবার সাধ্য নাই!"

আলম সা বলিল, "হুজরত যাহা বলিতেছেন,—তাহা ঠিক।"

বাদসা শয্যায় বসিলেন,—আলম সা মণি-মুক্তা-খচিত বৃহৎ আলবোলা সত্বর নিকটে দিল;—সুরাপাত্র নিকটে আনিয়া রাখিল। বাদসা বলিলেন, "এই গৃহের দ্বরজা খোলা রহিল,—তুমি নীচের গৃহের পাহারায় থাকিবে;—দেখিও, কিছুতেই যেন ঘুমাইও না;—আমি ঘুমাইয়া পড়িতে পারি।"

আলম সা অভিবাদন করিয়া, নীচের গৃহে প্রস্থান করিল। বাদসা তাকিয়া ঠেসান দিয়া অর্দ্ধ শায়িত হইয়া, আলবোলার নল মুখে দিয়া, চক্ষু অর্দ্ধ নিমীলিত করিয়া শায়িত হইলেন।

চারিদিকে ঘোর নিস্তব্ধ! পাছে বাদসাহের নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটে, এই জন্য সৈনিকগণ নীরবে প্রায় একরূপ নিশ্বাস বন্দ করিয়া পাহারায় দণ্ডায়মান ছিল;—কিছুমাত্র কোন দিকে কোন শব্দ নাই! ঘোর নিস্তব্ধ!

কিন্তু এই নিস্তব্ধতা বাদসাহের ভাল লাগিল না, তাঁহার মনে হইল, হয়তো চারিদিকে একটা গোল থাকিলে ভাল হইত;—কিন্তু এখন আর উপায় নাই;—তিনি এক পেয়ালা সুরাপান করিয়া শয়ন করিলেন।

তাঁহার ইচ্ছা ছিল, কিয়ৎক্ষণ জাগিয়া থাকেন,—কিন্তু অতিশয় নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িতে লাগিলেন; শেষ গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন হইলেন!

কতকক্ষণ তিনি নিদ্রিত ছিলেন,—তাহা তিনি জানেন না;—

সহসা তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। তখন তিনি দেখিলেন যে, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ ঘর্ম্মে আদ্র্র হইয়া গিয়াছে। যেন কি এক ভয়াবহ বিভীষিকা আসিয়া তাঁহাকে ঘেরিয়াছে! মন হইতে এই ভীতিভাব দূর করিবার জন্য তিনি মনে মনে বলিলেন, "কি আশ্চর্য্য! বোধ হয় স্বপ্ন দেখিয়াছি! ভাবিয়াছিলাম, এ হৃদয়ে পূর্ব্ববল আছে,—এখন দেখিতেছি তাহা নাই;—এক পেয়ালা পান করিলেই মেজাজ ঠিক হইয়া যাইবে।"

এই ভাবিয়া তিনি শয্যা হইতে উঠিয়া বসিতে প্রয়াস পাইলেন! তখন দেখিলেন যে, পালঙ্কের সহিত কে তাঁহাকে সুদৃঢ় রজ্জুতে বাঁধিয়াছে! তাঁহার নড়িবার সামর্থ্য নাই! একদিন অজিত সিংহেরও ঠিক এই অবস্থা হইয়াছিল!

তিনি ভীত হইলেন! তবে ভূতের ব্যাপার নহে,—সহস্র সাবধানতা স্বত্বেও এখানে লোক প্রবেশ করিয়াছে! তিনি চীৎকার করিয়া আলম সাকে ডাকিতে উদ্যত হইলেন,—কিন্তু তাঁহার কণ্ঠ হইতে স্বর নির্গত হইল না;—তিনি সম্মুখে এক অভূতপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিলেন!

এক দিন অজিত সিংহও ঠিক এই দৃশ্য দেখিয়াছিলেন,—সেই বেগম-মহলের সুসজ্জিত গৃহ,—সেই নৃত্য,—সেই বিলাসিনীগণ, ঠিক সেই সব! সেই সুন্দর যুবকের সুন্দরীর হস্তে সুরাপান,—তৎপরে তাহার মৃত্যু! কিন্তু অজিত সিংহ মেবারের মহারাজা কর্ণ সিংহের মৃতদেহ দেখিয়াছিলেন, এবার জাহাঙ্গির স্পষ্ট দেখিলেন, সাহাজাদা খুরম সুন্দরীর হস্তে সুরার সহিত বিষ পান করিয়া প্রাণ হারাইলেন! তাঁহার গলদ্ঘর্ম্ম ছুটিল,—তিনি আর্ত্তনাদ করিতে চেষ্টা পাইলেও, আর্ত্তনাদ করিতে পারিলেন না! জীবনে এ ভয়াবহ দৃশ্য তিনি আর কখনও দেখেন নাই।

সহসা তাঁহার চক্ষের উপর সকলই অন্ধকার হইয়া গেল,—সকলই যেন বাতাসে মিলিয়া গেল ;—তবুও বাদসাহ নিস্পন্দভাবে পতিত রহিলেন ! সহসা সড় সড় করিয়া তাঁহার দেহ হইতে রজ্জুগুলি সরিয়া গেল ! তখন তিনি লম্ফ দিয়া উঠিয়া, শয্যাপার্শ্ব হইতে উন্মুক্ত অসি লইলেন। গৃহ সেইরূপ আলোকিত ;—গৃহমধ্যে জন-মানব নাই ! তবে কি তিনি স্বপ্ন দেখিয়াছেন !

সহসা চারিদিকে এক ভয়াবহ বিকট আর্ত্তনাদে পূর্ণ হইল ! বাদসাহ অসি হস্তে নিম্ন দিকে ছুটিলেন ;—বাদসাহের এ অবস্থা এই প্রথম। এ পর্য্যন্ত এরূপ ভাবে পলাইতে বাদসাহকে কেহ দেখে নাই ;—তিনি ঊর্দ্ধশ্বাসে নীচের দিকে ছুটিলেন !

নিম্নের ঘর ঘোর অন্ধকার,—সেই গৃহ হইতে বিকট ভীষণ আর্ত্তনাদধ্বনি উঠিতেছে ! সহসা সম্মুখের দ্বার কে খুলিয়া ফেলিল, বাহিরের মশালের আলো গৃহমধ্যে আসিল। বাদসাহ দেখিলেন, আলম সা উন্মাদের ন্যায় ছুটিয়া পলাইতেছে,—তিনি আর ক্ষণবিলম্ব না করিয়া, তাহার পশ্চাৎ অনুসরণ করিলেন !

একাদশ পরিচ্ছেদ।

ব্যাপার কি ?

ষাঁড়ের ন্যায় চীৎকার করিতে করিতে ভীমকায় আলম সা দ্বারের নিকট আসিয়া ভূমিসাৎ হইল ! পশ্চাতে বাদসাহ আলুথালুবেশে ভয়-বিচলিত বদনে হাঁপাইতে হাঁপাইতে ছুটিয়া আসিয়া দাঁড়াইলেন ! আজফ খাঁ সসৈন্যে দ্বারে পাহারায় ছিলেন,—তিনি বাদসাহের নিকট সত্বর ছুটিয়া আসিলেন ;—তখন এক বিপর্য্যয় ব্যাপার ঘটিল !

মরিয়ম বিবির প্রাসাদে এক ভয়াবহ মড়া কান্না উঠিল! মহম্মদ তোকী ইহা শুনিয়াছিলেন।

সহসা কাহার মৃত্যু হইরাছে,—তাহাই পুরনারিগণ ব্যাকুলে উন্মাদিনী হইয়া কাঁদিয়া উঠিয়াছে! এই ভয়াবহ ক্রন্দন ধ্বনি চারিদিকে নীশিথ রাত্রে প্রতিধ্বনি জাগাইয়া সমস্ত পৃথিবী যেন এক অব্যক্ত বিভীষিকা করিয়া তুলিল!—সকলে পরস্পরে পরস্পরের মুখের দিকে চাহিতে লাগিল,—সকলের মুখ পাঙ্গাসবর্ণ হইয়া গেল,—তাহারের দম বন্দ হইয়া আসিল! সেই অসংখ্য যোদ্ধাগণ স্তম্ভিত হইয়া প্রস্তর মূর্ত্তির ন্যায় দণ্ডায়মান রহিল।

ক্রন্দন ধ্বনি যেরূপ সহসা উঠিয়াছিল,—তেমনই সহসা বন্দ হইয়া গেল;—ইহাতে তাহার বিভীষিকা যেন আরও শতগুণ বৃদ্ধি পাইল! জাহাঙ্গির ভীত ও ব্যাকুল ভাবে আজফ খাঁর মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, তাঁহার মুখ সম্পূর্ণ রক্তশূন্য হইয়া গিয়াছে,—তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ থর থর করিয়া কাঁপিতেছে!

জাহাঙ্গির অতি শীঘ্র আত্মসংযম করিয়া লইলেন। দিল্লীশ্বরের এরূপ বিচলিত হওয়া নিতান্তই লজ্জার কথা!—বোধ হয় জীবনে আর কখনও তাঁহার এ অবস্থা হয় নাই!

আলম সা ভূমে পতিত ছিল,—তিনি সৈনিকদিগের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "ইহাকে টানিয়া তুল,—দেখ বোধ হয় মূর্চ্ছা গিয়াছে।"

আলম সার ন্যায় লোকের দানবের ভয়ে মূর্চ্ছা যাওয়া সহজ ব্যাপার নহে,—তাহা সকলেই বুঝিল।—তাহাই মোগলগণ ভয়ে ও আতঙ্কে সকলে প্রায় অর্দ্ধমৃত প্রায় হইল। বাদসাহের ভয়ে কয়েক জন গিয়া আলম সাকে টানিয়া তুলিল।—সে উঠিয়া বসিল,—সে মুর্চ্ছিত হয় নাই বটে,—তবে ভয়ে তাহার মুখ ভয়াবহ ভাবে বিকৃত হইয়া গিয়াছে! অন্য সময় হইলে হয়তো আলম সার ইহ লীলা আজ সাঙ্গ

হইত,—কিন্তু বাদসাহ আজফ খাঁর দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "ইহার গলায় কতকটা মদ ঢালিয়া দিতে বল।"

কয়েক জন ছুটিয়া গিয়া কোথা হইতে কতকটা মদ আনিয়া আলম সার গলায় ঢালিল ;—মোগল সেনাদিগের নিকট মদের অভাব কখনও হইত না।

সুরা উদরস্থ হওয়ায় আলম সা উঠিয়া দাঁড়াইল। তখন জাহাঙ্গির অতি গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হইয়াছে,—তাহাই আমি শুনিতে চাহি।"

উত্তরে আলম সা যাহা বলিল, একদিন রঘুবীর সিংহও তাহাই বলিয়াছিলেন। আলম সাও সেই ভয়াবহ বিভীষিকা দেখিয়াছিল,—এখনও তাঁহার ন্যায় তাহার দেহ থর থর করিয়া কাঁপিতেছিল।

শুনিয়া বাদসাহের মুখ অতি গম্ভীর হইল,—তিনি বলিলেন, "আজফ খাঁ—সঙ্গে এস,—দশ বার জনকে মশাল লইয়া আসিতে বল। আমি এই প্রাসাদ আবার ভাল করিয়া দেখিতে চাহি।"

বাদসা সদলে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। গৃহ ঠিক পূর্ব্বভাবেই আছে,—কেবল আলোগুলি নিবিয়া গিয়াছে। দরজা জানালা সেই ভাবেই বন্ধ আছে,—বাহির হইতে কাহারই ভিতরে আসিবার সম্ভবনা নাই। বিশেষতঃ বাহিরেই চারিদিকে সৈনিকগণ পাহারায় ছিল। বাদসা উপরে আসিলেন; গৃহ সেইরূপেই আলোক মালায় আলোকিত ; গৃহমধ্যে যে কেহ আসিয়াছ,—তাহার কোন চিহ্ন নাই!

বাদসাহ বলিলেন, "আজ রাত্রে কোন অনুসন্ধানই ঠিক হইবে না,—অনর্থক কেবল শরীরকে কষ্ট দেওয়া হইবে। পাহারা যেরূপ আছে,—ঠিক সেইরূপই থাকিবে; আমার হুকুম ব্যতীত যেন এখান হইতে পাহারা অপসারিত করা না হয়,—সাবধান!"

বাদসাহ বাহিরে আসিয়া তানজানে উঠিলেন। বাহকগণ দ্রুতপদে তাঁহাকে তাঁহার শিবিরের দিকে লইয়া চলিল,--পশ্চাতে বহুসংখ্যক তাঁহার শরীর রক্ষক সৈন্য ছুটিল। তানজাম সিংহদ্বারের নিম্ন দিয়া বাহিরে যায়,—এই সময়ে বাদসাহ লম্ফ দিয়া তানজামের উপর দাঁড়াইয়া উঠিলেন। তিনি স্পষ্ট শুনিলেন কে বলিল, "জাহাঙ্গির,—নুরজিহানের মোহিনী মায়ায় পড়িয়া তুমি ছেলের উপর অন্যায় করিতেছ !"

জাহাঙ্গির চীৎকার করিয়া তানজাম নামাইতে বলিলেন ; বাহকগণ সভয়ে তানজাম নামাইল। তিনি বলিলেন, "এইখানে কোন লোক লুকাইয়া আছে,—এখনই খুঁজিয়া বাহির কর।"

সৈনিকগণ চারিদিক একরূপ ওলট পালট করিয়া ফেলিল ;—কিন্তু তাহারা কোথায়ও জন মানবের কোন চিহ্ন দেখিতে পাইল না। বাদসাহের মুখ অতিশয় গম্ভীর হইল ;—তিনি চিন্তিত মনে ধীরে ধীরে আবার তানজামে আসিয়া উঠিলেন ; বলিলেন, "উঠাও।"

তানজাম আবার শিবিরের দিকে চলিল। বাদসাহ মনে মনে বলিলেন, "স্বপ্ন না যথার্থ ভৌতিক কাণ্ড ?"

জাহাঙ্গির নিজ শিবিরে নিদ্রিত হইতে পারিলেন না ;—তিনি যাহা দেখিয়াছিলেন,—তাহা যে স্বপ্ন নহে,—তাহা তাঁহার বিশেষ বিশ্বাস জন্মিয়াছে, তিনি যাহা দেখিয়াছেন,—তাহা যে কোন মনুষ্য হস্ত প্রসূত কার্য্য, তাহা বিশ্বাস করিবারও বিন্দুমাত্র কোন উপায় নাই। চারিদিকে পাহারা,—চারিদিকে শত শত আলোক,—এ অবস্থায় কিরূপে কে প্রাসাদে প্রবেশ করিতে সক্ষম হইবে ? সুতরাং মনুষ্যের কথাও বাদসা হৃদয় হইতে দূর করিতে বাধ্য হইলেন। যদি তাহাই হয়,—তবে এ সকল ভৌতিক কাণ্ড ব্যতীত আর কি

হইতে পারে! তাঁহার চির বিশ্বস্ত ভৃত্য,—মহাবলবান মহাসাহসী আলম সা ভূত বা প্রকৃত ভয়াবহ বিভীষিকা না দেখিলে, কখনই তাহার এ অবস্থা হইত না! পড়ো সহরে ভূতের অত্যাচার অসম্ভব কিছুই নহে। তবে এই ভূত কি জন্য কেবল তাঁহার ও তাঁহার লোকজনের সম্মুখে আবির্ভূত হইতেছে? বৃদ্ধ মৌলভী ও সলাবত খাঁ বহু বৎসর এই পরিত্যক্ত সহরে বাস করিতেছেন,—তাঁহারা এই ভূত দেখিলে,—এইরূপ বিভীষিকা দেখিতে পাইলে, কোন মতেই কখনও এখানে তিষ্ঠিতে পারিতেন না; তবে এ সকলের উদ্দেশ্য কি? তবে কি মোগল রাজত্বে শীঘ্রই কোন ঘোর দুর্ঘটনা ঘটিবে!

বহুক্ষণ জাহাঙ্গির নীরবে বসিয়া মনে মনে এই সকল আলোচনা করিতে লাগিলেন; সহসা তিনি সভয়ে প্রায় লম্ফ দিয়া দণ্ডায়মান হইলেন! অতি সাহসী বীরের হৃদয়ও ভূতের নামে প্রকম্পিত হইয়া উঠে! কিন্তু ভূত নহে,—তাঁহার সম্মুখে বাদসাবেগম নুরজিহান!

তিনিও রাত্রে নিদ্রিত হইতে পারেন নাই;—নিজ শিবিরে ছটফট করিতেছিলেন। বাদসাহ শিবিরে প্রত্যাগত হইয়াছেন শুনিয়া তিনি অনুমতির প্রতিক্ষা না রাখিয়াই তাঁহার নিকট ছুটিয়া আসিয়াছিলেন;—জীবনে তিনি আর কখনও এত বিচলিত হন নাই!

তিনি সসম্মানে বলিলেন, "জাহাপনা, আমি কিছুতেই স্থির হইতে পারিতেছি না,—তাহাই বিনা অনুমতিতে হজরতের নিকট আসিয়াছি; দাসীর অপরাধ মার্জ্জনা করুন।"

জাহাঙ্গির কেবল মাত্র বলিলেন, "বসো! বাদসাহের কপালে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম দেখা দিতে ছিল,—নুরজিহান যত্নে তাঁহার মুখ নিজ সৌগন্ধময় রুমালে মুছাইয়া দিয়া বলিলেন, "হজরত কি নিজে কিছু দেখিতে পাইয়াছেন?"

জাহাঙ্গির যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, আদ্যোপান্ত সমস্তই নুরজিহানকে বলিলেন, বাদসাবেগম সম্রাটকে বিজন করিতে করিতে নীরবে সকল শুনিলেন,—কোন কথা কহিলেন না। বাদসাহের কথা শেষ হইলে বলিলেন, "হজরত কি বিশ্বাস করেন—এ সমস্তই ভূতের কাজ?"

জাহাঙ্গির চিন্তিত ভাবে বলিলেন, "অন্য আর কিছু হইবার সম্ভবনা নাই!"

নুরজিহান বিনীত স্বরে বলিলেন, "হজরত যাহা অনুমতি করিতেছেন,—তাহার উপর কথা কওয়া দাসীর ধৃষ্টতা মাত্র;—কিন্তু আমার বিশ্বাস, আমাদের বিরুদ্ধে যাহারা ষড়যন্ত্র করিতেছে;—তাহারাই কোন কৌশলে এই সকল ঘটাইতেছে।"

বাদসাহ বলিলেন, "সম্পূর্ণ অসম্ভব! তাহারা সহস্র যাদুকর হইলেও কখনও এ সকল ঘটাইতে পারে না,—অসম্ভব! আমি কখনও ভূত বিশ্বাস করিতাম না,—কিন্তু এখন বিশ্বাস করিতে বাধ্য হইতেছি!"

"আমার মতে————"

"বল তোমার কি মত!"

"এই সহর ভাঙ্গিয়া ভূমিসাৎ করাই-উচিত। ভূতই হউক আর মানুষই হউক,—তাহা হইলে কেহ এখানে আর আশ্রয় পাইবে না।"

"সে কথা সত্য,—কিন্তু আমি আমার বাপের কীর্ত্তিলোপ করিতে পারি না।"

"তাহা হইলে হজরত কি করিবেন স্থির করিতেছেন?"

"আমার বিশ্বাস জন্মিয়াছে,—এই সকল ভৌতিক কাণ্ড বৃথা বৃথা ঘটিতেছে না;—খুব সম্ভব শীঘ্রই মোগল সম্রাজ্যে কোন বিশেষ দুর্ঘটনা ঘটিবে।"

"হজরতের ন্যায় বীরের———"

"নুরজিহান,—তুমি জান আমি সহজে বিচলিত হই না! যাহাই হউক,—মোগল সাম্রাজ্যে, তোমার দোষেই হউক আর আমার দোষেই হউক একটা মহা গোলযোগের সূত্রপাত হইয়াছে!"

নুরজিহানের মুখ লাল হইয়া গেল,—তিনি কোন কথা কহিলেন না,—বাদসা বলিলেন, "বোধ হয় আমি দুই পুত্রই হারাইয়াছি! বোধ হয় অপদার্থ যে সে এখনও জীবিত আছে;—তাহাকেও শীঘ্র হারাইতে হইবে!—হয়তো বাবরের বংশ আমা হইতেই নির্ব্বংশ হইয়া যাইবে,—মোগল সম্রাজ্য ধ্বংশীভূত হইবে———"

জাহাঙ্গিরের স্বর ঘনীভূত হইয়া আসিল,—চক্ষুও বোধ হয় একটু জল ভাবাপন্ন হইল,—দেখিয়া নুরজিহান কাতরে বলিলেন, "হজরত, অধীর হওয়া কি আপনার উচিত!"

বাদসাহ বিষাদ হাসি হাসিয়া বলিলেন,—"তবে আর এ সব কথার আলোচনায় প্রয়োজন নাই। বহুদিন জাহাঙ্গির কোন চিন্তাই করে নাই,—আজও করিবে না,—এস—পেয়ালা দেও।"

নুরজিহান অতি ক্ষিপ্রহস্তে সুরা স্বর্ণপাত্রে ঢালিয়া বাদসাহের মুখে ধরিলেন;—বাদসাহ সুরাপান করিয়া বলিলেন, "দেও এসরাজ দাও;—আমি বাজাই,—তুমি গাও।—যাহা খোদার মর্জ্জি, তাহাই হইবে,—আমরা অনর্থক ভাবিয়া মরি কেন!"

তখন বাদসাহের পটমণ্ডব হইতে মধুর গীতবাদ্যধ্বনি উঠিল,—সেই মধুর ত্রীদিববাঞ্ছিত মধুরতানে চারিদিক মধুরতাময় হইয়া গেল,—শিবিরের অধিকাংশেই আজ কেহ নিদ্রিত হইতে পারে নাই,—সহসা নিশিথ রাত্রে বাদসাহের শিবিরে গীতবাদ্যধ্বনি শুনিয়া সকলে বিস্ময়ে পরস্পরের মুখের দিকে চাহিতে লাগিল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

দিল্লি যাত্রা।

কোন কথাই গোপন থাকে না। সেই রাত্রেই ফতেপুরের কথা শিবিরে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। প্রত্যুষে সকলে উঠিয়া স্থানে স্থানে সমবেত হইয়া এই ভূতের কথাই আলোচনা করিতেছিল। আলম সার উপর অনেকেই বড় সন্তুষ্ট ছিল না,—অনেকে আলম সার দুর্দ্দশার কথা শুনিয়া নানারূপ হাস্য বিদ্রূপ করিতে লাগিল, কিন্তু মনে মনে সকলেই ভীত হইল! মরিয়ম বিবির প্রাসাদে যাহারা পাহারায় ছিল, তাহারা সকলেই সেই ভয়াবহ ক্রন্দনধ্বনি শুনিয়াছিল,—সে বিভীষিকাপূর্ণ ধ্বনি তাহাদের মস্তিষ্কের মধ্যে যেন বজ্রনিনাদে প্রতিধ্বনিত হইতেছিল,—তাহারা বুঝিল যে তাহারা এ জীবনে আর কখনও সুনিদ্রা ভোগ করিতে পারিবে না। যদি বাদসাহ এ স্থান হইতে না যান,—তবে হয়তো তাহাদের সকলকেই দানোর হস্তে প্রাণ হারাইতে হইবে।

ক্রমে বেলা হইয়া উঠিল,—বাদসাহ তখনও গাত্রোত্থান করেন নাই। বাদসাবেগম তাঁহার শিবিরে রহিয়াছেন,—সুতরাং তাঁহার শিবিরে কেহ প্রবেশ করিতে সাহস করিল না, কিন্তু যতই বেলা হইতে লাগিল, ততই তাহারা উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। বাদসাহ যত রাত্রি পর্য্যন্তই জাগ্রত থাকিতেন না কেন, তিনি কখনও এত বেলা পর্য্যন্ত নিদ্রিত রহিতেন না,—আজ তিনি নিদ্রিত রহিয়াছেন, না জাগ্রত হইয়াছেন, তাহা কেহ স্থির করিতে পারিল না; শিবিরের দূরে দূরে কাণ পাতিয়া শুনিতে লাগিল, কিন্তু শিবির মধ্য হইতে কোন শব্দ শুনিতে পাইল না।

ক্রমে দুইপ্রহর হইল; তখন প্রকৃতই সকলে উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল

এখন কি করা উচিত, তাহাই সকলে মৃদুস্বরে পরামর্শ করিতে লাগিল। অবশেষে সকলে স্থির করিল যে আর বিলম্ব করা কর্ত্তব্য নহে, আজফ খাঁকে সম্বাদ দেওয়া কর্ত্তব্য। নুরজিহানের ভ্রাতা আজফ খাঁই শিবিরের প্রধান আমাত্য।

আজফ খাঁ সহরেই ছিলেন, এখনও তিনি মরিয়ম বিবির প্রাসাদে দ্বারে পাহারায় রহিয়াছেন, তিনি সমস্ত রাত্রিই জাগরিত ছিলেন প্রায় উষাকালে এক পাল্কী আনাইয়া তাহার ভিতর নিদ্রিত হইয়া পড়িয়াছিলেন, কিন্তু এ অবস্থায় নিদ্রিত হওয়া তাঁহার অভ্যাস ছিল না;—তিনি ভোর হইতে না হইতে জাগিয়া উঠিলেন! কিন্তু বাদসাহ্ তাঁহাকে এখানে পাহারায় থাকিতে বলিয়াছেন;—তিনি বিনানুমতিতে এখান হইতে এক পাও যাইতে পারেন না, ভাবিলেন, একটু বেলা হইলেই বাদসাহের হুকুম আসিবে, কিন্তু ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়া যাইতে লাগিল, তবুও বাদসাহের নিকট হইতে কোন সম্বাদ আসিল না।

ক্রমে বেলা দুইপ্রহর হইল, আজফ খাঁও বিস্মিত ও উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। আর এখানে অপেক্ষা করা উচিত না, বাদসাহের নিকট গমন করা উচিত,—তিনি তাহাই ভাবিতেছিলেন,—এই সময় কয়েকজন লোক ব্যস্তসমস্ত হইয়া আসিয়া বলিল, "ওমরাও সাহেব, এখনও বাদসাহ উঠিলেন না!"

আজফ খাঁ বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "এখনও উঠিলেন না? বেলা দুইপ্রহর হইয়া গিয়াছে—সে কি!"

তাহারা বলিল "হাঁ,—হুজুর,—তিনি এখনও কাহাকে ডাকেন নাই!

"আলম সা কোথায়?"

"কাল এখান হইতে গিয়াই তাঁহার ভয়ানক জ্বর হইয়াছে,—সে নিজের বিছানায় পড়িয়া আছে।"

"আর কেহ এত বেলা পর্য্যন্ত বাদসাহের সম্বাদ লও নাই কেন ?"

"বাদসাবেগম হজরতের শিবিরে রহিয়াছেন।"

আজফ খাঁর মুখ গম্ভীর হইল, তিনি বলিলেন, বাদসাবেগম কখন বাদসাহের শিবিরে আসিয়াছিলেন ?"

"ঠিক বলিতে পারি না, বোধ হয় হজরত এখান হইতে ফিরিয়া যাইবার পরেই আসিয়াছেন।"

আজফ খাঁর মুখ আরও গম্ভীর হইল; তিনি আর কোন কথা না বলিয়া সেনাধ্যক্ষের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "এখান হইতে এক পাও নড়িবেন না।--যাহারা রাত্রে পাহারায় ছিল, তাহাদের শিবিরে পাঠাইয়া দিয়া নূতন পাহারা এখনই বদলাইয়া দিন। বাদসাহ যাহা হুকুম দিবেন, তাহা আপনাকে এখনই জানাইব।"

আজফ খাঁ আর তথায় ক্ষণবিলম্ব না করিয়া দ্রুতপদে শিবিরের দিকে চলিলেন। প্রকৃতই তিনি ভীত ও চিন্তিত হইয়া উঠিয়াছিলেন ;—বাদসাহ কখনও এত বেলা পর্য্যন্ত নিদ্রিত রহেন না! চারিদিকে যে গোল উঠিয়াছে, যে ভয়াবহ ষড়যন্ত্র চলিতেছে, তাহাতে বাদসাহ বা নুরজিহানের জীবন এক মুহূর্ত্তের জন্যও নিরাপদ নহে। শিবিরে কে শত্রু, কে মিত্র, জানিবার কোন উপায় নাই। কেন এত রাত্রে নুরজিহান বাদসাহের শিবিরে আসিয়াছিলেন,—তিনি আপনি আসিয়াছেন না,—বাদসা সহর হইতে ফিরিয়া গিয়াই তাঁহাকে ডাকিয়াছেন ;—রাত্রে তাঁহাদিগকে নিদ্রিত অবস্থায় হত্যা করা কিছুই অসম্ভব নহে! আজফ খাঁর প্রাণ শিহরিয়া উঠিল!

সাহাজাদা পরবেস হত হইয়াছেন,—সাহাজাদা খুরমও খুব সম্ভব আর নাই,—এ অবস্থায় বাদসাহ ও নুরজিহান হত হইলে আর মোগল সাম্রাজ্য কেহই রক্ষা করিতে পারিবে না। মোগলের বংশ লোপ পাইবে। সসাগরা পৃথিবী ব্যপ্ত মোগল সাম্রাজ্য মুহূর্ত্তে বালুকা

নির্ম্মিত অট্টালিকার ন্যায় ভগ্ন হইয়া যাইবে। এ অবস্থায় যে আজফ খাঁ প্রায় উন্মত্তের ন্যায় শিবিরের দিকে ছুটিবেন, তাহাতে বিচিত্র কি ?

শিবিরে উপস্থিত হইলে আজফ খাঁকে দেখিয়া সকলে সসম্মানে অভিবাদন করিতে লাগিল। তিনি ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হজরত উঠিয়াছেন ?"

এই সময়ে কয়েকজন লোক ছুটিয়া আসিয়া বলিল, "হুজুর,— বাদসা বাহিরে আসিয়াছেন, আপনাকে তলব দিয়াছেন।" আজফ খাঁ কোন কথা না বলিয়া তৎক্ষণাৎ দ্রুতপদে বাদসাহের শিবিরের দিকে ছুটিলেন।

জাহাঙ্গির নিজ পটমণ্ডপের সম্মুখে পদচারণ করিতেছিলেন। আজফ খাঁ দেখিলেন তাঁহার মুখ অতিশয় গম্ভীর,—চিরহাস্যময় জাহাঙ্গিরের মুখে কখনও বিষাদের ছায়া পড়িত না।—অতি গুরুতর বিষয়ও তিনি সর্ব্বদা হাসিয়া উড়াইয়া দিতেন,—কিন্তু আজ তিনি অতি গম্ভীর হইয়াছেন,—এরূপ গম্ভীরভাব জাহাঙ্গিরের আর কেহ কখনও দেখে নাই;—আজফ খাঁ বুঝিলেন ফতেপুর সিক্রির গত রাত্রের ঘটনা বাদসাহের এ গাম্ভীর্য্যের কারণ নহে;—নিশ্চয়ই আরও কোন কারণ ঘটিয়াছে! তাহাতে কখন যে কি হয়, তাহা কেহ বলিতে পারে না।

সহসা আজফ খাঁর হৃদয় যেন হৃদয়মধ্যে বসিয়া গেল, তবে কি নুরজিহান আর নাই! এই ভয়াবহ কথা স্মরণ হইবামাত্র তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল,—তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে গলদঘর্ম্ম ছুটিল, নুরজিহানের অন্তর্দ্ধানে তাঁহাদের কাহারই জীবন এক মুহূর্ত্তের জন্যও থাকিবে না।—আর যদিই বা তিনি ও তাঁহার বৃদ্ধ পিতা ও আত্মীয় স্বজন প্রাণে প্রাণে রক্ষা পান,—তাহা হইলেও

তাঁহাদেয় সকলকে পথের ভিখারী হইতে হইবে! সকল চিন্তায় আজফ খাঁর মুখ পাঙ্গাসবর্ণপ্রাপ্ত হইল, তিনি কথা কহিতে পারিলেন না,—ভীতভাবে পুনঃ পুনঃ বাদসাহকে কুর্ণিস করিলেন!

জাহাঙ্গির কিয়ৎক্ষণ অতি তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন,—যেন আজফ খাঁর উপর তাঁহার দারুণ সন্দেহ এ অবস্থায় বাদসাহ যে সকলকেই সন্দেহ করিবেন, তাহাতে আশ্চর্য্য কি!

কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি ধীরে ধীরে বলিলেন, "রাত্রে আর কিছু দেখিয়াছ?"

আজফ খাঁ কম্পিতকণ্ঠে বলিলেন, "জাহাপনা, আর কিছুই আমরা দেখিতে পাই নাই। উপর ও নীচের দুই ঘরেই আমি পাহারা রাখিয়াছিলাম,—সৈনিকগণ সমস্ত রাত্রি জাগিয়া পাহারা দিয়াছে, আমিও সদর দরজায় সমস্ত রাত্রি জাগিয়া পাহারা দিয়াছি,—কিন্তু আমরা কেহই কিছু দেখিতে পাই নাই!"

"কোন শব্দ - কোন কিছু?"

"কিছুমাত্র না।"

"যাক্,—ও বিষয় আর আলোচনায় কাজ নাই।—ভূত হউক ও প্রেত হউক——"

"জাহাপনা,—হুকুম হয়তো সহর ভাঙ্গিয়া ভূমিসাত করিয়া ফেলিতে পারি।"

"না, আমি আমার পিতার কীর্ত্তি লোপ করিব না।—আজফ খাঁ তুমি সসৈন্যে দিল্লির দিকে এখনই গমন কর, আর এক মুহূর্ত্তও কাল বিলম্ব করিও না;—আমি আমার শরীর রক্ষক সৈন্যমাত্র সঙ্গে লইয়া পরবেস ও খুরমের—হাঁ,—যদি যথার্থ তাহাদের মৃত দেহ হয়, আর যাহাই হোক,—আমি এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত হইতে

হি,— আমি তাহা দেখিয়া দুই দিনের মধ্যে তোমার সহিত মিলিব। াও,—শিবির এখনই ভাঙ্গিয়া ফেল!"

আজফ খাঁ বিনীতস্বরে বলিলেন, "হজরতের হুকুম শিরোধার্য্য!"

জাহাঙ্গির বলিলেন, "যাও,—এখনই দিল্লি যাত্রা কর। মহব্বত াকে ভারতের অপর প্রান্তে রাখিয়া আসিতে আমি ইচ্ছা করি— াও।"

আজফ খাঁ বিদায় হইলেন,—ভগিনী নুরজিহানের কি হইয়াছে, াহা জিজ্ঞাসা করিতে পারিলেন না। এতদিন নুরজিহানই সর্ব্বময়ী ক্ত্রী ছিলেন,—আজ তিনি কেহ নহেন, জাহাঙ্গিরই বাদসাহ।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

ভালবাসা।

আবার সে নির্জ্জনতা,—সে নিস্তব্ধতা, সেই নির্জ্জনতা, সেই নিস্তব্ধতা! আবার পরিত্যক্ত ফতেপুর জনশূন্য হইয়া গিয়াছে। যতদূর দৃষ্টি যায় কোন দিকে জনপ্রাণীর চিহ্ন নাই! যেখানে মোগল শিবির পড়িত, ঐন্দ্রজালে যেন তথায় মুহূর্ত্ত মধ্যে সহস্র সহস্র নরনারী হয় হস্তী বাজি সম্মীলিত এক বৃহৎ সহরে পরিণত হইত; -আবার সহর নিমিষে বাতাসে মিলিয়া যাইত;—কোন বাদসাহেরই হুকুমের কোন স্থিরতা ছিল না! এই আজ এখানে শিবির, কাল হয়তো পঞ্চাশ ক্রোশ দূরে শিবির সংস্থাপিত হইত। কাল ফতেপুর সহস্র সহস্র নরনারীর কোলাহলে পূর্ণ ছিল,—আজ জনশূন্য,—নীরব, নিস্তব্ধ, যেন কোন প্রাণীশূন্য গভীর সাগর জলে নিমগ্ন হইয়া গিয়াছে। আজফ খাঁ বাদসাহের অগণিত সৈন্য লইয়া দিল্লির দিকে

প্রয়ান করিয়াছেন,—বাদসা নিজ বিশ্বস্ত শরীর রক্ষক যোদ্ধাগণ লইয়া আগ্রার দিকে ফিরিয়াছেন।

প্রায় সন্ধ্যা হয়,—সূর্য্যদেব চারিদিক লোহিত রঙ্গে রঞ্জিত করিয়া পশ্চিম গগণে ধীরে ধীরে নিমগ্ন হইতেছেন,—ফতেপুরের চারিদিকেই বিস্তৃত প্রান্তর,—বৃক্ষাদির কোন সম্পর্ক নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না! এই বিস্তৃত প্রান্তরান্তে চারিদিকে সুবর্ণ ছড়াইয়া সূর্য্যদেব প্রান্তর মধ্যে অন্তর্হত হইতেছেন! সেই এক দিন আর আজ এক দিন! ঠিক এইরূপ সময়ে লুলিয়া প্রথম দিন কুয়ার পার্শ্বে বিমল সিংহকে দেখিয়াছিল,—সেই দিন হইতে তাহার জীবনের এক ঘোর পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়া গিয়াছে!

তাহার বাল্যকালের কথা কিছু মনে হয় না। এই পর্য্যন্ত মনে হয় যেন সে এ ভগ্ন সহরে চিরকাল ছিল না,—যেন সে কখনও কোন দেশে ছিল! তথা হইতে তাহার বৃদ্ধ দাদার সহিত এখানে আসিয়াছে—সে অনেক দিনের কথা! বোধ হয় তখন তাহার বয়স নয় দশ বৎসরের অধিক নহে। সেই পর্য্যন্ত সে বৃদ্ধ দাদা-মহাশয়ের সহিত এই পড়ো সহরে বাস করিতেছে! বিমল সিংহ এখানে আসিবার পূর্ব্বে সে তাহার বৃদ্ধ দাদা, তাহাদের দাসী হামিদা ও বৃদ্ধ মহম্মদজান ভিন্ন আর দ্বিতীয় মানুষের মুখ কখনও দেখে নাই;—কেহ কখনও তাহাদের পড়ো সহরে আসিত না!

কিন্তু ইহাতে সে কখনও দুঃখিত হয় নাই,—কখনও তাহার কোন কষ্ট ছিল না;—তাহার দাদা তাহাকে প্রাণের সহিত ভাল বাসিতেন,—হামিদা তাহাকে নিজ কন্যাপেক্ষা ভালবাসিত। মহম্মদ জানের সে চক্ষের মণি ছিল।

কিন্তু ক্রমে যখন সে বয়স্থা হইয়া উঠিল, তখন সে অনেক

নূতন কথা বুঝিল,- সে ইহাও বুঝিল যে তাহাদের জীবন কোন রহস্যে জড়িত! ছেলে বেলায় সে এ সকলের কিছুই লক্ষ করে নাই;—তখন তাহার এ সকল ভাবিবার ক্ষমতাও হৃদয়ে উদিত হয় নাই;—এখন সে ভাবিতে পারে, কাজেই নানা ভাবনা তাহার অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাহার হৃদয়ে উদিত হইতে লাগিল। সে অনেক বিষয়ে বিস্মিত হইল,—অনেক বিষয়ের অর্থ বুঝিতে সক্ষম হইল না।

সে জানিত সে মুসলমানি,—তাহার দাদা মুসলমান ওমরাও সলাবত খাঁ,—হামিদা ও মহম্মদজান মুসলমান।—তাহাদের সকলেরই মুসলমানি নাম,—অথচ প্রকাশ্যে তাঁহারা মুসলমানি পোষাক পরিধান, মুসলমানি ভাব দেখাইলেও ভিতরে সম্পূর্ণ হিন্দুর ন্যায় বাস করিতেন।—তাহার বৃদ্ধ দাদা হিন্দুর ন্যায় পূজাদি করিতেন, হামিদা সন্ন্যাসিনীর ন্যায় থাকিত;—তাহাদের বাড়ী কখনও মুসলমানি খাদ্যাদি আসিত না, অথচ তাহার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অন্য ব্যবস্থা ছিল। মধ্যে মধ্যে মহম্মদজান তাহাকে নিজে মাংসাদি রাঁধিয়া খাওয়াইত, তাহার দাদাও তাহাকে আরবী, পার্শি, উৰ্দ্ধ ভাসার অনেক বই পড়াইয়াছেন,—সঙ্গে সঙ্গে সে বাঙ্গালা ও সস্কৃতও শিখিয়াছে। বৃদ্ধ ওমরাও অতি যত্নে তাহাকে মুসলমানি সমস্ত কায়দা কারণ শিক্ষা দিয়াছেন। সে খুব ভাল গাইতে পারে,—খুব ভাল বাজাইতে পারে, পার্শি ও উৰ্দ্ধুতে সুন্দর কবিতা রচনা করিতে পারে। সে অনেক সময়েই ভাবিত, এ পড়ো সহরে তাহার গান বাজনা শুনিবে কে? কে তাহার কবিতার প্রশংসা করিবে? কতবার তাহার মনে হইয়াছে যে দাদা তাহাকে এত যত্নে এ সকল শিক্ষা দিয়াছেন কেন? এ যে দিল্লির বাদসাবেগম হইবার উপযুক্ত শিক্ষা! বৃদ্ধ দাদা কি তাহাকে বাদসাবেগম করিতে চাহেন! যখনই তাহার এ কথা মনে হইত, তখনই সে মনে মনে হাসিত,

বলিত সে যে দিন বাদসাবেগম হইবে,—সে দিন সূর্য্য পশ্চিমে উদিত হইবে!

দুই তিন বৎসর হইতে, দুই তিন বৎসর কেন, বোধ হয়, তাহার পূর্ব্ব হইতেও, সে আর এক নূতন ব্যাপার দেখিতেছে। মধ্যে মধ্যে হামিদা কোথায় চলিয়া যায়, দশ পনের দিন পরে ফিরিয়া আইসে,—আবার চলিয়া যায়,—মহম্মদজানও মধ্যে মধ্যে নিরুদ্দেশ হইতেছে! তাহারা কোথায় যায়, কি করে, তাহা সে কিছুই জানে না।—তাহাকে তাহারা কিছুই বলে না,—সেও তাহাদের কোন কথা জিজ্ঞাসা করে না;—বাল্যকাল হইতে গায় পড়িয়া কোন কথা জিজ্ঞাসা করা বা কোন কথা কওয়া তাহার অভ্যাস ছিল না।—সে মনে মনে এই সকল কথা লইয়া আলোচনা করিত, কাহাকেও কিছু বলিত না।

দুই বৎসর হইতে তাহার এক নূতন শিক্ষা আরম্ভ হইয়াছে। সে সুন্দর গায়িকা, সুন্দর বাদ্যকারিণী হইয়াছে, তাহা সে জানে। সে জানে যে অনেকের অপেক্ষা সে বিদুষী হইয়াছে।—তাহার বৃদ্ধ দাদা মহাশয় তাহাকে নানা বিষয়ে পণ্ডিতা করিয়াছেন,—ভারতবর্ষের মুসলমান ধর্ম্মশাস্ত্র, হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্র, এই তিন বিষয়ে সে অতি সুপণ্ডিতা হইয়াছে,—কিন্তু যতই তাহার বয়স বৃদ্ধি হইতেছে,—ততই সে মনে মনে বলিতেছে, "এ সব আর কেন!" কিন্তু পাছে দাদা প্রাণে কষ্ট পান বলিয়া সে কখনও মনের কথা প্রকাশ করিয়া বলিত না,—বৃদ্ধ যাহা বলিতেন সে নীরবে তাহা করিত। তাহার কাজ কর্ম্ম কিছুই ছিল না;—কখন কদাচিত হামিদার ঘরকন্নার কাজে সাহায্য করিত;—এই মাত্র, আর অষ্ট প্রহরীই দাদার নিকট থাকিয়া নানা বিষয় শিক্ষা করিত,—কিন্তু দুই বৎসর হইতে দাদার প্রকোপ একটু কমিয়াছে, কারণ এক্ষণে মধ্যে মধ্যে হামিদা কোথায়

-লিয়া যায়, মহম্মদজান নিরুদ্দেশ হয়;—সেইজন্য তাহাদের অনুপ-
স্থিতে তাহাকে ঘনকন্নার কাজ রন্ধনাদি করিতে হয়, ইহাতে সে
সুখী ব্যতীত দুঃখিত নহে। পড়িয়া পড়িয়া সারে গামা ভাঁজিয়া
ভাঁজিয়া প্রকৃতই সে বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল!

কিন্তু সে যেমন কতকটা লেখা পড়ার হস্ত হইতে রক্ষা পাইল,
তেমনই আর এক বিপদে পড়িল। মহম্মদজান তাহার বিদ্যা
তাহাকে শিখাইতে আরম্ভ করিল।—সে যে চমৎকার হরবোলা
তাহা লুলিয়া জানিত না,—বহুরূপী সাজিতেও তাহার সমকক্ষ ভারত-
বর্ষে আর কেহ ছিল না। সে এখন তাহার দুই বিদ্যা লুলিয়াকে
শিখাইতে আরম্ভ করিল! প্রথম প্রথম একটু ভাল লাগে নাই
বটে, কিন্তু পরে সে ইহাতে প্রচুর আনন্দ লাভ করিতে লাগিল।
সত্য কথা বলিতে কি, যেমন দিন দিন সে যৌবনোন্মুখী হইতেছিল,
ততই তাহার প্রাণ যেন কি এক শূন্যভাব উপলব্ধি করিতেছিল!
প্রাণ যেন কি চায়,—কিন্তু কি চায়, তাহা সে জানে না;—
সুতরাং তাহার সুখের সরল প্রাণে কোথা হইতে ধীরে ধীরে এক
কাল মেঘ উদিত হইতেছিল। তাহাই তাহার আর গান বাজনা
লেখা পড়া, কবিতা রচনা, ভাল লাগিতেছিল না,—এই জন্যই
মহম্মদজানের হরবোলার বুলি ও বহুরূপীর ছদ্মবেশ তাহার বড়ই
ভাল লাগিতে লাগিল। সে কখনও বুড়ি সাজিত, কখনও পুরুষ সাজিত,
কখন বা বাঘ সাজিয়া গর্জ্জন করিত! সে পাখীর শিশ হইতে ক্রমে
ক্রমে অনেক বুলি শিখিয়াছিল। আপন মনে বিড়াল ডাকিয়া কুকুর
ডাকিয়া বড়ই আনন্দ উপলব্ধি করিত,—তবুও তাহার প্রাণ শূন্য
শূন্য বোধ হইত। তবুও যেন প্রাণে কি নাই,—তবুও যেন প্রাণ
কি চায়,—এই সময়ে চাঁদের আলোর ন্যায় বিমল সিংহ উদিত
হইয়া তাহার প্রাণে এক নূতন আলোকের সৃষ্টি করিল।

সে এখন নিতান্ত বালিকা নহে,—তাহার প্রাণ যে তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে, তাঁহার মূর্ত্তি যে তাহার ক্ষুদ্র প্রাণে অঙ্কিত হইয়া গিয়াছে, তাহা সে বেশ বুঝিতে পারিয়াছে।—সে এইজন্য বহুবার প্রাণের সহিত যুদ্ধ করিয়াছে,—কিন্তু তাহার সকল যত্ন আয়াস বৃথা হইয়াছে।—প্রায় দিন রাত্রি বিমল সিংহের সহিত একত্রে থাকিয়া সে আত্মহারা হইয়া গিয়াছে,—সে জগৎ সংসার ভুলিয়া গিয়াছে!

বিমল সিংহ কে কোথা হইতে আসিয়াছেন, এ সকল কথা এক বারও তাহার মনে হয় নাই! সে তাঁহাকে দেখিয়াই সুখী, সে তাঁহার সহিত কথা কহিয়াই সুখী,—এ জীবনে আর সে কিছু চাহে না! বিমল সিংহ যে তাহাকে খুব ভালবাসেন, তাহা সে বেশ বুঝিতে পারিত। তিনি ভালবাসার কথা না বলিলেও লুলিয়া বেশ বুঝিতে পারিত যে, তিনি তাহাকে ভালবাসেন, প্রেমিক হৃদয়কে একথা কাহাকে বলিয়া দিতে হয় না।

এই সময়ে কুক্ষণে তাহাদের ভগ্ন পরিত্যক্ত জনশূন্য নির্জ্জন সহরে অজিত সিংহ আসিলেন, সেই পর্য্যন্ত তাহাদের শান্তিপূর্ণ জীবনে এক মহা অশান্তির ঝটিকা উঠিয়াছে। হামিদা ব্যস্ত মহম্মদজান ব্যস্ত তাহার বৃদ্ধ পিতামহ ব্যস্ত;—তাহারা কি করিতেছেন, তাহা সে জানে না, বুঝিতে পারে না!—তাঁহারা এতই কিসে ব্যস্ত যে তাহাদের সে কোন কথা বলিবার অবসর পায় না!—দুই একবার বিমল সিংহকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, কিন্তু তিনি এ ও সে অন্য কথা বলিয়া তাহার কথা উড়াইয়া দিয়াছিলেন।

সেও সেই পর্য্যন্ত ব্যাধতাড়িত হরিণীর ন্যায় হইয়াছে! হামিদা বা মহম্মদজান অথবা তাহার বৃদ্ধ পিতামহ তাহাকে যাহা বলিতেছেন, সে তাহাই করিতেছে,—কেন করিতেছে তাহা সে জানে না!

আর সে শান্তি নাই,—আর সে নিরবচ্ছিন্ন সুখ নাই;—আর সে নির্জ্জনতা—নিস্তব্ধতা—জনশূন্যতা নাই! অজিত সিংহ চলিয়া গেলেন, মহম্মদ তোকী আসিলেন, অসংখ্য মোগল সেনা আসিল, তাহারা চলিয়া যাইতে না যাইতে স্বয়ং বাদসাহ আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এ সকল কি ঘটিতেছে, ইহার কোথায় গিয়া উপসংহার হইবে, তাহা সে কিছুই জানে না!

কিন্তু এতদিন পরে আবার তাহাদের জনশূন্য সহরে নিস্তব্ধতা আসিয়াছে, শান্তি আসিয়াছে! আজ ফতেপুর সিকরি পূর্ব্ব প্রাপ্ত হইয়াছে,—আজ তাহাই তাহার প্রাণে এক অপরূপ ভাবের উদয় হইতেছে। আজ সে আবার বহুকাল পরে তাহার প্রিয় কুয়ার পাড়ে বসিয়া সূর্য্যাস্তের অপূর্ব্ব শোভা দেখিয়া হৃদয়ে অসীম আনন্দ উপলব্ধি করিতেছে,—আবার সে আজ অনেক দিন পরে সুখী হইয়াছে।

সহসা পশ্চাতে পদশব্দ হইল,—সে চমকিত হইয়া ফিরিল।—অমনই তাহার সুন্দর আনন আনন্দে বিভাসিত হইয়া উঠিল,—বিমল সিংহ আসিয়াছেন! কিন্তু তাঁহার মুখ দেখিবামাত্র তাহার মুখের প্রফুল্লতা যেন বাতাসে মিলিয়া গেল।—বিমল সিংহের মুখ গম্ভীর,—কোন ঘোর দুঃখে তাঁহার সুন্দর আনন যেন ঘোর কৃষ্ণ মেঘে আবরিত হইয়াছে!—লুলিয়া তাহার চির প্রফুল্লিত মুখে আর কখনও এ ভাব দেখে নাই! তাঁহার হৃদয় আপনা আপনিই যেন হৃদয় মধ্যে বসিয়া গেল! সে রুদ্ধ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "কি হইয়াছে?"

বিমল সিংহ আদরে লুলিয়ার হাত ধরিয়া পার্শ্বে বসাইলেন,—একরূপ বল সহকারে হৃদয়ে প্রফুল্লতা আনিবার চেষ্টা করিলেন,—তৎপরে ধীরে ধীরে বলিলেব, "লুলিয়া, বোধ হয় আমাকে তোমাদের ত্যাগ করিয়া যাইতে হইল!"

ত্যাগ করিয়া যাইতে হইল! বিমল সিংহ যে কখনও এখান হইতে চলিয়া যাইবেন, তাহা একবারও লুলিয়ার মনে কখনও উদিত হয় নাই। চলিয়া যাইবেন!—তাহার বোধ হইল, সহসা যেন চারিদিক হইতে কি এক অন্ধকার আসিয়া তাহাকে ঘেরিল! সে অস্পষ্ট স্বরে বলিল, "ত্যাগ করিয়া যাইবেন!"

বিমল সিংহ বলিলেন, "হাঁ,—লুলিয়া,—উপায় নাই। তাহা হইলে তুমি কি একটু দুঃখিত হইবে?"

লুলিয়া মস্তক তুলিতে পারিল না,—তাহার দুই চক্ষু আপনা-আপনি জলে পূর্ণ হইয়া আসিতে লাগিল,—সে রুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, "হাঁ।"

বিমল সিংহ তাহাকে হৃদয়ে টানিয়া লইয়া মুখ চুম্বন করিলেন, লুলিয়া চক্ষু মুদিত করিল। বিমল সিংহ বলিলেন, "তোমায় এত দিন কোন কথা বলি নাই,—বলিবার সময় হয় নাই। এখন যাইতেছি,—এখন একটা কথা বল,—যাইবার সময় একটা কথা বলিবে কি?"

লুলিয়া ব্যাকুলভাবে বিমল সিংহের মুখের দিকে চাহিল; বিমল সিংহ বলিলেন, "যদি সময় হয়,—যদি সে দিন আইসে,—তবে—তবে—তুমি কি আমায় বিবাহ করিতে সম্মত হইবে?"

লুলিয়ার মুখ লাল হইয়া গেল,—সে কোন কথা কহিতে পারিল না।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

ভবিষ্যত বাদসা।

কয়েকক্ষণ উভয়েই নীরবে বসিয়া রহিলেন, কাহারই কথা কহিবার ক্ষমতা ছিল না।—বহুক্ষণ পরে বিমল সিংহ বলিলেন, "এখান হইতে চলিয়া যাইতেছি,—আর ফিরিব কিনা জানি না।"

এবার লুলিয়া মস্তক তুলিয়া কাতর কণ্ঠে বলিল, "কেন?"

বিমল সিংহ বিষাদ স্বরে বলিলেন, "কেন? সে অনেক কথা! বল,—যদি কখনও ফিরিয়া আসি,—তাহা হইলে তুমি বিবাহে অমত করিবে না।"

লুলিয়া কেবল মাত্র বলিল, "দাদা———"

"লুলিয়া, তোমার দাদার অনুমতি লইবার ভার, আমার উপর থাকিল।—তোমার আপত্তি নাই?"

"না!"

বিমল সিংহ দুই হস্তে লুলিয়ার মুখ তুলিয়া তাহার গোলাপ বিনিন্দিত ওষ্ঠ শত শত চুম্বনে সিক্ত করিলেন।—ভাল করিতেছে কি মন্দ করিতেছে,—লুলিয়া তাহা জানে না,—তাহার ভাল মন্দ বিচারের ক্ষমতা ছিল না। সে বিমল সিংহে নিমগ্না হইয়া গিয়াছে;—তিনি যাহা বলিতেন,—সে তাহাই করিত,—তাহার তাহাতে না বলিবার ক্ষমতা ছিল না!

বিমল সিংহ হাসিয়া বলিলেন, "কেবল তোমার জন্য এ প্রাণ রক্ষা করিব,—কেবল তোমার জন্য আবার দেশে ফিরিব,—কেবল তোমার জন্য আমি বাদসা হইব।—বাদসা হইয়া তোমার জন্য যাহা করিয়া যাইব,—জগতে আর কেহ কখনও তাহা করিতে পারিবে না।"

লুলিয়া অতি বিস্মিত ও ব্যাকুবভাবে বিস্ফারিত নয়নে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়াছিল ;—যুবক কি বলিতেছেন,—তাহা সে ভাল বুঝিতে পারিল না।

যুবক বলিলেন, "লুলিয়া, আমি বিমল সিংহ নই,—আমি রাজপুত নই,—আমি খুরম,—সাহাজাদা খুরম,—বোধ হয় আমার নাম শুনিয়া থাকিবে !"

"খুরম,—সাহাজাদা খুরম !"

বলিয়া লুলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইবার চেষ্টা পাইল,—অতি বিস্ফারিত নয়নে যুবকের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল! সাহাজাদা আদরে সপ্রেমে তাহার হাত ধরিয়া তাহাকে আবার তাহার পার্শ্বে বসাইলেন,—হাসিয়া বলিলেন, "যদি বিশ্বাস না হয়, তোমার দাদাকে জিজ্ঞাসা করিও। তিনি দয়া করিয়া আমায় এখানে লুকাইয়া না রাখিলে আমারও এতদিন আমার দাদা খসরুর অবস্থা হইত। এতদিন বহু পূর্ব্বে গোয়ালিয়ারের দুর্গে বন্দী হইতাম ;—তোমার দাদার ঋণ আমি জীবনে ভুলিব না !"

লুলিয়া কথা কহিল না ;—কথা কহিবার তাহার ক্ষমতা ছিল না; সে স্তম্ভিতপ্রায় বসিয়া রহিল ! ইনি পলাতক রাজপুত যুবা নহেন, স্বয়ং সাহাজাদা। ইঁহার সহিত বিবাহ দিয়া তাহাকে দিল্লীশ্বরী করিবার জন্যই কি তবে বৃদ্ধ দাদা তাহাকে এত যত্ন করিয়া এত শিক্ষা দিয়াছিলেন ! লুলিয়ার হৃদয় এত সবলে স্পন্দিত হইতে লাগিল যে তাহার বোধ হইল যেন তাহার হৃদয় বিদির্ণ হইয়া যায়। সে দুই হস্তে তাহার হৃদয় চাপিয়া ধরিবার চেষ্টা পাইল, কিন্তু সাহাজাদা তাহার হাত ছাড়িলেন না।

খুরম হাসিয়া বলিলেন, "সাহাজাদা শুনিয়া লুলিয়া তুমি কি আমায় ঘৃণা করিতেছ! হয়তো তুমি শুনিয়াছ যে সাহাজাদা সব অতি জঘন্য চরিত্রের লোক,—অতি দুর্ব্বৃত্য !—আমি তাহা নহি,

আমাকে তো এতদিন দেখিতেছ ;—আমায় কি বড় খারাপ লোক বলিয়া বোধ হয় ?"

সহসা লুলিয়া খুরমের হাত ছাড়াইয়া দণ্ডায়মানা হইল ;—একটু দূরে গিয়া বলিল, "জাহাপনা, দাসীর অপরাধ মার্জ্জনা করুন। আমি আপনাকে চিনিতাম না,—জানিতাম না।—না জানি কত অপরাধ করিয়াছি !"

খুরম অতি বিমুগ্ধভাবে লুলিয়ার দিকে কিয়ৎক্ষণ চাহিয়া রহিলেন ;—তৎপরে ধীরে ধীরে বলিলেন, "তুমি আমার সেরূপ বেগম হইবে না ;—আমি তোমায় বেগম-মহলের শিরূপা স্বরূপ তাজমহল করিব। তুমি কখনও কাহার দাসী হইবে না, সকলে তোমার দাসানুদাস থাকিবে।"

লুলিয়া বিনীতস্বরে বলিল, "জাহাপনা, এ সব কথা আর বলিবেন না।"

খুরম সবেগে বলিলেন, "কেন বলিব না, তুশো বার বলিব। আমি তোমায় ভাল বাসিয়াছি, প্রাণমনজীবন দিয়া ভাল বাসিয়াছি ; কেন বলিব না।"

এই বলিয়া সাহাজাদা খুরম লুলিয়াকে হৃদয়ে লইলেন ;—প্রেমপূর্ণ স্বরে বলিলেন, "আজ হইতে তুমি আমার তাজমহল হইলে,—তোমারই জন্য বাদসা হইব !"

লুলিয়া প্রথমে তাঁহার হৃদয় হইতে সরিয়া যাইতে একটু চেষ্টা পাইয়াছিল, কিন্তু প্রকৃতই তাহাতে আর সে ছিল না ; - সে অবসন্নভাবে খুরমের হৃদয়ে পড়িয়া রহিল। তখন সাহাজাদা বলিলেন, "এখন তোমায় সকলই বলিতেছি, শোন !"

লুলিয়া বিস্ফারিত নয়নে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল ! খুরম বলিলেন, "বোধ হয় তুমি জান না বাদসাহ আমার ভ্রাতা সাহাজাদা পরবেসকেই সিংহাসন দিবেন স্থির করিয়াছিলেন।- আমার তাহাতে বিন্দুমাত্র আপত্তি ছিল না ;—কখনও বাদসাহ হইবার ইচ্ছা

করি নাই ;—কিন্তু বাদসাবেগম নুরজিহান তাঁহার জামাতা, আমার ছোট ভাই, সাহাজাদা সারিয়ারকে সিংহাসনে বসাইবার জন্য ভিতরে ভিতরে ষড়যন্ত্র করিতে আরম্ভ করিলেন। ইহা জানিতে পারিয়া, মহাবত খাঁ, আমার প্রাণের বন্ধু ভীম সিংহ ও অন্যান্য রাজপুত যোদ্ধাগণ আমায় সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিতে ইচ্ছুক হইলেন। তাঁহাদের জেদাজিদিতে আমি স্বীকৃত হইলাম।—নুরজিহানের নিকট এ কথা গোপন রহিল না ;—বাদসাবেগম আমাকে সরাইবার জন্য ব্যগ্র হইলেন ——”

এবার লুলিয়া কথা কহিল,—সভয়ে বলিয়া উঠিল, “কি ভয়ানক লোক !”

সাহাজাদা মৃদু হাসিয়া বলিলেন, “সব বিষয়ে নহে। কোন দিন হয়তো নুরজিহানকে দেখিতে পাইবে,—তিনি খারাপ লোক নহেন।—তবে দিল্লির সিংহাসন লইয়া যেখানে কথা, সেখানে মায়া দয়া থাকে না।”

লুলিয়া শিহরিয়া বলিল, “জাহাপনা, আমায় দিল্লি লইয়া যাইবেন না। আমি এইখানেই থাকিব।”

খুরম হাসিয়া বলিলেন, “তাহাই হইবে। তুমি যাহা ইচ্ছা করিবে, তাহাই হইবে,—তুমি আমার হৃদয়েশ্বরী। আমি আর দুই দিন প্রাসাদে থাকিলে নিশ্চয়ই প্রাণ হারাইতাম। কিন্তু নুরজিহান বেগমের জুলেখা বলিয়া এক বাঁদী আছে ;—সে বাদসাবেগমের সকল কথাই জানিত ;—সেই আমায় সম্বাদ দিল,—তাহারই সাহায্যে আমি প্রাসাদ হইতে পালাইয়া এখানে আসিলাম।—সেই জুলেখাই আমায় তোমার বৃদ্ধ দাদার নিকট পাঠাইয়া দিয়াছিল।—আমি স্ত্রীলোকের পোষাক পরিয়া এখানে লুকাইয়া পলাইয়া আসিয়াছিলাম, তাহা তুমি দেখিয়াছিলে।”

“আমি বড় ভয় পাইয়াছিলাম !”

"আমায় কি বড় বিশ্রি দেখিতে হইয়াছিল।"

"না—তা নয়।"

"জুলেখা মহাবত খাঁর লোক,—তোমার দাদাও তাঁহারই লোক, মহাবত খাঁ আমার পরম বল।—দেখিতেই পাইযাছ,—তোমার দাদা, তোমাদের হামিদা ও মহম্মদজান না থাকিলে, আমি ধরা পড়িতাম। আমার জন্যই নুরজিহান অজিত সিংহকে এখানে পাঠাইয়াছিলেন,—আমার জন্যই মহম্মদ তোকী আসিয়াছিল;—তাহার পর বাদসাবেগম স্বয়ং বাদসাহকে লইয়া এখানে আসিয়াছিলেন।"

এবার লুলিয়া হাসিয়া ফেলিল; বলিল, "বোধ হয় আর কেউ এখানে আসিবে না।"

সাহাজাদাও হাসিলেন;—বলিলেন, "সম্ভব।"

লুলিয়া সবেগে বলিল, "তবে আপনি যাইবেন কেন?"

খুরম বলিলেন, "সব শোন। একটা ভয়াবহ দুর্ঘটন ঘটিয়াছে!"

লুলিয়া সভয়ে বলিয়া উঠিল, "দুর্ঘটনা! আপনার কোন বিপদ———"

সাহাজাদা বলিলেন, "শোন,—মহাবত খাঁ ও ভীম সিংহ আমার জন্য সৈন্য সামন্ত সংগ্রহ করিয়া এই দিকে আসিবার আয়োজন করিতেছিলেন।—ভীম সিংহ নিজে এখানে আসিয়া আমায় সমস্ত সম্বাদ দিয়া যান।—তাঁহাদের সমস্ত আয়োজন স্থির হইলে, আমি প্রকাশ্যভাবে তাঁহাদের সহিত যোগ দিব,—এই কথা স্থির ছিল;—কিন্তু নুরজিহান পূর্ব্বেই সাহাজাদা পরবেসকে মহাবত খাঁ ও ভীম সিংহকে আক্রমন করিবার জন্য সসৈন্যে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন;—উভয় সৈন্যে যুদ্ধ হইয়াছে,—কিন্তু উভয় পক্ষেরই হার হইয়াছে!"

"কেন?"

"যুদ্ধে ভীম সিংহ ও মহাবত খাঁরই জীত হইয়াছিল ;—সাহাজাদা পরবেস হত হইয়াছেন !"

"সাহাজাদা মারা গিয়াছেন !"

"হাঁ,—কিরূপে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে, তাহা এখনও ঠিক জানিতে পারি নাই ;—কিন্তু আমাদের জয় হইয়াও হয় নাই। আমার প্রিয় বন্ধু মেবারের অদ্বিতীয় বীর ভীম সিংহ যুদ্ধে হত হইয়াছেন !"

প্রকৃতই সাহাজাদার দুই চক্ষু জলে পূর্ণ হইয়া আসিল,—তিনি কাতরে বলিলেন, "জানি স্ত্রীলোকের ন্যায় যদি এখানে লুকাইয়া না থাকিতাম,—যদি যুদ্ধ সময়ে আমি তাঁহার পার্শ্বে থাকিতাম, তাহা হইলে কখনও আমি আমার বন্ধুকে হারাইতাম না !"

খুরম নীরব হইলেন ;—লুলিয়া তাঁহাকে কোন কথা বলিতে সাহস করিল না। সাহাজাদা কিয়ৎক্ষণ পরে আত্মসংযম করিয়া বলিলেন, "ভীম সিংহের মৃত্যুতে রাজপুতগণ ভগ্ন মনোরথ হইয়া দেশে চলিয়া গিয়াছে ;—এ দিকে স্বয়ং বাদসা যুদ্ধযাত্রা করিয়াছেন সুতরাং মহাবত খাঁ বাধ্য হইয়া পশ্চাৎপদ হইয়া দিল্লির দিকে গিয়াছেন।—আমায় সম্বাদ দিয়াছেন,—আমি যদি শীঘ্র তাঁহার শিবিরে না উপস্থিত হই,—তবে তিনি আর বাদসাহের সহিত বিবাদ করিবেন না,—সৈন্যদিগকে বিদায় দিয়া মক্কায় চলিয়া যাইবেন।"

লুলিয়া বলিল, "তা তিনি যান,—আপনি এখানে থাকুন দাঙ্গাহাঙ্গামায় রক্তারক্তিতে কাজ কি ?"

খুরম বিষাদ হাসি হাসিয়া বলিলেন, "তোমায় যদি না দেখিতাম,—তাহা হইলে আমি কি করিতাম বলা যায় না। এখন তোমায় দিল্লীশ্বরী করিবার জন্য আমার নিজের বাপের সঙ্গেও লড়িতে হইবে।"

"এমন কুকার্য্য করিবেন না,—আমি দিল্লীশ্বরী হইতে চাহি না।"

"তুমি দিল্লীশ্বরী হইতে চাও না তাহা আমি জানি,—আমিও বাদসা হইতে বড় ব্যাকুল নই।—আমরা দুইজনে এই নির্জ্জন জনশূন্য সহরে জীবন কাটাইয়া দিতে পারিলেই ধন্য হইতাম!—আমি ইহাই জানি এখানে এ কয়দিন যে সুখে আমার কাটিয়াছে,—তেমন সুখ আমার জীবনে আর মিলিবে না।"

"তবে যুদ্ধ হাঙ্গামায় যাইতেছেন কেন?"

"প্রাণের দায়! এখন যুদ্ধ না করিলেই ধরা পড়িব;—আর ধরা পড়িলে নিতান্ত প্রাণ না যায়,—কোন দূর দেশে যাইয়া চিরকাল বন্দী থাকিতে হইবে!"

"কেন?"

সাহাজাদা খুরম অতি বিষাদ হাসি হাসিয়া বলিলেন, "ঐ টুকুই বাদসাহ হইবার উপসর্গ! হয় বাদসা হইতে হইবে,—নতুবা প্রাণ হারাইতে হইবে। এখন যুদ্ধ করা ব্যতীত আর উপায় নাই!"

লুলিয়া গভীর দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, "ইহাপেক্ষা গরিব লোক সহস্র গুণ ভাল!"

সাহাজাদা সবেগে বলিলেন, "সহস্রবার! সে বিষয়ে কি কোন সন্দেহ আছে "

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

সন্ন্যাসিনী।

যখন পরিত্যক্ত সহরের জনশূন্য নির্জ্জন কুয়ার পার্শ্বে প্রস্তরাসনে বসিয়া লুলিয়া ও সাহাজাদা কথোপকথন করিতেছিলেন, সেই সময়ে আমাদের দুইটী পরিচিত লোক সহরের সিংহদ্বারে দণ্ডায়মান থাকিয়া দূরে কেহ আসিতেছে কি না মধ্যে মধ্যে তাহাই লক্ষ্য করিতেছিল কিন্তু যতদূর দৃষ্টি চলে, ততদূরের মধ্যে কাহাকেও দেখিতে পাওয়া যায় না। যাহারা দণ্ডায়মান ছিল, তাহাদের একজন বেহারীচরণ,—অপরে পানওয়ালী গঙ্গীয়া!

ক্রমে চারিদিক অন্ধকার হইয়াও আসিতেছিল, সুতরাং দূরে আর ভাল কিছুই দেখিতে পাওয়া যাইতেছিল না;—কিয়ৎক্ষণ পরে গঙ্গীয়া বলিল, "আর কিছু ভাল দেখা যায় না!"

বেহারীচরণ বলিল, "হাঁ,—তবে দুলালীকে পাঠাইয়াছি;—সে শীঘ্রই খবর আনিবে!"

গঙ্গিয়া বলিল, "তাঁহার দুইদিন আগে আসিবার কথা ছিল!"

বেহারীচরণ বলিল, "হাঁ,—কিন্তু এ কয়দিন এখানে একটা মহামারি ব্যাপার চলিতেছিল,—তাঁহার না আসাই ভাল হইয়াছে!"

"তিনি নিশ্চয়ই নিকটে আসিয়া পৌছিয়াছেন।"

"নিশ্চয়ই। হয়তো বাদসার শিবিরেই প্রবেশ করিয়াছিলেন,—তাঁহার অসাধ্য কিছুই নাই।"

"এসে পৌছিলে একটা নিশ্চিন্ত হওয়া যায়!"

"হাঁ,—তা ঠিক কথা।"

"সাহাজাদা চলে যাচ্ছেন! না গেলে বিপদের সম্ভাবনা,—এখানকার যে কাজ তা শেষ হয়েছে।"

"হাঁ,—দুজনে যথেষ্ট ভালবাসা জন্মেছে। সাহাজাদা লুলিয়াকে জীবনে ভুলিতে পারিবেন না।"

"সে সবই ঠিক,—আসল কাজের অনেক বিলম্ব।"

"তাতো দেখিতেছি। জাহাঙ্গির আর নুরজিহানকে বন্দী করিয়া খুরম কখনই বাদসা হইতে সম্মত হইবেন না।"

"তাহা হইলেই তো জাহাঙ্গিরের যতদিন না মৃত্যু হইতেছে, ততদিন লুলিয়ার বাদসাবেগম হইবার আশা নাই! ততদিন কাহার কি হয়, তাহা কে বলিতে পারে!"

"সকলই ভগবানের হাত!"

"কিন্তু আমরা এত মাথা ঘামাইয়া মরিতেছি কেন?"

"কেন! বুড়ো বয়সে দেশে ফিরিয়া গিয়া একজন বড় জমিদার হইয়া বসিব,—তুমি আমার রাণী হইবে!

"তোমার পোড়ার মুখ! আমি যদি তোমার মত হইতাম, তাহা হইলে খুরম বাদসা হইলেই আমি তাহার প্রধান উজির হইয়া সর্ব্বময় কর্ত্তা হইতাম।"

বেহারীচরণ অভূতপূর্ব্ব ভঙ্গিমাতে নাক কাণ মলিয়া বলিল, মা ঠাকরুণ আমার দেশে ফিরিলে, আর কোন সম্বন্ধি একদিনের জন্য এ দেশে থাকে! মোগল দরবারে ইচ্ছা করিয়া যে থাকে, সে বেটা আকাট মূর্খ সে নিতান্ত নচ্ছার!

গঙ্গীয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, "তোমায় বাদসাগিরি দিলে কি কর?"

বেহারীচরণ বলিল, "তখনই বিষ খেয়ে মরি!"

"বিষ খেয়ে মর!"

"হাঁ গো হাঁ।—সেই কেউ ছোরা হাঁকারাবে, বা যা তা বিষ দিয়ে মার্ব্বে,—তার চেয়ে জানাশোনা বিষ নিজের হাতে খাওয়াই ভাল!"

"তোমার বিশ্বাস বাদসার মত হতভাগা আর সংসারে কেউ নেই !"

"দেখতেই পাচ্চো !"

"আমি ভাব্‌চি আমার পানের দোকানের উপায় কি হবে ?"

বেহারীচরণ মুখ বিকৃত করিয়া বলিল, "রেখে দেও, তোমার পানের দোকান ! পানের সাত গুষ্টি জাহান্নবে যাক্ ! যখন সম্মুন্দিরা পান কিন্‌তে কিন্‌তে তোমার সঙ্গে ইয়ারকি দেয়, তখন আমার তাদের গলা টিপে মার্ত্তে ইচ্ছা যায় !"

এই বলিয়া বেহারীচরণ ভয়াবহ শব্দে দন্ত কড়মড় করিয়া উঠিল ;—গঙ্গীয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, "এই বয়সেই এত রিব !"

বেহারীচরণ বলিয়া উঠিল, "রিষ !—শালাদের না কিছু করেছে !"

"সাবধান—কেউ শুন্‌লে প্রাণ যাবে !"

"রেখে দেও—তোমার প্রাণ !"

"সাহাজাদা যাবেন কবে ?"

"আজ রাত্রেই।"

"তবে বের কি হবে ?"

"সেও আজ রাত্রেই হবে !"

"তুমি তো বল্লে,—তার আয়োজন কোথায় হয়েছে।"

"হাঁ,—"সেই আয়োজনের জন্য বুড়োকর্ত্তাটী বেরিয়েছেন। "তিনি কখন যে ফিরবেন, তাও বলে যান নি !"

"বর কনে আজ যে বে হবে তা জানে ?"

"না,—তিনি এসেই বলবেন। যখন উভয়দিকে রাজি—তখন কি কর্ব্বে কাজি !"

"ভাল করে দেখ দেখি,—কে যেন আস্‌চে বলে বোধ হয় না !"

"হাঁ,—এই তাঁরাই আসচেন। চল একটু এগিয়ে দেখি !

দূরে পথ দিয়া অন্ধকারে জনকয়েক লোক যে সহরের দিকে

আসিতেছে, তাহা বুঝিতে পারা যায়;—কিন্তু ভাল কিছু দেখিতে পাওয়া যায় না। কাহারা আসিতেছে দেখিবার জন্য গঙ্গীয়া ও বেহারীচরণ উভয়েই অগ্রসর হইল।

যাইতে যাইতে গঙ্গীয়া বলিল, "আমার পানের দোকানের খবর কি?"

বেহারীচরণ বলিল, "সম্বাদ পেয়েছি,—ঠিক চল্‌ছে!"

"আমায় লোকে খুঁজছে না?"

"খুব!"

আবার ভয়াবহ দন্ত কড়মড় শব্দ! গঙ্গীয়া হাসিয়া বলিল, "লোকে জানে আমি মাঝে মাঝে যেমন মাসীর বাড়ী যাই, সেই রকম এ বারও গিয়েছি।"

"তাহারা কেমন করিয়া জানিবে যে তোমার দুই মূর্ত্তি! সে কেবল আমিই জানি!"

"সে কি রকম?"

"রকম?—হাড়ে দুর্ব্ব গজিয়ে গেছে!"

"তোমার মুখে আগুন!"

"ছেলে পুলে নেই,—কাজেই স্ত্রীর মুখে নিজেরই আগুন দিতে হবে,—না হলে আর কে দেবে!"

"পোড়ার বাঁদর আর কি!"

"তবে তারও একটু বুলি শোন।"

এই বলিয়া বেহারীচরণ অভূতপূর্ব্ব বাঁদরের বুলি ধ্বনিত করিয়া উঠিল।

"আ মরণ!" বলিয়া গঙ্গীয়া সরিয়া দাঁড়াইল। সে কিচমিচ বিকট শব্দ শুনিলে কাহারও সাধ্য ছিল না যে মনে করে যে তাহা বাঁদরের শব্দ নহে। বোধ হইতে লাগিল যেন কতকগুলি বাঁদর কোন কারণে রাগত হইয়া তর্জ্জন গর্জ্জন করিতেছে।

দূরে এই অত্যদ্ভুত শব্দের পরিবর্ত্তনে আর একজন কে বাঁদর

ডাকিয়া উঠিল। বেহারীচরণ বুলি বন্ধ করিয়া বলিলেন, "বাপু, ঐ শুন্‌লে! দুলালী ঠিক জবাব দিয়েছে,—সে আমার প্রধান ছাত্র।"

গঙ্গীয়া বলিল, "[illegible] হলে [illegible]নিই এসেছেন,—আমি বাড়ীতে গিয়ে বন্দোবস্ত করি।"

বেহারীচরণ বলিল, "সে হুকুম নেই। এখানে থাক, তিনি এলে যা বলেন, তাই করা যাবে।"

গঙ্গীয়া বলিল, "অন্ধকার হয়ে গেছে,—বাড়ী থেকে একটা আলো আন্‌লে ভাল হত।"

বেহারীচরণ বলিয়া উঠিল, "এমন কাজও করে! তুমি কি মনে কর যে কেবল আমরাই চর হতে জানি—আর কেউ জানে না? মুরজিহানের লোক যে নিকটে কেউ নেই, তা কে বলিল? সেই সম্বন্দি—পুরুষ কি মেয়ে ভগবান কেবল জানেন,—নাম বলে গহর জান,—হতে চায় বাদসা জান,—সেই সম্বুন্ধিকে বিশ্বাস নেই।"

গঙ্গীয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, "তাকে তোমরা আগ্রার চালান দিয়েছ,—বোধ হয় জীবনে সে এমন জব্দ আর কখনও হয়নি।"

বেহারীচরণ বলিয়া উঠিল, "এ সব সেই সম্বুন্ধির কাণ্ড,—সে বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থাক!"

"তুমি মনে কর সে আবার এখানে এসেছে।"

"পারে,—নাক কাণ কাটার লজ্জা নেই।"

এই সময়ে সম্মুখস্থ লোক কয়টী প্রায় তাহাদের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল; তখন অন্ধকার হইতে কে জিজ্ঞাসা করিল, "কে তোমরা?"

বেহারীচরণ বলিল, "মা—আমরা!"

"কে,—বেহারীচরণ?"

"হাঁ,—আর গঙ্গীয়া।"

তিনটী লোক তখন তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন।—একজন জটাজুট ধারিণী সন্ন্যাসিনী,—ডানি হস্তে সিন্দুরে রঞ্জিত ভয়াবহ ত্রিশূল,—বাম হস্তে কমণ্ডুল। জটা স্তরে স্তরে প্রায় আজানুলম্বিত হইয়া আলুলায়িত,—পরিধান গৈরিক বস্ত্র,—কপাল রক্তচন্দনেচর্চ্চিত; গলায় দীর্ঘ বহু রুদ্রাক্ষের মালা! এই অপরূপ মূর্ত্তি দেখিলে সকলেরই প্রাণ ভয় ও ভক্তিতে আকুলিত হইত।

তাঁহার সঙ্গে ক্ষুদ্র ত্নলালী। সে একটা মোট মস্তকে করিয়া আসিতেছে;—তৎপশ্চাতে আর একটী লোক,—দেখিলেই ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বলিয়া বুঝিতে বিলম্ব হয় না!

সন্ন্যাসিনী বলিলেন, "বেহারীচরণ, আমার পৌছিতে বিলম্ব হওয়ায় বোধ হয় তোমরা ভাবিত হইয়াছিলে?"

বেহারীচরণ বলিল, "মা,—এ কয় দিন আমরা যে রকম টানাপড়েনে পড়িয়াছিলাম, তাহাতে ভাবিবার বড় সময় ছিল না!"

"কেন?—বাদসা কি—নুরজিহান কি—তোমাদের ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়া ছিলেন?"

"একটু ব্যতিব্যস্ত বলিতে হইবে বই কি!"

"তারপর!"

"তারপর অনুগ্রহ করে চলে গেছেন, এই মাত্র!"

সন্ন্যাসিনী মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "তাঁহারা কি করিয়াছিলেন,—শুনি।"

"তাহারা অজিত সিংহ আর মহাবত খাঁকে এখানে পাঠাইয়াও নিশ্চিত হইতে পারেন নাই,—দুই জনে স্বয়ং এখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন!"

সন্নাসিনী সবিস্ময়ে বলিলেন, "তারপর?"

বেহারীচরণ বলিল, তারপর তাঁহারা কিছু কার্দ্দানিও দেখিয়া গিয়াছেন!"

সন্ন্যাসিনী হাসিয়া বলিলেন, "তা—আমি জানি—তাহারা তাঁহার কোন সন্ধান পান নাই ?"

"না,—বিন্দুমাত্র না।"

"সাহাজাদা ভাল আছেন।"

"খুব ভাল—দুইজনে খুব ভাব !"

"তাহা হইলে আমাদেরই জয় হইয়াছে,—নুরজিহান প্রতিপদে হারিয়াছে ! আজ রাত্রে আমার ব্রত উদ্‌যাপন হইবে ! এত দিনে মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে। বেহারীচরণ,—তুমি কি ইহাতে সুখী নও।"

বেহারীচরণ বলিল, "না,—তুমি যাতে সুখী—আমরা সকলেই তাতে সুখী। লুলিয়াকে আমরা প্রাণের সঙ্গে ভাল বাসি,—সে দিল্লীশ্বরী হইবে এর চেয়ে আর আনন্দ কি ?"

"আমার লুলিয়া কেমন আছে।"

"খুব ভাল আছে ?"

"তবে চল,—আর এখানে দেরি করা কর্ত্তব্য নয়,—আমরা এই পড়ো সহরে যত নিরাপদ তত নিরাপদ আর কোথায়ও নাই !"

তখন সকলে ভগ্নস্তূপ পরিত্যক্ত সহরে ধীরে ধীরে প্রবেশ করিলেন।

চতুর্থ খণ্ড সমাপ্ত।

পঞ্চম খণ্ড।

পরিসমাপ্তি।

পঞ্চম খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

খুরমের আশা।

ইতিহাস পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন সে বহুবৎসর পর্য্যন্ত সাহাজাদা খুরম ব্যাধতাড়িত হরিণের ন্যায় জঙ্গলে জঙ্গলে প্রাণ লইয়া লুকাইয়া বেড়াইয়াছিলেন। তাঁহার প্রথম সহায় ও হৃদয়ের বন্ধু মেবারের ভীম সিংহ সাহাজাদা পরবেসের সহিত যুদ্ধে অতি দারুণ রূপে আহত হয়েন,—তাহাতেই তাঁহার মৃত্যু ঘটে! ভীম সিংহের মৃত্যুর পর তাঁহার রাজপুতগণ সেই বীরের অভাবে,—বিশেষতঃ সাহাজাদা খুরমের কোনই সম্বাদ না পাইয়া,—তাহারা সকলে যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করিয়া মেবারে চলিয়া গেল।—পরবেস যুদ্ধক্ষেত্রে হত হইলেন বটে,, কিন্তু তাহাতেও মহাবত খাঁ রাজপুতদিগকে যুদ্ধক্ষেত্রে রাখিতে সক্ষম হইলেন না। এদিকে মাড়োয়ারের গজ সিংহ সসৈন্যে তাঁহাকে আক্রমন করিতে উদ্যত হইলেন। মাড়োয়ার ও আম্বার উভয়ই তাঁহার উপর বড় সন্তুষ্ট ছিলেন না;। মহাবত খাঁ শুনিলেন যে মহম্মদ তোকী তাঁহাকে সসৈন্যে আক্রমণ করিতে আসিতেছেন;—তৎপশ্চাতেই

স্বয়ং নুরজিহান বাদসাকে লইয়া মোগল সাম্রাজ্যের অগণিত সৈন্য সহ আগমন করিতেছেন।—সকলেই জানেন, নুরজিহান মহাবত খাঁকে হৃদয়ের সহিত ঘৃণা করিতেন; তাঁহার উপর তাঁহার অতি ভয়াবহ জাতক্রোধ ছিল। এক সময়ে মহাবত খাঁ লাহোরের যুদ্ধক্ষেত্রে জাহাঙ্গির ও নুরজিহান উভয়কেই বন্দী করিয়াছিলেন; -সুতরাং তিনি জানিতেন, এ অবস্থায় নুরজিহানের হস্তে পতিত হইলে, তাঁহার প্রাণের আশা কিছুমাত্র নাই।—সাহাজাদা খুরম এ সময়ে তাঁহার সহিত মিলিত হইলে, তাঁহার সামান্য সৈন্য লইয়াও তিনি বাদসাহের অগণিত সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিতেন;—জয় পরাজয় জীবন মৃত্যু যাহা হয় যুদ্ধক্ষেত্রে হইয়া যাইত,—কিন্তু পুনঃ পুনঃ অহ্বানেও সাহাজাদা খুরম আসিলেন না। লুলিয়ার ভালবাসায় তাঁহার হস্ত হইতে দিল্লির সিংহাসন বিচ্যুত হইয়া গেল! আজ যাইব, কাল যাইব,—এই যাইতেছি করিয়া, দিনের পর দিন কাটিয়া গেল;—সাহাজাদা ফতেপুরের ভগ্নস্তুপ হইতে নড়িলেন না।—তখন মহাবত খাঁ বিরক্ত হইয়া যুদ্ধ-ক্ষেত্র পরিত্যাগ করিলেন।—সৈন্যদিগকে যে যাহার গৃহে যাইতে অনুমতি দিয়া, তিনি মক্কায় যাইবার অভিপ্রায়ে সুরাট প্রদেশের দিকে প্রস্থান করিলেন।

যদি খুরম ফতেপুরে লুক্কাইত হইতে আসিয়া লুলিয়াকে না দেখিতে পাইতেন, তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই অজিত সিংহের আসিবার সঙ্গে সঙ্গে ফতেপুর হইতে পালাইতেন।—তিনি নিশ্চয়ই কোনরূপে যুদ্ধক্ষেত্রে ভীম সিংহ ও মহাবত খাঁর সহিত মিলিত হইতে পারি-তেন;—তাহা হইলে হয়তো মোগল ইতিহাস অন্যরূপে লিখিত হইত। শেষ অবস্থায় তাঁহার যে দশা হইয়াছিল,—হয়তো তাঁহার পিতা জাহাঙ্গিরেরও সেই বন্দী দশা ঘটিত!—জাহাঙ্গির ও নুরজিহান বন্দী রহিতেন,—তিনিই বাদসাহ হইতেন;—কিন্তু এক বালিকার জন্য তাঁহার

সমস্তই গোল হইয়া গেল,—সহস্র চেষ্টায়ও খুরম লুলিয়াকে ছাড়িয়া যাইতে পারিলেন না। তাঁহার বিলাসিতা ও সুখের দ্রব্যের অভাব ছিল না,—কিন্তু লুলিয়াকে পাইয়া তিনি যে প্রকৃত পবিত্র স্বর্গীয় প্রেমের আনন্দ উপলব্ধি করিতেছিলেন,—তেমন আনন্দ তিনি জীবনে আর কখনও উপলব্ধি করেন নাই! এমন কি তাঁহার হৃদয় হইতে ধীরে ধীরে বাদসাহ হইবার ইচ্ছা পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইতেছিল। তিনি কতবার ভাবিয়াছেন যে বাদসাহ হইলে কেবল দুঃখ কষ্ট বাড়িবে মাত্র,—কখনও জীবনে সুখলাভ ঘটিবে না,—সর্ব্বদাই প্রাণের ভয়ে সশঙ্কিত থাকিতে হইবে,—আর লুলিয়াকে লইয়া যদি জঙ্গলেও থাকি,—তাহা হইলেও যথার্থ সুখে জীবন কাটিয়া যাইবে। ভীম সিংহ পুনঃ পুনঃ ফতেপুর হইতে পালাইয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইতে অনুরোধ করিয়া পাঠাইয়াছেন,—কিন্তু সাহাজাদা লুলিয়াকে ছাড়িয়া যাইতে পারেন নাই,—আজ যাইব কাল যাইব করিয়া দিনের পর দিন কাটিয়া গিয়াছে,—তাহার পর যাহা ঘটিয়াছে,—তাহাতে তিনি আর যেন ইচ্ছা করিয়াও যাইতে পারেন নাই! তিনি ফতেপুর হইতে কিছুতেই আসিতেছেন না দেখিয়া ভীম সিংহ প্রাণের মায়া ত্যাগ করিয়া শত্রু শিবিরের মধ্য দিয়া আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। কাল নিশ্চয়ই এখান হইতে পালাইব বলিয়া তিনি ভীম সিংহের নিকট প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন, কিন্তু তবুও তাঁহার ফতেপুর ত্যাগ হয় নাই,—আর তখন পালাইবার উপায়ও ছিল না বলিলে অত্যুক্তি হয় না। মহম্মদ তোকী সসৈন্যে আসিয়া ফতেপুর ঘেরিয়াছিলেন,—তিনি যাইতে না যাইতে স্বয়ং বাদসাহ উপস্থিত। এ সকল স্বত্বেও তিনি যে এখান হইতে পালাইতে পারিতেন না, এরূপ নহে,—তাঁহাকে রক্ষা করিবার জন্য যাহারা প্রাণপণ চেষ্টা পাইতেছিল,—তাহারা অনায়াসেই তাঁহাকে নিরাপদে

বিদায় করিয়া দিতে পারিত,—কিন্তু সাহাজাদা নিজেও পালাইবার জন্য ব্যগ্র হইলেন না,—আর তাহাদের ইচ্ছাও নহে যে তিনি চলিয়া যান। এই সকল নানা কারণে খুরম ফতেপুর সিক্‌রিতেই রহিয়া গেলেন;—মহাবত খাঁর পুনঃ পুনঃ আহ্বানেও নড়িলেন না। যখন তিনি ফতেপুর সিক্‌রি ত্যাগ করিলেন,—তখন তাঁহার সিংহাসন লাভের আশা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে;—মহাবত খাঁ মক্কায় রওনা হইয়াছেন। মেবারের মহারাণা কর্ণ সিংহ জাহাঙ্গিরের সহিত প্রকাশ্য বিবাদে অস্বীকৃত হইয়াছেন; যদি সাহাজাদা ইচ্ছা করেন,—তবে উদয়পুরে আসিয়া আশ্রয় লাভ করিতে পারেন,—তাঁহার সর্ব্বস্ব তিনি তাঁহার সেবায় প্রদান করিতে প্রস্তুত আছেন,—আর তখন যদি বাদসাহ তাঁহাকে ধৃত করিতে চেষ্টা করেন,—তাহা হইলে সমস্ত রাজপুত জাতি তাঁহাকে রক্ষা করিতে প্রাণ দিবে! অতিথী আশ্রিতের জন্য,—তাঁহাকে রক্ষা করিবার জন্য কোন রাজপুতই,—কি মেবার, কি মাড়োয়ার, কি আম্বার,—কেহই দ্বিধা করিবে না!

খুরম গুপ্ত চরের হস্তে মহারাণার পত্র পাইয়াছেন,—এক্ষণে তাঁহার সেই আশ্রয় লাভ ভিন্ন আর দ্বিতীয় উপায় নাই! এক্ষণে তাঁহার সৈন্য সামন্ত কিছুই নাই,—বাদসাহের সঙ্গে যুদ্ধের ইচ্ছাও বিড়ম্বনা মাত্র;—এখন পলায়ন ভিন্ন আর অন্য উপায় নাই! বাদসাহের হস্তে পতিত হইলে জাহাঙ্গির তাঁহাকে কখনই ক্ষমা করিবেন না,—তিনি সাহাজাদা খসরুকে ক্ষমা করেন নাই। আর যদি অনেক কাঁদাকাটা করিলে তিনি ক্ষমা করেন,—নুরজিহান কখনও তাঁহাকে ক্ষমা করিবে না। নিতান্ত প্রাণ না যায়,—কোন স্থানে চিরজীবন বন্দী হইয়া থাকিতে হইবে। এ অবস্থায় মেবারের শরনাপন্ন হইয়া প্রাণ রক্ষা একমাত্র উপায়।

বাদসাহ মহাবতকে নির্ম্মূল করিবার জন্য দিল্লির দিকে গিয়াছেন। খুরম সম্বাদ পাইয়াছেন,—পরবেসের মৃত্যুতে বাদসাহ মহাবতের উপর খড়্গা হস্ত হইয়াছেন,—তিনি ইহাও সম্বাদ পাইয়াছেন যে বাদসা ঘোষণা করিয়াছেন, “যে সাহাজাদা খুরমকে জীবিত বা মৃত তাঁহার নিকট উপস্থিত করিবে,—সে দরবার হইতে দশ হাজার আসরফি পুরস্কার পাইবে।” তিনি আরও আজ্ঞা দিয়াছেন,—যদি প্রয়োজন হয়,—তবে ফতেপুর ভূমিসাৎ করিয়া ফেলিলেও তিনি দুঃখিত হইবেন না,—সুতরাং—সাহাজাদা খুরম বেশ বুঝিয়াছেন যে বাদসাহ তাঁহাকে কিছুতেই ক্ষমা করিবেন না। তাঁহার পক্ষে পলায়ন ব্যতীত্ আর দ্বিতীয় উপায় নাই!

যাহা হইয়া গিয়াছে,—তাহার উপায় কি? তিনি সময়ে ভীম সিংহ ও মহাবত খাঁর সহিত মিলিত হইলে, হয়তো তাঁহার এ অবস্থা ঘটিত না,—তাঁহার নিজের বুদ্ধির দোষেই হউক,—অথবা তাঁহার অদৃষ্টের দোষেই হউক,—অথবা তাঁহার লুলিয়ার প্রতি ঐকান্তিক ভালবাসার জন্যই হউক,—তিনি দিল্লির সিংহাসন হারাইয়াছেন। এখন আর সে জন্য অনুশোচনা করিয়া লাভ নাই। এটা স্থির তিনি ফতেপুরে আর নিরাপদ নহেন। প্রকৃত পক্ষে তিনি দিল্লির সিংহাসন হারাইয়া বিন্দুমাত্র দুঃখিত হন নাই;—তিনি লুলিয়াকে পাইয়া জগত সংসার ভুলিয়া গিয়াছেন!

আরও একটা কথা ছিল। তিনি এখানে আসিয়া যে সকল বন্ধু হঠাৎ পাইয়াছিলেন,—তিনি ইহা বেশ বুঝিয়াছিলেন, যে তিনি ইহাদের নিকট যেরূপ নিরাপদে আছেন,—তেমন নিরাপদ আর কোথায়ই রহিবেন না। তিনি ইহাদের ক্ষমতা দেখিয়াছেন,—ইহারা তাঁহাকে যে ভাবে এখানে লুকাইয়া রাখিয়াছে,—তাহাতে বাদসাহ স্বয়ং আসিয়াও তাঁহার কিছু করিতে পারেন নাই;—বরং

ভূতের ভয়ে এখান হইতে চলিয়া গিয়াছেন! কতকটা এই কারণেও তিনি এখান হইতে নড়িতে ছিলেন না। ইহাদের ছাড়িয়া গেলে পর দিনই যে তাঁহার কি হইবে,—তাহা ভগবানই বোধ হয় কেবল অবগত আছেন। তিনি নুরজিহানের বাঁদী জুলেখাকে চিনিতেন। তাহার পূর্ব্ব ইতিহাস কিছুই জানিতেন না,—আগ্রার কেহই জানিত না,—তবে সকলেই জানিত সে নুরজিহানের দক্ষিণ হস্ত,—তাঁহার অতি বিশ্বস্ত বাঁদী। তাহাই সে যখন তখন সম্বাদ দিত যে বাদসাবেগম তাঁহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতেছেন,—প্রাসাদে তাঁহার জীবন এক মুহূর্ত্তের জন্যও নিরাপদ নহে, তিনি তাহার কথা বিশ্বাস করিয়া,—তাহারই পরামর্শে স্ত্রী বেশে আগ্রার দুর্গ হইতে পালাইয়া ফতেপুর সিক্‌রিতে আসিয়াছিলেন,—এখানে আসিয়া তিনি যে কেবল লুলিয়াকে পাইয়াছেন তাহা নহে, তাঁহারই জন্য সলাবত খাঁ, মহম্মদজান ও হামিদা প্রাণপণ যত্ন পাইতেছে,—তাঁহাকে রাজার হালে রাখিয়াছে,—অজিত সিংহকে দূর করিয়া দিয়াছে,—মহম্মদ তোকী সসৈন্যে পালাইয়াছে,—এমন কি স্বয়ং বাদসাহ ও নুরজিহান এখানে তিষ্ঠিতে পারেন নাই;—এ অবস্থায় তাঁহার এখান হইতে এক পদও দূরে যাইতে প্রাণ সরিতেছে না,—কিন্তু আর উপায় নাই। বাদসাহ যখন হুকুম দিয়াছেন তখন ফতেপুর ভূমিসাৎ হইতে কাল বিলম্ব হইবে না;—সুতরাং এখানে আর তাঁহার বাস করিবার স্থান নাই;—তিনি দেশ হইতে, রাজ্য হইতে, সিংহাসন হইতে বিতাড়িত হইয়া নির্ব্বাসনে চলিলেন,—আর কখনও দেশে ফিরিবেন কিনা তাহা কেহ বলিতে পারে না,—কিন্তু তিনি লুলিয়াকে বিবাহ না করিয়া এখান হইতে এক পদও নড়িতে সম্পূর্ণ অস্বীকৃত হইলেন;—তাহাই বৃদ্ধ সলাবত খাঁ সম্মত হইয়াছেন,—তাহাই আজ

তাঁহার বিবাহ। কাল তিনি জন্মের মত নির্ব্বাসিত হইবেন,—কিন্তু আশা বড় কঠিন দেবতা,—তিনি সহজে কাহাকেও পরিত্যাগ করেন না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

বিবাহ সজ্জা।

মরিয়ম বিবির প্রাসাদ। দিল্লিই হউক, আগ্রাই হউক, আর আকবর সাহের এই ফতেপুর হউক,—অথবা এ সকল বৃহৎ প্রাসাদের কথা কি! আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি,—সে সময়ে নানা কারণে ক্ষুদ্র বৃহৎ বড় লোকের বাড়ীমাত্রেই নানা গুপ্তগৃহ, গুপ্তদ্বার,—গুপ্তপথ,—নানাবিধ সুড়ঙ্গপথ,—নানা কৌশলে নানা গৃহ প্রস্তুত হইত। যে সময়ে বাদসাহ হইতে সামান্য গৃহস্থ পর্য্যন্ত কাহারই প্রাণ ধন সম্পত্তি স্ত্রী পরিবার নিরাপদ ছিল না,—তখন যে এইরূপ নানা গুপ্ত রহস্য জড়িত অট্টালিকা ও প্রাসাদ প্রস্তুত হইত, তাহাতে আশ্চর্য্য কি? এইরূপ গুপ্ত পথ দ্বার সুড়ঙ্গ যে অতি সুকৌশলে প্রস্তুত করিত,—সে ও গৃহস্বামী ব্যতীত অপর কেহই এ সকল গুপ্ত রহস্য অবগত হইতে পারিত না;—এই জন্য ফতেপুরের গুপ্ত রহস্য কেবল আকবর বাদসাহই জানিতেন,—আর জানিত যে এই সকল নির্ম্মাণ করিয়াছিল,—কিন্তু আকবর ফতেপুর সিকৃরি পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন,—তাহাই মৃত্যু কালেও এ স্থানের রহস্যের কথা কাহাকেই বলিয়া যান নাই,—বলিবার আবশ্যকতা বিবেচনা করেন নাই। আর যে সুদক্ষ শিল্পী

বাদসাহের বহু আসরফি লাভে এই সকল জটিল কল কৌশল গুপ্ত গৃহ প্রভৃতি নিৰ্ম্মাণ করিয়াছিল,—লোকে সময়ে তাহার কথাও ভুলিয়া গিয়াছিল। সময়ে সে দারিদ্রের শেষ সীমায় উপনীত হইয়াছিল! সহস্র কোটী আসরফিও তিন দিনে উড়িয়া যাইতে পারে। এই—হতভাগ্যেরও সেই দশা ঘটিয়াছিল। এই সময়ে ঘটনা ক্রমে সলাবত খাঁর সহিত ইহার সাক্ষাৎ হয়। বৃদ্ধ ওমরাও তাহাকে অনাহার হইতে রক্ষা করেন,—সেই জন্য হতভাগ্য মৃত্যুকালে ফতেপুরের সমস্ত রহস্যের কথা তাঁহাকে বলিয়া যায়,—তাহাই জগতে তিনি ব্যতীত দ্বিতীয় ব্যক্তি এ কথা জানিত না। বিনা কারণে সলাবত খাঁ ফতেপুরে আসিয়া বাস করেন নাই। বহুকাল হইতে তাঁহার যে অভিসন্ধি ছিল,—এত দিনে তাহার উপযুক্ত স্থান পাইয়াছেন ভাবিয়া তিনি কাল বিলম্ব না করিয়া এই পরিত্যক্ত ভগ্নস্তূপ সহরে বাসের অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। তিনি কে জাহাঙ্গির জানিতেন না,—এই মাত্র শুনিয়াছিলেন যে সলাবত খাঁ সুবে বাঙ্গলার এক জন ধৰ্ম্মপ্রাণ সম্ভ্রান্ত মুসলমান,—এক্ষণে নির্জ্জনে বাস করিয়া জীবনের শেষাংশ ধৰ্ম্মালোচনায় কালযাপন করিতে ইচ্ছা করিয়া জন শূন্য ফতেপুরে বাস করিতে চাহেন,—এই জন্য বাদসা অতি আনন্দের সহিত অনুমতি দিয়াছিলেন,—এমন কি তাঁহার জন্য বার্ষিক কিছু তঙ্কাও নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন,—সেই পর্য্যন্ত বৃদ্ধ লুলিয়াকে ও তাঁহার চির বিশ্বস্ত দাস দাসী সঙ্গে লইয়া এখানে বাস করিতেছেন। তাঁহার সঙ্গে যে লুলিয়া বাস করে, তাহা কেহই জানিত না! বাদসাহ বা কোন সাহাজাদা, এমন কি কোন ক্ষমতাশালী মনসবদার ও ওমরাও—অলোকসামান্যা রূপবতী লুলিয়াকে দেখিলে তিনি কিছুতেই তাহাকে রক্ষা করিতে পারিতেন না। ছলে বলে কৌশলে লুলিয়া অপহৃতা হইত, তিনি প্রতিবন্ধক দিতে

সম্পূর্ণ অশক্ত হইতেন। তাহাই তাহাকে গোপনে রাখিবার জন্য তিনি কতকটা জনশূন্য ফতেপুরে আসিয়াছিলেন।

কিন্তু লুলিয়া যে এখানে একান্ত বন্দিনী অবস্থায় ছিল তাহা নহে;—সে সময় সময়,—বহু দূরে দূরে,—হামিদা ও মহম্মদজানের সহিত আগ্রায় যাইত,—আগ্রাবাসীর নিকট সে নিতান্ত অপরিচিতা ছিল না;—কিন্তু তাহারা কেহই তাহাকে বালিকা বলিয়া জানিত না।

যাহাই হউক বৃদ্ধ ওমরাও বহুকাল নির্ব্বিবাদে এই জনশূন্য পরিত্যক্ত সহরে বাস করিতেছিলেন,—সাহাজাদা খুরমের আগমনের পূর্ব্বে ফতেপুরে বৃদ্ধ মৌলভী ভিন্ন আর কেহ ছিলেন না,—তাঁহাকে সলাবত খাঁ সম্পূর্ণ নিজ আয়াত্তাধীন করিয়া লইয়াছিলেন,—এমন কি মহম্মদজান শতবার আগ্রার দরবারে গিয়া মৌলভী বলিয়া তঙ্কা লইয়া আসিয়াছেন,—বাদসাহ হইতে সকলেই তাহাকেই মৌলভী বলিয়া জানিতেন,—এ পর্য্যন্ত কেহ পড়ো সহরে পদার্পণ করেন নাই!

তাহাই বলিতেছিলাম,—সলাবত খাঁ বড়ই নির্ব্বঞ্ঝাটে এ সহরে বাস করিতেছিলেন। খুরম আসা পর্য্যন্তই যত হাঙ্গামার উৎপত্তি হইয়াছে। কিন্তু তাহাতে বৃদ্ধ অসন্তুষ্ট নহে;—সাহাজাদা খুরম যে এক সময়ে দিল্লীশ্বর হইবেন,—তাহাতে তাঁহার বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না। এখন যে খুরমের সমস্ত আশা ভরসা গিয়াছে,—তাহাতেও তিনি ভগ্ন আশা হয়েন নাই;—তাঁহার এখনও বিশ্বাস যে আজ হউক আর কাল হউক তিনিই দিল্লির বাদসাহ হইবেন, সুতরাং তাঁহার প্রাণের লুলিয়াকে যে সাহাজাদা যথার্থই প্রাণ দিয়া ভাল বাসিয়াছেন,—ইহা দেখিয়া বৃদ্ধ প্রাণে বিপুল আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন;—কে তাহার প্রাণের নাতিনীকে দিল্লীশ্বরী করিবে

না চায়? সাহাজাদা বিবাহের প্রস্তাব করিলে, বৃদ্ধ তৎক্ষণাৎ সানন্দে সম্মত হইলেন,—তাহাই আজ লুলিয়ার বিবাহ।

মরিয়ম বিবির প্রাসাদে বিবাহ! এই প্রাসাদ যেরূপ সুকৌশলে নির্ম্মিত,—জগতের কুত্রাপি আর সেরূপ নাই;—কিন্তু দুঃখের বিষয় সলাবত খাঁর মৃত্যুর সঙ্গে এই প্রাসাদের অত্যাশ্চর্য্য নির্ম্মাণ কৌশল ও রহস্য বিলুপ্ত হইয়াছে। এক্ষণে কেহই আর সে সকল দেখিতে পান না, এ অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিবার আর উপায় নাই!

এই প্রাসাদের শিখর দেশে একটা বৃহৎ গম্বুজ ছিল,—সাধারণতঃ দেখিলে তাহা গম্বুজ ভিন্ন আর কিছুই বলিবার উপায় ছিল না,—কিন্তু সেটী একটী সুন্দর সুসজ্জিত বৃহৎ প্রকোষ্ঠ,—ইচ্ছামত তাহাতে বহু সংখ্যক গুপ্ত গবাক্ষ উন্মুক্ত করা যাইত! আরও সুকৌশল এই যে নিম্নস্থ গৃহের পালঙ্ক অনায়াসে অত্যদ্ভুত কল সাহায্যে উপরে লইয়া যাইতে পারা যাইত। ইহার ন্যায় গুপ্ত বিলাস গৃহ আর ছিলনা। কোন সুন্দরী পালঙ্কে নিদ্রিতা হইলে কিয়ৎক্ষণ পরে সে জাগ্রত হইয়া দেখিত যে সে এক মনোরম গৃহমধ্যে নীত হইয়াছে, সে গৃহের সাজ সজ্জা বিলাসিতার বর্ণনা হয় না! কত সুন্দরী এইরূপে যে বেগম-মহলের সুখাস্বাদ লাভ করিয়াছে,—তাহারও বর্ণনা হয় না!

এই গম্বুজ গৃহ হইতে প্রাচীরের ভিতর দিয়া একটী অপরিসর পথ বরাবর নিম্নে ভূগর্ভে নাবিয়া গিয়াছে। কাহারও সাধ্য ছিল না যে অনুসন্ধান করে প্রাচীরের কোন স্থানে কোন গুপ্ত গৃহ আছে,—কিন্তু এই পথ একটী বৃহৎ সুড়ঙ্গ পথের সহিত মিলিত ছিল। এই সুড়ঙ্গের এক প্রান্তে সলাবত খাঁর অট্টালিকা,—সুতরাং তাঁহার বাটী হইতে গুপ্ত দ্বার দিয়া অনায়াসেই এই সুড়ঙ্গ পথে আসিতে পারা যাইত। কেহ যদি সলাবতের বাড়ী হইতে

পালাইতে চেষ্টা করিত,—তবে তাহাকে ধরিবার কাহারই কোন আশা ছিল না। এক দিন লুলিয়াকে তাহাই কেহই ধরিতে পারে নাই।

সুড়ঙ্গের অপর মুখ দুর্গের নিম্ন দিয়া পাহাড়ের নিচে নিচে বহুদূর চলিয়া গিয়া এক নিবিড় জঙ্গলে আসিয়াছিল,—তথায় বৃহৎ মন্দিরে এক বৃহৎ শিবলিঙ্গ ছিল,—কৌশলে কল সাহায্যে সেই লিঙ্গ সরিয়া যাইত,—তখন সেই সুড়ঙ্গের পথ বাহির হইয়া পড়িত,—সুতরাং ফতেপুরের চারিদিকে লক্ষ লক্ষ সেনায় ঘেরিলেও যে সহরের এই গুপ্ত পথ জানিত,—সে অনায়াসেই বাহির হইয়া যাইতে পারিত,—এই জন্যই সাহাজাদা খুরমকে ও লুলিয়াকে বাদসাহ সৈন্যের কেহ ধরিতে পারে নাই;—তাঁহারা প্রয়োজন মত কখনও গুপ্ত গম্বুজ গৃহে,—কখনও বা সুড়ঙ্গ পথে গভীর জঙ্গল মধ্যস্থ শিব মন্দিরে সরিয়া পড়িতেন।

কিরূপে অজিত সিং,—কিরূপে স্বয়ং বাদসা পালঙ্ক সহ এই অত্যাশ্চর্য্য গম্বুজ গৃহে উঠিয়াছিলেন,—আমরা তাহা দেখিয়াছি। আজ এই গম্বুজ গৃহে লুলিয়ার বিবাহের আয়োজন হইয়াছে!

কিন্তু আয়োজন সম্পূর্ণ নূতন ধরণের,—সাহাজাদা খুরমও ব্যাপার দেখিয়া গৃহমধ্যে আসিয়া স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলেন। এ গৃহে বিবাহের আয়োজনের বিশেষ কারণও ছিল;—বাদসাহের লোক চারিদিকে ঘুরিতেছে,—যদি কেহ আসিয়া পড়ে,—তবে তাহারা কোন জন্মে এ গৃহের অস্তিত্ব জানিতে পারিবে না;—আর প্রয়োজন হয়,—তবে সুড়ঙ্গ পথে পলায়ন অতি সহজ হইবে। কেহ কখনও তাহাদের সন্ধান পাইবে না।

আজ বহুদিন পরে স্বর্ণ খচিত হীরা মাণিক জহরত মণ্ডিত বেশে সাহাজাদা খুরম সজ্জিত হইয়াছেন—তাঁহার মস্তকে বাদসাহ

উষ্ণিষ ঝক্ ঝক্ করিতেছে,—কোটীতে স্বর্ণ মণ্ডিত অসি ঝুলিতেছে, তিনি চিরকালই সুপুরুষ,—আজ এই রাজবেশে তাঁহার অপরূপ রূপ সহস্রগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে!

তিনি এই অপরূপ গৃহমধ্যে আসিয়া স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলেন, দেখিলেন বিবাহের সম্পূর্ণ নূতন আয়োজন! যাহা দেখিলেন তাহা তিনি কখনও প্রত্যাশা করেন নাই,—গৃহে হিন্দু বিবাহের আয়োজন। হিন্দু বিবাহে যে সকল উপকরণের প্রয়োজন,—গৃহমধ্যে তাহারই আয়োজন। সম্মুখে পট্টবস্ত্র পরিহিত পুরোহিত উপবিষ্ট,—পার্শ্বে গললগ্ন বস্ত্রে হিন্দুবেশে পট্টবস্ত্র পরিধান সলাবত খাঁ দণ্ডায়মান। গৃহের এক কোণে মহম্মদজান ও হামিদা দণ্ডায়মান, তাহারাও আজ আর মুসলমান নাই,—উভয়েই হিন্দুবেশে হিন্দু দাস দাসীর ন্যায় বিনীত ভাবে দণ্ডায়মান! কেবল লুলিয়া নাই!

এ কি ব্যাপার? খুরম অতি বিস্মিতভাবে একবার সলাবত খাঁর মুখের দিকে,—একবার পুরোহিতের মুখের দিকে,—একবার ভৃত্যদ্বয়ের মুখের দিকে চাহিতে লাগিলেন,—বিস্ময়ে সন্দেহে তাঁহার হৃদয় আলোড়িত হইয়া উঠিল,—তিনি মনে মনে বলিয়া উঠিলেন, "ইহারা কি আমার সঙ্গে কৌতুক করিতেছে!"

এই সময়ে দুই দেবী মূর্ত্তি সেই গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন,—এক জন জটাজুট ধারিণী সন্ন্যাসিনী,—অপরে অপূর্ব্ব সুন্দরী দিল্লীশ্বরী!

লুলিয়াকে দেখিয়া সাহাজাদা সবেগে বলিয়া উঠিলেন, "লুলিয়া, এ সকল কি?" তাহার পর সন্ন্যাসিনীর মুখের দিকে চাহিয়া অতি সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন, "এ কে? ইনি কে?—জুলেখা—বাঁদী——তুমি——এ বেশে! শুনিয়াছিলাম তুমি————"

লুলিয়া সাহাজাদাকে প্রতিবন্ধক দিয়া ধীরে ধীরে বলিল, "হজরত,—ইনি আমার জননী!"

খুরম বিস্ময়ে চক্ষু বিস্তৃত করিলেন,—তাঁহার মুখের যে ভাব হইল,—তাহার বর্ণনা হয় না;—তিনি কেবলমাত্র অস্পষ্ট স্বরে বলিলেন, জু—লে—খা,—জ—ন—নী!"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

জুলেখার কথা।

সন্ন্যাসীনী রূপিণী জুলেখা সাহাজাদার সম্মুখীন হইয়া মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "সাহাজাদা,—আপনার বিস্মিত হইবার কারণ আছে, কারণ আপনি এ দুঃখিনীর কথা কিছুই জানেন না,—দুঃখিনী দশ বৎসরাবধি বাঁদীগিরি করিয়াছে——"

সহসা জুলেখা নীরব হইল, তৎপরে হাসিয়া বলিল, "সাহাজাদা এখনও সময় আছে, এখনও বিবাহ হয় নাই,—যদি বাঁদীর কন্যাকে ধর্ম্মপত্নী করিতে ইচ্ছা না থাকে,—তবে স্পষ্ট এখনও বলুন——"

খুরম অতি সবেগে বলিয়া উঠিলেন, "বাঁদীর কন্যা!—লুলিয়া যদি জল্লাদের কন্যাও হইত তাহা হইলে আমি তাহাকে বিবাহ করিতাম,—সে আমার বেগম-মহলের তাজ স্বরূপ হইবে তাহাই আমি তাহার নাম তাজমহল রাখিয়াছি!"

সন্ন্যাসীনী হাসিয়া বলিলেন, আমিও আপনাকে একটা উপাধি দিই! আজ হইতে আপনি আর আমাদের নিকট সাহাজাদা খুরম নন্, আজ হইতে আপনি জিহানের—পৃথিবীর—সা—বাদসা, আজ হইতে আপনি দিল্লির সাজিহান বাদসাহ।"

খুরম বিষাদ হাসি হাসিয়া বলিলেন; "সে আশা আর নাই।

তাহাতে আমার একমাত্র দুঃখ লুলিয়াকে আমি জগৎ সমক্ষে তাজ-মহল করিতে পারিলাম না।"

জুলেখা অতি গম্ভীরভাবে বলিল, "আমরা আশা ত্যাগ করি নাই,—আশা কেন আমি নিশ্চিত জানি আজ হউক আর দশদিন পরে হউক আপনি দিল্লির সাজিহান বাদসাহ হইয়া জগতে ধন্য হইবেন।"

খুরম সোৎসাহে বলিয়া উঠিলেন, তাহাই ভগবান করুন,—তাহা হইলে আমিও যাহা আমার তাজমহলের স্মরণ চিহ্ন রাখিয়া যাইব, তাহার সমতুল পৃথিবীতে আর হইবে না। যাক্—যদি কখন ভগবান দিন দেন,—তবে এ সকলের আলোচনা করা যাইবে—দেখিতেছি লুলিয়া হিন্দুর কন্যা, আমার নিজের জননীও হিন্দুর কন্যা,—আমি লুলিয়াকে ধর্ম্ম পত্নী করিতেছি,—আর বিলম্ব কিজন্য। কোন সময়েও আমরা নিরাপদ নই।"

জুলেখা বলিল, "আপনি যতক্ষণ এখানে আছেন,—আমাদের নিকট আছেন, ততক্ষণ সম্পূর্ণ নিরাপদ, আমরা প্রাণ দিয়া আপনাকে রক্ষা করিব।"

সাহাজাদা বলিলেন, "তাহা জানি নতুবা এতদিনে আমার কি হইত তাহা কেবল ভগবান জানেন।"

জুলেখা বলিল, "সাহাজাদা. লুলিয়াকে অজ্ঞাত কুলশীলা জানিয়া আপনি তাহাকে বিবাহ করেন,—ইহা আমাদের অভিপ্রেত নহে!"

সাহাজাদা বলিলেন, "আমি লুলিয়ার বা আপনার বা আর কাহারও ইতিহাস জানিবার জন্য ব্যগ্র নহি,—তবে আপনি ইচ্ছা করেন, বলুন।"

জুলেখা বলিল, "তবে বসুন, আমাকে হয়তো অনেক কথা বলিতে হইবে।"

সাহাজাদা বসিলে অপর সকলেই উপবিষ্ট হইলেন। তখন বৃদ্ধ ওমরাওকে দেখাইয়া জুলেখা বলিল, "ইনি আমার শ্বশুর, এক সময়ে আপনাদের সুবে বাঙ্গালার বর্দ্ধমানের রাজা ছিলেন—সের আফগান বর্দ্ধমানে গিয়া আমার স্বামীকে হত্যা করিয়া আমায় তাহার স্ত্রী মেহেরুন্নিসা যিনি এখন আপনাদের জগৎব্যাপী নুরজিহান, তাঁহার বাঁদী করিয়া রাখিল। সে আমার শ্বশুর বংশের সকলকে বলে মুসলমান করিল, আমার শ্বশুর আমার কন্যাটীকে লইয়া দেশত্যাগী হইলেন,—আমি আগ্রা আসিয়া নুরজিহানের বাঁদী হইলাম,—কিন্তু যেদিন দুরাত্মা আমাদের এ সর্ব্বনাশ করিল, সেইদিন আমরা ইষ্ট দেবতার নামে শপথ করিলাম যে ইহার প্রতিহিংসা লইব—সেই প্রতিহিংসা লইব বলিয়াই এতদিন জীবন ধারণ,—নতুবা অনেক কাল আগে মরিতে পারিতাম।

কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া জুলেখা বলিল, "সের আফগানের দণ্ড ভগবান দিলেন! সে যেমন আমার স্বামীকে হত্যা করিয়া আমায় বাঁদী করিয়াছিল, আর একজন তাহাকে সেইরূপ হত্যা করিয়া তাহার স্ত্রী চুরি করিয়া লইয়া গেল! দণ্ড উপযুক্ত হইল কিন্তু সম্পূর্ণ হইল না,—আমি বাঁদী হইলাম, তাহার স্ত্রী দিল্লির অধিশ্বরী হইল—ইহার প্রতিশোধ কি? সেই দিন মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলাম, আমার কন্যাকে—আমার ললিতাকে, খুঁজিয়া আনিয়া তাহাকে দ্বিতীয় নুরজিহান করিব;—না—কেবল তাহাই নহে, এক দিন আমার কন্যার নিকট নুরজিহানকে অর্থার্থিনী করিব, একদিন তাহাকে আমার কন্যার কৃপার পাত্রী করিব;—সাহাজাদা দশবৎসর দিনরাত্রি এই প্রতিজ্ঞা তপ জপ ধ্যান করিয়া আসিয়া আজ সেই মহা ব্রতের উদ্‌যাপন করিতেছি,—আজ আমার ললিতা তাজ-মহল হইবে, আর দশদিন পরে—জানিবেন সতীর বাক্য নিষ্ফল হয়

না,—আপনি সাজাহান বাদশা হইবেন,—তখন—তখন নুরজিহান আমার তাজমহলের কৃপাভিখারী হইবে;—তাঁহার পেনসনের তঙ্কা বৃদ্ধি করিবার জন্য তাহার তোষামোদ করিবে——”

লুলিয়া বলিয়া উঠিল, “মা,—এ কাজ আমি কখনও করিব না! আমি তাঁহার সেবা করিব,—তিনি আমার সেবা লইবেন তিনি আমার মা হইবেন, আমি তাঁহার কন্যা হইব।”

খুরম প্রায় অর্দ্ধোত্থিত হইয়া সোৎসাহে বলিলেন, “বহুত খোস তাজমহল, এইতো দিল্লীশ্বরীর কথা!”

জুলেখা বিষাদস্বরে বলিল, “মা, আমি তোমায় আর রাজ-কার্য্য শিখাইতে আসিব না,—আমি যে বেশ লইয়াছি, যাঁহার ধ্যান করিতেছি,—তাঁহারই ধ্যানে জীবন বিসর্জ্জন দিব! মা,—তুমিই ঠিক, আমারই ভুল, নুরজিহানের উপর কোন রাগ নাই,—সকলেই জানে নুরজিহান আমায় তাহার সহোদরা ভগিনীর ন্যায় ভালবাসিত। আমার প্রতিজ্ঞা, আমার শপথ,—ইহারই জন্য আমি তাহাকে পরিত্যাগ করিয়াছি,—নতুবা কখনও করিতাম না। যখন মা তুমি দিল্লি আগ্রা আলো করিতে আসিবে, সেইদিন দেখা করিতে আসিব,—সেইদিন নুরজিহানের নিকট সহস্রবার ক্ষমা চাহিব,—আমার আজ ব্রত উদ্‌যাপন হইল,—আর আমার কোন কাজ নাই।”

বহুক্ষণ কেহ আর কোন কথা কহিলেন না। অবশেষে সাহাজাদা ধীরে ধীরে বলিলেন, “মা আপনি বীর কন্যা,—বীরের স্ত্রী,—আপনার উপযুক্ত প্রতিজ্ঞাই হইয়াছিল। আশীর্ব্বাদ করুন আপনার শেষ ইচ্ছা পূর্ণ হউক,—আপনার কন্যা তাজমহলরূপে জগত আলো করুক।”

জুলেখা বলিল, “সতীর বাক্য কখনও মিথ্যা হয় না, ইহা নিশ্চিত জানিবেন।”

খুরম বলিলেন, "এতক্ষণ আমার এ সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র কৌতূহল ছিল না, কিন্তু এখন অনেক কথাই জানিতে ইচ্ছা হইতেছে—এই হামিদা——"

জুলেখা বলিল, "আজ হইতে সে হামিদা নহে,—হামিদাই একদিন আগ্রার বিখ্যাত গঙ্গীয়া পানওয়ালী ছিল,—সে হামিদাও নহে,—গঙ্গীয়াও নহে, সে আমার পুরাতন শ্যামার মা—আমার ললিতার দাই, আমার অবর্ত্তমানে এতদিন সেই ললিতাকে কন্যা নির্ব্বিশেষে পালন করিয়াছে,—আমি তার মা নামে, যথার্থ মা শ্যামার মা!"

সাহাজাদা বলিলেন, "সময় হয়,—হামিদাকে————"

"আর হামিদা নয়; শ্যামার মা।"

"শ্যামার মার পুরস্কার করিব।"

"ঐ তাহার স্বামী বেহারীচরণ দাঁড়াইয়া আছে। সে আমাদের বহু দিনের ভৃত্য!—কিন্তু সে ভৃত্য নয়,—সে আমাদের দক্ষিণ হস্ত,—বেহারীচরণ না থাকিলে আজ আপনার হাতে ললিতাকে দিয়া প্রতিজ্ঞা পালন করিতে পারিতাম না।"

খুরম মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "মহম্মদজানই যে বেহারীচরণ তাহা জানিতাম না,—তবে মনে মনে স্থির করিয়াছিলাম যদি কখনও বাদসাহ হই,—তাহাকে দরবারের হরবোলা পদে নিযুক্ত রাখিব। এখন স্থির করিতেছি তাহাকে উজীর করিব।"

বেহারীচরণ দুই হস্ত জোড় করিয়া কাতরে বলিল, "হজরত সাহেব,—দোহাই হুজুর,—এমন কাজ করিবেন না,—শেয়াল কুকুর ডাকিতে পারি,—উজীরতি করিতে পারিব না।"

সকলে হাসিয়া উঠিলেন;—এতক্ষণ বৃদ্ধ রাজা, নির্ব্বাসিত ধর্ম্ম বিভ্রষ্ট রাজা নীরবে উপবিষ্ট ছিলেন,—এক্ষণে তিনি প্রথম কথা কহিলেন, বলিলেন, "বিবাহের লগ্ন উপস্থিত এক্ষণে শুভকার্য্য আরম্ভ হওয়া

কর্ত্তব্য। অনেক কথা বলিবার আছে;—সময়ে সে সব কথা হইবে!"

আর কেহ কোন কথা কহিলেন না,—বিবাহ আরম্ভ হইল। যথা বিহীত হিন্দু মতে বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইলে,—বৃদ্ধ রাজা বলিলেন, "সাহাজাদা, আমাদের মনোতুষ্টির জন্য এ বিবাহ হইল,—আপনিও ইহাতে বিন্দুমাত্র আপত্তি না করিয়া আমাদের পরম আহ্লাদ জন্মাইয়াছেন,—কিন্তু আমাদের প্রাণের ললিতা যথার্থই এক দিন দিল্লীশ্বরী হইবে,—তাহা আমরা জানি। সে সময়ে হয়তো শত্রুপক্ষ বলিতে পারে যে ললিতা আদৌ আপনার স্ত্রী পদপ্রাপ্ত নহে,—সেই জন্য আমরা মুসলমান ধর্ম্মশাস্ত্র অনুযায়ী বিবাহেরও আয়োজন করিয়াছি।"

সাহাজাদা বলিলেন, "ভালই করিয়াছেন,—আপনি এ কথা না বলিলে, আমিই এ কথা বলিতাম। যদি কোন দিন আমি যথার্থ বাদসাহ হই,—তবে এ বিষয় লইয়া বড়ই গোল উঠিত, ভালই—করিয়াছেন।"

মস্‌জিদে মৌলভী তাহার উপকরণাদি লইয়া প্রস্তুত ছিলেন,—এক রাত্রে লুলিয়ার দুই বিবাহ হইল,—বোধ হয় সাধারণতঃ কাহারও অদৃষ্টে এরূপ ব্যাপার ঘটে নাই! মস্‌জিদে মুসলমান ধর্ম্ম সঙ্গত সমস্ত নিয়মে লুলিয়ার সহিত খুরমের বিবাহ সম্পন্ন হইল;—তাঁহারা আজ প্রথম সাজীহান ও তাজমহল নাম সহি করিলেন,—শোনা যায় সে স্বাক্ষর এখনও বিদ্যমান আছে।

অনর্থক সময় নষ্ট করিবার সময় আর ছিল না। রাত্রি থাকিতে থাকিতে ফতেপুর পরিত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে,—স্থির হইল বেহারীচরণ লুলিয়া ও খুরমের সঙ্গে গিয়া উদয়পুরের রাজপ্রাসাদে

নিরাপদে পৌঁছাইয়া দিয়া গির্ণার পর্ব্বতে যাইবে। ইতিমধ্যে তথায় সর্ব্বসুন্দরী, বৃদ্ধ রাজা ও শ্যামার মা উপস্থিত হইবেন। যতদিন বেহারী-চরণ মেবার হইতে খুরম ও লুলিয়ার নিরাপদ উপস্থিত সংবাদ না আনিতেছে, ততদিন তাঁহারা নিশ্চিন্ত হইতে পারিবেন না।

সেই রাত্রেই সকলে ফতেপুর পরিত্যাগের আয়োজনে ব্যস্ত হইলেন।—কে বলিতে পারে সাহাজাদা ও সাহাজাদী কখনও নিরাপদে মেবারে উপস্থিত হইতে পারিবেন কি না! কে জানে পথে কত বিপদের আশঙ্কা আছে! তাঁহাদের একমাত্র প্রাণ রক্ষার স্থান এক্ষণে উদয়পুর।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

রাজোয়াড়ার পথে।

আরাবল্লি পর্ব্বত স্তরে স্তরে আকাশে উঠিয়া গিয়াছে! এই সুন্দর পর্ব্বতশ্রেণী সুন্দর বৃক্ষ লতা বল্লরীতে সজ্জিত,—নিম্নে কেবলই কাঁকর,—কেবলই বালুকাময় বিস্তৃত মরুভূমি! ইহাই বিখ্যাত রাজপুতানার প্রান্ত দেশ;—আর কিয়দ্দূর যাইলেই জগতখ্যাত বীর-প্রসবিনী মেবার রাজ্য!

ক্ষুদ্র অপরিসর পার্ব্বত্য পথ। পথের পার্শ্বে একটী ক্ষুদ্র উপত্যকা;—এই উপত্যকা মধ্য দিয়া একটী ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী কুল কুল নাদে প্রবাহিতা।—নিকটে আর কুত্রাপি জল নাই;—বহুদূর হইতে গ্রাম-বাসিগণ এই স্রোতস্বিনীর সুশীতল জল লইবার জন্য সর্ব্বদাই এই সুন্দর উপত্যকায় আগমন করে।—সমস্ত দিনই গাগরী মস্তকে স্থূলোদর রাজপুত ললনাগণকে এই স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়,—

কিন্তু আজ এখানে জনতার ভাগ কথঞ্চিত বৃদ্ধি পাইয়াছে।—রাজপুত কৃষকগণ তাহাদের লাঙ্গল স্কন্ধে,—রাজপুত গোপালকগণ তাহাদের গো ও মেষ পর্ব্বত শৃঙ্গে ছাড়িয়া দিয়া,—রমণিগণ নদী বক্ষে গাগরী ভাসাইয়া, সকলে এক স্থানে সমবেত হইয়াছে! এ জনতার কারণও ছিল।—নদীতীরে বৃক্ষতলে এক অপরূপ ভৈরব ভৈরবী আজ আস্তানা গাড়িয়াছেন,—সেরূপ ভৈরব ভৈরবী কেহ কখনও আর দেখেন নাই;—তাহাই দূর গ্রাম হইতে তাঁহাদের দেখিবার জন্য আবাল বৃদ্ধ বণিতা সকলে ছুটিয়াছে!

ভৈরবের বয়স পঞ্চবিংশের উর্দ্ধ নহে,—ভৈরবী ষোড়ষী।—তাহাদের সর্ব্বাঙ্গ ভস্মে আচ্ছাদিত,—কিন্তু সেই ভস্মের অন্তরাল হইতে মেঘাবৃত পূর্ণ চন্দ্রের ন্যায় তাহাদের অতুলনীয় অপরূপ সৌন্দর্য্য যেন ফাটিয়া বাহির হইতেছে! কেহ কখনও এমন রূপ দেখেন নাই! বর্ষিয়ষীগণ উভয়কে দেখিয়া স্পষ্টই প্রকাশ্যে বলিতেছেন, "কাহার বাছনি রে!" বৃদ্ধগণ ভক্তিভরে বলিতেছেন, "কি মহান রূপ!" আবাল বৃদ্ধ বণিতা সকলেই বলিতেছে, "আহা,—আহা! রাজোয়াড়ার কি পুণ্য! আজ বাবা মা কৈলাস ছাড়িয়া ভবলোকে অবতীর্ণ হইয়াছেন!"

সম্মুখে অগ্নিকুণ্ড জ্বলিতেছে! ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরিধান যুবক ভৈরব ও যুবতী ভৈরবী অজিনাসনে উপবিষ্ট।—বাবার পার্শ্বে এক ভয়াবহ চিমটা,—মায়ের দক্ষিণ হস্তে সিন্দুরে রঞ্জিত অধিকতর ভয়াবহ ত্রিশূল।—এক কৌপিন ধারি দীর্ঘকেশ গাঁজাপায়ী বৃদ্ধ চেলা সেই অগ্নিকুণ্ডে রুটী প্রস্তুতে নিযুক্ত! এরূপ দৃশ্য রাজোয়াড়ার লোক আর কখনও দেখেন নাই!

সকলেই সম্মুখে আসিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিতেছে! বহু সংখ্যক লোক দূরে দূরে বসিয়া জোড়হস্তে ব্যাকুল বিনীত দৃষ্টিতে

সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীর দিকে চাহিয়া আছে। যাহারা অপেক্ষাকৃত সাহসী,—বিশেষত বর্ষিয়ান স্ত্রীলোকগণ,—কেহ ঔষধ ভিক্ষা করিতেছে, কেহ পুত্র কামনা করিতেছে।—যাহার, যাহার জন্য প্রাণ ব্যাকুল, মহাশৈব রাজপুতগণ এই অপরূপ যুগলমূর্ত্তির নিকট তাহাই চাহিতেছে;—কিন্তু তাহারা ধ্যানে নিমগ্ন,—চক্ষু মুদিত করিয়া বসিয়া আছেন;—তাহাদের মুখ হইতে এ পর্য্যন্ত কোন বাক্য নিঃসৃত হয় নাই।

রুটী প্রস্তুত শেষ হইলে, চেলা হস্ত নাড়িয়া সকলকে তথা হইতে সরিয়া যাইতে ইঙ্গীত করিল।—হস্তে মুখের গ্রাস তুলিয়া নীরবে বুঝাইয়া দিল যে বাবা মা এক্ষণে আহারে নিযুক্ত হইবেন,—তোমরা সরিয়া যাও! অনেকেই এ ইঙ্গীত বুঝিল,—কিন্তু সকলে বুঝিয়াও বুঝিতে চায় না;—অনেকে দূরে চলিয়া গেল,—কিন্তু কেহ কেহ নড়িল না। তখন চেলা পার্শ্ব হইতে এক ভয়াবহ খড়্গা তুলিয়া লইয়া জনতার দিকে অগ্রসর হইল,—তখন সকলে ভয়ে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, "নন্দি—নন্দিরে—পালা!"

জনতা দূর হইলে সন্ন্যাসি চক্ষু উন্মীলিত করিয়া হাসিয়া ফেলিলেন,—বলিলেন, "বাদসা হওয়া কি জ্বালা! প্রাণের মায়া কি লাঞ্ছনা! কত জাল বুজরুকিই করিতে হইতেছে! এই এক মাসে কত সাজই সাজিলাম!"

সন্ন্যাসিনী বলিলেন, "নাথ,—একবার নিরাপদ হইলে আপনাকে আর এত লাঞ্ছনা সহ্য করিতে হইবে না!"

সাহাজাদা এক দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "মাম তাজমহল————"

লুলিয়া বলিল, "স্বামিন,—আমি আপনার নিকট চিরকালই লুলিয়া।"

বেহারিচরণ রুটী দিতে দিতে বলিল, "আমাদের কাছে চির কালই ললিতা।"

খুরম হাসিয়া বলিলেন, "লুলিয়া,—তোমার জন্য বাদসাহ হইতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছি,—নতুবা সত্য কথা বলিতে কি,—হয়তো তোমায় না দেখিলে আমি এতদিন ফকীরি লইতাম!"

লুলিয়া কাতর পূর্ণ স্বরে বলিল, "হজরত বিষণ্ণ হইতেছেন কেন!"

খুরম হাসিয়া বলিলেন, "এখন আর হজরত নই! এখন ভৈরব,—কাল ভৈরব। সত্য কথা বলিতে কি, এই কয়দিন সন্ন্যাসী সাজিয়া আমার মনে হইয়াছে যদি জালেই এত সুখ হয়,—না জানি আসল হইলে কত সুখ! এমন সন্ন্যাসিনী পার্শ্বে থাকিলে কি ছার দিল্লির সিংহাসন!"

লুলিয়া বলিল, "নাথ,—আমি কি কখনও দিল্লির সিংহাসনের জন্য ব্যাকুলা! আমি আপনাকে পাইয়াই সুখী,—আপনি যেখানে থাকিবেন, দাসী চিরকালই ছায়ার ন্যায় সঙ্গে সঙ্গে থাকিবে!"

খুরম একখানা রুটী তুলিয়া লইয়া বলিলেন, "এই দেখ লুলিয়া, এই কঠিন রুটী দিতে তোমায় আমার প্রাণ ফাটিয়া যায় নাকি!"

লুলিয়া বিনীত স্বরে বলিল, "নাথ,—আপনার দেহে মেবারের রাজরক্ত প্রবাহিত,—স্বামিন,—আপনি প্রতাপ সিংহের কথা স্মরণ করুন,—তাঁহার স্ত্রীর কথা স্মরণ করুন,—আপনার স্বর্গীয় মহাত্মা পিতামহ আকবরসাহ যাহা তাঁহাকে লিখিয়াছিলেন,—তাহা স্মরণ করুন,—আমার নিকট এই রাজভোগ!"

লোক লজ্জা ভুলিয়া সেই প্রকাশ্য স্থানেই খুরম লুলিয়াকে হৃদয়ে টানিয়া লইয়া চুম্বন করিলেন,—বৃদ্ধ বেহারীচরণ চক্ষু মুদিত করিল।—সাহাজাদা বলিলেন, "ঠিক বলিয়াছ লুলিয়া,—তুমি দিল্লীশ্বরী কেন,—তুমি পৃথিবীশ্বরী হইবার উপযুক্তা!"

উভয়ে একত্রে আহার আরম্ভ করিলেন।—লুলিয়া দুই চারিবার বলিল, "নাথ, আপনি আহার করুন,—দাসী পরে আহার করিবে!"

খুরম রুটী রাখিয়া বলিলেন, "তবে এই পর্য্যন্ত থাকিল!" অগত্যা লুলিয়া বলিল, "তবে দিন।" খুরম তাহার মুখে রুটী তুলিয়া দিলেন। লুলিয়া চক্ষু মুদিত করিয়া তাহা গিলিল।

উভয়ে বেহারীচরণের জগতখ্যাত ছদ্মবেশ বিদ্যার সাহায্যে ফতেপুর হইতে মেবারের প্রান্তে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। কিন্তু এখনও আশঙ্কা যায় নাই! সর্ব্বদাই ভয় আছে।—তাঁহাদের সর্ব্বদাই মনে হইতেছে যে বাদসাহের না হউক নুরজিহানের চর তাঁহাদের অনুসরণ করিতেছে! যতদিন না তাঁহারা মেবারে উপস্থিত হইতেছেন, ততদিন কোন মতেই নিরাপদ নহেন! কথা আছে, সর্ব্বসুন্দরী জুলেখা পূর্ব্বে কোনরূপে মেবারের মহারাণা কর্ণ সিংহকে সম্বাদ দিয়া তবে তাঁহারা গির্ণারে প্রস্থান করিবেন,—সুতরাং ভরসা আছে মহারাণা এ সম্বাদ পাইয়া কখনই নিশ্চিন্ত থাকিবেন না,—স্বয়ং না আসিলেও লোকজন রাজ্যের সীমাপ্রান্তে তাঁহাদের অভ্যর্থনার জন্য প্রেরণ করিবেন। একবার মেবার রাজ্যে পদার্পণ করিলে তিনি রাজ্যের অতিথী,—তখন তাঁহার বিশ্বাস আছে যে অন্ততঃ তাঁহার প্রাণের আশঙ্কা আর কিছু মাত্র থাকিবে না;—রাজপুতগণ তাঁহাদের প্রাণ রক্ষার জন্য প্রাণ দিবে। সুতরাং আর একটু যাইতে পারিলেই হয়! এখানে বিশ্রাম করিয়া আহারাদি করিবার তাঁহার আদৌ ইচ্ছা ছিল না,—কেবল লুলিয়া ক্লান্তা হইয়াছে বলিয়াই তিনি এই বৃক্ষতলে আশ্রয় লইয়াছিলেন।—বিশেষতঃ বেহারীচরণ কিছুতেই তাঁহাদিগকে এখানে আহারাদি না করাইয়া অগ্রবর্ত্তী হইতে স্বীকৃত নহে,—বেহারীচরণ এক্ষণে তাঁহার প্রধান মন্ত্রী!

সে যাহা বলিতেছে,—তিনি তাহার অন্যথা করিতে সম্পূর্ণ অশক্ত! তাহাই আজ তাঁহারা এই বৃক্ষতলে।

লুলিয়া আহার করিতে করিতে বলিল, "বেহারীদাদা,—কেমন আমার মনে হইতেছে যেন বাদসার চর নিকটেই আসিয়াছে!"

বেহারীচরণ চক্ষু রক্তিম করিয়া বলিল, "যদি তুই একটা আসে,—তবে—যদিও আমি গোয়ালার ছেলে,—কামারের ছেলে নই,—তবুও এই খাঁড়ায় তাদের তোমার সম্মুখে "জয় মা কালি বলে, বলি দেব।"

তাহার পর সে হাসিয়া বলিল, "তোবা ভুল হইতেছে দেখিতেছি! এতদিন মুসলমান মহম্মদজান ছিলাম,—হজরতের সম্মুখে এই ছোরায় তাদের জবাই কর্ব্বো!"

খুরম হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "বেহারীচরণ, মার দিকে আমি চিরকালই হিন্দু। আমার মা হিন্দু,—আমার মাতামহী হিন্দু। বাবার কি ধর্ম্ম জানি না;—তিনি অনেক কাল কোন ধার ধারেন না।—পিতামহ স্বর্গীয় আকবর সাহ স্পষ্টতই মুসলমান ধর্ম্মের ধর্ম্ম একরূপ ত্যাগ করিয়াছিলেন;—এ অবস্থায় বেহারীচরণ তাহাদের বলি ও জবাই দুইই দিতে পার!"

বেহারীচরণ বিনীত স্বরে বলিল, "তাহা হইলে দেখিতেছি হজরতের ধর্ম্ম বড় হয়!"

সাহাজান হাসিয়া বলিলেন, "কেন, বেহারীচরণ?"

বেহারীচরণ বলিল, "একবার বলি দিলে আর জবাই করিবার উপায় থাকে না,—কাজেই হজরতের হুকুম জাহির করিতে হইলে প্রথমে জবাই করিতে হয়,—যখন লুটোপুটি খেতে থাকে,—তখন এই খাড়ায় এক কোপ! তাহা হলেইতো হজরতের ধর্ম্মই বড় হল!"

সাহাজাদা বলিলেন, "যদি ভগবান কখনও দিন দেন, তবে তোমায় উপযুক্ত পুরস্কার দিব!"

বেহারীচরণ জোড় করে বলিল, "বড় হলে অনেকেরই অনেক কথা মনে থাকে না,—বিশেষতঃ হতভাগা গরিবের কথা——"

সহসা বেহারীচরণ নীরব থাকিয়া কাণ পাতিয়া শুনিতে লাগিল, তাহার পর লম্ফ দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "দিদি—ঠিক বলেছ!"

মুখের রুটী সত্বর ফেলিয়া খুরম ও লুলিয়া সশঙ্কিতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন,—ভীতস্বরে বলিলেন, "কৈ—কি হইয়াছে! বাদসার লোক!"

বেহারীচরণ কেবলমাত্র বলিল, "দিদি, ঐ শোন!"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

ফকির সাহেব।

উভয়ই অতি সন্তর্পনে শুনিতে লাগিলেন।—তাঁহারা দূরে লোকের মৃদু স্বর মাত্র শুনিতে পাইলেন!—যাহারা দূরে অলক্ষ্যে গিয়া—তাঁহাদের আহারের প্রতীক্ষা করিতেছিল,—তাহারাই মৃদুস্বরে কথা কহিতেছে!

লুলিয়া বলিল, "কই কি বেহারী দাদা?"

বেহারীচরণ আবার বলিল, "ঐ শোন!" উভয়েই বুঝিলেন কোন শব্দে বেহারীচরণ বুঝিয়াছে যে নিকটেই বাদসার লোক আসিয়াছে। সে তাহাই এক্ষণে কি করা কর্ত্তব্য তাহাই ভাবিতেছে।

তাঁহারা কিন্তু কোন কিছুই শুনিতে পাইলেন না,—কেবল সেই মৃদু জনতার গোল!

কিন্তু এই গোলের উপর তাঁহারা শুনিলেন, কে উচ্চৈঃস্বরে বলিতেছে, "দেলায় দে রাম—তেরা কৃপা সে—দেলায় দে রাম!"

তাহার উত্তরে কে বলিতেছে, "বেতমিজ—বিয়াকুব!"

উভয়েই বিস্মিত ও কৌতুহল পূর্ণ ভাবে বেহারীচরণের মুখের দিকে চাহিলেন,—সে বলিল, "তুলালী!"

লুলিয়া সভয়ে বলিয়া উঠিল, "তুলালী—তবে উপায়?"

খুরম বলিলেন, "সে তো আমাদের লোক,—তবে ভয় কি?"

বেহারীচরণ কথা কহিল না,—সে অতি সন্নিবিষ্ট মনে কাণ পাতিয়া কি শুনিতেছিল। লুলিয়া বলিল, "তুলালীকে মা আমাদের পেছনে রাখিয়া গিয়াছিলেন;—বাদসাহের কোন চর আমাদের সন্ধান পাইলে,—সে তৎক্ষণাৎ আসিয়া আমাদের সম্বাদ দিবে;—বাদসাহের চর না আসিলে,—সে কখনই আসিত না!"

এই সময়ে বেহারীচরণ বলিয়া উঠিল, "গহরজান!"

খুরম বলিলেন, "সে কে?"

"সাহাজাদা, এখন সব কথা বলিবার সময় নাই;—সে নুরজিহানের চর!"

"সে যদি একলা হয়,—তাহা হইলে আমাদের ভয় কি?—এ বাহুতে এখনও সে বল আছে।"

"হজরত,—গহরজান একলা আসিবার পাত্র নহে। আমরা ভাবিয়াছিলাম যে আমাদের সন্ধান কেহ জানিতে পারে নাই। যখন এই বদমাইস সে সন্ধান পাইয়াছে,—তখন কখনই সে একলা আসে নাই!"

"তুই দশ জন হইলেও কি ভয়?"

"তুই দশ জন আনিবার পাত্র গহরজান নহে।—কে জানে আমাদের চারিদিকে বাদসার সৈন্য ঘেরে নাই?"

লুলিয়া ব্যাকুল ভাবে বলিয়া উঠিল, "তবে উপায়?"

বেহারীচরণ প্রথমে একটু বিচলিত হইয়াছিল, কিন্তু এক্ষণে সে সহসা তাহার চির অবিচলিত ভাব ধারণ করিয়া বলিল, "ভয় নাই,—উপায় হবে।—শীঘ্র ওঠো,—না দাঁড়াও——"

দূরে তুলালী বলিতেছে, "তোরা কি হিন্দু,—তোরা কি রাজপুত?—ওখানে আমাদের ঠাকুর দেবতা স্বয়ং মা অন্নপূর্ণা,—স্বয়ং বাবা শিব আহার কচ্চেন,—আর সেই খানে এই—মুসলমান ফকিরকে যেতে দিচ্চিস! এর মুখ দেখ্‌লে তাঁদের আহার আর হবে না। এতে রাজপুতানার কি সর্ব্বনাশ হবে জানচিস্ নে!"

তখন জনতাস্থ অনেকেই সমস্বরে বলিয়া উঠিল, "ফকির সাহেব,—মাপ করুন—ওদিকে যাবেন না,—পথ এই দিকে!"

মোগল রাজত্বকালে, মৌলভী ও ফকিরগণের এতই প্রতিপত্তি ছিল যে এমন কি রাজপুতানার লোকেও সহসা তাহাদের রাগত করিতে ভীত হইত!

ফকির অতি রাগত স্বরে বলিলেন, "মেরা সখ্,—হট কাফের! জানিস আমি কে!"

তুলালী বলিল, "তুমি যেই হও,—তুমি মুসলমান!"

সকলে বলিয়া উঠিল, "ঠিক কথা,—ঠিক কথা!—কিছুতেই তোমায় ওদিকে যেতে দিব না!"

স্ত্রীলোকগণ বলিয়া উঠিল, "গাগরা পেটা করিব!"

তখন অনেকেই রাগত হইয়া বলিল, "মার——মার——মার——"

তুলালী চীৎকার করিয়া বলিল, "বোম—বোম মহেশ্বর!"

বেহারীচরণ নিশ্বাস ছাড়িয়া বলিল, "আর ভয় নাই,—এই সব লোকেরাই গহরজানের ভবের লীলা শেষ কর্ব্বে।—তবে আর এখানে দেরি নয়,—আর ঘণ্টা দুই চলিলেই—মেবার,—সেখানে আর ভয় নাই!"

সহসা চারিদিকে পর্ব্বত শৃঙ্গে শৃঙ্গে প্রতিধ্বনি জাগাইয়া তূরি-ধ্বনি হইল,—সঙ্গে সঙ্গে পর্ব্বতে পর্ব্বতে ধ্বনিত হইল, "আল্লা হো আকবর!"

খুরম বলিলেন, "দেখিতেছি চারিদিক হইতে ঘেরিয়াছে,—আমরা এই পর্ব্বত পথে বন্দী হইয়াছি! কই হাতিয়ার,—কুকুর শৃগালের মত মরিব না,—মরিব লড়িয়া মরিব!"

বীর ভাবে রণরঙ্গে সেই ভৈরববেশী সাহাজাদা সত্বর নিজ অসি উন্মুক্ত করিলেন।—সর্ব্বদা তাঁহার অসি বেহারীচরণের মোটের সহিত মাথায় মাথায় আসিয়াছে,—নিমিষে লুলিয়া ভয়াবহ খড়্গ হস্তে লইল,—বলিল, "নাথ,—আমিও অস্ত্র চালাইতে জানি,—দাদার নিকট এ খড়্গ চালনা শিখিয়াছি।"

খুরম ফিরিলেন,—তিনি যে দৃশ্য দেখিলেন তাহাতে স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলেন,—সম্মুখে ভীমা মূর্ত্তি,—স্বয়ং মায়ের মহেশমর্দ্দিনী মূর্ত্তি!

তিনি বলিলেন, "লুলিয়া যুদ্ধ করিলে তোমায় বাঁচাইতে পারিব না;—তাহাই আত্ম সমর্পণ করিব—বন্দী হইব। আমার অনুরোধে তোমায় কোনরূপ লাঞ্ছনা দিবে না!"

বালিকা লুলিয়া সিংহিনী বুক স্ফিত করিয়া রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "স্বামিন এতদিনে তুমি এই কি লুলিয়াকে চিনিলে? যদি তোমায়ই হারাইলাম, তবে আমার এ ছার জীবনে ফল কি? আমি বাদসাই চাই না,—আমি তোমায় চাই। এস লড়িতে লড়িতে দুইজনে এক

সঙ্গে একত্রে মরি তাহা হইলে স্বর্গে গিয়া সুখে অনন্তকাল পর্য্যন্ত থাকিব,—সেখানে এ জ্বালা যন্ত্রণা হাঙ্গামা নাই!"

"তবে তাই" বলিয়া খুরম তাহার নিকটস্থ হইয়া বলিলেন, "এস আমার পশ্চাতে থাক!"

লুলিয়া দৃঢ়স্বরে বলিল, "না পার্শ্বে থাকিব, আমি তোমার অর্দ্ধাঙ্গিনী!"

এই সময়ে পর্ব্বত পথের একদিক দিয়া কাতারে কাতারে মোগল সেনা প্রবেশ করিয়া সম্মুখে এই অভূতপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল,—আর অগ্রসর হইতে পারিল না! এ দৃশ্য আর তাহারা জীবনে কখনও দেখে নাই! সুন্দর ভৈরব ও সুন্দরতর ভৈরবী অসি ও খড়্গ হস্তে দণ্ডায়মান! তাহাদের চক্ষু হইতে স্বর্গীয় তেজ বহির্গত হইতেছে,—তাঁহাদের পদপার্শ্বে এক ভস্ম ধুষরিত ব্যক্তি ভয়াবহ ত্রিশূল ধারণ করিয়া তাঁহাদিগকে প্রাণ দিয়া রক্ষা করিতে উদ্যত। কি সুন্দর! কি ভয়াবহ! কি রোমাঞ্চক! মোগল অশ্বারোহীগণ আপনা আপনি অশ্ব সংযত করিয়া দাঁড়াইল। কাষ্ঠপুত্তলিকার ন্যায় দণ্ডায়মান হইয়া এই অভূতপূর্ব্ব দৃশ্য বিস্ময়ে দেখিতে লাগিল।

পর্ব্বত পথের অন্যদিক দিয়া ফকিরবেশী গহরজান এক চিরবিখ্যাত "ফক্‌রে ঘোড়ার পৃষ্ঠে আবির্ভূত হইল,—কিন্তু সেও এ দৃশ্য দেখিয়া আর অগ্রসর হইতে পারিল না! স্তম্ভিত, ভীত ও বিস্মিত হইয়া দেখিতে লাগিল! এই সময়ে সহসা বেহারীচরণ লম্ফ দিয়া বলিয়া উঠিল "আর ভয় নাই!"

অনেকে যাহা শুনিতে পাইত না, বেহারীচরণ তাহা শুনিতে পাইত। তাহার ন্যায় শ্রবণ শক্তি দ্বিতীয় ব্যক্তির ছিল না।—সে বলিল, "রাজপুত সেনা আসিয়াছে, আর ভয় নাই;—তাহাদের ঘোড়ার পদ শব্দ শুনিয়াছি!"

তাহার পর বেহারীচরণ যাহা করিল, তাহাতে মোগল সেনা সভয়ে চারিদিকে চাহিতে লাগিল! বেহারীচরণ একাকী অন্ততঃ শত লোকের স্বর উচ্চারণ করিতে পারিত;—তাহার নমুনা মরিয়ম বিবির গৃহের ক্রন্দনে স্বয়ং বাদসাও পাইয়াছেন। সেই স্বরে গগণ বিদীর্ণ করিয়া সে ধ্বনিল,

"সাজাহান বাদসাকি ফতে!"

ভয়াবহ শব্দ পাহাড়ে পর্ব্বতে গর্জ্জিল। সেই শব্দ বাতাসে মিলিয়া যাইতে না যাইতে চারিদিক হইতে আকাশ আলোড়িত করিয়া ধ্বনিল,

"রাজোয়াড়া কি জয়!"

পর মুহূর্ত্তে প্রবলবেগে বহুসংখ্যক রাজপুত যোদ্ধা অশ্ব ছুটাইয়া সেই উপত্যকা মধ্যে প্রবেশ করিল। তাহারা আসিয়া মুহূর্ত্তে খুরম ও লুলিয়াকে বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইল,—তাহাদের মধ্যে একজন চীৎকার করিয়া বলিলেন, "কোন মনসবদার এ সেনার অধিনায়ক?"

উত্তর হইল, "মহম্মদ তোকী!"

রাজপুত যোদ্ধা বলিলেন, "তোকী সাহেব, বোধ হয় চিনিতে পারিতেছেন আমি কে!"

"নিশ্চয়ই। দেখিতেছি স্বয়ং মেবারের মহারাণা কর্ণ সিংহ!"

"তবে জানুন সাহাজাদা খুরম আমার অতিথী, কেবল আমার নয়,—সমস্ত রাজোয়াড়ার অতিথী। রাজপুতের অতিথী অবধ্য বোধ হয় আপনার তাহা অবিদিত নাই?"

"কিন্তু বাদসাহের হুকুম সাহাজাদাকে ধৃত করিয়া তাঁহার সম্মুখে হাজির করা!"

"এ অবস্থায় নয়। এ কার্য্যে অনর্থক রক্তপাত হইবে।—কেবল আমি আসিয়াছি তাহা নহে,—পশ্চাতে মাড়োয়ারের গজসিংহ ও আম্বারের অজিত সিংহ আসিতেছেন। সমস্ত রাজোয়াড়া সজ্জিত হইয়াছে,—সমস্ত রাজোয়াড়ার পরামর্শ লইয়া আমি সাহাজাদাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছি।—তিনি আমার নিমন্ত্রিত বন্ধু, তিনি আমার শরণাপন্ন আশ্রিত,—তিনি সমস্ত রাজোয়াড়ার অতিথী। যান;—ফিরিয়া যান,—বাদসাহ বিবেচক, তিনি বুঝিবেন। তিনি ইচ্ছা করিয়া তাঁহার নিজের পুত্রের জন্য যদি এ অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করেন, সেই অগ্নিতে তাঁহার সিংহাসন ভস্মীভূত হইয়া যাইবে। যান, ফিরিয়া যান,—অনর্থক রক্তপাত করিবেন না;—বলিবেন কর্ণ সিংহ এই কথা বলিয়াছে।—আরও বলিবেন, যতদিন তিনি জীবিত আছেন, রাজপুতগণ সাহাজাদাকে কোনরূপে তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিতে দিবে না, তাঁহার মৃত্যুর পর সাহাজাদা খুরম সাজাহান নামে দিল্লির বাদসা হইবেন, যান—ফিরিয়া যান!"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

বিখ্যাত পাগড়ী।

মহম্মদ তোকী মুর্খ ছিলেন না। তিনি কেবলমাত্র পঞ্চাশজন মোগল লইয়া সাহাজাদাকে ধৃত করিতে আসিয়াছিলেন। তিনি জানিতেন সাহাজাদা ছদ্মবেশে একাকী মেবার যাইতেছেন,—সুতরাং পথে অতি সহজে তাঁহাকে ধৃত করা যাইবে, ইহাই তাহার ধারণা ছিল; এত হাঙ্গামা যে ঘটিবে, তাহা তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নাই! তাহার উপর হুকুম ছিল, মেবারের পথে সাহাজাদাকে ছদ্মবেশে

দেখিতে পাইবে। এই ফকির তাঁহাকে দেখাইয়া দিবে,—তাঁহাকে ধৃত করিয়া হুজুরে হাজির করিবে। স্বয়ং কর্ণ সিংহ যে পাঁচহাজার রাজপুত লইয়া তাঁহাকে রক্ষা করিতে আসিবেন,—তাহা তিনি জানিতেন না;—সুতরাং এ অবস্থায় যুদ্ধ করা বিড়ম্বনা মাত্র! তিনি কোন কথা না কহিয়া নীরবে অশ্বের মুখ ঘুরাইলেন,—কয়েক মুহূর্ত্ত মধ্যে মোগল সেনা পর্ব্বত পথ হইতে দৃষ্টির বহির্ভূত হইয়া গেল!"

তখন কর্ণ সিংহ লম্ফ দিয়া অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইলেন। সম্মুখে সাহাজাদা খুরম প্রায় সজল-নয়নে বলিলেন, "আপনিই আমার প্রকৃত বন্ধু!—আপনার ভাই ভীম সিংহ আমার প্রাণের বন্ধু ছিলেন;—আমার জন্য তিনি প্রাণ দিয়াছেন—সে শোক কি জীবনে ভুলিব! লুলিয়া,—আমার পাগড়ী লইয়া আইস!"

কর্ণ সিংহ হাসিয়া বলিলেন, "সাহাজাদা, সত্য কথা বলিতে কি, এ বেশ আপনার বড়ই মানাইয়াছে! কোথায় ইহার নিকট রাজবেশ!"

সাহাজাদার উষ্ণীষ বেশ সমস্তই বেহারীচরণের পুটলির মধ্যে ছিল,—লুলিয়া ছুটিয়া গিয়া উষ্ণীষ আনিয়া খুরমের হস্তে দিল। সাহাজাদা বলিলেন, "মহারাণা, উষ্ণীষ পরিবর্ত্তন করিলে ভ্রাতৃবন্ধনে চির আবদ্ধ হয়, ইহাই চির প্রথা! অনুমতি করুন, আমি সে সৌভাগ্যে সৌভাগ্যবান হই!"

কর্ণ সিংহ তৎক্ষণাৎ নিজ উষ্ণীষ উন্মুক্ত করিয়া খুরমের মস্তকে পরাইয়া দিলেন,—সাহাজাদাও তাঁহার উষ্ণীষ অতি সমাদরে মেবারের শিরে স্থাপন করিলেন, তখন দুইজনে গাঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ হইলেন। এই দৃশ্য দেখিয়া রাজপুত যোদ্ধাগণ "মহারাণাকি জয়"

শব্দে চারিদিক আলোড়িত করিল। কর্ণ সিংহ সেনাদিগের দিকে ফিরিয়া নিজে চীৎকার ধ্বনিতে বলিলেন,

"সাজাহান বাদসাকি ফতে!"

তখন পাঁচ সহস্র রাজপুত কণ্ঠ ধ্বনিত হইল, "সাজাহান বাদসাকি ফতে!" যথার্থই আকবর সুদৃঢ় ভালবাসার ভিত্তিতে নিজ সাম্রাজ্য সংস্থাপন করিয়াছিলেন,—আরঙ্গজীব কুক্ষণে না জন্মিলে মোগল সিংহাসন টলিত না;—এতদিনে হিন্দু মুসলমানে সম্পূর্ণ ভাই ভাই হইয়া যাইত।

আজও সাহাজাদা খুরমের এই পাগড়ী উদয়পুরের অদ্বিতীয় মার্ব্বল পাথরের প্রাসাদে অতি যত্নে রক্ষিত আছে; আজও উদয়পুরের মহারাণা দেবতার ন্যায় এই পাগড়ী পূজা করেন;—দুর্ভাগ্যের বিষয় মহারাণার পাগড়ী নাই,—থাকিলে তাহাও আজ সর্ব্বত্র পূজিত হইত।

এতক্ষণ মহারাণা লুলিয়াকে দেখেন নাই,—এতক্ষণে সহসা তাঁহার দৃষ্টি তাঁহার উপর পতিত হইল,—তিনি বিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন, "এ দেবী কে?"

খুরমের বিবাহের কথা এ পর্য্যন্ত কেহ জানিতে পারেন নাই। সাহাজাদা সাদরে লুলিয়ার হাত ধরিয়া বলিলেন, "ইনিই আমার একমাত্র বেগম,—নাম তাজমহল!"

মহারাণা অতি বিস্ময়ে লুলিয়ার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন, তৎপরে ধীরে ধীরে বলিলেন, "যথার্থই তাজমহল? কিন্তু—"

খুরম বলিলেন, "কিন্তু কি মহারাজ!"

রাণা ইতস্ততঃ করিতে করিতে বলিলেন, "কিন্তু এ কথা জানিতাম না। কোন যান বাহন সঙ্গে আনি নাই,—দেবীর যাইবার—"

লুলিয়া হাসিয়া বলিল, "মহারাজ, আমি ঘোঁড়ায় চড়িতে জানি!"

যথার্থই কর্ণ সিংহ লুলিয়ার রূপে ও ভাবে বিমুগ্ধ স্তব্ধপ্রায় হইয়া পড়িয়াছিলেন,—তিনি কেবলমাত্র বলিলেন, "নিশ্চয়ই—নিশ্চয়ই!"

সাহাজাদা বলিলেন, "তাহা হইলে বোধ হয় আর আমাদের এখানে বিলম্ব করিবার প্রয়োজন নাই?"

কর্ণ সিংহ বলিলেন, "না,—আর বিলম্ব করিবার প্রয়োজন কি!"

তিনি একজন সেনানীকে দুইটী উৎকৃষ্ট অশ্ব সজ্জিত করিয়া আনিতে অনুজ্ঞা করিলেন।

সাহাজাদা ফিরিয়া বলিলেন, "বেহারীচরণ!"

লুলিয়া বলিল, "কই—দেখিতে পাইতেছি না?"

তখন চারিদিকে বেহারীচরণের অনুসন্ধান আরম্ভ হইল,—কিন্তু বেহারীচরণ নিরুদ্দেশ! অনেক অনুসন্ধানেও তাহার কোন সন্ধান হইল না। লুলিয়া বলিল, "বেহারীদাদা বোধ হয় দুলালীর সন্ধানে গিয়াছে!"

সাহাজাদা বেহারীচরণ ও দুলালীর কথা মহারাণাকে বলিলেন, ফকিরের বৃতান্তও বলিলেন, তখন শত শত রাজপুত পাহাড় পর্ব্বত ওলট পালট করিতে লাগিল;—কিন্তু তাহারা কোন স্থানেই এই তিন জনের এক জনেরও সন্ধান পাইল না। আর বৃথা এখানে অপেক্ষা করিয়া ফল কি? লুলিয়া বলিল, "বেহারী দাদার জন্য ভাবিবার কারণ নাই। বেহারী দাদা নিশ্চয়ই আমাদের কোন কাজে গিয়াছে,—চলুন!"

সকলে তখন মেবারের দিকে যাত্রা করিবার জন্য প্রস্তত

হইলেন ;—খুরম হাসিয়া বলিলেন, "আর এ বেশের প্রয়োজন কি? সঙ্গে পোষাক আছে!"

মহারাণা বলিয়া উঠিলেন, "না,—না ;—আমি এই বেশেই আপনাকে মেবারে লইয়া যাইব। লোকে জানিবে কর্ণ সিংহ সাজিহানকে সন্ন্যাসী বেশে প্রাসাদে আনিয়াছিল,—আর বাদসা বেশে পাঠাইয়া দিয়াছে! স্বয়ং মাতৃমূর্ত্তি রাজোয়াড়া দেখুক,—তাজমহল হইলে আর ইহাঁকে কেহ দেখিতে পাইবে না।"

সাহাজাদা বলিলেন, "ভ্রাতৃবর, তবে তাহাই হউক!"

দশ বৎসর পরে তাহাই ঘটিয়াছিল। খুরম ও লুলিয়া সন্ন্যাসী বেশে উদয়পুরে উপস্থিত হইয়াছিলেন,—আর দশ বৎসর পরে তিনি উদয়পুর প্রাসাদেই প্রথম সাজিহান বাদসাহ রূপে ঘোষিত হইয়া দিল্লি অভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন।

রাজোয়াড়ার বিখ্যাত ঐতিহাসিক টড সাহেব লিখিয়াছেন ;—"এই সুন্দর দ্বীপমধ্যস্থিত ছবি হইতেও সুন্দর মারবল প্রাসাদে খুরম নির্ব্বিবাদে বাস করিতে লাগিলেন। এখন মহাবত খাঁ আসিয়া তাঁহার সহিত সেই রাজপুত রাজপ্রাসাদে আশ্রয় লইলেন। আরও কোন কোন সাহাজাদার মুসলমান বন্ধু তাঁহার সহিত আসিয়া মিলিত হইলেন। ক্রমে এই বিস্তৃত সুন্দর হ্রদ মধ্যে এক নূতন রাজপ্রাসাদ নির্ম্মিত হইল। তাঁহার মুসলমান সঙ্গীগণ সেই প্রাসাদের শীরদেশে মুসলমান ধর্ম্মের প্রধান চিহ্ন অর্দ্ধচন্দ্র স্থাপিত করিলেন। রাজপুতগণ সানন্দে ইহাতে সম্মত হইলেন। মাহারাণা নানা বহুমূল্য হীরা জহরত, মণি মাণিক্য, কারপেট সতরঞ্চ প্রভৃতি আসবাবে, এই সুন্দর প্রাসাদ সজ্জিত করিলেন। যাহাতে সাহাজাদার পদমর্য্যাদার কোনরূপে হানি বা ত্রুটী না হয়,—সেই জন্য এক খণ্ড প্রস্তর খুঁদিয়া তাঁহার জন্য এক সুন্দর সিংহাসন প্রস্তুত হইল! প্রস্তর খোদিত

সুন্দর সুন্দর স্ত্রী মূর্ত্তির উপর এই সিংহাসন স্থাপিত হইল। প্রাঙ্গণে মদর নামক ফকিরের নামে এক ক্ষুদ্র সমাধি মন্দিরও নির্ম্মিত হইল। এই অনুপম প্রাসাদে সাহাজাদা বহুবৎসর বাস করিলেন।—তাহার পিতা জাহাঙ্গিরের মৃত্যুর কয়দিন পূর্ব্বে কেহ বলেন তিনি পারস্য দেশে,—কেহ বলেন তিনি গোলকণ্ডায় প্রস্থান করেন,—কিন্তু জাহাঙ্গিরের মৃত্যু সম্বাদ পাইবামাত্র তিনি উদয়পুরে প্রত্যাবৃত্ত হন।—এই খানেই তিনি সাজিহান বাদসাহ নামে ঘোষিত হইয়াছিলেন।

মেবারের উপর দিয়া এই শত শত বর্ষে কত অত্যাচার অনাচার চলিয়া গিয়াছে! মোগল, পাঠান, মারহাট্টা, মেবার কতবার লুণ্ঠন করিয়াছে,—কিন্তু খুরমের উষ্ণীষ—ভ্রাতৃবন্ধন চিহ্ন,—আজও অতি সমাদরে তথায় রক্ষিত আছে। যে অবস্থায় পাগড়ী মোগলের মস্তক হইতে রাজপুতের মস্তকে আসিয়াছিল,—আজও তাহা সেই অবস্থায় সেই ভাবে আছে! যত দিন মেবারের রাজবংশ জীবিত থাকিবে, ততদিন মদরের সমাধি মন্দিরের উপরস্থ আলোকেও তৈলের অভাব ঘটিবে না!"

এরূপ ভ্রাতৃভাব আর পৃথিবীর কোথায় কে দেখিতে পাইবে?

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

রাজোয়াড়ার পথে।

মহারাণা কর্ণ সিংহ যে কেবল মহম্মদ তোকীকে ভয় দেখাইবার জন্য বাগাড়ম্বর করিয়াছিলেন,—তাহা নহে! যথার্থই মোগল সম্রাজ্যের দক্ষিণ ও বাম হস্ত স্বরূপ মাড়োয়ার ও আম্বার রাজও সাহাজাদা খুরমকে রক্ষা করিবার জন্য প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন।

আকবর সাহর সময় হইতে রাজোয়াড়া প্রকৃত পক্ষে মোগল সম্রাজ্যের প্রধান অঙ্গ স্বরূপ হইয়াছিল। এমন রাজকার্য্য কিছুই হইতে পারিত না, যাহাতে রাজপুতের হাত না রহিত। আম্বারের মান. সিংহ আকবরের দক্ষিণ হস্ত ছিলেন।—প্রকৃত পক্ষে আকবর বাদসাহের পরেই তাঁহার পদ মর্য্যাদা পদগৌরব ছিল।—জাহাঙ্গিরের সময়েও প্রকৃত পক্ষে মোগল সম্রাজ্যের প্রধান বল আম্বার রাজ ও মাড়োয়ার রাজাই ছিলেন।—তাহার উপর মেবার রাজকুমার ভীম সিংহেরও মোগল দরবারে প্রবল প্রতাপ জন্মিয়াছিল। মহাবত খাঁর তো কথাই নাই; তিনি নামে মুসলমান ছিলেন,—কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি মেবার রাজকুমার রাজপুত বীর ভিন্ন আর কিছুই ছিলেন না। এক্ষণে এমনই দাঁড়াইয়াছে যে বাদসাহ রাজপুত রাজন্যগণের বিরুদ্ধাচরণ করিতে কোন মতেই সাহস করেন না!

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি,—ন্যায়বান জাহাঙ্গির তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র পরবেস যে অকর্ম্মণ্য তাহা জানিতেন। তবুও পরবেস জ্যেষ্ঠ,—তাঁহার সিংহাসন প্রাপ্তি আইন সঙ্গত,—তাহাই তিনি পরবেসকেই তাঁহার পরবর্ত্তী বাদসা বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন;—কিন্তু রাজপুতগণ পরবেসের পক্ষ না হইলে, জাহাঙ্গিরও জানিতেন যে পরবেস তিন

দিনও সিংহাসনে তিষ্টিতে পারিবেন না। তাহাই তিনি রাজপুত রাজন্যবর্গকে আহ্বান করিয়া পরবেসের পক্ষ হইতে বিশেষ অনুরোধ করিলেন। আম্বাররাজ ও মাড়োয়াররাজ পরবেসের পক্ষ সমর্থনে প্রতিশ্রুত হইলেন; কিন্তু মেবারের ভীমসিংহ ও মহাবত খাঁ ইহাতে সম্মত হইলেন না।—তাহার পর যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা আমরা জানি। কিন্তু মনে মনে জাহাঙ্গির খুরমকে অধিক ভাল বাসিতেন,—তাঁহাকেই কর্ম্মঠ ও বাদসা হইবার উপযুক্ত বলিয়া জানিতেন! আকবর যাহা পারেন নাই, সাহাজাদা খুরমই তাহা করিয়াছিলেন।—তিনিই মেবারকে মোগল সিংহাসনের পদানত করিয়াছিলেন। তিনিই জগত খ্যাত অদ্বিতীয় প্রতাপ সিংহের পুত্র অমর সিংহকে মোগল দরবারের সম্মুখে অবনত মস্তক করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। জাহাঙ্গির তাঁহার স্বহস্তে লিখিত সুবিখ্যাত নিজ জীবন-চরিত "সানামা" নামক পুস্তকে এ সম্বন্ধে লিখিতেছেন;—

"আমি সম্রাট হইয়া সাত বৎসরের মধ্যে মেবার জয় করিতে পারিলাম না। রাণা ও তাঁহার বীর পুত্র কর্ণ সিংহ পুনঃ পুনঃ আমার বিস্তৃত সেনামণ্ডলি বিধ্বংস করিল।"

"আমার রাজত্বের অষ্টম বর্ষ হিজিরি ১০২২। আমি আজমিরে গমন স্থির করিয়া, আমার প্রিয় সৌভাগ্যবান পুত্র খুরমকে আমার অগ্রে অগ্রে প্রেরণ করিলাম। যাত্রার শুভ সময় উপস্থিত হইলে, আমি খুরমকে বহু মূল্যবান খেলাতে ভূষিত করিলাম। তাহাকে হস্তী, অশ্ব, তরবারি, ঢাল, ছোরা প্রভৃতি উপঢৌকন প্রদান করিলাম। তাহার যত সৈন্য ছিল, তাহার উপর সেনাপতি আজফ খাঁকে দ্বাদশ সহস্র অশ্বারোহীর সহিত তাহার সঙ্গে প্রেরণ করিলাম। আমি সকলকেই নানা উপঢৌকনে শোভিত করিলাম।"

"রাজত্বের নবম বর্ষ;—একদিন শুভ সময়ে আমি সিংহাসনে উপবিষ্ট রহিয়াছি; এই সময়ে আমার প্রিয় পুত্র খুরম রাণার নিকট হইতে বিখ্যাত হাতি আলম গোমাল, তাহার সহিত আরও সতেরটী হস্তী, কাড়িয়া লইয়া আমার নিকট পাঠাইয়া দিয়াছিল। এই সকল হস্তী আমার সম্মুখে উপস্থিত করা হইল। পরদিন আমি হস্তী আলম গোমালের উপর চড়িয়া সহর প্রদক্ষিণে বহির্গত হইলাম, এবং এই শুভ ঘটনার জন্য বহুসংখ্যক স্বর্ণ মুদ্রা বিতরণ করিলাম।"

কয়েক দিনের মধ্যে শুভ সম্বাদ আসিল যে আমার প্রিয়পুত্র খুরম গর্ব্বিত রাণাকে সম্পূর্ণ পরাজিত করিয়াছে। রাণা অমর সিংহ, আমার নিকট আসিয়া অধীনতা স্বীকার করিতে সম্মত হইয়াছেন। আমার সৌভাগ্যবান পুত্র খুরম রাণার রাজ্যে নানা দুর্গে মোগল সৈন্য সংস্থাপন করিতে সক্ষম হইয়াছেন,—সমস্ত মেবার রাজ্যে আমার সাম্রাজ্য বিস্তৃত হইয়াছে। কিন্তু এ দেশ জলশূন্য মরুভূমি, সুতরাং আমার রাজাভুক্ত করিয়া এ দেশ রাখা আমি যুক্তিসঙ্গত বিবেচনা করি না! তবে সর্ব্বদা দেশ আমার সেনা কর্তৃক বিপর্য্যস্ত হওয়ায় রাণা অবশেষে আমার অধীনতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। আর যুদ্ধ চালাইলে হয় তাঁহাকে আমার প্রিয়পুত্রের হস্তে বন্দী হইতে হইত,—নতুবা তাঁহাকে দেশ ছাড়িয়া পালাইতে হইত;—তাঁহার রাজ্যেরও সর্ব্বনাশ সাধিত হইয়া যাইত! এই সকল বিবেচনা করিয়া রাণা তাঁহার দুইজন প্রধান অমাত্য সুপকর্ণ ও হরিদাস ঝালাকে আমার পুত্রের নিকট পাঠাইয়া দিয়াছেন। বলিয়া পাঠাইয়াছেন, "যদি সাহাজাদা তাঁহাকে ক্ষমা করিয়া তাঁহার হস্ত গ্রহণ করেন, তবে তিনি স্বয়ং আসিয়া তাঁহাকে রাজসম্মান প্রদর্শন করিবেন ও অন্যান্য রাজপুত রাজগণের ন্যায় তাঁহার জ্যেষ্ঠ

পুত্র কর্ণ সিংহকে বাদসাহের সেবায় দরবারে প্রেরণ করিবেন। তবে তিনি বৃদ্ধ হইয়াছেন, এইজন্য তাঁহাকে দরবারে উপস্থিত হইতে মাপ করিতে হইবে।" এই সকল বিষয়ের বিস্তৃত বিবরণ আমার প্রিয় পুত্র খুরম সাকুর উল্লা আফজল আলি কর্ত্তৃক আমার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন।"

এইরূপে বহুকাল পরে সাহাজাদা খুরম কর্ত্তৃক মেবারের স্বাধীনতা অস্তমিত হইল;—অথবা মেবারের গৌরব সহস্রগুণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল। যে মেবার খুরম পদদলিত করিয়াছিলেন, সেই মেবারেই তাঁহাকে তাঁহার নির্ব্বাসনে আশ্রয়দান করিয়াছিল;—সেই মেবারেই তাঁহাকে দিল্লির সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল; সুতরাং এই পরাজয় মেবারেরই জয় হইয়াছিল। মেবার দিল্লীশ্বর না হইলেও দিল্লীশ্বরকে সৃষ্টি করিল,—কে বলিবে কাহার জয়?

একদিন যে খুরম মেবারের রাজপুতগণকে পর্ব্বত হইতে পর্ব্বতে বিতাড়িত করিয়াছিলেন,—একদিন যে খুরম কর্ণ সিংহের সহিত মহা যুদ্ধ করিয়া তাঁহার দুর্দ্দমনীয় রাজপুতগণকে বিতাড়িত করিয়া কার্পাসের ন্যায় চারিদ্দিকে প্রক্ষিপ্ত করিয়াছিলেন,—আজ সেই খুরম,—সেই নির্ব্বাসিত খুরম,—সেই ভিখারী সন্ন্যাসী বেশে খুরমকে সেই মেবারের কর্ণ সিংহ মহা সমারোহে উদয়পুরে লইয়া চলিলেন,—কে বড়? জেতা না বিজেতা! যাঁহারা এক দিন পরম শত্রু রূপে দিন রাত্রি ভুলিয়া গিয়া সমস্ত মেবার রাজ্য রক্তে প্লাবিত করিয়াছিলেন,—তাঁহারাই আজ ভ্রাতৃভাবে উষ্ণীষ পরিবর্ত্তন করিয়া পাশে পাশে অশ্বারোহণে সেই মেবারের দুর্গম পার্ব্বত্য পথে চলিয়াছেন। এরূপ মাহাত্ম্য, এরূপ উদারতার দৃষ্টান্ত কেবল প্রতাপ সিংহের দেশেই সম্ভবে! এরূপ দৃশ্য পৃথিবীর আর কুত্রাপি কেহ দেখেন নাই। সাহাজাদা খুরম প্রকৃত বীর ছিলেন,—তাহাই তিনি বীরের

মর্য্যাদা বুঝিতেন,—তাহাই তিনি মেবারের অদ্বিতীয় বীরগণের সহিত ভয়াবহ যুদ্ধ করিয়া তাহাদের পরম বন্ধু হইয়াছিলেন! মেবারের বীরগণও তাঁহার মর্য্যাদা বুঝিয়াছিলেন;—তাহাই মেবারের মহারাণা কর্ণ সিংহ আজ তাঁহার জন্য এমন কি স্বয়ং জাহাঙ্গির বাদসাহের সহিত যুদ্ধ করিতেও প্রস্তুত হইয়াছেন। তাহাই তাঁহার অনুরোধে আজ দিল্লি সিংহাসনের দক্ষিণ হস্ত মাড়োয়ার ও আম্বার তাঁহার সহিত খুরমকে রক্ষা করিবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

পর্ব্বত উপত্যকা মধ্যে গজ সিংহ ও অজিত সিংহ বিস্তৃত সেনা নিবাসে সসৈন্যে শিবির সন্নিবেশ করিয়াছিলেন। কর্ণ সিংহ সাহাজাদা ও বাদসাবেগম সহ তথায় উপস্থিত হইয়া, তাঁহাদের সহিত মিলিত হইলেন। মাড়োয়াররাজ ও আম্বার রাজকুমার উভয়ে সাহাজাদাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। পরবেস আর নাই,—সুতরাং তাঁহারা পূর্ব্বে বাদসাহের নিকট যে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন,—তাহাতে আর তাঁহারা কেহই আবদ্ধ নহেন;—তাঁহারা এক্ষণে অনায়াসে খুরমের সাহায্য করিতে পারেন। তাঁহারা কেহই নুরজিহানের উপর তত সন্তুষ্ট ছিলেন না;—বিশেষতঃ এক্ষণে সকলেই অবগত হইয়াছেন যে বাদসাবেগম তাঁহার নিজের জামাতা সারিয়ারকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য নানা চেষ্টা পাইতেছেন;—এই জন্যই তাঁহারা অতি আনন্দের সহিত সাহাজাদা খুরমকে অতি সমাদরে ও সসম্মানে অভ্যর্থনা করিলেন। সাহাজাদাও তাঁহাদের সম্মান রক্ষার জন্য তাঁহাদের সম্মুখে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন যে যতদিন বাদসাহ জীবিত থাকিবেন, ততদিন তিনি প্রকাশ্যে বা অপ্রকাশ্যে কোনরূপে তাঁহার পিতার বিরুদ্ধাচরণ করিবেন না। এইজন্য জাহাঙ্গিরের জীবনের শেষাংশ আর রক্তারক্তি গৃহ বিবাদে উৎপীড়িত হয় নাই;—কিন্তু নিয়তির লীলা দুর্জ্জেয়! খুরম পিতার সুখশান্তি নষ্ট করিলেন না

সত্য;—কিন্তু সকলেই জানেন তাঁহার ভাগ্যে এ সুখশান্তি ঘটে নাই;—তাঁহার জীবনের শেষ দশায় তাঁহার পুত্রগণ তাঁহাকে নানারূপে উৎপীড়িত করিয়াছিল। পুত্র আরঙ্গজীব তাঁহার ভ্রাতাদিগকে হত্যা করিয়া তাঁহাকে বন্দিদশায় রাখিয়া নিজে সিংহাসন অধিকার করিয়া বসিয়াছিলেন।-রাজপ্রাসাদে বন্দিদশায় বয়সে বৃদ্ধ সাজিহান মৃত্যুমুখে পতিত হয়েন। কি পাপে তাঁহার এ অবস্থা ঘটিয়াছিল, তাহা দেবাদিদেব অন্তর্য্যামী ভগবান অবগত আছেন!

রাজোয়াড়ার পথে দুর্গম পার্ব্বতীয় উপত্যকা মধ্যে রাজপুত শিবিরে সাহাজাদা খুরম আশ্রয় লইলেন। বহুকাল বাদসা হইবার আশা তাঁহার রহিল না সত্য, কিন্তু তাঁহার আর প্রাণের ভয় থাকিল না,—তিনি সুখশান্তি লাভ করিলেন;—তিনি তাহাই চাহেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

তাজমহল কে?

বিজ্জু গজ সিংহ বলিলেন, "সাহাজাদার এ বেশ দেখিয়া আমরা সকলেই মুগ্ধ হইয়াছি সত্য,—কিন্তু রাজনীতি দেখিতে হইলে তাঁহার আর ছদ্মবেশে থাকা কর্ত্তব্য নহে। আজ সকলে তাঁহার অপরূপ মূর্ত্তিতে মুগ্ধ হইতেছে সত্য, কিন্তু কাল রাগত হইয়া উঠিবে! বলিবে সাহাজাদা মুসলমান,—তিনি হিন্দু সন্ন্যাসী সাজিয়া তাহাদের ধর্ম্মের অবমাননা করিতেছেন,-তখন একটা মহামারি কাণ্ড হইয়া উঠিবে।"

মহারাণা কর্ণ সিংহের মনে একথা কখনও উদিত হয় নাই,—তিনি বলিয়া উঠিলেন, "একথা ঠিক! মাড়োয়ারাধিপতি ঠিক কথায়ই বলিয়াছেন!"

সাহাজাদা বলিলেন, "মহারাজ, আমি সেইখানেই বেশ পরিবর্ত্তন করিতে চাহিয়াছিলাম !"

গজ সিংহ বলিলেন, "সাহাজাদার তাঁহার পদমর্য্যদা রক্ষা করিয়া রাজোয়াড়ায় যাওয়াই কর্ত্তব্য। বেগমসাহেবেরও সেইরূপ ভাবে যাওয়া আবশ্যক, নতুবা নানা কথা উঠিতে পারে। অবশেষে হয়তো ইহা হইতেই মহা দুর্ঘটনা ঘটিতে পারে !"

খুরম বলিলেন, "বন্ধুপ্রবর, ভ্রাতৃ প্রবরগণ,—আপনারা আমায় যে অনুরোধ করিবেন,—আমি সেইরূপই করিব।"

তখনই খুরম বহু মূল্যবান বেশে সজ্জিত হইলেন। কেবল মেবারাধিপতির উষ্ণীষ তাঁহার মস্তকে শোভিত হইতে লাগিল ;— লুলিয়ার জন্যও তৎক্ষণাৎ বেগমবেশ আনীত হইল। কানাত বেষ্ঠিত শিবিরে লুলিয়া নীতা হইল,—তাহার জন্য পাল্কী প্রভৃতি যান সংগ্রহে লোক ছুটিল ! এতদিনে স্বাধীনপ্রাণা লুলিয়া মোগলের বেগমরূপে মহা সমারোহে বন্দিনী হইল ! সে ইহাতে আদৌ সন্তুষ্ট হইল না ; গভীর দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিল ; মনে মনে ভাবিল, "বাদসাবেগম অপেক্ষা গরিবের ঘরণী হওয়া সহস্রবার ভাল। তাহাতে সুখ আছে ;—স্বাধীনতা আছে,—ইহাতে কিছুই নাই ! হয়তো আজ হইতে দিনের মধ্যে একবারও সাহাজাদাকে দেখিতে পাইব না !"

প্রথমতঃ সে ইহাতে আপত্তি করিল ; কিন্তু খুরম যাহা বলিতেন তাহাতে না বলিবার শক্তি তাহার ছিল না। যখনই সাহাজাদা বলিলেন, "রাজ্যের জন্য রাজনীতির খাতিরে ইহা করা আবশ্যক ;" তখনই সে নীরবে বেগম সাজিতে চলিল, কিন্তু সে বহুমূল্য জহরে মণ্ডিত অলঙ্কার ও দুর্লভ কিংখাবের পোষাক পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া সুখী হইল না ! সে তাহার প্রাণসম পিতামহ দাদাকে হারাইয়াছে,—তাহার আশৈশব সঙ্গী বেহারীচরণ ও শ্যামার

মাকে হারাইয়াছে,—সে তাহার আদরের দুলালীকে আর দেখিতে পাইতেছে না?—ইহাতে তাহার প্রাণে যে কষ্ট হইতেছিল, তাহা বর্ণনাতীত;—কিন্তু সে এ সকল কষ্টও সাহাজাদা খুরমকে পাইয়া ভুলিয়া গিয়াছিল; কিন্তু আজ সে একরূপ খুরমকেও হারাইল। সে কাণাতবেষ্টিত শিবির মধ্যে পিঞ্জরাবদ্ধা বিহঙ্গিনীর ন্যায় ছটফট করিতে লাগিল। মনে মনে সহস্রবার বলিল, "যদি বাদসাবেগম হইবার এই সুখ হয়, তবে আমার তাহাতে প্রয়োজন নাই! আমি খুরমের সহিত ফতেপুরের ভগ্নস্তুপে জীবনাতিবাহিত করিতে পারিলাম না কেন?"

আহারাদির পর শিবির মধ্যে কর্ণ সিংহ ও খুরম উপবিষ্ট। সাহাজাদা বলিলেন, মহারাণা, বন্ধুপ্রবর,—আমি যে ছদ্মবেশে মেবারের দিকে আসিতেছি,—বিশেষতঃ ঠিক এই স্থানে যে আমি আসিয়াছি, এ সম্বাদ আপনি কিরূপে পাইলেন?"

কর্ণ সিংহ বলিলেন, "ভাল কথা মনে করিয়াছেন,—আপনার এক খানা পত্র আছে।"

সাহাজাদা বিস্মিতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাহার পত্র?"

মহারাণা বলিলেন, "তাহা জানি না,—পত্র গঙ্গীয়া,—গঙ্গীয়া পানওয়ালী আনিয়াছিল। খুব সম্ভব সাহাজাদা আগ্রার বিখ্যাত পানওয়ালী গঙ্গীয়ার নাম শুনিয়াছেন!"

"নিশ্চয়ই শুনিয়াছি।"

"এই গঙ্গীয়া আসিয়া সম্বাদ দেয় যে আপনি ছদ্মবেশে মেবারে আসিতেছেন। আপনি আজ সকালে এই খানে আসিয়া উপস্থিত হইবেন,—আর নুরজিহান তাহা অবগত হইয়া আপনাকে ধৃত করিবার জন্য মহম্মদ তোকীকে পাঠাইয়াছে। শীঘ্র না গেলে আপনাকে রক্ষা করিতে পারিব না,—তাহাই আমি তৎক্ষণাৎ সসৈন্যে রওনা হইয়াছিলাম!"

"সে যে সত্য কথা বলিতেছে, তাহা আপনি কিসে জানিলেন ?"

"সে আমায় আপনার নামাঙ্কিত আংটী দেখাইয়া বলিল—সে আপনার বন্ধুপক্ষীয় লোক কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াছে।"

তখন খুরমের স্মরণ হইল যে তিনি তাঁহার অঙ্গুরীয় লুলিয়াকে একদিন আদর করিয়া পরাইয়া দিয়াছিলেন।—যখন তাহারা ছদ্মবেশ ধরিয়া ফতেপুর হইতে পালাইতেছিলেন, সেই সময়ে হামিদা লুলিয়ার হস্ত হইতে আংটী খুলিয়া লইয়াছিল ;—হাসিয়া বলিয়াছিল, "এ বাদসাহী আংটী হাতে থাকিলে সহস্র ছদ্মবেশেও কিছু করিতে পারিবে না !" সাহাজাদা বুঝিলেন, বিনা উদ্দেশ্যে গঙ্গীয়া আংটী লয় নাই। না লইলে আজ এতক্ষণে তিনি বন্দী হইয়া আগ্রার দিকে নীত হইতেন !

খুরম বলিলেন, "হাঁ,—যাঁহাদের অনুগ্রহে আমি নিরাপদে আপনার ন্যায় বন্ধুর আশ্রয়ে আসিতে সক্ষম হইয়াছি ;—গঙ্গীয়া তাহাদের বিশেষ বিশ্বস্ত লোক। সে সম্বাদ না দিলে, আপনি আমার বিপদের সম্বাদ পাইতেন না ;—আমি ধৃত হইতাম। গঙ্গীয়া এখন কোথায় ?"

মহারাণা বলিলেন, "তাহা বলিতে পারি না। সে আমাদের সম্বাদ দিয়া তখনই চলিয়া গিয়াছিল ;—যাইবার সময় এক খানা পত্র দিয়া বলিল, "এই পত্র খানি অনুগ্রহ করিয়া সাহাজাদাকে দিবেন।

মহারাণা এক ব্যক্তিকে ডাকিলেন,—তিনি একজন মেবারের প্রধান আমত্য। রাণা বলিলেন, "সাহাজাদার পত্র আনিয়া দেও।" তিনি তৎক্ষণাৎ পত্র আনিয়া খুরমের হস্তে সসম্মানে স্থাপন করিলেন। সাহাজাদা ব্যগ্রভাবে স্পন্দিতহৃদয়ে পত্র খুলিলেন। প্রথমেই এই কয় ছত্রের উপর তাঁহার দৃষ্টি পড়িল,———

"সাহাজাদা, এ পত্র সময়ে গোপনে পাঠ করিবেন।—যাহা জানিবেন, তাহা আর কাহাকেও জানাইবেন না।—আর আমার লতিকা লুলিয়ার,—বা আমাদের পূর্ব্ব ইতিহাস কাহাকে বলিবেন না। বলিবেন সে পারস্য দেশের বা অন্য কোন দেশের কাহারও কন্যা; আমাদের পূর্ব্ব জীবন আমরা বিস্মৃতির অতল গর্ভে ভাসাইয়া দিয়াছি! আমরা আর নাই;—সুতরাং লুলিয়া যে আমাদের কন্যা তাহা বলিবেন না,—তাহার কোন মুসলমানী পরিচয় দিবেন।"

খুরমের মুখ গম্ভীর হইল;—তিনি ধীরে ধীরে সন্তর্পনে পত্রখানি নিজ বস্ত্রমধ্যে রাখিলেন। কর্ণ সিংহ তাঁহার মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিতেছিলেন,—বলিলেন, "কাহার পত্র জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি?"

সাহাজাদা যেন চমকিত হইয়া উঠিলেন; ব্যগ্রভাবে বলিলেন, "নিশ্চয়ই,—নিশ্চয়ই। আপনার নিকট আমার কিছু কি গোপন থাকা সম্ভব? যাঁহারা নুরজিহানের ষড়যন্ত্র হইতে আমার রক্ষা করিয়াছেন তাঁহাদেরই পত্র!"

"তাঁহারা কে জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি?"

"সে কথা বলিবার আমার অধিকার নাই,—অনুমতি নাই!"

"হিন্দু না মুসলমান!"

"হিন্দুও বটে—মুসলমানও বটে।"

তাহার পর সাহাজাদা হাসিয়া বলিলেন, "যেমন আমি! আমার মা হিন্দু,—কিন্তু ধর্ম্মে আমি মুসলমান। মহাবত খাঁও কি তাহাই নহেন?"

মহারাণাও হাসিয়া বলিলেন; "বাদসাবেগম নুরজিহান ইহাদের দণ্ড দিতে ব্যগ্র হইবেন; ইহাদের রক্ষা করাও আমাদের কর্ত্তব্য।"

খুরম বিষাদ হাসি হাসিলেন, বলিলেন, "নুরজিহান অদ্বিতীয়া স্বীকার

করি, কিন্তু তিনি এখন বুঝিয়াছেন যে তাঁহাপেক্ষাও বুদ্ধি অন্য লোকের আছে। নুরজিহান ইহাঁদের কিছুই করিতে পারিবেন না,—বিশেষতঃ ইহারা এখন বহুদূর চলিয়া গিয়াছেন। আপনার আশ্রয়ে আমাকে নিরাপদে উপস্থিত করিয়া দেওয়াই তাঁহাদের অভিপ্রায় ছিল ;— তাঁহাদের সে অভিপ্রায় সিদ্ধ হইয়াছে,—তাঁহারা আর এ দেশে নাই !"

মহারাণা বলিলেন, "তাহা হইলে তাঁহাদের জন্য আর আমাদের ভাবিবার কোন কারণ নাই ?"

"না—বিন্দুমাত্র নয়।"

"সাহাজাদা,—বন্ধু মনে করেন বলিয়া একটী কথা জিজ্ঞাসা করিতে সাহসী হইতেছি ; যদি কোন ধৃষ্টতা হয় মার্জ্জনা করিবেন।"

"মহারাণা,—আমার সহিত এরূপভাবে কথা কহিলে কেবল আমায় লজ্জা দেওয়া হয়।"

"হিন্দুই হউক আর মুসলমানই হউক, স্ত্রীর বিষয় জিজ্ঞাসা করা বড় গর্হিত ;—কিন্তু যিনি দিল্লীশ্বরী হইতে যাইতেছেন,—তাঁহার বিষয়ে স্বতন্ত্র কথা। আজ হউক আর কালই হউক,—সকলই জিজ্ঞাসা করিবে আমাদের সম্রাজ্ঞী কাহার কন্যা,—কোন বংশের উজ্জ্বলকারিণী রত্ন————"

খুরম মহারাণাকে প্রতিবন্ধক দিয়া বলিলেন, "মহারাণা,— আপনার নিকট আমার গোপন কি ? আমি যাহাকে বিবাহ করিয়াছি—তিনি সদ্বংশজাত।"

মহারাণা ব্যগ্রভাবে বলিলেন, "তাহার কোন সন্দেহ নাই ! এরূপ দেবীমূর্ত্তি যে সে বংশে জন্মে না ! এই মহাদেবী কোন দেশ কোন জাতির নাম উজ্জ্বল করিয়াছেন ?"

খুরম ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন,—মিথ্যা কথা বলা তাঁহার

অভ্যস্থ ছিল না। তাঁহার মুখ ঈষৎ আরক্তিম হইল;—তিনি ধীরে ধীরে বলিলেন, "ইহাঁর পিতা পারস্থ দেশের পিসক্ষিণ প্রদেশের একজন সম্ভ্রান্ত লোক;—মোগল দরবারে আগমন করিয়াছিলেন;— এরূপ অনেকেই সর্ব্বদা আসিয়া থাকেন। ইনিই আমাকে নুরজিহানের হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য নানা স্থানে লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন।—এই মাত্র জানুন যে আমি লুলিয়াকে প্রাণ দিয়া ভালবাসি; তাহাই পিতার অনুমতির অপেক্ষা না রাখিয়া গোপনে ইহাঁকে বিবাহ করিয়াছি। যদি বিধাতা কখনও দিন দেন, ইনি তাজমহল নামে মোগল সাম্রাজ্যের বাদসাবেগম হইবেন! আর বোধ হয় কিছু বলিবার নাই!"

কর্ণ সিংহ গম্ভীর হইলেন,—তিনি কেবল মাত্র বলিলেন, "না!"

কিয়ৎক্ষণ উভয়েই নীরবে বসিয়া রহিলেন। সহসা রাণা জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমি উপস্থিত হইবার সময় আমার মনে হইয়াছিল যে যেন শত শত লোকে সাজাহান বাদসার জয়ধ্বনি করিতেছে,— অথচ দেখিলাম আপনি একাকী!"

খুরম মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "সে একজন হরবোলা। তাহার ক্ষমতা অদ্ভুত;—সে এক মুখে সহস্র রকম শব্দ করিতে পারে! সেই জয়ধ্বনি করিয়াছিল।"

"সে কোথায়!"

"তাহাকেই খুঁজিতেছিলাম। খুঁজিয়া পাওয়া গেল না,—একটু ভাবনা আছে। নিশ্চয়ই সে কোন সময়ে উদয়পুরে উপস্থিত হইবে।"

খুরমের কথার ভাবে কর্ণ সিংহ বুঝিলেন, সাহাজাদা অনেক কথায়ই তাঁহার নিকট গোপন করিতেছেন;—তাহাই তিনি আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলেন না,—মেবার রওনা হইবার জন্য

উঠিলেন। সাহাজাদা খুরম একবার লুলিয়ার সহিত দেখা করিতে চলিলেন।—আজ বহুদিন পরে তিনি প্রাণের লুলিয়াকে ছাড়িয়া এতক্ষণ অন্যত্র রহিয়াছেন। রাজকার্য্যে প্রণয়ের স্থান অতি

নবম পরিচ্ছেদ।

বেগম লুলিয়া।

সকলেই অবগত আছেন, মেবারের প্রতাপ যেরূপ কেবলই তাঁহার অসি জানিতেন,—সুখ আহ্লাদ আমোদ প্রমোদ বিলাসিতা তাঁহার বিন্দুমাত্র ছিল না,—তাঁহার পুত্র তেমনই বিলাসী ও ধন গৌরবে গৌরবান্বিত ছিলেন। তিনিই কোটী কোটী টাকা ব্যয় করিয়া উদয়পুর সৃষ্টি করিয়াছিলেন! তাঁহার মর্ম্মর নির্ম্মিত প্রাসাদ জগতের জহরতে ও বিলাস দ্রব্য পূর্ণ করিয়া প্রায় তাহা আগ্রার প্রাসাদের সমতুল্য করিয়া তুলিয়াছিলেন। তাঁহার অর্থের অভাব হয় নাই; স্বয়ং জাহাঙ্গির বাদসা তাঁহার পুত্র কর্ণ সিংহকে কিরূপ উপঢৌকন দিয়াছিলেন, তাহা তিনি নিজেই লিখিয়া গিয়াছেন।"যে দিন কর্ণ সিংহ আমার দরবারে উপস্থিত হইয়াছিলেন, আর যে দিন তিনি দেশে প্রত্যাগমন করিলেন,—এই এক মাসের মধ্যে আমি তাঁহাকে যে সকল উপঢৌকন দিয়াছিলাম তাহার মূল্য দশ লাক টাকারও অধিক। এতদ্ব্যতীত আমি তাঁহাকে একশত দশটী অশ্ব, আর পাঁচটী হস্তি উপঢৌকন দিয়াছিলাম।"

সুতরাং এই কর্ণ সিংহ যে অতি শীঘ্রই গরিব লুলিয়াকে সম্পূর্ণ বাদসাবেগমে পরিণত করিবেন তাহাতে আশ্চর্য্য কি? লুলিয়া

বহু দাসীতে পরিবেষ্টিতা হইয়াছে ;—দুই জনে সর্ব্বদাই তাহাকে স্বর্ণ চামরে বিজন করিতেছে ;—একটু কপালে ঘর্ম্ম দেখা দিলে, অপরূপ সৌগন্ধযুক্ত রুমালে কেহ কেহ অতি যত্নে তাহার ঘাম মুছাইয়া দিতেছে! অমূল্য বেশ ভূষায় ভূষিত হইয়া লুলিয়া সোণার পুত্তলির ন্যায় বসিয়া আছে! এতদিনে তাহার প্রাণের সমস্ত সুখ নষ্ট হইয়া গিয়াছে!

এ তাহার কি হইল! সে কি এইরূপ খুরমকে আর প্রায়ই দেখিতে পাইবে না? সে যে সর্ব্বদা নির্জ্জনে থাকিতে ভালবাসে!—সে নির্জ্জনে জনশূন্য ফতেপুরে লালিত পালিত,—সে তাহার বৃদ্ধ পিতামহ,—তাহার বৃদ্ধ বৃদ্ধা দাস দাসী ভিন্ন আর কাহাকে দেখে নাই;—এত লোকজনে পরিবেষ্টিত হইয়া থাকা,—তাহার যে অভ্যাস নাই! ইহাতে তাহার প্রাণ যে ব্যাকুল হইয়া উঠিতেছে!

এই সময়ে একজন দাসী আসিয়া সম্বাদ দিল, "সাহাজাদা আসিয়াছেন!"

লুলিয়া সভ্যতা,—বাদসায়ী কায়দা,—সমস্তই ভুলিয়া গেল,—ছুটিয়া গিয়া খুরমের হৃদয়ে পতিতা হইল ;—কাতরে বলিল, "নাথ, এ কি করিলে?"

দাসীগণ তথা হইতে সরিয়া গেল!—খুরম লুলিয়ার এত বিষণ্ণভাব দেখিয়া বিস্মিত হইলেন ;—প্রাণে ব্যথা পাইলেন ;—অতি বিচলিত ভাবে বলিলেন, "এ কি লুলিয়া!"

লুলিয়া বলিল, "কেন আপনি আমার এত সাজ সজ্জায় সাজাইলেন?—আমার এ সব ভাল লাগিতেছে না।—আপনাকে যদি দেখিতেই না পাইলাম,—তবে আমার আর এ বেশ ভূষায় প্রয়োজন কি?"

খুরম লুলিয়াকে সপ্রেমে নিজ পার্শ্বে বসাইলেন, "আর দুই দিন পরেই আমরা মেবারে উপস্থিত হইব,—তখন আমরা দিন রাত্রিই একত্রে থাকিব—ভয় কি লুলিয়া!"

লুলিয়া তাহার সুন্দর নয়নদ্বয়ে ব্যাকুলভাবে খুরমের মুখের দিকে চাহিয়া ধীরে ধীরে বলিল, "হয়তো বাদসাবেগম হইয়া আমি সুখী হইতে পারিব না!"

খুরম অতি ব্যগ্রভাবে বলিয়া উঠিলেন, "কেন—কেন?

লুলিয়া বলিল, "হয়তো জাঁকজমকে থাকিলে আমি সুখী হইতে পারিব না।"

খুরম তাহাকে পুনঃ পুনঃ চুম্বন করিয়া বলিলেন, "ইহাপেক্ষাও সহস্রগুণ জাঁকজমকে তোমায় রাখিব! এই পর্ব্বতবাসী রাজপুতগণ জাঁকজমকের কি জানে!"

লুলিয়া অতি বিষণ্ণ স্বরে বলিল, "তাহা হইলে বোধ হয় আমি আরও অসুখী হইব।"

খুরম হাসিয়া বলিলেন, "যাহা পাইবার জন্য জগতের সমস্ত স্ত্রীলোক পাগল,—তুমি তাহাই চাও না;—নুরজিহান দিল্লীশ্বরী হইবার জন্য কিনা করিয়াছে,—আর তুমি সেই দিল্লীশ্বরী হইতে চাহ না?"

লুলিয়া ধীরে ধীরে ঘাড় নাড়িল,—খুরম বলিলেন, "যদি তুমি বল তাহা হইলে আমি বাদসাহ হইবার ইচ্ছা চিরজীবনের জন্য ত্যাগ করি!"

লুলিয়া ব্যগ্রভাবে বলিয়া উঠিল, "না—না—না,—আমি এ কথা বলি না,—নাথ—স্বামিন,—আমি এতদূর স্বার্থপর নই;—আমি আমার জন্য আপনাকে আপনার ক্ষতি করিতে বলিব! আপনি যেখানে থাকিবেন,—যে ভাবে থাকিবেন,—আমি সেইখানে সেইভাবে থাকিয়াই সুখী হইব!"

খুরম বলিলেন, "জগতের যেখানে যে সুখের দ্রব্য আছে,—আমি তাহাই তোমার জন্য সংগ্রহ করিব।"

লুলিয়া বলিল, "আমি আপনাকে মধ্যে মধ্যে দেখিতে পাইলেই সুখী,—আমি আর কিছুই চাহি না।"

খুরম বলিলেন, "এখন আমি শীঘ্র বাদসা হইব না,—ভগবান করুন বাবা এখনও একশ বৎসর বাঁচিয়া থাকুন—এখন রাজকার্য্য লইয়া আমায় ব্যতিব্যস্ত হইতে হইবে না,—সুতরাং তোমায় আমায় একসঙ্গে দিনরাত্রি থাকিতে পারিব।"

লুলিয়ার মুখ বিমল প্রফুল্লতায় বিভাসিত হইয়া উঠিল,—সে বলিল, "তাহা হইলেই হইল!"

সাহাজাদা বলিলেন, "তোমার মার এক পত্র পাইয়াছি!"

লুলিয়া ব্যগ্রভাবে বলিয়া উঠিল, "কে দিল,—কখন আসিল?"

খুরম বলিলেন, "গঙ্গীয়াই মহারাণাকে আমাদের বিপদের সম্বাদ দিয়াছিল,—সে সম্বাদ না দিলে আমরা নিশ্চয়ই বন্দী হইতাম;—তাহার নিকট সম্বাদ পাইয়াই তৎক্ষণাৎ মহারাণা আমার উদ্ধারের জন্য আসিয়াছিলেন।"

"গঙ্গীয়া এখানে আসিয়াছে!"

"না,—সে উদয়পুরে মহারাণার নিকট গিয়াছিল!"

"তার পর কোথায় গেল?"

"তাহা মহারাণা বলিতে পারেন না। সে কিছুই বলিয়া যায় নাই।"

"পত্র——"

"পত্র সেই মহারাণার নিকট দিয়া গিয়াছিল!"

"মার পত্র!"

"হাঁ,—তোমার জননীর পত্র!"

"আমাকে দিয়াছেন ?"

"না—আমায় !"

"কি লিখিয়াছেন ?"

"এই পড়িয়া দেখ ?"

এই বলিয়া খুরম পত্র লুলিয়ার হস্তে দিলেন,—লুলিয়া পত্রের উপরে যাহা লিখিত ছিল,—তাহা দুই তিনবার পাঠ করিল,—তাহার পর খুরমের মুখের দিকে চাহিল,—সাহাজাদা বলিলেন, "কি উদ্দেশ্যে তাঁহারা এরূপ লিখিয়াছেন তাহা আমি জানি না,—তবে আমি ইচ্ছা করিয়াছিলাম যে অনতিবিলম্বে তোমার পিতা মাতার ইতিহাস জগতে প্রচার করিব,—কিন্তু এখন আর তাহার উপায় নাই। তাঁহাদের বাক্যের অমান্য করা আমার পক্ষে কোন মতেই সম্ভব নহে।"

লুলিয়া বলিল, "তাহা হইলে আমার কি পরিচয় দিবেন !"

খুরম বলিলেন, "এখনই দিতে হইয়াছে ! মহারাণা তোমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন।"

"আপনি কি বলিলেন ?"

"বলিলাম তুমি পারস্য দেশের এক সম্ভ্রান্ত মুসলমান কন্যা !"

লুলিয়া হাসিয়া বলিল, "বাদসাবেগম হইলে মহা জ্বালা ! আমি জানিতাম গরিবদেরই দায়ে পড়িয়া জাল জুয়াচোর হইতে হয়,—বাদসাদেরও তাহা হইতে রক্ষা নাই !"

"কেন—কেন—লুলিয়া ?"

"হজরত চক্ষের উপর নিজের স্ত্রীর মিথ্যা পরিচয় দিতেছেন !"

"এটাও রাজকার্য্য—রাজনীতির মধ্যে ?"

"রাজকার্য্য আমার মাথায় থাকুক। তাহা হইলে এখন হইতে আমি পারস্য প্রসূন !"

খুষম হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "তুমি জগত প্রসূন।"

"কিন্তু হজরত,—শুনিয়াছি নাকি পারস্যের স্ত্রীলোকেরা জগতের মধ্যে সুন্দরী,—আমায় তাহাদের একজন বলিলে লোকে বিশ্বাস করিবে কেন?"

"তাহাদের একটাও তোমার পদাঙ্গুলীর যোগ্য নহে।"

"সে আপনার ভালবাসা মাত্র!"

"ভালবাসা নয় লুলিয়া,—আমি সত্যই বলিতেছি। বেগম-মহলে কোন জাতির স্ত্রীলোক নাই! পৃথিবীর সকল জাতির সকল স্ত্রীলোক বেগম-মহলে স্থান পাইয়াছে,—তাহার কেহই তোমার সমকক্ষ নহে!"

"নুরজিহান?"

"হা,—স্বীকার করি নুরজিহান সুন্দরী,—নিশ্চয়ই অপরূপ সুন্দরী, কিন্তু তাহাতেও তোমার কমনীয়তা,—তোমার লালিত্য নাই! আমি বাঙ্গালা দেশে কখনও যাই নাই,—বাঙ্গালী স্ত্রীলোক দেখি নাই;—যদি তাহারা সকলই তোমার ন্যায় কমনীয়তা মণ্ডিতা হয়,—তাহা হইলে আমি সর্ব্ব সম্মুখে সগর্ব্বে বলিতে প্রস্তুত আছি যে বাঙ্গালী স্ত্রীলোক জগতমধ্যে শ্রেষ্ঠ।"

লুলিয়া বিষণ্ণ স্বরে বলিল, "ছেলে বেলায় বাঙ্গালা দেশ হইতে আসিয়াছি,—দেশের কথা কিছুই মনে নহে! হজরত বড় অন্যায় কিছু বলেন নাই,—আমি আর বাঙ্গালী বা হিন্দু নাই,—আমি অনেকদিন হইতে মুসলমান হইয়া গিয়াছি, আমার বোধ হয় আমি খাটি পারস্য স্ত্রীলোকের মত পার্শি ভাষায় কথা কহিতে পারি!"

খুরম লুলিয়াকে হৃদয়ে লইয়া বলিলেন, "তুমি জগতের মণি।"

কিয়ৎক্ষণ তাঁহার হৃদয়ে মস্তক রাখিয়া লুলিয়া মস্তক তুলিল, বলিল, "আর আপনার কোন ভয় নাই?"

খুরম বলিলেন, "বিন্দুমাত্র না! সমস্ত রাজোয়াড়া আমার জন্য প্রাণ দিবে—রাজপুতের কথা নড়ে না।"

"বাদসা যদি যুদ্ধ করিতে আইসেন?"

"বোধ হয় আসিবেন না।"

"নুরজিহান!"

"নুরজিহান বুদ্ধিমতী,—তিনি এ কাজে বাদসাহকে প্রলুব্ধ করিবেন না।"

"তবে কোন ভয় নাই?"

"কিছু মাত্র না,—তবে দুঃখ তোমায় দিল্লীশ্বরী করিতে পারিলাম না!"

"আমি দিল্লীশ্বরী হইতে ব্যগ্র নই।"

"তুমি আমার অমূল্য রত্ন।"

দশম পরিচ্ছেদ।

জুলেখার পত্র।

লুলিয়া উঠিয়া বসিয়া বলিল, "পত্রখানা পড়ি।"

খুরম বলিলেন, "হা—পড়;—পড়িবে বলিয়াইতো আনিয়াছি!"

লুলিয়া পত্র পড়িতে লাগিল;————

"সাহাজাদা,————

আমাদের অনেক কথা আপনাকে বলিয়াছি,—তবে সকল বলা হয় নাই;—তাহাই এই পত্র লিখিতেছি। যখন আপনি এই পত্র পাইবেন,—তখন ভগবানের কৃপায় আপনি নিশ্চয়ই নিরাপদে উদয়পুরে

উপস্থিত হইবেন,—যখন আপনার সঙ্গে সঙ্গে বেহারীচরণ ও দুলালী আছে,—তখন আমি জানি কেহ আপনার কেশ পর্য্যন্ত স্পর্শ করিতে পারিবে না।

আমার প্রতিজ্ঞা,—আমার ব্রতের কথা,—সমস্তই আপনাকে বলিয়াছি,—আমার ব্রত উদযাপন হইয়াছে,—আমার লুলিয়া বাদসা-বেগম হইয়াছে,—আমার বিশ্বাস আছে সে এক দিন দ্বিতীয় নুরজিহান হইয়া দিল্লীর সিংহাসনের গৌরব বৃদ্ধি করিবে।

বোধ হয় আপনি এক্ষণে বুঝিতে পারিয়াছেন যে, গঙ্গীয়া ও হামিদা আমার লুলিয়ার দাই মা দুই জনই একই লোক। সে কয়েকদিন আগ্রায় দোকান চালাইত,—আবার ফতেপুরে গিয়া লুলিয়াকে দেখিয়া আসিত! বাহিরের একজন লোক নিকটে না রাখিলে আমার অভিসন্ধি পূর্ণ হইবে না বলিয়াই আমিই তাহাকে এইরূপ আগ্রার চকে পানের দোকান খুলিতে বলিয়াছিলাম। আমি নুরজিহানের নামাঙ্কিত আংটীর বলে ইচ্ছামত দুর্গ হইতে বাহির হইতাম,—সুতরাং—সর্ব্বদাই প্রয়োজন মত আমার সহিত গঙ্গীয়ার দেখা হইত। যখন দেখা করিতে পারিতাম না,—তখন দুলালীকে দিয়া সম্বাদ দিতাম,—বেহারীচরণ যে কিরূপ বিশ্বস্ত লোক,—তাহার যে কতদূর ক্ষমতা তাহা আপনি এতদিনে বেশ বুঝিতে পারিয়াছেন,—আপনি ব্যতীত আজ পর্য্যন্ত আর কেহ জানে না যে বেহারীচরণ মহম্মদজান,—বেহারীচরণই ফতেপুরের মৌলভী!

সে যে অনায়াসে ভূত দেখাইয়া অজিত সিংহকে তাড়াইয়াছিল, তাহাও বোধ হয় আপনি বেশ বুঝিতে পারিয়াছেন। দুলালী কিরূপ বাঁদর অপেক্ষাও বাঁদরগামী,—তাহাও আপনি দেখিয়াছেন। সে যেরূপ নিঃশব্দে যেখানে সেখানে যাইতে পারিত,—তেমন আর কেহ পারিত না;—তাহার কাছে কোন জানালা দরজাই কেহ বন্ধ

করিয়া রাখিতে পারিত না,—জানালা দরজা খুলিবার সে সহস্র সুকৌশল জানিত;—সে নীচের ঘরে আলো নিবাইয়া, ভূত সাজিয়া রঘুবীর সিংকে মড়ার কঙ্কাল দেখাইয়া কি ভয় দেখাইয়াছিল,—তাহা বোধ হয় আপনি শুনিয়াছেন!"

উপরে অজিত সিংহ একদিন যে দৃশ্য দেখিয়াছিলেন,—স্বয়ং বাদসাহও তাহা দেখিয়া গিয়াছেন। এ দুই ব্যাপারের এক ব্যাপারে আপনি ছিলেন,—লুলিয়া ছিল,—দুলালী ছিল,—বেহারীচরণ ছিল;—সুতরাং এ সম্বন্ধে আমার আর অধিক লিখিবার আবশ্যক নাই।

তখন দিল্লির খুন লইয়া সকলে সশব্যস্ত,—তাহাই বেহারীচরণ মতলব করিয়া এ দৃশ্য দেখাইয়াছিল;—তাহার ফল যে কি হইয়াছিল,—তাহা আপনি বেশ অবগত আছেন। এই দিল্লির খুন-রহস্য আমি এখনও কিছু জানিতে পারি নাই;—তবে ইহাতে দুর্ব্বৃত্ত গহরজানের যে হাত আছে,—তাহাতে আমার সন্দেহ নাই! বেহারীচরণ এ অনুসন্ধানে নিযুক্ত আছে,—শীঘ্রই গহরজানের বিদ্যা প্রকাশ পাইবে।

এই লোকটা কে,—তাহা আমি এখনও জানিতে পারি নাই! এই দুর্ব্বৃত্তই কেবল আমার উপর সন্দেহ করিতে পারিয়াছিল,—এই দুর্ব্বৃত্তই নুরজিহানকে আমার কথা বলিয়া দেয়;—ইহার দণ্ড নিশ্চয় সে শীঘ্র পাইবে,—তাহাতে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই!

আপনাদের বেগম-মহলের কলঙ্কের কথা প্রচার করিবার আমার ইচ্ছা নাই;—তবে না বলিলেও নহে। যে বেগম-মহলে সর্ব্বদাই প্রায় পাঁচ হাজার স্ত্রীলোক বাস করে,—তাহারা সকলেই কখনও সতী সাবিত্রা হইতে পারে না;—অথচ পুরুষের এই মহলে প্রবেশ করা অসম্ভব না হইলেও, অতি কঠিন;—ইহার জন্য মসরুকে অনেকেই অনেক অর্থ দিতে কুণ্ঠিত হইত না;—মসরুও ইহাতে

বড় আপত্তি করিত না;—কিন্তু হাতের কাছে একজন যুবাপুরুষ রাখিবার জন্য দুর্ব্বৃত্ত মসরু গহরজান নাম দিয়া এই যুবককে স্ত্রী সাজে বেগম-মহলে রাখিয়াছিল;—সে যে,—আমার উপর নজর রাখিয়াছে,—তাহা আমি জানিতাম না;—জানিলে পূর্ব্ব হইতে তাহার ব্যবস্থা করিতে পারিতাম।

সহসা আমি জানিলাম যে, নুরজিহান আমার উপর সন্দেহ করিয়াছে,—কেবল তাহাই নহে;—আরও বুঝিলাম যে, স্বয়ং বাদসাহ আর নির্ব্বোধ নাই,—তিনিও সন্দিহান হইয়াছেন;—তিনি কৌশলে আমায় শিশ মহলের এক গুপ্তস্থানে লইয়া গিয়া, ছদ্ম-বেশে আমার সহিত সাক্ষাৎ করেন;—তাহার পর যাহা যাহা ঘটিয়াছিল,—তাহা বেহারীচরণের মুখে শুনিতে পাইবেন। যখন আমি মাম মস্‌জিদ হইতে বাহির হইয়া আসি,—তখন স্পষ্ট আমি বাদসাহকে দেখিতে পাইলাম!

সেই দিনই আমি বুঝিলাম যে, আমার বেগম-মহলে বাসের দিন শেষ হইয়া গিয়াছে! নুরজিহান আমার প্রাণ লইতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করিবে না! এরূপ স্থানে কেহই কখনও অপ্রস্তুত অবস্থায় থাকিতে পারে না,—আমি বহু আয়াসে এক সন্ন্যাসীর নিকট হইতে এক অভূতপূর্ব্ব বিষ সংগ্রহ করিয়া; সর্ব্বদা সঙ্গে সঙ্গে রাখিতাম। এই বিষ পান করিলে, তখনই দেহের যে অবস্থা হয়,—তাহাতে কাহারই সাধ্য ছিল না যে বলে বিষপায়ীর মৃত্যু হয় নাই! আমি সেই দিনই গঙ্গীয়াকে দিয়া বেহারীচরণের নিকট সংবাদ পাঠাইলাম,—বেহারীচরণ দুর্গের নিকট পাহারায় রহিল। আমি জানিতাম, সহস্র রাগ হইলেও নুরজিহান আমায় ভাল-বাসিত,—আমি মৃত্যু সময়ে যদি অনুরোধ করিয়া যাই যে, আমার হিন্দু সৎকার করিবেন;—তাহা হইলে সে ইহা নিশ্চয় করিবে;—

আমার দেহ বাহিরে সৎকারের জন্য পাঠাইয়া দিবে। ঠিক তাহাই ঘটিয়াছিল! তাহার পর যাহা যাহা হইয়াছিল,—তাহা বেহারীচরণ আপনাকে বলিবে।

এই বিষ পান করিলে, ঠিক মৃতের ন্যায় তিনদিন থাকিতে হয়,—আমিও তিনদিন মৃতের ন্যায় ছিলাম;—বেহারীচরণ ও দুলালী আমার দেহ এক পড়ো মন্দিরে রাখিয়াছিল;—গঙ্গীয়াও তথায় ছিল,—তাহাদের যত্নে তিনদিন পরে আমি আবার জীবিত হইয়া উঠিলাম! তাহার পর যাহা যাহা ঘটিয়াছিল,—তাহা আপনি সকলই জানেন।

হয়তো আর কখনও সাক্ষাৎ হইবে না,—যদি জীবিত থাকি, তাহা হইলে আপনি যে দিন বাদসাহ হইবেন,—সেই দিন সাক্ষাৎ করিব;—লুলিয়াকে যত্নে রাখিবেন,—সে আমার কি কষ্টের মেয়ে, তাহা আপনি বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছেন;—তাহাকে সুখে রাখিবেন। আমাদের কায়মনোবাক্যের আশীর্ব্বাদে আপনি ইহলোকে চিরধন্য ও পরলোকে স্বর্গসুখ ভোগ করিবেন।

আর একটা অনুরোধ আছে,—দুলালী আমার বড় প্রিয়,—বেহারীচরণ আপনাদের উদয়পুরে পৌছাইয়া দিয়া, আমাদের নিকট চলিয়া আসিবে;—কিন্তু সময়ে আমি হয়তো দুলালীকে আপনার নিকট পাঠাইয়া দিব,—তখন তাহার ভাল বিবাহ দিয়া, তাহাকে নিকটে নিকটে রাখিবেন।

আর কিছু বলিবার নাই। ভগবানের নিকট হৃদয়ের সহিত প্রার্থনা,—তিনি আপনাদের দুইজনকে সর্ব্বসুখে সুখী করুন। লুলিয়ার দাদা লুলিয়াকে তাঁহার শত ভালবাসা পাঠাইতেছেন।

জননী;—

সর্ব্বমঙ্গলা ভৈরবিণী।

কিয়ৎক্ষণ উভয়ের কেহই কোন কথা কহিলেন না;—প্রথমে লুলিয়া কথা কহিল;—বলিল, "এই গহরজান আর দিল্লির খুনের অনুসন্ধানের জন্যই বেহারীদাদা আমাদের ছাড়িয়া গিয়াছে?"

সাহাজাদা বলিলেন, "সে খুনের সহিত আমাদের সম্বন্ধ কি?"

লুলিয়া বলিল, "হয়তো কিছু আছে।"

খুরম চিন্তিতভাবে বলিলেন, "সম্ভব। মনুষ্য জীবনে,—বিশেষ আমাদের মোগল দরবারে রহস্যের অভাব নাই। যাহাই হউক,—আমি বেহারীচরণ ও দুলালীর বিশেষ সন্ধান লইব। তাহারা হঠাৎ কিরূপে নিরুদ্দেশ হইল,—কে বলিতে পারে এই ভয়াবহ দুর্বৃত্ত গহরজান কোন গতিকে তাহাদের হত্যা করে নাই!"

লুলিয়ার মুখ বিশুষ্ক হইল,—সে বলিয়া উঠিল, "তাহা হইলে উপায়? বেহারী দাদা মারা গেলে,—তাহার জন্য আমার প্রাণ বড় কাঁদিবে।"

"আমি অনুসন্ধানের ত্রুটী করিব না;—যদি গহরজান তাহাদের হত্যা করিয়া থাকে,—তবে তাহার সমুচিত দণ্ড পাইতেও তাহার ত্রুটী হইবে না।"

"নাথ,—আপনি তাহাদের আজই যেমন করিয়া পারেন, অনুসন্ধান করুন।"

"আমি এখনই গিয়া, আবার একবার মহারাণাকে অনুরোধ করিতেছি।"

"তাহারা হাওয়া হইয়া উড়িয়া যাইতে পারে না;—এখানেই কোথায় আছে।"

"আমি এখনই আবার সন্ধান লইতেছি।"

আবার দুলালী ও বেহারীচরণের বহু অনুসন্ধান হইল,—কিন্তু কোথায়ও তাহাদের কোনরূপ চিহ্ন দেখিতে পাওয়া গেল না।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

জাহাঙ্গির ও নুরজিহান।

যথা সময়ে সাহাজাদা খুরম মহা সমারোহে উদয়পুরে নীত হইলেন, সুন্দর হ্রদবেষ্টিত প্রাসাদে তিনি সস্ত্রীক বাস করিতে লাগিলেন। কতদিন এখানে তিনি বাস করিয়াছিলেন, তাহা ঐতিহাসিক মাত্রেই অবগত আছেন।

যথা সময়ে এ সম্বাদ বাদসার শিবিরে উপস্থিত হইল। স্বয়ং মহারাণা এ সম্বাদ তাঁহার নিকট প্রেরণ করিলেন। সে পত্রে মাড়োয়ারাধিপ গজ সিংহ ও আম্বারাধিপ ভীম সিংহ প্রভৃতি রাজোয়াড়ার সমস্ত রাজন্যগণ স্বাক্ষর করিলেন। যথা সময়ে এই পত্র বাদসাহ জাহাঙ্গিরের হস্তে নীত হইল,—তিনি পত্র পাঠ করিয়া বিষাদে মৃদু হাসিলেন;—সেই দিনই শিবির ভাঙ্গিয়া আগ্রা প্রত্যাগমনের অনুজ্ঞা প্রচার করিলেন।

মহাবত খাঁ দিল্লির দিকে প্রয়াণ করিয়াছেন শুনিয়া, তিনি স্থির করিয়াছিলেন, তিনি তাহার সমুচিত শিক্ষা দিয়া,—গ্রীষ্মকাল কাশ্মীরে অতিবাহিত করিবেন। পরবেস যথার্থই প্রাণ হরাইয়াছেন, খুরম যদি কোন স্থানে পলায়ন করিয়া থাকেন,—তবে তিনি ভালই করিয়াছেন,—বাদসাহ তাহাকে ধৃত করিবার যে ঘোষণা প্রচার করিয়াছিলেন,—তাহারও প্রত্যাহার করিয়াছিলেন;—এই জন্য রাজোয়াড়ার পত্র পাইয়া তিনি বিষাদে হাসিলেন। বাদসাহবেগম নুরজিহানকে তাঁহার শিবিরে আসিবার জন্য অনুরোধ করিয়া পাঠাইলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরেই নুরজিহান আসিয়া সম্রাটকে অভিবাদন করিলেন।

বাদসাহ বলিলেন, "পড়ো।" নুরজিহান কোন কথা না কহিয়া নীরবে আদ্যোপান্ত পাঠ করিলেন,—পত্র পাঠ করিয়া তাহার মুখ গম্ভীর হইল,—বলিলেন, "হজরত কি এই সকল রাজপুতের কথা বিশ্বাস করেন ?"

জাহাঙ্গির দৃঢ়ভাবে বলিলেন, "কেন নয়,—নিশ্চয়ই বিশ্বাস করি! আমি জানি রাজপুতের কথা টলে না!"

"হজরতের জীবিত কালে কোন গোলযোগ না হইলেই সুখের বিষয়।"

"খুরম বা রাজোয়াড়া হইতে আর কোন গোলযোগই হইবে না, এ বিষয়ে আমি নিশ্চিন্ত হইয়াছি—তবে——"

"তবে কি জাহাপনা।"

জাহাঙ্গির বিষণ্ণতা পূর্ণ হাসি হাসিয়া বলিলেন, "তুমি গোলযোগ না করিলেই হয়।"

প্রকৃত হউক আর অপ্রকৃত হউক নুরজিহানের দুই চক্ষু জলে পূর্ণ হইয়া গেল,—তিনি কাতরে বলিলেন, "হজরত এখনও আমার ভালবাসার প্রতি সন্দেহ করেন।"

জাহাঙ্গির বলিলেন, "তাহা করি না,—কখনই করি নাই,—কখনও করিব না। তবে এটা স্বাভাবিক যে তোমায় সারিয়ারের উপর আমার অন্য ছেলে অপেক্ষা অধিক টান হইবে——"

নুরজিহান ব্যগ্রভাবে বলিলেন, "আমি হজরতের অঙ্গ স্পর্শ করিয়া শপথ করিয়াছি যে আমি আপনার জীবিতকালে সারিয়ারকে সিংহাসনে বসাইবার কখনই চেষ্টা পাইব না।"

"পরে ?"

"পরে—কেন হজরতের কাছে সত্য কথা গোপন করিব। হজরতের পূর্ব্বেই আমি যাইতে ইচ্ছা করি। যদি ভগবান সে

সৌভাগ্য না প্রদান করেন,——তবে নিশ্চয়ই সারিয়ারকে দিল্লীর সিংহাসনে বসাইতে চেষ্টা পাইব।"

"কেন—তাহার বড় ভাই আছে,—আইন ও ধর্ম্ম সঙ্গত তাহারই কি সিংহাসন পাওয়া উচিত নহে।"

"নিশ্চয়ই উচিত,—কিন্তু সাহাজাদা খুরম বাদসাহ হইলে মোগল সাম্রাজ্য আর থাকিবে না,—প্রকৃত পক্ষে রাজপুতের হইবে।"

"মোগল সাম্রাজ্য মহামতি আকবর সাহ হইতে রাজপুতের বাহু-বলে প্রতিষ্ঠিত নহে কি?"

"সে কথা স্বীকার করি।—কিন্তু এতদিন তাহারা দাস ছিল,—খুরম বাদসাহ হইলে তাহারাই সর্ব্বেসর্ব্বা হইবে;—খুরম তাহাদের হাতে ক্রীড়নক মাত্র রহিবে।"

বাদসাহ হাসিয়া বলিলেন, "যাক্,—মোগল সাম্রাজ্যের ভবিষ্যতে কি হইবে,—তাহা আমার জানিবার জন্য মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন নাই। আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করিব।"

"হজরত অনুজ্ঞা করুন।"

"পরবেসকে খুন করিয়াছে কে?"

সার্পিণীর ন্যায় নুরজিহান মস্তক তুলিয়া বাদসাহের মুখের দিকে চাহিলেন,—দেখিলেন তিনি অতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে চাহিয়া আছেন।

নুরজিহান কয়েক মুহূর্ত্ত কথা কহিলেন না,—তৎপরে সবেগে বলিলেন, "হজরত কি মনে করেন আমি তাহাকে হত্যা করিয়াছি।"

জাহাঙ্গির ধীরে ধীরে বলিলেন, "না,—তাহা মনে করি না,—আমি জানি তোমার দ্বারা এ কার্য্য অসম্ভব। অনুসন্ধানে জানিয়াছি সাহাজাদা শিবিরে কতকগুলি স্ত্রীলোক লইয়া আমোদ প্রমোদ করিতেছিলেন,—এই সময়ে তাঁহাকে না দেখিতে পাইয়া মোগল

সৈন্য রণে ভঙ্গ দেয়,—স্ত্রীলোকগণও চারিদিকে পলায়;—কিন্তু একজন তাঁহার নিকট ছিল,—এই স্ত্রীলোক কে?"

বাদসাহ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে নুরজিহানের মুখের দিকে চাহিলেন;—নুরজিহান ধীরে ধীরে বলিলেন, "হজরত যাহা অবগত হইয়াছেন, আমিও তাহাই অবগত হইয়াছি। এই বাঁদী সাহাজাদাকে সুরার সহিত নিশ্চয়ই বিষ দিয়াছিল।"

"হাকিমগণ সাহাজাদার মৃতদেহ পরীক্ষা করিয়া,—তাহাই বলিয়াছেন।"

"আমি এ সম্বন্ধে অনেক অনুসন্ধান করিয়াছি,—কিন্তু এই স্ত্রীলোক যে কে, তাহা এখনও জানিতে পারি নাই;—এখনও অনুসন্ধান চলিতেছে।"

"সারিয়ারের প্রেরিত নয়?"

"না,—না;—কখনই নয়।"

"সাহাজাদীর নয়?"

"হজরত,—আপনি কি বলিতেছেন?"

"যাক্,—যে গিয়াছে, সে গিয়াছে! পরবেসের স্ত্রীলোক শত্রুর অভাব ছিল না,—আমি জানি, তাহার হস্তে অনেকের অনেক সর্ব্বনাশ হইয়াছে! ইহাদের কেহ যে তাহাকে বিষ খাওয়াইবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কি? এখন তোমার একখানা পত্র আছে।"

"আমার পত্র!"

"হাঁ,—ইহাতে বিস্ময়ের বিষয় কি?"

"আপনার কাছে পাঠাইয়াছে।"

"হাঁ,—পত্র আমাকেই লিখিয়াছে,—তবে তোমাকে দেখাইতে অনুরোধ।"

নুরজিহান প্রকৃতই বিস্মিত হইয়া, বাদসাহের মুখের দিকে

চাহিয়া রহিলেন! বাদসাহ একখানি পত্র তাঁহার হাতে দিলে, বাদসাবেগম একদৃষ্টে দেখিয়া, অতি বিস্মিতা ও উৎকণ্ঠিতাভাবে বলিয়া উঠিলেন, "জুলেখা!—মরে নাই!"

বাদসাহ মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "না,—স্বশরীরে বাঁচিয়া আছে; তোমাকেও সে ঠকাইয়াছে,—ইহাই তাহার বাহাদুরি!"

নুরজিহান বাদসাহের কথায় কাণ না দিয়া, অতি ব্যগ্রভাবে পত্রখানি পাঠ করিতে লাগিলেন। জুলেখা লিখিয়াছে;—

"জাহাপনা,—

দাসী বহুকাল নুরজিহানের বাঁদী ছিল, তাহা আপনি জানেন; কিন্তু দাসীর ইতিহাস কিছুই জানেন না;—বাদসাবেগম ব্যতীত এ সংসারে আর কেহই জানে না! দাসী চিরকালের জন্য এই শোকতাপপূর্ণ সংসার হইতে চলিয়া যাইতেছে,—তাহাই বাদসাহকে তাহার ইতিহাস একটু বলিয়া যাইতে উৎসুক হইয়াছে। সংক্ষেপে বলিব,—হজরতের অমূল্য সময় বৃথা নষ্ট করিব না।

সের আফগান আমার স্বামীকে হত্যা করিয়া, আমায় তাহার স্ত্রীর বাঁদী করে,—আমার শ্বশুরকে বলে মুসলমান করে,—তিনি আমার ক্ষুদ্র কন্যাকে লইয়া দেশ ছাড়িয়া পলায়ন করেন। তাঁহার সঙ্গে আমাদের পুরাতন চাকর বেহারীচরণ ও আমার কন্যার দাই শ্যামার মাও পলাইয়া যায়!

সের আফগানের দণ্ড আপনার হস্তে ভগবান দিয়াছেন! সে আমার স্বামীকে হত্যা করিয়া আমাকে লইয়াছিল,—আপনিও তাহাকে হত্যা করিয়া, তাহার পত্নীকে লইয়াছিলেন; আমি নুরজিহান বাদসাবেগমের বাঁদী হইয়া, আগ্রার বেগম-মহলে এই বহুকাল বাস করিয়াছি! কিন্তু আমি বাঁদী হইয়াছিলাম বলিয়া ভাবিবেন না যে, মনে মনে আমি এই অপমানের কোন প্রতিশোধ লইতে শপথ

করি নাই। হাঁ,—করিয়াছিলাম,—প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম যেরূপে হয়, আমার কন্যাকে বাদসাবেগম করিব;—আর তাহার নিকট নুরজিহানকে ভিক্ষাপ্রার্থিনী করিব!

আমার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হইয়াছে! আমার কন্যার সহিত সাহাজাদা খুরমের বিবাহ হইয়া গিয়াছে! আপনার অবর্ত্তমানে সাহাজাদা সাজাহান নামে বাদসা হইবেন,—আমার কন্যা মাম তাজমহল নামে জগতখ্যাতা হইবে!

সকল কথা বলিবার প্রয়োজন নাই। সলাবত খাঁ নাম লইয়া, আমার শ্বশুর মহাশয় বহুকাল ফতেপুরে বাস করিয়াছেন। তাঁহার বৃদ্ধ ভৃত্য মহম্মদজান ও বৃদ্ধা বাঁদী হামিদা আমাদেরই পুরাতন দাস ও দাসী;—আমার কন্যা তাঁহার নিকটই লালিতা পালিতা হইয়াছিল;—এই ফতেপুরেই সাহাজাদার সহিত তাহার বিবাহ হইয়াছে! হজরত যখন ফতেপুরে উপস্থিত হইয়াছিলেন,—সে সময়েও সাহাজাদা ফতেপুরেই ছিলেন! আপনার সহিত রাত্রে তাঁহার সাক্ষাৎ পর্য্যন্ত হইয়াছিল,—বাদসা রাত্রে মরিয়ম বিবির গৃহে যে ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখিয়াছিলেন,—তখনও তথায় সাহাজাদা উপস্থিত ছিলেন!"

শুনিলাম নাকি হজরত ফতেপুর ভূমিসাৎ করিবার অনুজ্ঞা করিয়াছেন! পিতার অত বড় কীর্ত্তি নষ্ট করিবেন না! ভূত প্রেত তথায় কিছুই নাই! আমাদের ভৃত্য বেহারীচরণ হরবোলা ও বহুরূপী,—সেই এই সকল ভূত দেখাইয়াছিল! হজরতও তাহাতে বিস্মিত হইয়াছিলেন!

বাদসাবেগমকে এই পত্র দেখাইবেন। আমি জানি, তিনি আমায় নিজ সহোদরার ন্যায় ভালবাসিতেন;—আমি তাঁহার কোন অনিষ্ট করিবার জন্য কখনও কোন চেষ্টা পাই নাই;—যাহা কিছু

করিয়াছি—আমার কন্যাকে দ্বিতীয় নুরজিহান করিব বলিয়া;—তাহাতে তাঁহার কোন অনিষ্ট হয় নাই,—কখনও হইবে না;—আমার কন্যা তাঁহাকে জননীসমা মান্য ও ভক্তি করিবে! যদি কিছু দোষ করিয়া থাকি,—সহস্রবার তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি;—আশা করি, দুঃখিনী,—হতভাগিনী,—জাতি,—দেশ,—ধর্ম্ম,—স্বামী,—গৃহ,—ধনজন হইতে বঞ্চিতা,—অভাগিনী বলিয়া আমায় ক্ষমা করিবেন!

আর এক শেষ কথা! গহরজান বলিয়া, একটী জাল-লোক বহুদিন হইতে বেগম-মহলে আছে,—হজরত যতদিন তাহার একটা কিছু ব্যবস্থা না করিতেছেন,—ততদিন দিল্লির খুন বন্ধ হইবে না; বেগম-মহলের ও মোগল দরবারের কলঙ্কও দূর হইবে না!

ভগবানের নিকট কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি,—হজরত দীর্ঘজীবী হইয়া সুখে স্বচ্ছন্দে থাকুন;—আমার কন্যা আজই বাদসা-বেগম হইবার জন্য ব্যাকুলা নহে!

ইতি

অভাগিনী,—

জুলেখা।"

জাহাঙ্গির বলিলেন, "ক্ষমা করিতেছ?"

নুরজিহান অতি বিষণ্ণস্বরে বলিলেন, "ভগবানের নামে বলিতেছি, হৃদয়-মন-প্রাণ দিয়া ক্ষমা করিতেছি।"

বাদসাহ কেবলমাত্র বলিলেন, "উচিত।"

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

বেহারীচরণের বিপদ।

বহু অনুসন্ধানেও যে তুলালী ও বেহারীচরণকে পাওয়া যায় নাই, তাহার বিশিষ্ট কারণ ছিল। যখন রাজপুতগণ মহা জয়ধ্বনি করিতে করিতে পর্ব্বত উপত্যকায় প্রবেশ করিল,—তখন বেহারীচরণ ক্ষুদ্র অশ্বপৃষ্ঠস্থ ফকিরের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিতেছিল! সহসা সে দেখিল, ফকির লম্ফ দিয়া অশ্ব হইতে নামিয়া, পাহাড়পথে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিল;—তাহার অশ্ব পশ্চাতে শত সহস্র অশ্বের পদশব্দ শুনিয়া, প্রাণভয়ে পলাইতে গিয়া, পাহাড় হইতে গড়াইতে গড়াইতে বহুদূরে নিম্নে গিয়া পতিত হইল!

এই ফকির যেই হউক,—ইহাকে কিছুতেই পলাইতে দেওয়া উচিত নহে ভাবিয়া, বেহারীচরণ ক্ষণবিলম্ব না করিয়া, তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিল;—লুলিয়া বা সাহাজাদাকে কোন কথা বলিবার অবসর পাইল না!

কোন্ দিকে ফকির পলাইয়াছে,—তাহা সে প্রথমে স্থির করিতে পারিল না;—পাহাড়পথে ছুটাছুটিও সহজ কাজ নহে,—তাহাতে চারিদিকেই অল্প বিস্তর ঝোঁপ;—কেহ লুকাইয়া থাকিতে ইচ্ছা করিলে,—তাহাকে এখানে সে কার্য্য সম্পাদন করিবার জন্য আদৌ কষ্ট পাইতে হয় না!

তবে বেহারীচরণ জানিত যে, সে ফকিরকে বড় অধিকক্ষণ তাহার দৃষ্টির বহির্ভূত হইতে দেয় নাই। সে যেখানেই যাউক,— বড় অধিকদূর পলাইতে পারে নাই;—তাহাই সে অতি সন্তর্পণে পর্ব্বতপথে চলিল! পথের দুই পার্শ্বের সমস্ত ঝোঁপ বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখিতে লাগিল,—মধ্যে মধ্যে দাঁড়াইয়া কাণ পাতিয়া শুনিতে

লাগিল ;—কেহ কোনদিকে চলিলে,—সে শব্দ বেহারীচরণের কর্ণে না প্রবেশ করিয়া, যাইতে পারিত না !

বেহারীচরণ যাইতে যাইতে ভাবিল, "দুলালী নিশ্চয়ই তাহার সঙ্গ লইয়াছে ;—না হইলে, সেই বা কোন্ দিকে গেল ! তাহার পলাইবার তো কোন কারণ নাই ! ফকির যেদিকে পলাইয়াছিল, সেদিকে জনপ্রাণী কেহ ছিল না ;—কিন্তু অপরদিকে গ্রামবাসী অনেকে সমবেত হইয়াছিল,—নিম্নে উপত্যকা রাজপুত যোদ্ধায়পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল ! এক স্থানে এক উচ্চ পর্ব্বতশৃঙ্গে বেহারীচরণ উঠিল। দেখিল, মহম্মদ তোকী তাঁহার মোগলসেনা লইয়া বহুদূরে চলিয়া গিয়াছেন ;—তাঁহাদিগকে কেবলমাত্র অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেখা যাইতেছে !

সহসা বেহারীচরণ স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল ! কাণ পাতিয়া শুনিতে লাগিল,—তাহার পর অতি সন্তর্পণে অথচ দ্রুতপদে পাহাড়-পথে ছুটিল ! পথ সম্মুখে ঘুরিয়া গিয়াছে,—যেমন বেহারীচরণ পথ ঘুরিল,—অমনই সম্মুখে এক ভয়াবহ দৃশ্য দেখিল ! যাহা দেখিল, তাহাতে তাহার হৃদয়ের রক্ত যেন জল হইয়া গেল ;—মুহূর্ত্তের জন্য সে স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল !

দেখিল,—দুলালী ফকিরের পা কামড়াইয়া ধরিয়াছে,—ফকির যন্ত্রণায় অস্পষ্ট আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিয়াছিল ;—সেই শব্দই বেহারী-চরণের কাণে প্রবেশ করিয়াছিল,—সেই শব্দ ধরিয়াই বেহারীচরণ তাহাদের নিকট উপস্থিত হইতে সক্ষম হইয়াছিল ! দেখিল,—ফকির তাহার হস্ত হইতে মুক্ত হইবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা পাইতেছে ;—বস্ত্রমধ্য হইতে এক ভয়াবহ ছোরা বাহির করিয়াছে ! আর এক মুহূর্ত্ত,—আর এক মুহূর্ত্তের মধ্যে সে দুলালীকে হত্যা করিবে ! মুহূর্ত্তের জন্য বেহারীচরণ এ ভয়াবহ দৃশ্য দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়াছিল,

কিন্তু সে কেবল মুহূর্ত্তের জন্য;—সে পর মুহূর্ত্তেই ক্ষিপ্ত ব্যাঘ্রের ন্যায় দুর্ব্বৃত্ত ফকিরের উপর পতিত হইল! সবলে তাহার হাত ধরিল, দুলালী পা ছাড়িয়া দিয়া, সবলে ফকিরের পশ্চাতে ঢুঁ মারিল;—ফকির ও বেহারীচরণ ভূমিসাৎ হইল!

তাহাদের উঠিবার পূর্ব্বেই, দুই মহা বলবান পাঠান বেহারী-চরণের উপর পতিত হইয়া, নিমিষে তাহার মুখ বাঁধিয়া ফেলিল,—নিমিষে সুদৃঢ় রজ্জুতে তাহার হাত পা বাঁধিয়া, তাহাকে ধরাধরি করিয়া লইয়া ছুটিল! তাহারা দুলালীকে দেখিতে পায় নাই,—পার্শ্বে বড় একটা গাছ ছিল,—বাঁদরের ন্যায় ক্ষিপ্রগতিতে দুলালী গাছে গিয়া উঠিয়াছিল!

পার্শ্বে পর্ব্বতপার্শ্বে জঙ্গলের ভিতর তিনটী বেগবান অশ্ব লুক্কাইত ছিল। দুর্ব্বৃত্তগণ বেহারীচরণকে একটী অশ্বের পেটের সহিত সুদৃঢ়ভাবে বাঁধিল,—তৎপরে দুইজনে দুই অশ্বে উঠিল;—ফকিরও তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে আসিয়াছিল,—সেও একটা অশ্বে উঠিতে উদ্যত হইয়া বলিল, "সেই বদমাইস লেড়কী কোথায়?"

তাহারা বলিল, "কই,—তাহাকে দেখিতে পাই নাই!"

ফকির বলিয়া উঠিল, "নিশ্চয়ই আছে;—পাটা কামড়াইয়া রক্তারক্তি করিয়াছে!"

একজন বলিল, "তবে বোধ হয় বাঁদর,—এখানে বাঁদরের উপদ্রব ভয়ানক!"

ফকির দন্তে দন্ত পেষিত করিয়া বলিল, "বিয়াকুব,—আমার কি চোখ নাই!"

অপরে বলিল, "জান,—আর এখানে দেরি করিলে ধরা পড়িব; এখনই ইহার খোঁজ পড়িবে।"

ফকির বলিল, "এ কথা ঠিক,—আর দেরি করা নয়।"

"কোন্ দিকে ?"

"যেদিকে রাজপুত নাই।"

"তবে এই দিকে এস।"

তাহারা দ্রুতগতিতে অশ্ব ধাবিত করিতে চেষ্টা পাইল,—কিন্তু এ তো দিল্লির প্রান্তর নহে,—এ রাজপুতানার পথ ;—এখানে অশ্ব ধাবিত করা দুঃসাধ্য ! কোন ঘোড়াই ছুটিয়া উপরে উঠিতে পারে না,—আবার ছুটিয়া নামিতে গেলে, প্রাণে মারা যাইবার বিশেষ সম্ভাবনা ;—সুতরাং ফকিরের নিতান্ত ইচ্ছা সত্ত্বেও তাহাদের গতির বেগ বিশেষ প্রবল হইল না। ইহাতেই দুলালীর সুবিধা হইল,—সে গাছ হইতে নামিয়া,—সত্বর পাহাড়পথে এক দিকে চলিল। এক গাছের কোটর হইতে কতকগুলি বস্ত্রাদি টানিয়া বাহির করিয়া, নিমিষ মধ্যে সে এক নূতন মূর্ত্তি ধারণ করিল ! তাহারও ঘোড়া ছিল,—নতুবা সে কখনই এতদিন এই ফকিরবেশী গহরজানের অনুসরণ করিতে পারিত না। এক জনশূন্য স্থানে তাহার অশ্ব চরিতেছিল,—সে মুহূর্ত্ত মধ্যে অশ্বে আরোহণ করিল ;—গাছ হইতে সে দেখিয়া লইয়াছিল যে, ফকির কোন্ দিকে যায় ;—সুতরাং দূরে থাকিয়া তাহাদের অনুসরণ করিতে তাহাকে অধিক ক্লেশ পাইতে হইল না !

যখন মহারাণা সাহাজাদার সহিত কথা কহিতেছিলেন,—সেই সময়ে ফকির ও তাহার সঙ্গীদ্বয় বেহারীচরণকে লইয়া বহুদূরে চলিয়া গিয়াছে। ইহাদের অনুসরণ করিবার জন্য দুলালী লুলিয়াকে পর্য্যন্ত কোন সংবাদ দিতে পারিল না !

বহুদূর তিনজনেই নীরবে আসিল,—বেহারীচরণ ঘোড়ার পেটের সহিত সেইরূপ আবদ্ধ আছে ;—সুতরাং তাহার অবস্থা যে আদৌ সুখজনক হয় নাই,—তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। কিন্তু উপায় নাই ;

তাহার জীবনে কখন আর এমন দুর্দ্দশা হয় নাই ;—তবে বেহারী-চরণ হতাশ হইবার পাত্র নহেন,—তিনি মনে মনে বলিলেন, "থাক শালারা!"

ক্রমে জনশূন্য মরুপ্রদেশ শেষ হইয়া আসিল,—দূরে দূরে গ্রাম দেখা যাইতে লাগিল ;—এই সময়ে ফকিরের একজন সঙ্গী বলিল, "জান,—এই বুড়ো বেটাকে নিয়ে গিয়ে কি লাভ?—কাজ হলো না,—এই যথেষ্ট!"

ফকির বলিল, "এই বুড়ো শালাই যত নষ্টের মূল!"

"তা হতে পারে,—কিন্তু বাদসাবেগম তো একে চান না!"

"একে দেখ্‌লে বুঝ্‌তে পার্ব্বেন যে, আমরা ঠিক সাহাজাদাকে ধরেছিলাম। মহম্মদ তোকী বলিবে,—রাজপুত না এলে সাহাজাদা কিছুতেই পালাতে পারিতেন না,—তাহা হইলেই হইল ;—আমাদের বক্‌সিস মারা যাবে না!"

"এ কথা ঠিক বলেছ ;—না হইলে, হয়তো বাদসাবেগম আমাদের কথা বিশ্বাসই কর্ব্বেন না!"

"নিশ্চয়ই,—এই জন্যই এ শালাকে নিয়ে যাচ্চি ;—শালা আপনি এসে ধরা দিয়েছে!"

"ভাগ্‌গিস্ আমরা কাছে ছিলাম,—তুমি একা একে পাকড়াও কর্ত্তে পার্ত্তে না ;—এ কথাটা যেন বক্‌সিসের সময় ভুলে যেও না ভাই!"

অপরে এতক্ষণ নীরব ছিল,—এতক্ষণে সে কথা কহিল। বলিল, "আমরা গ্রামের পথে এসেছি,—আমরা এমন করে একটা মানুষ ধরে নিয়ে যাচ্চি,—লোকে দেখ্‌তে পেলে, ভারি গোল করে তুল্‌বে!"

ফকির বলিল, "এ কথা ঠিক বলেছ,—বেটাকে খোল ;—একটা

ঘোড়ার পিঠে তোমাদের একজনের সাম্‌নে বসিয়ে নিয়ে গেলে, শালা পালাতে পার্ব্বে না।"

"তা পার্ব্বে না,—কিন্তু যদি শালা গ্রামের লোক ডেকে কিছু গোল করে?"

"স্পষ্ট বলা,—তা হলে গলায় ছুরি দিয়ে, আমরা ঘোড়া ছুটিয়ে পালাব।"

"বেশ কথা!"

তিনজনে অশ্ব দাঁড় করাইল,—তাহার পর অশ্ব হইতে নামিয়া, দুর্ভাগ্য বেহারীচরণকে খুলিল;—বেহারীচরণ উঠিয়া বসিয়া হাঁপ ছাড়িল!

ফকির চক্ষু লাল করিয়া বেহারীচরণের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "শালা,—তুমি যে বদমাইস,—তা আমি জানি।"

অতি বিনীতস্বরে বেহারীচরণ বলিল, "যা বলেন হুজুর!"

"চুপ্ শালা!—যা বলি শোন বদমাইস।"

"হুজুর,—আজ্ঞা করুন!"

"তোমায় শালা আগ্রার দরবারে যেতে হ'বে।"

"সে তো আমার পরম সৌভাগ্য,—সে তো আমার পরম সৌভাগ্য!"

"সেখানে গেলে টের পাবে শালা! এখন আমি যা বলি,—তা শোন!"

"আজ্ঞা করুন,—হুজুর!"

"এই আমার লোকের সাম্‌নে ঘোড়ায় বসে যাবি,—যদি কোন লোককে কোন কথা বলিতে চেষ্টা কর্ব্বি,—তা হলে তখনই তুই জবাই হবি।"

"দোহাই আল্লা!"

"তুই না শালা হিন্দু ?"

"বিপদের সময় লোকের ভগবানের সত্যি নাম মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ে।"

তিনজনেই হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। "চ শালা" বলিয়া একজন গলায় ধাক্কা মারিতে মারিতে লইয়া গিয়া,—তাহাকে একটা ঘোড়ার পিঠে তুলিয়া দিয়া,—নিজেও তাহার পশ্চাতে উঠিয়া বসিল। তখন তাহারা তিনজনে তীরবেগে ঘোড়া ছুটাইয়া আগ্রার দিকে চলিল। বেহারীচরণ আপনার মনে মনে বলিল, "থাক শালারা !"

পথ গ্রামের মধ্য দিয়া,—এক ঘোড়ায় দুইজনকে যাইতে দেখিয়া, অনেকেই বিস্মিত হইয়া তাহাদের মুখের দিকে চাহিতে লাগিল ! কেহ কেহ বলিল, "লোকটা বুড়ো,—বোধ হয় ইহার পথে চলিবার ক্ষমতা নাই ;—তাই এই মুসলমানেরা দয়া করিয়া ইহাকে লইয়া যাইতেছে।"

বেহারীচরণ আপন মনে মনে বলিল, "এই শালাদের দয়াই বটে।"

গ্রাম উত্তীর্ণ হইলে, ফকির তাহার ঘোড়া বেহারীচরণের নিকটে আনিয়া,—তাহার গালে সবলে এক চপেটাঘাত করিয়া বলিল, "এসা সমজানে চাই !"

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

দুলালীর দৌত্য।

পথে আর কোন দুর্ঘটনা ঘটিল না,—অনেক গ্রামের মধ্য দিয়া পাঠানেরা বেহারীচরণকে লইয়া চলিল ;—কিন্তু বেহারীচরণ নির্ব্বাক্,—সহসা যেন সে হাবা হইয়া গিয়াছে! ফকির ইহাতে তাহার উপর কতক সন্তুষ্ট হইয়াছে,—বিশেষতঃ তাহারা এক্ষণে রাজপুত রাজ্য উত্তীর্ণ হইয়া,—মোগল রাজ্যে আসিয়া পড়িয়াছে; সুতরাং তাহাদের সাহস এখন বাড়িয়া গিয়াছে ;—এখন তাহাদের আর কোনই ভয় নাই,—তাহারাই যেন এখন তথাকার হর্ত্তা,—কর্ত্তা,—বিধাতা!

সন্ধ্যার সময় তাহারা এক মসফর খানায় আসিয়া উপস্থিত হইল। দেখিল, তথায় মহম্মদ তোকী সদলে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন! ফকির, দুর্ভাগ্য বেহারীচরণকে গলা ধাক্কা দিতে দিতে সেনাপতির সম্মুখে নীত করিল। তিনি বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ কে!"

ফকির বলিল, "এই লোকটা সাহাজাদার সঙ্গে ছিল,—তাহাই ধরিয়া আনিয়াছি।"

"ফল?"

"ফল এই ;—বাদসাবেগম ইহাকে দেখিলে, আমাদের কথা বিশ্বাস করিবেন।"

মহম্মদ তোকী যে কার্য্যে গিয়াছিলেন,—তাহাতে বিফল মনোরথ ও লাঞ্ছিত হইয়া ফিরিতেছিলেন ;—সুতরাং তাঁহার মেজাজ আদৌ ভাল ছিল না। তিনি বিরক্তভাবে বলিলেন, "তোমার ফল তুমিই দেখ গে যাও!"

ফকির ভ্রুকুটী করিল,—মনে মনে মহম্মদ তোকীর সর্ব্বনাশ সাধনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইল;—কিন্তু কোন কথা না কহিয়া,—হত-ভাগ্য বেহারীচরণকে টানিয়া লইয়া, মসফর খানার একপার্শ্বে আনিল। পাঠানদিগকে বলিল, "দেখিস্ খুব নজর রাখিস্,—যেন পালায় না।"

বেহারীচরণ বৃদ্ধ,—তাহাতে সে গো বেচারির ন্যায় ফ্যাল্ ফ্যাল করিয়া চাহিতেছিল,—এরূপ লোককে ধরিয়া আনিবার অর্থ কি ভাবিয়া অনেকে বিস্মিতভাবে গহরজান বা মহম্মদ জানের মুখের দিকে চাহিতে লাগিল,—কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করিল, "ইহাকে ধরিয়া লইয়া চলিয়াছ কেন?" কিন্তু জান মহম্মদ বিরক্তভাবে কেবলমাত্র বলিল, "শালা ডাকু আছে!" তাহারা হাসিল,—আর কোন কথা কহিল না।

সকলেই স্থানে স্থানে আহারাদি রন্ধনের আয়োজন করিতেছিল, গৃহ প্রাঙ্গণে অশ্বগণ দানা খাইতেছিল,—মসফর খানায় একটা আজ মহা হৈ হৈ রৈ রৈ শব্দ পড়িয়া গিয়াছিল,—বহুকাল বোধ হয় এরূপ ব্যাপার আর কেহ কখনও দেখে নাই!

বেহারীচরণ আর কি আহার করিবে,—তাহাকে কেহ কিছু আহার করিতেও দিল না,—সে তাহার মস্তকের পাগড়ীর কাপড়খানি মুড়ি দিয়া শয়ন করিল;—একজন পাঠান তাহার পাহারায় তাহার পার্শ্বে বসিয়া রহিল। চারিদিকেই লোক জন আহার বিহার করিতেছিল,—সুতরাং তাহার পলাইবার কোন উপায় ছিল না। সে জানিত, সে বিন্দুমাত্র পলাইবার চেষ্টা করিলে,—এই ভীমমূর্ত্তি পাঠান তাহাকে জবাই করিতে ক্রটী করিবে না।

সহসা মোগলযোদ্ধাগণের মধ্যে এক মহা বিপর্য্যয় ঘটিল! সকলেই বিকট দৃষ্টিতে সকলের মুখের দিকে চাহিতে লাগিল!

কেহ কেহ উঠিয়া দাঁড়াইল;—পাঠান ক্ষিপ্ত ব্যাঘ্রের ন্যায় গর্জ্জিয়া বলিল, "জান মহম্মদ,—তুমি আমায় হঠাৎ এমন করিয়া গালি দিবার কে?"

জান মহম্মদ দূরে বসিয়া আহার করিতেছিল,—সে কোন উত্তর দিবার পূর্ব্বেই, পাঠান ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া বলিল, "জান মহম্মদ,—মুখ সামলাইয়া কথা কও!"

জান মহম্মদ বিস্মিত হইয়া বলিল, "তুমি কি ক্ষেপিয়াছ?—আমি তোমায় গালি দিব কেন?—দেখিতেছ না,—আমি রুটী খাইতেছি!"

পাঠান গর্জ্জিয়া বলিল, "আবার মিথ্যা কথা! আমি নিজের কাণে শুনিয়াছি।"

সহসা বাণবিদ্ধের ন্যায় জান মহম্মদ ফিরিল! কে তাহার পশ্চাৎ হইতে তাহার কাণের নিকট বলিল, "দূর শালা!" সকলেরই কাণের নিকট এই বুলি,—সকলেই লম্ফ দিয়া উঠিল;—একটা মহা দাঙ্গা মারামারি হইবার উপক্রম হইয়া উঠিল! ব্যাপার কি দেখিবার জন্য মহম্মদ তোকী ছুটিয়া আসিলেন!

এই সময়ে আর এক ব্যাপার ঘটিল,—নিকটে ব্যাঘ্র ভয়াবহ গর্জ্জন করিয়া উঠিল;—সকলে বাঘ বাঘ বলিয়া ভয়ে ভিতর দিকে ছুটিল! চারিদিকে হৈ হৈ শব্দ উঠিল! জান মহম্মদ ও পাঠানদ্বয় এই সকল ব্যাপারে বেহারীচরণের কথা ভুলিয়া গিয়াছিল,—ইচ্ছা করিলে এই গোলমালে বেহারীচরণ অনায়াসে পলাইতে পারিত;—কিন্তু সে নড়িল না;—পূর্ব্ববৎ সর্ব্বাঙ্গে কাপড় মুড়ি দিয়া পড়িয়া রহিল!

মহম্মদ তোকী মশাল জ্বালিতে বলিলেন। তখন তিনি কয়েকজন সাহসী পুরুষ সঙ্গে লইয়া, বাঘ শিকারে বহির্গত হইলেন;—

কিন্তু কোথায়ও বাঘের কোন চিহ্ন দেখিতে পাইলেন না! অনেক-ক্ষণ চারিদিক তন্নতন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিয়া, হতাশ হইয়া ফিরিলেন;—বলিলেন, "সকলে সাবধানে থাক,—বোধ হয় নিকটেই আছে!—আবার আসিতে পারে। যদি সন্ধান পাও,—তখনই আমায় সংবাদ দিবে।"

সেনাপতি শয়ন করিতে যাইতেছিলেন,—জান মহম্মদের পার্শ্বে আসিয়া স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলেন! জান মহম্মদ একস্থানে পাগড়ী পোষাক জড় করিয়া রাখিয়াছিল,—তাহা অঙ্গুলী দিয়া দর্শাইয়া, তিনি বলিয়া উঠিলেন, "একি,—তোবা! তোবা!"

কাপড়ের ভিতর শূকর ছানা ডাকিতেছে! শূকরের অত্যদ্ভুত মধুর শব্দ চিনিতে কাহারই ক্লেশ হয় না! মুসলমানের পাগড়ীর ভিতর শূকর! চারিদিকে মুসলমানগণ আহার করিতেছে,—তাহার ভিতর শূকর! রাগে মহম্মদ তোকীর মুখ লাল হইয়া উঠিল,—তিনি অতি ভয়াবহ স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ফকির,—একি?"

ফকির কে,—কোথা হইতে আসিয়াছে,—তিনি তাহার কিছুই জানিতেন না! নুরজিহানের আজ্ঞায় তিনি ফকিরের সঙ্গে আসিয়া-ছিলেন,—এই মাত্র;—কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবার নিয়ম ছিল না,—কিন্তু সে যেই হউক,—বাদসাবেগমের মহা প্রিয় হইলেও,—মুসলমানদিগের আহার স্থানে এরূপ শূকর আনিয়া, তাহাদিগকে অপমান করার ন্যায় অন্যায় কার্য্য আর হইতে পারে না! তিনি গর্জ্জিত স্বরে বলিলেন, "ফকির,—একি!"

সকলেই সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইলে,—শূকর ছানা বস্ত্র-মধ্যে আরও কঠোর চীৎকার আরম্ভ করিয়াছে! সকলে স্তম্ভিত,—বিস্মিত,—রাগে উন্মত্ত;—জান মহম্মদের মুখে কোন কথা নাই,—সে মন্ত্রমুগ্ধবৎ সর্পের ন্যায় তাহার বস্ত্রাদির দিকে বিস্ফারিতনয়নে

দৃষ্টিপাত করিয়া আছে;—শূকর ছানা আরও বিকট চীৎকার করিতেছে!"

মহম্মদ তোকী বলিলেন, "তুমি বাদসাবেগমের লোক না হইলে, তোমার শির লইতাম।"

কিন্তু সকলের সেনাপতির ন্যায় ধৈর্য্য নাই! একজন ঠাস করিয়া জান মহম্মদের গালে এক চড় মারিল;—সে যাতনায় আর্ত্তনাদ করিয়া,—প্রায় কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "আল্লার দোহাই, আমি ইহার কিছুই জানি না;—কোন কাফের বদমাইসি করিয়া এ কাজ করিয়াছে!"

সকলের আহার নষ্ট হইয়া গেল। সকলে "তোবা,—তোবা" বলিতে বলিতে আহারীয় বাহিরে ফেলিতে আনিল। একজন একটা বাঁশ আনিয়া শূকর তাড়াইতে উদ্যত হইল;—এ জঘন্য জীব স্পর্শ করিবে কে!

সকলে সরিয়া দাঁড়াইল,—মোগলগণ দূরে সাবধানে দাঁড়াইয়া, দীর্ঘ বংশ দিয়া ফকিরের বস্ত্রাদি সরাইয়া দিল;—অমনই শূকরের চীৎকার বন্ধ হইল;—ভিতরে কিছুই নাই! তখন সকলে অতি বিস্ময়ে পরস্পর পরস্পরের মুখের দিকে চাহিতে লাগিল! সকলেরই মুখ অতি গম্ভীর হইল।

মহম্মদ তোকী বলিলেন, "ভাল করিয়া দেখ;—এই মাত্র ডাকিতেছিল।"

মোগল বাঁশ দিয়া, ফকিরের বস্ত্রাদি দূরে নিক্ষিপ্ত করিল;—কোথায়ও কিছু নাই!"

একজন বলিল, "হুজুর,—হয়তো বাহিরে ডাকিতেছিল;—রাত্রে এরূপ শব্দ শুনিবার ভুল হইয়া থাকে।"

মহম্মদ তোকী চিন্তিতভাবে বলিলেন, "তাহাই সম্ভব;—মশাল

লইয়া বাহিরে দেখ।" সকলে মশাল লইয়া, একবার বাঘের অনুসন্ধানে গিয়াছিল,—এবার আবার শূকরের অনুসন্ধানে চলিল; চারিদিকে বহু অনুসন্ধান করিল,—কিন্তু শূকরের কোন অনুসন্ধান পাইল না!

তখন একজন মস্তক কুণ্ডয়ন করিতে করিতে সেনাপতিকে বলিল, "মনসবদার সাহেব,—এ স্থানটায় রাত্রে না থাকিলে, ভাল হয় না কি?"

মহম্মদ তোকী মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "তোমার ভূতের ভয় হইয়াছে নাকি?"

সে বিনীতস্বরে বলিল, "হুজুর,—এমন কোন কোন বাড়ীতে দানোর দৃষ্টি পড়িয়া থাকে;—ঐ শুনুন!"

দূর আকাশ হইতে কে যেন বলিতেছে, "ঐঁ যাঁই,——ঐঁ যাঁই,——ঐঁ যাঁই————"

শব্দ যেন আকাশ হইতে মর্ত্ত্যে নামিয়া আসিতেছে! মোগলগণের মুখ শুখাইয়া গেল,—তাহাদের হৃদয় সবলে স্পন্দিত হইতে লাগিল;—তাহাদের পা স্পষ্টতঃ থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল! মহম্মদ তোকী বলিলেন, "শীঘ্র অশ্ব প্রস্তুত কর;—এখানে থাকা আর নয়!"

সেনাপতির মুখ হইতে বাক্য নিঃসৃত হইতে না হইতে মোগলগণ ছুটিয়া গিয়া, যে যাহার অশ্ব ধরিল;—মহম্মদজানের দুই পাঠান,—সর্ব্বাগ্রে গিয়া অশ্বে উঠিয়াছিল। মহম্মদজানও তাঁহার বস্ত্রাদি কুড়াইয়া লইবার কথা ভাবিলেন না,—যে অবস্থায় ছিলেন, সেই অবস্থাতেই ছুটিলেন;—"ঐঁ যাঁই" ভয়াবহ শব্দ নিকট হইতে নিকটতর হইয়া আসিয়াছে!

মোগলগণ সকলেই প্রায় অশ্বারোহণ করিয়াছে,—এই সময়ে

এক ভয়াবহ ক্রন্দন ধ্বনি চারিদিকে উঠিল,—শত শত স্ত্রীলোক কোথা হইতে আর্ত্তনাদ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল! মহম্মদ এ ক্রন্দন ধ্বনি আর একদিনও শুনিয়াছিলেন,—মোগলগণ উন্মাদের ন্যায় যে যাহার প্রাণ লইয়া উৰ্দ্ধশ্বাসে দিকগ্বিদিক শূন্য হইয়া ছুটিল!

তখন মুড়ি খুলিয়া বেহারীচরণ উঠিলেন। বলিলেন, "শালারা বেহারীচরণকে ধরে নিয়ে যাবেন,—বটে! ফকির যেমন গলা ধাক্কা দিয়াছিল,—তেমনই বিরনব্বয়ের ধাক্কার চড় খেয়েছে;—গালটা লাল হয়ে গেছে!"

বেহারীচরণ বাহিরে আসিলেন,—মসফর খানা জনশূন্য;—মোগলগণ বহুদূরে পলাইয়াছে! বেহারীচরণ বলিল, "তুলালী ছুঁড়ি দেখ্‌ছি সঙ্গে সঙ্গে এসেছে;—হীরের টুক্‌র,—কই ছুঁড়ি!"

"এই যে আমি।"

বলিয়া, তুলালী অন্ধকারের মধ্য হইতে বাহির হইয়া আসিল। বলিল, "কেমন বেহারীদাদা,—আমি "ঐ যাই" বুলি কি রকম শিখেছি?"

বেহারীচরণ বলিলেন, "বহুত আচ্ছা,—তুই আমার সাগরেত হতে পার্ব্বি! তাতেই তো জান্‌লেম তুই এসেছিস্‌,—আমি তার আগেই কাজ আরম্ভ করেছিলাম। আমাদের ধরে রাখে,—এমন বান্দা এ দেশে তো নেই!"

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

গহরজানের দুর্দ্দশা।

দুলালী বলিল, "এখন ?"

বেহারীচরণ বলিল, "এখন আমি আগ্রায় বাদসার কাছে যাব, মনে করেছি।"

"কেন ?"

এই শালা গহরজান বা জান মহম্মদ আর যে কেরামতই হোক,—এ থাকৃতে আমরা নিশ্চিন্ত হতে পার্ব্বো না। এ পাকে প্রকারে সাহাজাদাকে কোন রকমে হত্যা করিবার চেষ্টা করিবে, সুতরাং একে একেবারে সরান দরকার হয়েছে।"

"সাহাজাদাকে খুন কর্ব্বে ?"

"পারে,—নিশ্চয়ই কর্ব্বে। সাহাজাদা যতই কেন সাবধান থাকুন না,—এ লোকটা ভয়ানক লোক;—কোন সময়ে না কোন সময়ে সে সাহাজাদাকে কোন রকমে খুন কর্ব্বার সুবিধা পাইবে, তাহা হইলেই সর্ব্বনাশ হইয়া গেল;—এত পরিশ্রম,—এত চেষ্টা,—এত যত্ন সব বৃথা হয়ে যাবে!"

"তবে উপায় ?"

"তারই ব্যবস্থা কর্ব্বার জন্য আমি আগ্রায় যাচ্চি।"

"তোমায় যদি খুন করে ?"

"তাতে পৃথিবীর বেশী কোন ক্ষতিবৃদ্ধি হবে না। দুলালী,—তুই নিশ্চিন্ত থাক্,-গোয়ালা—পুত্র বেহারীচরণকে খুন করা কোন মিয়ার কাজ নয়!"

"আমিও তোমার সঙ্গে যাব,—দুজন এক সঙ্গে থাক্‌লে, জোর থাকে।"

"নিতাম সঙ্গে,—কিন্তু দরকার নেই,—বরং তুই সঙ্গে থাকলে কাজের গোল হবে। বিশেষতঃ মা, দিদি সকলেই আমাদের জন্য ভাবচে,—তুই প্রথমে উদয়পুরে গিয়ে দিদিমণির সঙ্গে দেখা করে গির্ণার পর্ব্বতে চলে যা,—আমি শীঘ্রই গিয়ে পৌছিব।"

"তাঁদের কি বলব ?"

"যা যা হয়েছে, সব বলবি। আমি যে গহরজানের ব্যবস্থা কর্ত্তে আগ্রায় গিয়েছি, তাও বলবি ;—গেঁজেয় টাকা আছে ?

"অনেক !"

"খরচ চলে যাবে ?"

"খুব,—দুলালীর খরচ চালাবার ভাবনা কি।"

"তা আমি জানি—এখন কিছু খাবার বন্দোবস্ত করা যাক,—গ্রামে গেলে কিছু না কিছু মিল্‌বে—এখনও বেশী রাত হয়নি।"

উভয়ে নিকটস্থ গ্রামে আসিয়া দেখিল, মুদী তখনও দোকান খুলিয়া বসিয়া আছে। বেহারীচরণ আটা, ডাল, কাট, হাঁড়ি প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া মসফর খানায় ফিরিল। তখন দুলালী রন্ধনকার্য্যে নিযুক্ত হইল। বেহারীচরণ হাসিতে হাসিতে বলিল, "বেটাদের এক বেটারও খাওয়া হয়নি। শূয়োরের ডাক শুনে তোবা তোবা কর্ত্তে কর্ত্তে সব খাবার আস্তাকুড়ে ফেলে দিয়েছে।"

দুলালীও হাসিয়া বলিল, "এখন কত রাত্রি ঘুম হবে না,—তাই দেখ।"

আহারাদির পর উভয়ে সে রাত্রি সেই মসফর খানায় কাটাইল, পরদিন প্রাতে দুলালীকে উদয়পুরের দিকে রওনা করিয়া দিয়া সেই সন্ন্যাসীর চেলার বেশে বেহারীচরণ আগ্রার দিকে যাত্রা করিল।

মহম্মদ তোকীর দলও অধিকদূর যাইতে পারে নাই ;—ছোড়ভঙ্গ

হইয়া গিয়াছিল,—ভয়ে কে কোনদিকে পালাইয়াছিল তাহার স্থিরতা ছিল না,—জানমহম্মদ অন্ধকারে পথ দেখিতে না পাইয়া উলটা পথে অনেকদূর চলিয়া গিয়াছিল, প্রাতে দেখিল সে আগ্রার দিকে না আসিয়া অপর দিকে আসিয়া পড়িয়াছে,—অনেকেরই এই অবস্থা ঘটিয়াছিল,—দিনের আলোকে পথ চিনিয়া তাহারা সকলে ফিরিতেছিল মধ্যে মধ্যে এ উহার সহিত মিলিত হইয়া, তাহারা অতি হতাশ ভাবে ভগ্নোৎসাহে আগ্রায় যাইতেছিল;—জানমহম্মদ দুই এক জনের পথে দেখা পাইয়া তাহাদের সঙ্গেই চলিয়াছে। এই অবস্থায় বেহারীচরণ অর্দ্ধপথে তাহাকে ধরিল।

ভয়ে সমস্ত রাত্রি ঘোড়া ছুটাইয়াছে, ঘোড়া অর্দ্ধ মৃতপ্রায় হইয়া গিয়াছে,—আর প্রায় চলিতে পারিতেছে না;—কষ্টে হাঁপাইতে হাঁপাইতে ধীরে ধীরে চলিয়াছে! সুতরাং বেহারীচরণ তাহার দীর্ঘপদ বিক্ষেপ করিয়া অতি সহজেই তাহার পার্শ্বে আসিয়া বলিল, "হুজুর!"

তাহার স্বরে জানমহম্মদ প্রায় ঘোড়ার উপর লাফাইয়া উঠিল, কিয়ৎক্ষণ বিস্ফারিত নয়নে বেহারীচরণের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল,—গত রাত্রের ঘটনায় প্রকৃতই তাহার মস্তিস্কের বিপর্য্যয় ঘটিয়াছিল, সে প্রথমে বেহারীচরণকে ভাল চিনিতে পারিল না,—তাহার পর ধীরে ধীরে বলিল, "তুই নয় সেই পাগলা?"

বেহারীচরণ বিনীতস্বরে বলিল, "হাঁ—হুজুর, আপনার আসামি!"

জানমহম্মদ তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। এতক্ষণ তাহার বেহারীচরণ সম্বন্ধে চিন্তা করিবার সময় হয় নাই,—এখন অনেক কথাই তাহার মনে হইতে লাগিল। লোকটা কখনই সামান্য লোক নহে, নতুবা সাহাজাদা কখনই তাহাকে সঙ্গে লইতেন না। এ এখন যে বেশে রহিয়াছে,—ইহা তাহার ছদ্মবেশ

মাত্র। তবে লোকটা কে? যদি কোন মোগল ওমরাও বা মনসব-দার হইত, তাহা হইলে জানমহম্মদ নিশ্চয়ই তাহাকে চিনিত মোগল দরবারে স্ত্রী পুরুষ এমন কেহ নাই যে জানমহম্মদ তাঁহাকে না চিনে—তবে লোকটা কে?

বিদেশী বলিয়া বোধ হয়,—ঠিক মুসলমান কিনা,—অথবা হিন্দু এ বিষয়েও গুরুতর সন্দেহ আছে,—কথা বার্ত্তায় বুঝিতে পারা যায় যে খুব উচ্চ বংশের লোক নয়। চাকর বাকর শ্রেণীর লোক। কোন ভদ্রলোক হাজার ভান করিলেও তাহাকে ভদ্রলোক বলিয়া চিনিতে বড় বেশী ক্লেশ পাইতে হয় না। বিশেষতঃ জানমহম্মদ অতি চতুর, অতি বুদ্ধিমান,—সে বেহারীচরণের বিষয় এক্ষণে আলোচনা করিয়া বুঝিল যে লোকটা কোন উচ্চ ওমরাও নহে,—বোধ হয় কোন বড়লোকের ভৃত্য, লোকটা মোগল নয়, অন্য কোন দেশের লোক,—আর মোগল হইলেও ঠিক মুসলমান নয়,—খুব সম্ভব হিন্দু।

কিয়ৎক্ষণ বেহারীচরণের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া জান মহম্মদ বলিল, "বল শালা তুই কে?"

বেহারীচরণ বলিল, "দোহাই হুজুর, আমি গরিব হিন্দু, আমার দুনিয়ায় কেহ নাই;—ভৈরবী বাবা ও ভৈরবিনী মা আমাদের গ্রামের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তাই তাঁদের সেবার জন্য তাঁদের সঙ্গ নিয়েছিলাম। হুজুর হিন্দু লোকে এই রকম করে থাকে।

জানমহম্মদ ভাবিল, "হা,—ইহাও হইতে পারে। সন্ন্যাসী দেখিলে ইহারা প্রায়ই তাহাদের চেলা হইয়া পড়ে,—এই বৃদ্ধ যে সাহাজাদাকে সন্ন্যাসীবেশে দেখিয়া তাহার চেলা হইবে, তাহাতে আশ্চর্য্যের কথা কিছুই নাই। যদি তাহাই হয়, এ যদি আদৌ সাহাজাদার লোক না হয়,—তাহা হইলে এই গেঁয়োভূত লইয়া গিয়া

কেবল হাস্যাস্পদ হইতে হইবে! হয়তো বাদসাবেগম ইহাকে দেখিয়া মহা রাগান্বিতা হইবেন;—নুরজিহান ক্রুদ্ধা হইলে, কাহারও রক্ষা নাই!”

জানমহম্মদ বলিল, “তুই কোথায় যাচ্ছিস্?”

বেহারীচরণ যোড়হস্তে বলিল, “হুজুরের কাছে!”

“কেন শালা,—আমার কাছে কেন?”

“হুজুর,—ভৈরবী বাবার কাছ থেকে আমায় এই দূরদেশে আন্‌লেন,—আমার কাছে এক পয়সাও নেই;—পথে না খেয়ে মরে যাব।”

“যা ভিক্ষা কর্‌গে!”

বেহারীচরণ কাঁদো কাঁদো হইয়া বলিল, “হুজুর,—আজ কাল ভিক্ষা কেউ দেয় না।”

জানমহম্মদ ভাবিল, “যদি এ প্রকৃতই সাহাজাদার লোক হইত,—তাহা হইলে নিশ্চয়ই সুবিধা পাইয়া পলাইত;—আর কখনও আমাদের সাক্ষাতে উপস্থিত হইত না;—বোধ হয় যাহা বলিতেছে, তাহাই ঠিক।”

সে বলিল, “এদিকে কোথায় যাচ্ছিস্?”

“হুজুর যেখানে নিয়ে যাবেন,—সেইখানেই যাব। হুজুর বলেছিলেন যে, আমায় বাদসার কাছে নিয়ে যাবেন,—তা হলে তাঁর কাছে কেঁদেকেটে দুঃখ জানাব;—তিনি বুড়োর ওপর দয়া কর্ব্বেন। হুজুর,—অভাগার কেউ নেই!”

জানমহম্মদ বেহারীচরণকে একটা টাকা দিয়া বিদায় করিতেছিলেন,—কিন্তু ভাবিলেন, “না,—সাবধানের মার নাই;—কি জানি যদি সাহাজাদার লোক হয়!—কোন মতলবে যদি আমার সঙ্গ নিয়ে থাকে! সাহাজাদার দলে যে খুব পাকা লোক আছে,—

তাহার কোন সন্দেহ নাই ;—কে বলিতে পারে এ শালা তাদের দলের একজন নয় ? না,—এ শালাকে একেবারে হাত ছাড়া করা হচ্চে না।"

সে বলিল, "আচ্ছা,—চল্ আমার সঙ্গে ; –আমিই তোর সব বন্দোবস্ত করিব।"

"হুজুরের জয় জয়কার হোক।"

বলিয়া, বেহারীচরণ জান মহম্মদের গোলামের ন্যায় তাহার অশ্বের পার্শ্বে চলিল।

কিয়দ্দূর গেলে, জান মহম্মদ মনে মনে বলিলেন, "লোকটাকে পরীক্ষা করা উচিত।"

প্রকাশ্যে বলিলেন, "তোকে মুসলমান হতে হবে ;—এখনই শালা তোকে গরু খাওয়াব।"

বেহারীচরণ কাতরে বলিল, "দো—দোহাই—হু—হুজুর,—গো মাংস—খেতে পার্ব্বো না !"

"তোর বাবা খাবে।"

বেহারীচরণ কাঁদিতে লাগিল ;—দেখিয়া জান মহম্মদ মনে মনে বলিল, "না, –আমি বৃথা সন্দেহ করেছি ;—এ শালা একেবারে গেছো ভূত !"

সে বলিল, "যা,—কাঁদিস্‌নে ;—তোকে মুসলমান কর্ব্বো না।" বেহারীচরণ চক্ষু মুছিতে লাগিল।

এক্ষণে তাহারা দুইজনেই কেবল যাইতেছিল,—মোগল যোদ্ধা সেনাপতির দলে মিলিত হইতে চলিয়া গিয়াছে ! তাহারা উভয়ে একটা হিন্দু গ্রামের ভিতর দিয়া যাইতেছিল,—এই সময়ে এক মহা বিপর্য্যয় ঘটিল ! গ্রামশুদ্ধ লোক মার মার শব্দে বাহির হইল ! বেহারীচরণের অভূতপূর্ব্ব স্বর লোকের কাণে গিয়া ধ্বনিত

হইয়াছে, "সাবধান,—সাবধান ;—ফকির সকলকে মুসলমান করিতে আসিয়াছে !"

"এই শালা,—এই শালা" বলিয়া, লাটিসোঁটা লইয়া গ্রামশুদ্ধ লোক জানমহম্মদের উপর পড়িয়া, তাহাকে গো-বেড়েন আরম্ভ করিল ;—বেহারীচরণ সরিয়া দাঁড়াইল ! মারের চোটে জানমহম্মদ ত্রাহি ত্রাহি করিতে লাগিল ! ইহাতেও গ্রামবাসীগণের ক্রোধ শমিত হইল না,—স্ত্রীলোকগণ গোময় জল আনিয়া, তাহার মাথায় ঢালিয়া দিল। তাহার ঘোড়া কাড়িয়া লইয়া, তাহাকে পদাঘাত করিতে করিতে অর্দ্ধমৃত অবস্থায় গ্রামের বাহির করিয়া দিল !

বেহারীচরণ মনে মনে বলিল, "শালা,—তুমি বেহারীচরণকে গরু খাওয়াতে চাও !—এত বড় স্পর্দ্ধা !—এখনও বেহারীচরণকে চিন্‌তে পারনি ! এখনও হয়েছে কি ?"

গ্রামের বাহিরে জানমহম্মদ এক বৃক্ষের নিম্নে বসিয়া গায় হাত বুলাইতেছিলেন,—এই সময়ে বেহারীচরণ তথায় আসিয়া ডাকিল, "হুজুর !"

ক্ষিপ্ত সিংহের ন্যায় গর্জ্জন করিয়া, জানমহম্মদ বলিল, "দূর হ শালা !"

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

মোগল দরবার।

বেহারীচরণ দূর হইল না,—বলিল, "আমি তোমায় প্রাণে মারিতে চাই না,—জানিও তুমি আগ্রায় উপস্থিত হইলেই জল্লাদের হাতে যাইবে,—আমি বাদসার নিকট যাইতেছি, সেখানে গিয়া তোমার কুকীর্ত্তির কথা হজরতকে সকলই বলিব,—সাবধান, আর কখনও সাহাজাদার কোন অনিষ্ট করিবার চেষ্টা পাইও না;—জানিও এই বেহারীচরণ সর্ব্বদা তাহার পাশে পাশে থাকিবে, তখন আর তোমায় মাপ করিব না। সাবধান,—সাবধান!"

বেহারীচরণ দীর্ঘ পদবিক্ষেপে তথা হইতে প্রস্থান করিল। হতভাগ্য জানমহম্মদ ভীত ও বিস্মিত ভাবে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল! সে দৃষ্টির বহির্ভূত হইয়া গেলে,—জানমহম্মদ উঠিল,—কষ্টে চলিল;—তাহার সর্ব্বাঙ্গ প্রহারে জর্জ্জরীভূত হইয়া গিয়াছিল!

সে আগ্রার দিকে গেল না,—অন্য পথ ধরিল,—সেইদিন হইতে সে নিরুদ্দেশ! তাহার যে কি হইয়াছিল,—তাহা কেহ জানে না!

যথা সময়ে বেহারীচরণ আগ্রায় আসিয়া উপস্থিত হইল। দুর্গে গিয়া দেখিল, আজ বাদসাহ প্রকাশ্য দরবারে বসিয়াছেন;—বহু লোক রাজপ্রাসাদ সম্মুখে সমবেত হইয়াছে!

আগ্রার দেওয়ানী আম জগৎ খ্যাত! সুবৃহৎ গৃহ,—সারি সারি মর্ম্মর প্রস্তরে নানা কারুকার্য্যে শোভিত,—সে শোভার বর্ণনা হয় না! যিনি তাহা না দেখিয়াছেন,—তিনি সে সৌন্দর্য্য কোন মতেই উপলব্ধি করিতে পারিবেন না!

প্রান্তভাগে বহু মূল্যবান মসনদ,—সেই মসনদে কোটী কোটী টাকা মূল্যের জহরতে মণ্ডিত রাজপরিচ্ছদে সম্রাট উপবিষ্ট! পার্শ্বে একটু নিম্নে উজীরগণ জানু পাতিয়া উপবিষ্ট,—দূরে দূরে ওমরাও ও মনসবদারগণ আসীন,—চোপদার স্বর্ণদণ্ড হস্তে চারিদিকে দণ্ডায়মান,—দুইজনে স্বর্ণ চামরে বাদসাহকে ব্যজন করিতেছে,—একজন স্বর্ণমণ্ডিত জহরত ঝালর সুশোভিত লোহিত ছত্র বাদসাহের মস্তকে ধারণ করিয়া দণ্ডায়মান;—নানা রঙ্গের নানা পোষাকে সজ্জিত হইয়া, মোগল ও রাজপুত যোদ্ধাগণ স্থানে স্থানে যে যাহার সম্মানানুসারে উপবিষ্ট! সে জাঁকজমক,—সে আসবাবের বিষয় বর্ণনা হয় না!

সহসা বাদসা চমকিত হইয়া পশ্চাতে ফিরিলেন! তাহার পর, বিস্মিত হইয়া, প্রধান উজীরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে কথা কহিল?"

বৃদ্ধ উজীর মস্তক অবনত করিয়া বিনীতস্বরে বলিলেন, "জাহাপনা,—কেহ কথা কহে নাই!"

বাদসাহ আবার চমকিত হইয়া ফিরিলেন! এবার তিনি স্পষ্ট শুনিলেন,—কে তাঁহার কাণের কাছে আসিয়া বলিতেছে, "আমি এসেছি!"

পশ্চাতে ও নিকটে কেহ নাই! তিনি বিস্মিতভাবে বলিলেন, "না,—আমি স্পষ্ট কাহার কণ্ঠের কাতর স্বর স্বকর্ণে শুনিতে পাইয়াছি!"

স্বর বলিল, "হজরত,—অধীনকে চেনেন;—আমি বেহারীচরণ! হজরত, অধীনের বিয়ে একটু ফতেপুরে দেখেছিলেন!"

জাহাঙ্গিরের সকল কথা স্মরণ হইল,—জুলেখার পত্র তিনি ভুলেন নাই। তিনি মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "দরবার দ্বারে বেহারীচরণ

বলিয়া একজন লোক দাঁড়াইয়া আছে, শীঘ্র তাহাকে এইখানে হাজির কর!"

কয়েকজন লোক বাহিরের দিকে ছুটিল। তাহারা চীৎকার করিয়া ডাকিতে লাগিল, "বেহারীচরণ,—বেহারীচরণ!" শতমুখে বেহারীচরণ ধ্বনিত হইতে লাগিল। বাহিরে একটা মহা গোল উঠিল! সকলে সকলের মুখের দিকে চাহিতে লাগিল,—বেহারী-চরণ কে;—বাদসাহ তাহাকে তলব দিয়াছেন কেন? সকলেই সকলকে এই কথা বলিতে লাগিল,—কিন্তু বেহারীচরণ কোথায়?

অবশেষে ভিড়ের ভিতর হইতে বেহারীচরণ বাহির হইল। এ যে একটা হিন্দু ফকির! এই কথা শতমুখে মৃতুস্বরে ধ্বনিত হইল! রাজপুরুষগণও বেহারীচরণকে দেখিয়া বিস্মিত হইলেন! বাদসাহ হঠাৎ এরূপ একটা ভিখারীকে তলব দিয়াছেন কেন,—সে যে এই ভিড়ের ভিতর দাঁড়াইয়াছিল,—তাহাই বা তিনি কিরূপে জানিলেন? সকলেই মনে মনে এই প্রশ্ন করিতে লাগিল, কিন্তু ইতস্ততঃ করিবার সময় নাই;—রাজপুরুষগণ বেহারীচরণকে টানিয়া লইয়া, দরবার গৃহে আনিলেন;—তখন সকলেই আগ্রহ-সহকারে মুখ তুলিয়া বেহারীচরণকে দেখিতে লাগিল!

বেহারীচরণের এই প্রথম দরবারে আগমন নহে,—সে বহুবার ফতেপুরের মৌলভীরূপে এখানে আসিয়াছে;—সুতরাং তাহার বিচলিত হইবার কোন কারণ ছিল না। সে চির অভ্যস্তের ন্যায় বাদসাহের সম্মুখীন হইয়া, উপযুক্ত নিয়মে বাদসাহকে কুর্নিস করিলেন! বাদসাহ কি বলিতে যাইতেছিলেন,—কিন্তু সহসা বিস্মিত হইয়া, বৃদ্ধ উজীরের দিকে চাহিলেন! তিনি লম্ফ দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়াছেন,—তাঁহার মুখ বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে,—তাঁহার চক্ষু কপালে উঠিয়াছে;—তিনি রুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন, "জাহাপনা,—

সর্ব্বনাশ,—সর্ব্বনাশ ;—আমার পোষাক মধ্যে সাপ,—সাপ ;—খেলে—প্রাণ যায় !”——

যথার্থই বৃদ্ধের বস্ত্রের মধ্যে কালসর্প ফোঁস্ ফোঁস্ করিয়া গর্জ্জিতেছে ! সকলে স্তম্ভিত,—সকলেরই নিশ্বাস্ বন্ধ হইয়া গিয়াছে ! এই সময়ে বাদসার মসনদের নিম্নে দুইটা বিড়ালে মহা কলহ আরম্ভ করিল ! সকলেই বুঝিল, তাহারা লুটোপুটী করিয়া লড়াই করিতেছে,—সকলের প্রাণ উড়িয়া গেল ;—এরূপ ব্যাপার আর কখনও ঘটে নাই ! না জানি, কাহার শির যাইবে !

সহসা বাদসা হো হো শব্দে উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিলেন ! হাসিতে হাসিতে বৃদ্ধ উজীরকে বলিলেন, “বসুন,—আপনার কোন ভয় নাই !”

উজীর থর থর করিয়া কাঁপিতেছিলেন ;—অস্পষ্ট স্বরে বলিলেন, “পোষাকটা—হুজুর—খুলাইয়া দিন !”

বাদসাহ হাসিয়া বলিলেন, “এই প্রকাশ্য দরবারে উলঙ্গ হইবেন, সেটা সুদৃশ্য হইবে না ;—বসুন,—ভয় নাই !”

চোপদারগণ মসনদের নিম্ন হইতে বিড়াল তাড়াইবার চেষ্টা পাইতেছিল,—বাদসাহ বলিলেন, “যাও,—বিড়াল নয় !”

সর্প গর্জ্জন ও বিড়াল কলহ দুইই নীরব হইয়াছিল। বাদসাহ হাসিতে হাসিতে বেহারীচরণকে বলিলেন, “তোমার অতি অদ্ভুত ক্ষমতা,—আমি ফতেপুরে দেখিয়াছি ;—তোমার সকল কথাই শুনিয়াছি। এই দরবার মধ্যে একবার তোমার সেইরূপ কান্না দেখাইতে পার ?”

বেহারীচরণ শির অবনত করিয়া, বিনীতভাবে বলিল, “হজরতের হুকুম হইলে, পারি ;—তবে আমার একটা আরজি আছে।”

“কি বল ?”

"দরবারে কান্না অপেক্ষা হাসিই বোধ হয় উপযুক্ত হইবে।"

"আচ্ছা,—প্রথমে হাসিই হউক।"

"হুজুর,—অন্য কেহ হইলে, হয়তো আমার উপর জাতক্রোধ হইবেন,—সুতরাং হজরতকে দিয়াই——"

পরমুহূর্ত্তে প্রকাশ্য দরবারে দিল্লীশ্বরের প্রবলবেগে বায়ু নিঃস্বরণ আরম্ভ হইল,—জাহাঙ্গির মুখে রুমাল গুঁজিয়া হাসিতে হাসিতে ভিতরে পলাইলেন;—দরবারিগণ বহু কষ্টে এতক্ষণ হাস্য সম্বরণ করিয়াছিল,—এক্ষণে আর পারিল না;—হো হো শব্দে হাসিয়া উঠিল। বৃদ্ধ উজীর উঠিয়া, বেহারীচরণের নিকট আসিয়া, তাহার পিঠ চাপড়াইয়া বলিয়া উঠিলেন, "আচ্ছা বাবা,—বহুৎ আচ্ছা!"

পরমুহূর্ত্তে সকলে স্তম্ভিত! সহসা শত শত স্ত্রীলোক চীৎকার করিয়া, আর্ত্তনাদ করিতে করিতে কাঁদিয়া উঠিল! তাহাদের কাতর বুক চাপড়ান পর্য্যন্ত স্পষ্ট শুনিতে পাওয়া যাইতে লাগিল! সকলে স্তম্ভিত,—সহসা রাজপ্রাসাদে কি দুর্ঘটনা ঘটিল!

বাদসাহ ফিরিয়া আসিয়া মসনদে বসিলেন। বলিলেন, "লক্ষ আসরফি,—আর প্রধান খেলাত! বেহারীচরণ,—আমি তোমার উপর বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছি! যথার্থই তোমার অতিশয় অদ্ভুত ক্ষমতা!"

সকলেই একবাক্যে বলিয়া উঠিলেন, "আশ্চর্য্য,—আশ্চর্য্য! লক্ষ আসরফি পাইবার উপযুক্ত,—সহস্রবার উপযুক্ত!"

বেহারীচরণ যোড়হস্তে বিনীতভাবে বলিল, "হজরত সকলই অবগত আছেন। আমি আসরফি লইয়া কি করিব!"

"কি চাও,—বল?"

"হজরত তাহাও অবগত আছেন। হজরত যদি অধীনের উপর একটু সদয় হইয়া থাকেন,—তবে হজরত সাহাজাদাকে ক্ষমা করুন;—আর তিনি যাহাকে বিবাহ করিয়াছেন,—এ অধীনের

প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া,—তাহাকে বাদসাবেগমরূপে গ্রহণ করুন!"

জাহাঙ্গিরের ন্যায় উদার মন কাহারও ছিল না! এই বৃদ্ধ ভৃত্যের প্রভুভক্তি দেখিয়া, তাঁহার চক্ষু জলে পূর্ণ হইয়া আসিল! তিনি গদগদ কণ্ঠে সভাসদগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "আপনারা সকলেই শুনুন,—আমি প্রকাশ্য সভায় আজ আমার প্রিয়পুত্র সাহাজাদা খুরমকে আমার মৃত্যুর পরে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিলাম;—তিনি আমার মৃত্যুর পর সাজাহান বাদসাহ নামে কীর্ত্তিত হইবেন;—আর তিনি যাঁহাকে বিবাহ করিয়াছেন,—তিনিই প্রধানা বাদসাবেগম হইয়া, তাজমহল নামে ধন্যা হইবেন! আপনারা সকলে আল্লার নামে শপথ করুন যে; কেহই আমার এ ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করিবেন না।"

সকলে দণ্ডায়মান হইয়া, আল্লার নামে এ শপথ করিলেন। তাহাই খুরম বহুদূরে থাকা সত্বেও নির্ব্বিবাদে দিল্লির সিংহাসনে উপবিষ্ট হইতে পারিয়াছিলেন;—কেহই তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করেন নাই,—এমন কি নুরজিহানের সহোদর ভ্রাতা আজফ খাঁও নহেন!

বাদসাহ উঠিলেন; বলিলেন, "উজির,—আপনি বেহারীচরণকে খেলাত ও আসরফি প্রদান করিয়া,—আজ সন্ধ্যার পর তাহাকে দেওয়ানী খাসে প্রেরণ করিবেন। তথায় বেহারীচরণ বাদসাবেগম নুরজিহান সম্মুখে নীত হইবে;-বেগমগণ সকলেই ইহার অদ্ভুত ক্ষমতা দেখিবে।"

বেহারীচরণ মস্তক অবনত করিল। বাদসা আর কোন কথা না কহিয়া, অন্দরে চলিয়া গেলেন;—তখন সভা ভাঙ্গিয়া গেল,—সভাস্থ সকলে আসিয়া বেহারীচরণকে ঘেরিল। আজ বেহারীচরণ ধন্য,—যথার্থই কি বেহারীচরণ ধন্য নহে?

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

নুরজিহানের সম্মুখে।

প্রভুভক্ত ভৃত্য কর্ত্তৃক জগতে কি অভূতপূর্ব্ব ব্যাপার সংঘটিত হইতে পারে, বেহারীচরণই তাহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত! ভারত সাম্রাজ্যে,—মোগল সিংহাসনে;—এক ভয়াবহ অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিতেছিল, পিতা পুত্রে রক্তারক্তি হইয়া,—ভারত রক্তে প্লাবিত হইত, কত সহস্র লোক, কত সহস্র বীর বিনা কারণে প্রাণ হারাইত, অবশেষে মোগল রাজ্যের কি দশা হইত তাহা কেহই বলিতে পারে না, কিন্তু সামান্য নিরক্ষর বেহারীচরণ ভাঁড়ের রাজা ছিল,—সে হরবোলা ও বহুরূপীর অদ্বিতীয় সম্রাট ছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না,—সে তাহার নিজ অভূতপূর্ব্ব বিদ্যার বলে যে ভয়াবহ আগুন ভারতে জ্বলিয়া উঠিতেছিল, তাহা অচিরে নির্ব্বাপিত করিল। বাদসাহ তাহার উপর যেরূপ প্রীত হইয়াছিলেন, বাদসাবেগম নুরজিহানও ততোধিক হইলেন,—এক রাত্রে দরিদ্র বেহারীচরণ বেগম ও বাঁদী-গণের চক্ষের মাণিক হইয়া পড়িলেন। তাহার নানারূপ বুলিতে নুরজিহান অতি বিস্মিত হইয়া কখনও অবাক হইয়া চাহিয়া রহিতেন, কখন আবার হাসিয়া আকুল হইতেন,—তাঁহার কন্যা সাহাজাদী নিজের গলার বহুমূল্যের হীরকহার খুলিয়া স্বহস্তে তাহার গলায় পরাইয়া দিলেন, এক রাত্রেই বেহারীচরণ বড় লোক,—বাদসাহের প্রিয় পাত্র,—নুরজিহানের প্রিয়,—সে সময়ে যে একবার কোনরূপে বাদসাহ বা বাদসাবেগমের মনস্তুষ্টি করিতে পারিত, তাহার আর কোনই ভাবনা থাকিত না, বোধ হয় বেহারীচরণ বাঙ্গালার সুবে-দারি চাহিলেও নুরজিহান তাহাতে আপত্তি করিতেন না।

অপর কাহারও ভাগ্যে সহসা এ সৌভাগ্য উদিত হইলে সভাসদ

ও রাজপুরুষগণের অনেকেই বেহারীচরণের প্রতি হিংসাপরতন্ত্র হইতেন,—অনেকেই তাহার শত্রু হইয়া উঠিতেন, কিন্তু বেহারী-চরণের উপর সকলেই সন্তুষ্ট, তাহার অত্যদ্ভুত ক্ষমতায় সকলেই মুগ্ধ—প্রীত,—সকলেই বলিতে লাগিল, "লক্ষ লক্ষ আসরফি দিলেও তাহার গুণের উপযুক্ত পুরস্কার হয় না।"

বিদায় হইবার সময় নুরজিহান তাঁহার নিজ নামাঙ্কিত দশ সহস্র আসরফি বেহারীচরণকে পুরস্কার প্রদান করিলেন। সকলেই জানেন এই সকল স্বর্ণমুদ্রায় জাহাঙ্গির সাহ লিখিয়াছিলেন ;—

যে নামে নুরজিহান বাদসাবেগম, সেই এক আসরফি শত আসরফি রূপে গণ্য হইত ;—সুতরাং নুরজিহানের দশ সহস্র মোহর অর্থে দশ লক্ষ টাকা! এরূপ দানের কথা এখন শুনিলে আজগুবি কথা বোধ হয়। কিন্তু মোগল দরবারে সর্ব্বদাই এরূপ ব্যাপার ঘটিত! এত টাকার ছড়াছড়ি জগতের আর কোথায়ও কখনও হয় নাই!

বেহারীচরণ অতি সসম্মানে মস্তক অবনত করিয়া বিনীতস্বরে বলিল, "বাদসাবেগম, আমারও আপনাকে কিছু দিবার আছে।

নুরজিহান বিস্মিতভাবে তাহার মুখের দিকে চাহিলেন, তৎপরে মনে করিলেন বেহারীচরণ আরও কিছু মজা দেখাইতে চাহে, তাহাই হাসিয়া বলিলেন, "কি বল!"

বেহারীচরণ বিনীতস্বরে বলিল, "আপনার জিনিস আপনাকে ফেরৎ দিতে আসিয়াছি!"

এই বলিয়া সে ব্যাগমধ্য হইতে জুলেখার হস্তে যে বাদসা-বেগমের নামাঙ্কিত অঙ্গুরীয় ছিল,—তাহাই নুরজিহানের সম্মুখে ধরিল। আংটী দেখিয়াই বাদসাবেগম তাহা চিনিতে পারিলেন ;—তাঁহার মুখ গম্ভীর হইল, তিনি ধীরে ধীরে বলিলেন, "না,—যাহাকে এ আংটী

দিয়াছিলাম, তাহারই থাক, আমি ফেরৎ লইতে চাহি না ;—আমি জানি তাহার দ্বারা আমার আংটীর অসৎ ব্যবহার হইবে না।

বেহারীচরণ বলিল, "জাহাপনা,—তিনি সন্ন্যাস লইয়া চলিয়া গিয়াছেন, আর কখনও সংসারে ফিরিবেন না। তাহার আর এ বহুমূল্য আংটীতে কোনই প্রয়োজন নাই।"

নুরজিহান একটু নীরব থাকিয়া বলিলেন, "এ আংটী তবে আমি তোমায় দান করিলাম, আজ হইতে তুমি মোগল দরবারের প্রধান কর্ম্মচারী হইলে,—তোমার নিকট এ আংটীর অমর্য্যাদা হইবে না।"

বেহারীচরণ বলিল, "জাহাপনা,—আমিও সন্ন্যাসী হইয়াছি, আমার ইহার কোন প্রয়োজন আর নাই!"

জাহাঙ্গির এতক্ষণ নীরবে ছিলেন, এক্ষণে বলিলেন, "তুমি যথেষ্ট অর্থ পুরস্কার পাইয়াছ, তাহা হইলে সে সব কি করিবে।

বেহারীচরণ জোড়হস্তে বলিল, "হজরতের কাছে সে আর্জ্জিও করিতাম, ইহা সমস্তই একজনকে দান করিব।"

"সে কে?"

"সে একটী ছোট মেয়ে। হয়তো বাদসাবেগম তাহাকে দেখিয়া থাকিবেন।

নুরজিহান বলিয়া উঠিলেন, "কে সে?"

বেহারীচরণ বলিল, "আপনার বাঁদী জুলেখার নিকট সে সর্ব্বদাই আসিত, তাহার নাম দুলালী।"

নুরজিহান বলিলেন, "হাঁ—হাঁ দেখিয়াছি,—তাহাকে অনেকবার দেখিয়াছি।"

বেহারীচরণ বলিল, "আমি হজরতদের দয়ায় যাহা কিছু পাইয়াছি, তাহা সমস্তই সেই দুলালীকে দিব,—এখন হজরত আজ্ঞা

করুন, এ সমস্ত টাকা মোহর হার সেটেদের গদিতে জমা রহুক,—সময়ে সে আসিয়া লইবে।”

“সে কোথায়?”

“ঠিক বলিতে পারি না,—সে উদয়পুর হইয়া তাহার মা,—অর্থাৎ ভূতপূর্ব্ব বাঁদীর নিকট যাইবে,—এখন এই পর্য্যন্ত জানি।”

নুরজিহান বলিলেন, “তবে এ আংটী তাহাকেই দিয়া আমার কাছে তাহাকে পাঠাইয়া দিও;—আমি জুলেখাকে হারাইয়াছি, তাহাকে তাহার স্থানে রাখিব।”

“জাহাপনা,—একথা তাহাকে জানাইব। এক্ষণে হজরতের হুকুম হইলে অধীন বিদায় হইতে পারে।”

এত শীঘ্র বেহারীচরণকে ছাড়িতে বাদসা বা বাদসাবেগম উভয়ের কাহারই ইচ্ছা ছিল না,—জাহাঙ্গির বলিলেন, “আমি তোমার একটা কার্য্যভার দিতে চাহি।”

বেহারীচরণ হাত জোড় করিয়া বলিল, “জাহাপনা, আমি গরিব গোয়ালার ছেলে, নিরক্ষর, তাহাতে বুড়ো হইয়াছি, আমি রাজকার্য্যের উপযুক্ত নই;—আমার মত গোমুখ্যের দ্বারা কি রাজকার্য্য হইতে পারে। বিশেষতঃ আমি সন্ন্যাস লইয়াছি—”

বাদসা বলিলেন, “সে কার্য্য তুমি ব্যতীত আর অপর কেহ পারিবে না,—রাজকার্য্য শেষ করিয়া চলিয়া যাইও, আমি সমাদরে তোমায় বিদায় করিব।”

বেহারীচরণ মহা বিপন্ন হইল;—একি আপদ! রাজদরবারে ভাল হইতেও যতক্ষণ মন্দ হইতেও ততক্ষণ, সে কাতরে বলিল, “হজরত আজ্ঞা করুন।”

জাহাঙ্গির বলিলেন, “তুমি দিল্লির খুনের কথা নিশ্চয়ই শুনিয়াছ?”

"হাঁ,—জাহাপনা।"

"আমি অনেক লোককে এই হত্যারহস্য ভেদ করিতে নিযুক্ত করিয়াছি, কিন্তু কেহই কিছু করিতে পারে নাই। আমার বিশ্বাস তুমি ব্যতীত এ কাজ আর কেহ করিতে পারিবে না।"

"হজরত অধীন——"

"আমি তোমার বুদ্ধি, বিবেচনা, চতুরতা, বিচক্ষণতার বিশেষ প্রমাণ পাইয়াছি,—এ কার্য্য তোমায় করিতে হইবে। যদি এই হত্যাকারী বা হত্যাকারীদিগকে ধরিতে পার, আমি তোমাকে ইহার জন্য এক লক্ষ আসরফি পুরস্কার দিব। বাদসাবেগমেরও এই মত।"

বাদসাহ নুরজিহানের মুখের দিকে চাহিলেন,—তিনি বলিলেন, "হাঁ, আমারও এই ইচ্ছা।"

জাহাঙ্গির বলিলেন, "যাও,—দিল্লিতে যাও। কার্য্য শেষ করিয়া তোমার যেখানে ইচ্ছা চলিয়া যাইও,—এ রহস্য ভেদ করা চাই।"

"হজরত—অধীন ——"

"আরও একটা কাজ আছে। কে সাহাজাদা পরবেসকে হত্যা করিয়াছে, তাহাও তোমায় অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিতে হইবে। যাও,—আজই দিল্লি রওনা হও। তুমি যাহা যাহা বলিবে দেওয়ান গঙ্গামল সমস্তই ঠিক করিয়া দিবে।"

বেহারীচরণ বিনীতভাবে বলিল, "জাহাপনা,—হজরত অনুগ্রহ করিয়া যখন অধীনের উপর এ কার্য্যভার দিলেন,—তখন অধীনকে দিল্লি পর্য্যন্ত যাইতে হইবে না

বাদসাহ বিস্ময়ে বলিলেন, "কেন?"

বেহারীচরণ বলিল, "খুন আদৌ দিল্লিতে হয় নাই, সুতরাং দিল্লি গিয়া কি করিব?"

বাদসা ও বাদসাবেগম উভয়েই বলিয়া উঠিলেন, "তবে খুন কোথায় হইয়াছে?"

"এইখানে।"

"এইখানে,—এই আগ্রায়?"

"এই দুর্গে,—এই বেগম-মহলে!"

জাহাঙ্গির ও নুরজিহান উভয়েই অতি বিস্ময়ে বেহারীচরণের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন! নুরজিহান বলিলেন, "যে কয়টা মৃতদেহ দিল্লির দরজায় পাওয়া গিয়াছে,—সমস্তই পুরুষের দেহ।"

বাদসা বলিলেন, "কোন পুরুষেরই বেগমমহলে আসিবার সাধ্য নাই।"

বেহারীচরণ অতি বিনীতস্বরে বলিল, "হজরত,—গুস্তাকি মাপ করিবেন। "বেগম-মহলে মধ্যে মধ্যে পুরুষ আসিয়াছে,—এমন কি একজন পুরুষ অনেকদিন স্ত্রীরূপে বেগম-মহলে কাটাইয়া গিয়াছে।"

জাহাঙ্গিরের মুখ লাল হইয়া গেল! তিনি কষ্টে আত্মসংযম করিয়া বলিলেন, "তুমি কি বলিতেছ, তাহা তুমি জান না। খোজা ব্যতীত আর কাহারও বেগম-মহলে আসিবার অধিকার নাই। মসরু কি করিতে আছে?"

বেহারীচরণ বলিল, "অনুমতি দেনতো সকলই বলিতে পারি।"

বাদসাহ সুদৃঢ়স্বরে বলিলেন, "বল,—নিশ্চয়ই বলিবে!"

বেহারীচরণ বলিল, "বাদসাবেগম,—গহরজানকে জানেন;—সে স্ত্রীলোক নহে।"

নুরজিহান বলিলেন, "হাঁ,—মসরু গহরজান বলিয়া একজনকে আমার নিকট আনিয়াছিল। তাহারই অনুরোধে আমি সাহাজাদা খুরমের সন্ধানে তাহাকে নিযুক্ত করিয়াছিলাম। সে পুরুষ,—স্ত্রীলোক নহে! তাহার কথায় আমার একবার সন্দেহ হইয়াছিল বটে! তুমি তাহার বিষয় কি জান শুনিতে চাই।"

বেহারীচরণ মনে মনে বলিল, "কি আপদেই পড়িলাম! এই মহাত্মারা কিসে সন্তুষ্ট আর কিসে অসন্তুষ্ট হন,—তা ভগবানই জানেন! এই হীরার হার,—আর তারপরেই জল্লাদের খাঁড়া! বাপ,—কি ভয়ানক স্থান!"

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

বেগম-মহলের রহস্য।

কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া বেহারীচরণ বলিল, "হজরতের হুকুম অমান্য করিবার সাধ্য আছে কার? সবই হজরতের কাছে বিবৃত করিতেছি। মা জুলেখা বাঁদী হইয়া বাদসাবেগমের কাছে আছেন,—তাহাই সর্ব্বদাই আমাকে বেগম-মহলের উপর একটু নজর রাখিতে হইয়াছিল;—তাহাই অনেকেই যাহা জানে না, আমি তাহা জানি। এইরূপ নজর রাখিয়াছিলাম বলিয়াই, মা বিষ খাইলে, তাঁহাকে রক্ষা করিতে পারিয়াছিলাম। হজরত বোধ হয়, সে কথা শুনিয়াছেন?"

"এইরূপ সর্ব্বদা বেগম-মহলের উপর নজর রাখায়,—বিশেষতঃ দুলালী প্রায়ই মার নিকট বেগম-মহলে আসায়,—আর আমার স্ত্রী গঙ্গীয়ার চকে পানের দোকান থাকায়,—আমি যাহা জানিতে পারিয়াছি, অপর আর কেহই জানিতে পারে নাই। ইহাতেই জানিতে পাই,—একজন পুরুষ স্ত্রীবেশে বেগম-মহলে বাস করিতেছে;—খোজা মসরু ইহাকে কোথা হইতে আনিয়া নিজের কাছে রাখিয়াছে। তাহার গোঁপ দাড়ী ছিল না,—দেখিতে সুন্দর,—মুখও স্ত্রীলোকের মুখের ন্যায়;—সুতরাং স্ত্রীবেশে থাকিলে তাহাকে

কেহই কখনও পুরুষ বলিয়া জানিতে পারিত না;—কেবল আমিই জানিয়াছিলাম। লোকটা অতি বদমাইস;—তবে হজরতের কাছে ইহাও বলি, চালাকও খুব। সেই কেবল সাহাজাদার ছদ্মবেশ ধরিতে সক্ষম হইয়াছিল!"

জাহাঙ্গির গর্জ্জিত স্বরে বলিলেন, "সে কোথায়?"

বেহারীচরণ পর্ব্বত পথের সমস্ত কথা বলিল,—সে কিরূপে তাহাকে ধৃত করিয়া আনিতেছিল,—কিরূপে সে তাহার লাঞ্ছনা করিয়াছিল,—সমস্তই বাদসার সম্মুখে বিবৃত করিল। তাহার পর বলিল, "আমার তাহাকে প্রাণে মারিবার ইচ্ছা ছিল না,—তাহাই তাহাকে ছাড়িয়া দিয়াছি। তবে পাপীর দণ্ড ভগবান দেন,—সে অনায়াসেই আমার পরামর্শানুসারে পলাইয়া প্রাণ বাঁচাইতে পারিত; কিন্তু তাহা সে কখনই করিবে না। আজ হউক, আর কাল হউক,—শীঘ্রই এখানে ফিরিয়া আসিবে;—এ বেগম-মহল ছাড়িয়া যাওয়া, কাহারই পক্ষে সম্ভব নহে!"

"খুন সেইই করিয়াছে?"

"সকলই হজরতের নিকট নিবেদন করিতেছি। মসরুর কল্যাণে এই গহরজান সর্ব্বদাই সহরে যাইত,—সর্ব্বদাই তাহার জন্য ঘেরাটোপ দেওয়া পাল্কীর বন্দোবস্ত ছিল। যখন মসরু তাহাকে যাইতে আসিতে দেয়,—তখন তাহাতে কথা কহিবে কে?"

"আমার এই পাল্কীর উপর দৃষ্টি পড়িল,—সন্দেহ হইল! এক দিন দেখিলাম, পাল্কী চকে আসিল;—পাল্কীর ভিতর কে আছে,—তাহাও দেখিলাম;—দুই তিনদিনের মধ্যেই বুঝিতে পারিলাম যে, পাল্কীতে যে আসে,—সে স্ত্রীলোক নহে;—পুরুষ!"

"অথচ দেখিলাম, সে যে বাড়ীতে আইসে,—তথায় এক বুড়ী থাকে;—বুড়ী সুন্দর সুন্দর যুবকের সন্ধান করে,—সর্ব্বদাই মসরুর

খানায় বিদেশী সুন্দর যুবকদের সহিত আলাপ করিয়া বেড়ায়। বলা বাহুল্য, ইহাতে আমার সন্দেহ আরও বৃদ্ধি হইল! আমি দুলালীকে গহরজান ও বুড়ীর উপর বিশেষ নজর রাখিতে নিযুক্ত করিলাম!"

"সহরে নানা দুর দেশান্তর হইতে কত লোক কত চেষ্টায় প্রত্যহই আসিতেছে;—বুড়ী সেই সকল বিদেশী লোকের ভিতর সুন্দর সুন্দর যুবকদের সন্ধানেই ফিরে! দুলালীর নিকট শুনিলাম, এই বুড়ীর সহিত একটী বিদেশী যুবক তাহার বাড়ীতে আসিয়াছিল,—কিন্তু সে আর ফেরে নাই! বিদেশী যুবক নিরুদ্দেশ হইলে,—কে তাহার সন্ধান লয়? সকলেই ভাবে, লোকটা আর কোথায় চলিয়া গিয়াছে! এই যুবক সম্বন্ধেও ঠিক তাহাই হইল;—সে বুড়ার বাড়ী হইতে নিরুদ্দেশ হইল,—কেহ তাহার একবারও সন্ধান লইল না!"

"দুলালীর কথা শুনিয়া, আমি সেইদিন হইতে বুড়ীর উপর অধিকতর দৃষ্টি রাখিলাম। কয়েকদিন পরে দেখিলাম, বুড়ী আর একটী যুবককে বাড়ী লইয়া আসিল! কিয়ৎক্ষণ পরে তাহার বাড়ীতে বেগম-মহলের পাল্কী আসিল;—গহরজান পাল্কী হইতে নামিয়া বাড়ীতে প্রবেশ করিল;—আমি ও দুলালী দুইজনেই পাহারায় রহিলাম! কিছুক্ষণ পরে আমি দেখিলাম, যুবক ও গহরজান দুই-জনেই আসিয়া পাল্কীতে উঠিল;—আমরা পাল্কীর অনুসরণ করিলাম! দেখিলাম, পাল্কী বেগম-মহলে চলিয়া গেল! আমার তখন মনে ঘোর সন্দেহ জন্মিল! বুঝিলাম, গহরজান বিদেশী যুবকদিগকে ভুলাইয়া, বেগম-মহলে লইয়া যায়;—আর খুব সম্ভব, ইহাদের আর বাহির হইতে হয় না!"

আমি মনে মনে বলিলাম, "এই রকম ভয়ানক কাণ্ড হইতেছে,

আর বাদসাহ বা বেগমগণ কি ইহা জানিতে পারিতেছেন না ! নিশ্চয়ই যুবকগণ প্রাণ হারায় ! যদি তাহাই হয়, - তবে তাহাদের মৃতদেহ কিরূপে কোথায় এই দুর্ব্বৃত্ত লুকাইয়া ফেলে ! যদি এই সকল মৃতদেহ বেগম-মহলের খুন খানায় যে পাঠাইত,—তাহা হইলে সে কথা কিছুতেই গোপন থাকিত না ;—তাহাই বদমাইস সুকৌশলে লাস দূর দিল্লিতে পাঠাইত। এই সকল যুবককে হত্যা না করিলে,—তাহারাও কোন না কোনদিন এই বেগম-মহলের গুপ্ত রহস্য প্রকাশ করিয়া দিত ;—তাহাই এই লোমহর্ষণ ব্যাপার ! বাঁদিদিগের পয়সা খাইয়া,—মসরু ও এই দুরাত্মা এই কাজ করিয়াছে !"

"এই অনুসন্ধানের জন্য আমি সেইদিন হইতে বেগম-মহলের উপর আরও নজর রাখিলাম। বেগম-মহলের ভিতরের সন্ধান লইবার জন্য দুলালীকে নিযুক্ত করিলাম ! এই সময়ে দিল্লির খুন লইয়া চারিদিকে হুলুস্থূল পড়িয়া গেল,—তখন আর আমার কিছুই বুঝিতে বাকি রহিল না !"

"দুলালীর নিকট শুনিলাম, "এই গহরজান মসরুর লোক ! তাহার লোক না হইলে, সে কখনই এরূপ ভয়াবহ কাজ করিতে পারিত না ! দুই চারিদিনের অনুসন্ধানেই বুঝিলাম যে, মসরু ও গহরজান হতভাগ্য বিদেশী যুবকগণকে ভুলাইয়া, বেগম-মহলে লইয়া যায়,—তাহার পর সেইখানে তাহাদের সহিত বাঁদিগণ আমোদ প্রমোদ করে ;—শেষ তাহাদের সুরার সহিত বিষ দিয়া তাহাদিগকে হত্যা করে ! আমার এ অনুমান সত্য বলিয়া ধারণা হওয়ায়,—আমি হজরতকে ফতেপুরে এরূপ দৃশ্য দেখাইয়াছিলাম !"

"জাহাঙ্গির কষ্টে আত্মসংযম করিতেছিলেন,—কোন কথা কহিলেন না ! বেহারীচরণ বলিল, "তাহার পর ইহাদের উপর পাছে

কোনরূপে কেহ সন্দেহ করে,—এই ভয়ে কোন গতিকে লাস দূর দিল্লিতে পাঠাইয়া দেয় ;—তাহা বুঝিতেও আমার বিলম্ব হইল না! তখন ইহারা কিরূপে লাস চালান দেয়,—তাহারই অনুসন্ধান আরম্ভ করিলাম।”

শীঘ্রই সে সন্ধানও আমি পাইলাম। যুবক সহ গহরজান বেগম-মহলে প্রবেশ করিলে,—আমি সমস্ত রাত্রি পাহারায় রহিলাম! দেখিলাম, প্রাতে ঘেরাটোপ ঢাকা সেই পাল্কী বেগম-মহল হইতে বাহির হইয়া আসিল! আমি পাল্কীর অনুসরণ করিলাম! ভাবিয়াছিলাম, পাল্কী বুড়ীর বাড়ী যাইবে ;—কিন্তু দেখিলাম, পাল্কী সেদিকে না গিয়া,—যমুনার ধারে ধারে পশ্চিমদিকে চলিল! আমি দুলালীকে শীঘ্র গঙ্গীয়ার দোকান হইতে ঘোড়া ঠিক করিয়া আনিতে বলিয়া, অলক্ষিতভাবে পাল্কীর সঙ্গে সঙ্গে চলিলাম!”

“পাল্কী নদীর তীরে এক নির্জ্জন স্থানে আসিল ;—তথায় এক লম্বা ছিপ নৌকায় প্রায় একশ জন লোক বটে ধরিয়া প্রস্তুত হইয়া বসিয়াছিল ;—বেহারারা পাল্কী সহ নৌকায় উঠিল,—অমনই তাহারা নৌকা ছাড়িয়া দিল! এই সময়ে দুলালী আমার ঘোড়া আনিল, আমি ঘোড়ায় চড়িয়া তীরে তীরে নৌকার সঙ্গে সঙ্গে ছুটিলাম!”

“রাত্রি প্রায় দুই প্রহর অতীত হইয়া গেলে,—নৌকা দিল্লির নিকট এক নির্জ্জন স্থানে লাগিল! বেহারাগণ পাল্কী লইয়া সহরের দিকে চলিল ;—আমি ঘোড়া এক গাছে বাঁধিয়া, তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলাম! পথে জনমানব নাই,—সহরের দরজা বন্ধ হইয়া গিয়াছে ;—আমি দূর হইতে দেখিলাম, বেহারাগণ দ্বারের নিকট পাল্কী নামাইয়া, ভিতর হইতে একটা উলঙ্গ মৃতদেহ ধরাধরি করিয়া বাহির করিল,—তাহার পর সেটাকে পাঁচীল ঠেসান দিয়া রাখিয়া, পাল্কী লইয়া পলাইল!”

"আমার যাহা দেখিবার প্রয়োজন ছিল,—তাহা আমার দেখা হইয়াছে ;—আমি আর তাহাদের অনুসরণ করিলাম না। আমার ঘোড়াও নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল,—সে রাত্রি দিল্লিতে থাকিয়া,—আমি পরদিন আগ্রায় ফিরিয়া আসিলাম। আসিয়া দেখিলাম, আমার আগেই ছিপ নৌকা ফিরিয়াছে! সুতরাং হজরত আমি বহুদিন হইতেই দিল্লির এই খুনের সকল রহস্য প্রকৃতরূপে জানিতাম।"

বেহারীচরণ নীরব হইলে, জাহাঙ্গির বা নুরজিহান কেহই কিয়ৎক্ষণ কোন কথা কহিলেন না! বেগম-মহলের এ কলঙ্কের কথা শুনিয়া, উভয়েই মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন! অবশেষে জাহাঙ্গির বলিলেন, "এ কথা আর কেহ জানে?"

বেহারীচরণ বলিল, "তুনিয়ায় আমি ব্যতীত আর দ্বিতীয় ব্যক্তি জানে না।"

"এই তুলালী?"

"সে খুনের কথা কিছুই জানে না। ব্যাপার কি তাহা আমি তাহাকে কিছুই বলি নাই।"

"আর কাহাকেও বল নাই?"

"আর কাহাকেও বলি নাই।"

"আর কাহাকেও বলিবে না। এ হত্যা রহস্য যে ভেদ করিতে পারিবে,—তাহাকে আমি লক্ষ মুদ্রা পুরস্কার দিব বলিয়াছিলাম ;—তুমি সে পুরস্কার পাইয়াছ। দরবারে তোমায় টাকা দিতে হুকুম বাহির হইবে।"

বেহারীচরণ মনে মনে বলিল, "এটা পুরস্কার নয়,—মুখ বন্ধ করিবার জন্য ঘুঁস্।"

বাদসা বলিলেন, "সাহাজাদার হত্যা সম্বন্ধে তুমি কিছু অবগত আছ?"

বেহারীচরণ বিনীতস্বরে বলিল, "না,—জাহাপনা;—আমি কিছুই জানি না।"

জাহাঙ্গির বলিলেন, "যাও,—তোমার যেখানে ইচ্ছা যাইতে পার;—অনুমতি দিলাম!"

বেহারীচরণ বাদসাহকে কুর্ণিস করিয়া,—তাঁহার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিল। সে জাহাঙ্গিরের মনোভাব বুঝিতে পারিয়া, মনে মনে বলিল, "এই দিল্লিতে একটা ভয়ঙ্কর বিপর্য্যয় ঘটিবে,—মসরুর ভবলীলা শেষ হইয়াছে! সেইদিন সেটদিগের গদিতে সমস্ত টাকা জমা দিয়া,—বেহারীচরণ দিল্লি হইতে পলায়ন করিল!

পরদিন প্রাতে প্রকাশ্য বধ্যভূমিতে দুই ব্যক্তি মাটীতে অর্দ্ধ প্রোথিত হইল! তাহার পর তাহাদিগের পাপের দণ্ড স্বরূপ তাহাদিগকে কুকুর দিয়া খাওয়ান হইল!

এই উভয়ের মধ্যে একজন সেই মহাপাপী মসরু ও অপরে গহরজান!

বেহারীচরণ যাহা বলিয়াছিল, তাহা সময়ে কার্য্যে পরিণত হইয়াছে! গহরজান মসরুর নিকটে আসিয়াছিল,—দুইজনে একত্রে ধৃত হইয়া, একত্রে মরিল!

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

সাজাহান।

জাহাঙ্গির বাদসার মৃত্যু হইয়াছে! সাহাজাদা খুরম সাজাহান বাদসাহ নামে ভারতে দিল্লীশ্বর বলিয়া ঘোষিত হইয়াছেন! আগ্রা হইতে সমস্ত মনসবদার, ওমরাও ও রাজপুরুষগণ মেবারে গিয়া, তাঁহাকে সম্রাট বলিয়া অভিবাদন করিয়াছেন! নূতন বাদসাহ মহা সমারোহে তাঁহার রাজপুত ও মোগল অমাত্য এবং সেনাগণে পরিবেষ্টিত হইয়া,—সহস্র সহস্র হয়,—হস্তী,—বাজী,—লইয়া আগ্রার দিকে আসিতেছেন! সে জাঁকজমক,—সে ধূমধাম,—সে আড়ম্বরের বর্ণনা হয় না!

তিনি আগ্রার নিকটবর্ত্তী হইয়াছেন। সহরের আবাল,—বৃদ্ধ,—বণিতা,—সকলে নূতন বাদসাহ দেখিবার জন্য, যে যাহার কাজকর্ম্ম বন্ধ করিয়া,—রাজপথের দুইপার্শ্বে কাতারে কাতারে দাঁড়াইয়াছে! বাড়ীর ছাদ ও গবাক্ষে তিল ফেলিবার স্থান নাই;—মনুষ্য ভারে গাছগুলি ভাঙ্গিয়া পড়িবার উপক্রম হইয়াছে! সহর হইতে দুই তিন ক্রোশ পথ পর্য্যন্ত লোকে লোকারণ্য! পথের দুইপার্শ্বে কাতারে কাতারে সৈন্যগণ দণ্ডায়মান আছে;—সেনাপতিগণ সুসজ্জিত হইয়া, ইতস্ততঃ পরিদর্শনে নিযুক্ত রহিয়াছেন! নানা রঙ্গের পতাকায়,—ফুলহারে রাজপথ অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে! মধ্যে মধ্যে নহবত রসনচৌকী মধুর সুর লয়ে বাজিতেছে। কুল-মহিলাগণ বাদসার উপর পুষ্পবৃষ্টি করিবার জন্য পুষ্পপূর্ণ সাজি হস্তে অবগুণ্ঠনাবৃত হইয়া অপেক্ষা করিতেছেন! সমস্ত আগ্রা আজ আনন্দে উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে,—চারিদিকেই থাকিয়া থাকিয়া সাজাহান বাদসার জয়ধ্বনি হইতেছে!

ক্রমে বাদসাহ নিকটস্থ হইলেন। চারিদিক জয় ধ্বনিতে আলোড়িত হইয়া উঠিল ;—লোকে ঠেলাঠেলি করিয়া পথের দিকে অগ্রসর হইল ;—কিন্তু এই বাদসা দর্শনেচ্ছুক ব্যগ্র জনতার কেহই এক স্থানে অগ্রসর হইল না ! পথের একপার্শ্বে একখানি তক্তপোষের উপর ব্যাঘ্রচর্ম্মাসনে একটী অতি বৃদ্ধ সন্ন্যাসী একটী তাকিয়া ঠেসান দিয়া বসিয়াছিলেন। এক অপরূপা সন্ন্যাসিনী তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া, অতি যত্নে তাঁহাকে ব্যজন করিতেছিলেন। তাঁহাদের পশ্চাতে এক বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনী দণ্ডায়মান ছিলেন। একটী বালিকা তাঁহাদের পদনিম্নে ভূমে উপবিষ্ট ছিল ! তাহার পার্শ্বে আর এক অতি বৃদ্ধা উপবিষ্টা ছিলেন ! এ মহা সমারোহের ভিতর এ দৃশ্য অতি পবিত্র,—অতি মধুর বলিয়া বোধ হইতেছিল ! তাহাই জনতাস্থ সকলেই সসম্মানে ইঁহাদের নিকট হইতে দূরে ছিল,—কেহই ইঁহাদের নিকট আসিতে-ছিল না ! সকলে বিস্মিত ও ভক্তিপূর্ণ নেত্রে ইঁহাদের দেখিতে-ছিল,—এমন কি সৈন্যগণ ইঁহাদের সম্মুখ হইতে সরিয়া দূরে দাঁড়াইয়াছিল !

চোপদারগণ আসিল,—তৎপশ্চাতে শত ডঙ্কা পৃথিবী কাঁপাইয়া অগ্রসর হইল। কাতারে কাতারে অশ্বারোহীগণের অশ্ব নাচিতে নাচিতে সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেল,—নকিবগণ ফুকরাইতে ফুকরাইতে আসিল,—সে সমারোহের বর্ণনা হয় না !

মণি মুক্তায় সজ্জিত নানা রঙ্গে রঞ্জিত হস্তীগণ দলে দলে অগ্রসর হইল। হস্তীপৃষ্ঠ হইতে রাজপুরুষগণ দুই হস্তে জনতামধ্যে স্বর্ণমুদ্রা বৃষ্টি করিতে করিতে অগ্রসর হইলেন,—অবশেষে বাদসাহের বৃহৎ হস্তী দৃষ্টিপথে আসিল ! রাজবেশে স্বর্ণ হাওদায় সাজাহান উপবিষ্ট ;—পশ্চাৎ হইতে অমাত্য প্রধান তাঁহার মস্তকোপরি স্বর্ণ

ছত্র ধারণ করিয়া আছেন! সমস্ত আগ্রাবাসী বাদসাহকে দেখিয়া, জয় জয় ধ্বনিতে পৃথিবী আলোড়িত করিয়া তুলিল,—কোলাহলে দিগদিগন্ত পূর্ণ হইয়া গেল!

রাজহস্তী বৃদ্ধ সন্ন্যাসীর সম্মুখে আসিয়া সহসা দণ্ডায়মান হইয়া, হাঁটু গাড়িয়া বসিল,—বাদসা লম্ফ দিয়া হস্তীপৃষ্ঠ হইতে অবতীর্ণ হইলেন! এ দৃশ্যে সেই ভয়াবহ কোলাহল নিমেষে নীরব হইয়া গেল! বোধ হয়, সূচী পতন শব্দও শ্রুত হয়;—লোকে নিশ্বাস বন্ধ করিয়া বাদসাহ কি করিতেছেন দেখিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া বিস্ফারিত নয়নে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিল!

সাজিহান দ্রুতপদে বৃদ্ধের সম্মুখীন হইলেন,—বৃদ্ধ উঠিয়া দাঁড়াইবার চেষ্টা পাইলেন,—কিন্তু বাদসাহ তাঁহাকে উঠিতে দিলেন না! তাঁহার হাত লইয়া সসম্মানে চুম্বন করিলেন;—সকলে বিস্মিত হইয়া দেখিল, তিনি তৎপরে হিন্দুর ন্যায় এই সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীকে প্রণাম করিয়া, তাঁহাদের পদধূলি লইলেন! বৃদ্ধ কোন কথা কহিতে পারিলেন না,—তাঁহার দুই চক্ষু হইতে দরবিগলিত ধারে নয়নাশ্রু বহিল! সন্ন্যাসিনী বলিলেন, "বৎস আশীর্ব্বাদ করি, চিরজীবি হইয়া ভারতের কল্যাণ কর!"

বাদসাহ পশ্চাতস্থ সন্ন্যাসীবেশী বেহারীচরণকে সপ্রেমে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, "বেহারীদাদা,—তোমায় দরবার হইতে যাইতে দিব না!" শ্যামার মার হাত ধরিয়া বলিলেন, "তুমি না থাকিলে, আজ কি খুরম সাজাহান বাদসাহ হইতে পারিত? হামিদা,—গঙ্গীয়া,—শ্যামার মা কাঁদিয়া আকুলা হইল!

তিনি নিজ গলা হইতে বহুমূল্যবান হার খুলিয়া, দুলালীর গলায় পরাইয়া দিয়া হাসিয়া বলিলেন, "তোমার বর সংগ্রহের ভার আমার উপর রহিল!"